৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা | বৈশাখ ১৩৬৬

এই সংখ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার

৯ম খণ্ড । ১৩৬৬

সম্পাদক

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় । কলিকাতা-১২

গ্রন্থাগার

৯ম খণ্ড :: ১৩৬৬

নির্ঘণ্ট

প্রবন্ধ

লেখকের নাম অনুসারে বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত

সাধারণ সংবাদ

গ্রন্থাগার সংবাদ

চিঠিপত্র

অন্যান্য রাজ্যের খবর

বার্তা বিচিত্রা

গ্রন্থ সমালোচনা

পরিষদ কথা

সম্পাদকীয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বৈশাখ ১৩৬৬

ছোটদের গ্রন্থাগারে গল্পের আসর

রেণু বিশ্বাস

গল্প শোনা সব মানুষেরই কাছে এক আকর্ষণীয় জিনিষ, বিশেষতঃ ছোট ছেলেদের। সেইজন্য আজকাল সমস্ত দেশেই শিশু গ্রন্থাগারে গল্প বলার ব্যবস্থা হয়েছে।

গ্রন্থাগারে গল্প বলার প্রধান উদ্দেশ্য হলো দুটি শিশু চিত্তকে গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট করা এবং এই গল্পের মধ্য দিয়ে উপদেশ ও নানা দেশ বিদেশের সঙ্গে শিশু মনের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আমাদের দেশে ঠাকুরমারা ছোট ছেলে-মেয়েদের গল্প বলতেন, নানা কাল্পনিক রাজারাণীর গল্প, রাক্ষসের গল্প, ভূতের গল্প ইত্যাদি—এখন আমাদের জ্ঞানের পরিধি বেড়েছে, নানা দেশ ও জাতি সম্বন্ধে জানবার সময় হয়েছে, তাই আজকাল আমাদের দেশীয় রূপকথা ছাড়া বিদেশী গল্পের ওপরও নজর দেওয়া দরকার।

কি গল্প বলা হবে—এ বিষয় আলোচনা করতে হলে, প্রথমে বলতে হয় যে সব গল্প বলা হবে, সেগুলো যেন উপদেশমূলক হয়, এবং নায়ক যেন আদর্শ চরিত্রের হয়। গল্প নির্বাচন অবশ্য শ্রোতাদের বয়স অনুযায়ী করতে হবে। শিশুদের রূপকথার গল্প এবং অল্প বীররসপূর্ণ গল্প ভালো। অত্যাধিক হত্যাকাণ্ড সম্বলিত গল্প শিশুমনে জিঘাংসা বা ভীতি জাগিয়ে তুলতে পারে।

গল্পের আয়তন হলো দ্বিতীয় প্রশ্ন। খুব ছোট বা খুব বড় গল্প পরিহার করা উচিত। খুব ছোট গল্প হলে, তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেলে

শিশুমনের কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পায় না। আবার খুব বড় হলে তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে। একটা গল্প পনের থেকে কুড়ি মিনিটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। গল্প বলার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গল্প শেষ হয়ে গেলে হাতে সময় থাকলে, যে গল্প বলা হ'ল, তা থেকে দু' একটা হাল্কা প্রশ্ন করাও ভালো। তবে আবার এই প্রশ্নের উত্তরের প্রতি খুব কড়াকড়ি করলে গল্প শ্রোতার সংখ্যা হ্রাস পেতে পারে।

গল্প বলার ভংগী বা টেকনিক যিনি গল্প বলবেন, তাঁকে সর্বদা এ কথা মনে রাখতে হবে যে—শিল্পী যেমন রং ও তুলির সাহায্য নিয়ে ছবি আঁকেন, সেই রকম কথার সাহায্যে ছবি এঁকে শ্রোতাদের সম্মুখে তুলে ধরতে হবে, কাজেই ভাষার উপর দখল, স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণের নিখুঁত উচ্চারণ অত্যাবশ্যকীয়। সুমিষ্ট কণ্ঠ ও প্রকাশ ভঙ্গিমাও ইহাতে প্রয়োজনীয়। গল্প যদি একই মুখে আগাগোড়া বলা হয় তাহ'লে গল্পের আকর্ষণীয় শক্তি কমে যাবে। সমস্ত গল্পটা দু'চার বার পড়ে নিয়ে নিজের ভাষাতেই সেটা বলতে চেষ্টা করা উচিত, এবং সেটা দু'একবার মহড়া দিয়ে নিলে গল্প বলার উৎকর্ষতা আরও বৃদ্ধি করা যায়। গল্পের বিন্যাস এমন হওয়া দরকার যাতে প্রথম দিক থেকেই গল্পটি বেশ জমে ওঠে।

গল্প বলার সময় ঠিক করতে হলে বৈকালের দিকে করাই ভালো, বিদ্যালয়ের ছুটীর পর এমন একটি সময় বেছে নিতে হয়, তবে সেটা যেন খেলার সময়ের বেশী অংশ না নিয়ে নেয়।

গল্প বলার পরিবেশটিও মনোরম হওয়া উচিত। গ্রন্থাগারে শিশুদের এই গল্পের আসরের বহুমুখী উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রধান একটি হচ্ছে—শিশুমনকে ক্রমশঃ গ্রন্থাগারের দিকে আকৃষ্ট করা। কাজেই নজর রাখতে হবে যে এমন কোন ঘটনা যেন কিছুতেই না ঘটে, যা শিশুমনকে গ্রন্থাগার থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

পুস্তক নির্বাচন

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাগারে বই সংগ্রহ করে রাখা হয়। কিন্তু সব বইপত্র সংগ্রহ করা পৃথিবীর কোনো গ্রন্থাগারের পক্ষেই সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, জায়গা এবং কর্মী বৃহত্তম গ্রন্থাগারেরও নেই। প্রতি বৎসর পৃথিবীর সকল দেশে মিলিত ভাবে তিন চার লক্ষ বই (টাইটেল) এবং পঞ্চাশ কোটি কপি ছাপা হয়। একটি গ্রন্থাগারে এদের সংগ্রহ করা কঠিন কাজ। বই ছাড়া সাময়িক পত্র এবং সংবাদপত্রও কম নেই।

পুথিপত্রের বিপুল সংখ্যা, ভাষার বাধা, যথেষ্ট অর্থের অভাব, ইত্যাদি একমাত্র বিবেচ্য নয়। গ্রন্থাগারে বই সংগ্রহ করা হয় ব্যবহারের জন্য। যে বই ব্যবহৃত হবার আশা নেই সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য তা সংগ্রহ করা নিরর্থক। সুতরাং গ্রন্থাগারের সঙ্গতিই পুস্তক সংগ্রহের একমাত্র প্রশ্ন নয়।

পৃথিবীতে যত পুথিপত্র আছে সবই যদি সংগ্রহ করা যেত তাহলে গ্রন্থাগারিক একটি মস্ত বড় সমস্যার হাত থেকে বেঁচে যেতেন। অর্থাৎ, লক্ষ লক্ষ বইয়ের মধ্যে কোনগুলি সংগ্রহ করা হবে, কোনগুলি হবে না তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন হত না। তা সম্ভব নয় বলে পুস্তক নির্বাচন সুষ্ঠু গ্রন্থাগার পরিচালনার পক্ষে অত্যাবশ্যক। যে বইগুলি গ্রন্থাগারের পাঠক-গোষ্ঠীর কাজে লাগবে বলে আশা করা যায় বেছে বেছে শুধু সেগুলিই কিনতে হবে। ব্যতিক্রম জাতীয় গ্রন্থাগার এবং কপিরাইট লাইব্রেরী। এই দুই শ্রেণীর গ্রন্থাগারের প্রধান উদ্দেশ্য জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ত সমৃদ্ধ করা। সাম্প্রতিক কালে সব বই যে পাঠকরা ব্যবহার করবে তা না-ও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক পুস্তক নির্বাচনের জন্য "ব্যবহারের মাপকাঠিকে" প্রাধান্য দেন না।

পুস্তক নির্বাচনের উদ্দেশ্য কি? জুরি বলেছেন, "The high purpose of book selection is to provide the right book for the right reader at the right time." তাহলে পুস্তক নির্বাচনের উদ্দেশ্য হল, প্রকৃত পাঠকের হাতে উপযুক্ত বই ঠিক সময়ে তুলে দেওয়া। যে পাঠক আজ

কোনো একটা বই চায় তাকে আজ বই দিতে না পারলে, অথবা অন্য কোনো বই দিলে, পুস্তক নির্বাচনের উদ্দেশ্য সফল হবে না। গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য হল তাঁর পাঠকদের রুচি ও প্রকৃতি অনুধাবন করে উপযুক্ত বই সংগ্রহ করে রাখা। তাহলে পাঠকদের বই না পেয়ে হতাশ হতে হয় না।

গ্রন্থাগারিকের প্রাথমিক দায়িত্ব পুস্তক নির্বাচন। তার পরে বই কেনা হবে এবং বর্গীকরণ, তালিকাকরণ প্রভৃতি স্তর অতিক্রম করে বই গিয়ে পৌঁছবে পাঠকের হাতে। বই কেনার জন্যে নির্ধারিত অর্থের পরিমাণ সাধারণত খুবই কম থাকে, বিশেষ করে আমাদের দেশে। সুতরাং যে বই পাঠকরা পড়বে, যে বই তাদের প্রয়োজন মেটাবে—শুধু সে বই নির্বাচন করতে হবে, যে বই কেউ ব্যবহার করবে না, কারো উপকারে লাগবে না, তা কিনলে একান্ত পরিমিত অর্থের অপচয়। সুতরাং পুস্তক নির্বাচনের জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

নির্বাচককে প্রথমেই বিচার করতে হবে কোনো একটি বিষয়ের বা বইয়ের চাহিদা তাঁর গ্রন্থাগারে আছে কি-না। চাহিদা হয়ত বর্তমানে না-ও থাকতে পারে; কিন্তু ভবিষ্যতে চাহিদা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকলে পাঠকদের দাবী পূরণের জন্য বই কিনে রাখতে হবে। প্রয়োজনের সময় বই না পেলে পাঠকদের গ্রন্থাগারের দক্ষতা সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

পাঠকদের চাহিদা জানবার উপায় কি? গ্রন্থাগারে যে-সব পাঠক আসে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা দ্বারা চাহিদার আভাস পাওয়া যেতে পারে। স্থানীয় সভা-সমিতির আলোচনার ধারা থেকে এবং স্থানীয় সংবাদপত্র পাঠ করে জানা যায় ওখানকার বাসিন্দারা কি নিয়ে ভাবছে, কোন বিষয়ে তাদের আগ্রহ। যেখানে গ্রন্থাগার অবস্থিত সে অঞ্চলের অধিবাসীদের শিক্ষা, বৃত্তি ও সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলেও কোন ধরণের বইয়ের চাহিদা হবে তা অনুমান করা যায়।

কিন্তু পাঠকদের সম্পূর্ণ চাহিদা মেটাবার মতো সঙ্গতি কোনো গ্রন্থাগারেই থাকে না। তাই চাহিদার বিচার করতে হবে। চাহিদার পরিমাণ এবং তার মূল্য যাচাই করে দেখবার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের। অনেক পাঠক যখন একটি বিষয় বা বিশেষ একটি বই সম্বন্ধে আগ্রহশীল হয়ে ওঠে তখন বুঝতে পারি ঐ বিষয় বা বইটির চাহিদার পরিমাণ বেশ রয়েছে। গোয়েন্দা কাহিনীর চাহিদার

পরিমাণ সকল সাধারণ গ্রন্থাগারেই বেশী। কিন্তু যদি মাত্র একজন পাঠক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'জিজ্ঞাসা' পড়তে চায় তাহলে চাহিদার পরিমাণ কম হল বটে, কিন্তু মূল্য হল বেশী। 'জিজ্ঞাসা' বইটি মূল্যবান, তাই সে বইয়ের জন্য চাহিদারও যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। গ্রন্থাগারিক শুধু চাহিদার পরিমাণ দেখে অথবা চাহিদার মূল্য বিচার করে পুস্তক নির্বাচন করবেন না। তিনি চাহিদার পরিমাণ ও মূল্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক সংগ্রহ করবেন।

বই কেনার আগে গ্রন্থাগারিক দেখবেন যে গ্রন্থাগারের বর্তমান পুস্তক সংগ্রহ থেকে পাঠকদের চাহিদা মেটানো যায় কিনা। তা সম্ভব হলে নতুন বই কেনার প্রয়োজন নেই। সংগ্রহের যে পুস্তক চাহিদা মেটাতে পারবে তার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করলেই চলবে। কিন্তু যদি নতুন বই সংগ্রহ করা দরকার হয় তাহলে গ্রন্থাগারিককে ভাবতে হয়। কারন একই বিষয়ের অনেক বই আছে। তাদের মধ্যে কোন্ বইটি তাঁর পাঠকগোষ্ঠির চাহিদা সবচেয়ে ভালো ভাবে পূরণ করতে পারবে তা স্থির করতে হবে।

একটি বই সকল দিক থেকে বিবেচনার পর যখন সংগ্রহযোগ্য বলে স্থির করা হবে তখন যথাসম্ভব বইটি কিনে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া চাই। পাঠকের প্রয়োজন সে বই পড়ে মিটলেই নির্বাচন সার্থক হল।

পুস্তক নির্বাচনের ব্যাপারে বই (Books), পাঠক (The Public), এবং সঙ্গতি (Resources) অঙ্গাঙ্গিরূপে যুক্ত।

বই

গ্রন্থাগার বই ছাড়া হতে পারে না। সুতরাং এই তিনটির মধ্যে বইকে প্রাধান্য দিলে অন্যায় হবে না। কোন বই পাঠকের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে তা নির্ধারণ করবার জন্য বই সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া অত্যাবশ্যক। বইয়ের বিষয়বস্তু এবং তার বিন্যাস ; লেখক ও প্রকাশকের বৈশিষ্ট্য, ছবি, ছাপা, বাঁধাই, দাম ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে উপযুক্ত বই সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। একই বিষয়ের উপরে বই বিভিন্ন স্তরের পাঠকদের জন্য লেখা হয়ে থাকে। ঠিক কোন বইটি বিশেষ একটি অঞ্চলের পাঠকদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে তা স্থির করবার জন্য নির্বাচকের বই সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। গ্রন্থাগারিকের পক্ষে সব বই পড়ে তাদের মূল্য নিরূপন করা

সম্ভব নয়। বই হাতে করে, পাতা উল্টিয়ে, সূচীপত্র, নির্ঘণ্ট, ছবি ছাপা ইত্যাদি দেখে গুণ সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। কিন্তু পুস্তক-সমালোচনার সহায়তা এ বিষয়ে গ্রন্থাগারিকের অপরিহার্য। গ্রন্থাগারিকের পরিশ্রম আজকাল বহুলাংশে লাঘব করেছে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সংকলিত নতুন ও পুরনো ভালো বইয়ের তালিকা। এই জাতীয় তালিকা ছাড়া গ্রন্থাগারিকের কাজ আরো দুরূহ হয়ে পড়ে।

পাঠক

পাঠকের ব্যবহারের জন্য বই সংগ্রহ করা হয়। সুতরাং তাদের চাহিদার উপরে পুস্তক নির্বাচন নির্ভরশীল। পাঠকের চাহিদা বুঝতে হলে সহানুভূতির সঙ্গে তাদের পরিচয় জানতে হবে। পাঠকের শিক্ষা, বৃত্তি, চিত্তবিনোদনের উপায়, রাজনৈতিক মতবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলে কোন বই পড়তে তার আগ্রহ হওয়া সম্ভব সে সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিক ধারণা করতে পারেন। পাঠক গ্রন্থাগারের সভ্য হবার সময় যে আবেদন পত্র পূরণ করে তা থেকে অনেক তথ্য জানা যায়। পাঠকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার দ্বারা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে গ্রন্থাগারিক অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন। বিভিন্ন পাঠকের বিভিন্ন রুচি। তাই তাদের চাহিদায় আছে বৈচিত্র্য। আবার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পাঠক গোষ্টির চরিত্রও আলাদা। তাই একটি 'ভালো' বইয়ের তালিকা থেকে সকল গ্রন্থাগারের নির্বিচারে পুস্তক সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। আঞ্চলিক প্রয়োজন ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে বই নির্বাচন করতে হবে। না হলে হয়ত এমন বই কেনা হবে যা কেউ কখনো পড়বে না।

সঙ্গতি

পাঠকের চাহিদা কী পরিমাণ পূরণ করা যাবে তা নির্ভর করে গ্রন্থাগারের সঙ্গতির উপর। গ্রন্থাগারের সঙ্গতি বলতে মোটামুটি এই বোঝায়ঃ (১) পুস্তক সংগ্রহ; (২) অন্যান্য গ্রন্থাগার থেকে পুস্তক ধার করার সম্ভাবনা; (৩) পুস্তক ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ অর্থ; (৪) গ্রন্থাগার-কর্মীদের নিকট থেকে পুস্তক নির্বাচন সম্বন্ধে পরামর্শ লাভের সম্ভাবনা। বই কেনার টাকা এদের মধ্যে প্রধান। টাকা না থাকলে খুব সুষ্ঠু নির্বাচনও

কার্যকরী হতে পারে না। গ্রন্থাগারিককে সংগতির সদ্ব্যবহার করতে হয়। ছোট গ্রন্থাগারে সংগতির সতর্ক ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

নির্বাচকের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর সুষ্ঠু নির্বাচন বহুলাংশে নির্ভর করে। তাঁর পাঠকের চাহিদা উপলব্ধি করবার মতো ক্ষমতা থাকা চাই ; আর চাই গ্রন্থাগারের সংগতি যথোপযুক্তরূপে ব্যবহার করবার দক্ষতা।

নির্বাচন আমাদের জীবনের প্রাত্যহিক ব্যাপার। আমরা বাজারে গিয়ে যখন জিনিস কিনি তখন আমাদের নির্বাচন করতে হয়। নির্বাচন করি আমাদের রুচি, জিনিসের গুণ এবং দামের ভিত্তিতে। প্রতি পদে আমরা নির্বাচন করে চলছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে, সজ্ঞানে বাছাই করি না। বিভাগীয় বিপনির ম্যানেজারও তাঁর ক্রেতাদের রুচি মাফিক পণ্য সংগ্রহ করে দোকান সাজান। তাহলে নির্বাচন এমন কী কঠিন কাজ যে বই পড়ে শিখতে হবে এবং কতকগুলি নির্ধারিত পথে চলতে হবে ?

গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচন অন্য জিনিস নির্বাচনের তুলনায় পৃথক। আমরা যখন জামা কাপড় জুতো পছন্দ করে কিনি সেটা এক জনের ব্যবহারের জন্য। খাবার জিনিস একবারের ব্যবহারের জন্য কেনা হয়। কিন্তু বই কেনা হয় বহুদিন যাবৎ বহু লোকের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। গ্রন্থাগারে একেকটি বই যদি শুধু একটি পাঠকই একবারমাত্র ব্যবহার করে তাহলে অর্থের অপচয় ঘটে এবং নির্বাচনের মূল নীতি ব্যর্থ হয়ে যায় ; পুস্তক নির্বাচনে জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় আর একটি কারণে। বই লেখকের মননের ফল ; বইয়ের প্রভাব পাঠকের মনের উপরে। মনের সঙ্গে যার যোগ তা স্বভাবতই জটিল। পাঠকের মনের খোরাক জোগাবার জন্য তাই বিশেষ বিচার-বিবেচনা করে পুস্তক নির্বাচন করতে হয়।

গ্রন্থ রক্ষণাগার পরিচালনা

অরবিন্দভূষণ সেনগুপ্ত

আজকাল গ্রন্থাগারের জীবনধারা সুপরিকল্পিত ও সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত গ্রন্থরক্ষণাগারের উপর প্রাথমিকভাবে নির্ভরশীল। এই সত্য মানুষ ক্রমেই উপলব্ধি করবে, গ্রন্থরক্ষণাগার আর শুধুমাত্র বইয়ের গুদামঘর নয়। এই জন্যেই বড় আর দ্রুতবর্দ্ধিষ্ণু গ্রন্থরক্ষণাগার পরিচালনা বেশ জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে গ্রন্থাগারে পাঠকবর্গ সরাসরি বইয়ের নাগাল পায়না, সেখানে শুধুমাত্র পাঠাগারের কর্মিগণ পড়ুয়াদের চাহিদা মেটাতে পারে না। এখানেই আসে গ্রন্থরক্ষণাগারের প্রয়োজনীয়তা।

এই গ্রন্থরক্ষণাগারের প্রকৃতি বেশ জটিল, আর এটা গ্রন্থাগারের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। পৃথিবীর সব বড় গ্রন্থাগারেই এই গ্রন্থারক্ষণাগার আছে। এবং এই গ্রন্থরক্ষণাগার এমনভাবে পরিচালিত হওয়া দরকার, যাতে এর সমুদয় ভাণ্ডার সহজে আর কম সময়ে পাঠকবর্গের কাজে লাগানো যায়।

গ্রন্থরক্ষণাগারে বইয়ের র‍্যাক শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজানো থাকে। প্রত্যেক র‍্যাকে আবার পর পর পাতলা ইস্পাতের তাক আছে। প্রয়োজন মত এই র‍্যাকের উচ্চতা নিরূপিত হয়। এই র‍্যাকের অলিন্দ পথে রক্ষণাগারের কর্মীদের সর্বদাই কাজে রত দেখা যায়। এই রক্ষণাগার সব সময়ই সরাসরি সিঁড়ির সঙ্গে কিংবা গ্রন্থবহ (Book Lift)এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।

রক্ষণাগারের পরিসর যেখানে নিতান্ত সীমায়িত, সেখানে ইস্পাতের রোলিং র‍্যাক (Rolling Stack) ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ এতে স্বল্প স্থানের মধ্যে বেশী বই রাখার ব্যবস্থা করা যায়। এই ইস্পাতের রোলিং র‍্যাকে দু'দিকে সাতটি করে তাক থাকে, আর উপরিভাগ একেবারে ঢাকা। একটি এ রকম র‍্যাকে প্রায় চার'শ বই ধরে। এগুলো বল বিয়ারিং (Ball bearing). সমন্বিত নিটোল রবারের চাকার ওপর বসানো এবং সহজেই একে যেখানে খুসী নড়ানো যায় আর যে কোন স্থানে রাখা যায়। পাশাপাশি সাজানো এই রকম সারি সারি র‍্যাকে এবং দুইটি সারির

অন্তর্বর্তী ৫ ফুট চওড়া অলিন্দে বইঘর বেশ ছিমছাম ও সুন্দর দেখায়। এই অলিন্দ থাকাতে রোলিং র‍্যাকগুলিকে সহজেই প্রয়োজন মত টেনে বার করা যায়। এই র‍্যাকগুলিতে কতকগুলি সুবিধা আছে—যেমন, স্বল্প স্থানে বেশী বই রাখা যায় এবং বইগুলিকে সহজে বার করাও যায়। তাছাড়া সুন্দর ফিটফাট, পরিচ্ছন্নভাবে ধুলোবালি থেকে বইগুলিকে রক্ষা করতেও এতে সুবিধে, এই র‍্যাকগুলি অবশ্য গ্রন্থাগারেই সবচেয়ে সুবিধাজনক।

গ্রন্থাগারের পাঠকবর্গকে বেশীক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা কখনই ঠিক নয়। এই জন্য রক্ষণাগার থেকে লেনদেন কেন্দ্রগুলিতে বই বহন করে নেবার কিছু উপায় দরকার। এই ব্যাপারে সব চেয়ে সাধারণ জিনিষ হচ্ছে বৈদ্যুতিক লিফ্‌ট্‌ (Lift) বা বই পরিবাহক। এতে ক'রে বই রক্ষণাগারের ওপরে বা নীচেতে, গ্রন্থাগারের অন্যান্য স্থানে বই লেনদেন বেশ দ্রুত করা যায়। তা ছাড়া চার্জিং ডেস্ক (Charging Desk) থেকে খবরাখবর বেশ দ্রুত গ্রন্থ-রক্ষণাগারে পাঠানো যায়।

আধুনিক স্টেশন ডেস্ক (Station Desk) বা তাকে ফেরৎ বইগুলি জমা হয়। সেখান থেকে বাছাই ক'রে বইগুলি সেলফে ওঠানো হয়। অনেক গ্রন্থরক্ষণাগার পরিদর্শক এই বই বাছাই ট্রলির ব্যাপারে আপত্তি ক'রে থাকেন। কারণ তাঁদের মতে এতে নাকি নিখোঁজ বইয়ের সংখ্যাও বেড়ে যায়। অনেকে আবার বলেন এ ছাড়া বই বাছাইয়ের অন্য পন্থাই বা কি আছে। অবশ্য এ প্রশ্নের আসল সমাধান স্থানীয় কাজের গুণাগুণের ওপর নির্ভর করে। আসল কথা হচ্ছে বই যখনই ফেরৎ আসে, তখন থেকেই বইগুলি চলন্ত ট্রলির ওপর রাখাই ঠিক,—যতক্ষণ না বইগুলিকে আবার সেলফে পুনঃস্থাপন করা হচ্ছে। এতে কম আয়াসে এবং সহজেই বইগুলিকে আবার স্থাপন করা যায়।

সেলফে বই পুনঃস্থাপনের কাজ সব সময়ই চলা উচিত। বইয়ের চাহিদাপত্র দেখে বই সরবরাহের চেয়ে এ আরও শক্ত কাজ। একটি বই স্বস্থানে না থাকার মানেই হচ্ছে বইখানি সেই সময়ের জন্য হারিয়ে যাওয়া। পরে হয়ত বইটি আবার উদ্ধার হবে, কিন্তু প্রয়োজনের সময় পাঠক বইটি না পেলে পাঠকতো হতাশ হবেই, উপরন্তু গ্রন্থাগার সম্বন্ধে দেখা দেবে নানা বিরূপ সমালোচনা। সেইজন্য গ্রন্থ রক্ষণাগারের বিশেষ কোন স্থানের কাজের চাপ দেখে কোন বিশেষ

ব্যক্তির ওপর সেই স্থানের বই পুনঃস্থাপনের ভার অর্পণ করা উচিত। এতে বই ভুল স্থাপন হলে সহজেই ধরা পড়ে যায়।

নীতিগতভাবে বই স্থাপনের কাজ সুরু হয় যখনই কোন বই পাঠকের কাছ হতে ফেরৎ আসে কিংবা সংগ্রহ বিভাগ বা বর্গীকরণ বিভাগ থেকে বই সরাসরি রক্ষণাগারে এসে হাজির হয়। এই কাজ আপাতদৃষ্টিতে যা বোঝায় তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বই স্থাপনের প্রথম ধাপ হচ্ছে বইটিকে প্রথমে বই বহির্গমনের কার্ডের সংগে মিলিয়ে দেখা বা সেলফে যে ডামী (Dummy) আছে তার সাথে মিলিয়ে দেখা। এই মিলিয়ে দেখা নির্ভুল হলে বই স্থাপনের অনেক সমস্যা আপনা থেকেই সমাধান হয়ে যায়।

সেলফ কর্মিগণ যে বইগুলি মেরামত বা বাঁধাইয়ের প্রয়োজন সেগুলি বই বাঁধাই বিভাগের নজরে নিয়ে আসবেন। যে সমস্ত বই এজন্য আটকে রাখা হয়, বই রক্ষণাগারে তার হিসেব থাকে। বই পুনরায় পুরোপুরি বাঁধাইয়ের চেয়ে ছোটখাট মেরামত সব সময়েই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য এ ব্যাপারে আর্থিক সঙ্গতি, বইয়ের অবস্থা সবই বিবেচনা করে দেখতে হবে। যে সমস্ত বই এজন্য আটকে রাখা হয় তাদের যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা করা দরকার। বইয়ের নিখোঁজ পাতা ও ক্ষতিগ্রস্ত অধ্যায়গুলি জোগাড় করা আবশ্যক। সম্ভব হলে প্রকাশকদের কাছ থেকে এগুলি যোগাড় করা যেতে পারে। নতুবা টাইপ করে অথবা অন্য কোন কপি থেকে নিখোঁজ বা ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলি পুরিয়ে দিতে হবে।

সেলফে বই স্থাপন এমন ভাবে করা দরকার যাতে বইয়ের সবচেয়ে কম ক্ষতি হয়। ঠিকভাবে বই নাড়াচাড়া বা সেলফে অযথা বইয়ের ভীড় কোন সময়েই হওয়া উচিত নয়। পুরানো বা নোতুন বই সেলফে এমনভাবে সাজিয়ে রাখা প্রয়োজন যাতে করে বই স্থানান্তরিত করার মত অবস্থা সহসা সৃষ্টি না হয়। ভর্তি একটি সেলফে বই ঠেস দিয়ে রাখবার কোনও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সেলফে বই রেখেও যখন যথেষ্ট জায়গা পড়ে থাকে, সেই সময় বইগুলিকে লোহার Book Support দিয়ে সোজা ক'রে দাঁড় করিয়ে রাখবার প্রয়োজন হয়। বই যখন সেলফে একদম ঢাকা থাকে, তখন জোর ক'রে সেখানে কোন বই রাখবার চেষ্টা করলে সমস্ত বইয়েরই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া খুব ঠাসা অবস্থায় বই সেলফে থাকলে বার করার সময়ও যথেষ্ট শারীরিক শক্তির প্রয়োজন হয়। এতে অনেক সময়ই বইয়ের শিরদাঁড়া জখম হয়ে পড়ে।

বইয়ের শিরদাঁড়ায় (Spine) বর্ণমালাগুলিও গ্রন্থরক্ষণাগার পরিচালনায় অনেক সুবিধা অসুবিধার কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। পুস্তক সংখ্যাগুলি বেশ বড় আর স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন—যাতে সহজেই সেটা বোধগম্য হয়। এই সংখ্যা-গুলি যতদূর সম্ভব আকারে, প্রকারে ও বিন্যাসে সমান হওয়াই উচিত। বড় বড় গ্রন্থাগারে বই সংখ্যাগুলি বার বার লেখা বা নোতুন ক'রে ট্যাগ (Tag) লাগান কাজ সব সময়ই চলে। এই কাজ যদি সব সময় সুসম্পন্ন অবস্থায় থাকে, তবে বই লেনদেনের ব্যাপারে খুবই সুবিধা হয়। সেই জন্য ভুল সংখ্যা যাতে লেখা না হয় সেদিকে সব সময়ই নজর রাখতে হবে। কারণ এই ভুলের জন্য বই ভুল যায়গায় চলে যাবে, যা খুঁজে বার করা বেশ কষ্ট সাধ্য।

কর্মরত গ্রন্থরক্ষণাগারের কর্মী র‍্যাকের সারির মধ্যে চলতে চলতে বইগুলিকে সব সময়ই তাকের ওপর সোজা ক'রে দাঁড় করিয়ে দেবে। বইয়ের শিরদাঁড়গুলি অবশ্য সেলফের সামনের দিকে মুখ ক'রে থাকবে। প্রয়োজন হলেই book support ব্যবহার করা হবে বইগুলিকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে রাখবার জন্য। যদি কোন সেলফ বেশ পুরোপুরি ভর্তি থাকে, তবে বইগুলির ওপর বেশ চাপ পড়ে। তখন বই স্থানান্তরিত করে বই ও সেলফগুলিকে অতিরিক্ত চাপের হাত থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন। বই নাড়াচাড়ার ওপর বইয়ের ভালমন্দ অনেকাংশে নির্ভরশীল। বই যাতে খোলা অবস্থায় কোথাও হেলে পড়ে না থাকে, সে বিষয়ে কর্মিগণ সব সময়েই সচেতন থাকবে। কারণ এতে বই বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে পুরোনো দুর্বল বইগুলির ওপর আরও নজর রাখা প্রয়োজন।

সেলফে বই সাজানোর ওপরই পাঠককে তাড়াতাড়ি বই সরবরাহ করা বিশেষভাবে নির্ভর করে। হয় কোন বিশেষ বই বিশেষ কোন সেলফের বিশেষ স্থানে থাকবে, নয়ত কোন বর্গীকরণের ধারা অনুযায়ী তার সমগোত্রীয় কোন বইয়ের কাছে থাকবে। আসল কথা হচ্ছে, যে ভাবেই বই সেলফে সাজানো হোক না কেন, তা ঠিক সুবিন্যস্ত থাকবে, যাতে পাঠকের প্রয়োজন হলেই সহজে বই পাওয়া যায়।

বইগুলির বিন্যাস ঠিক রাখতে গেলে সব সময়ই সেলফ নিরীক্ষণ (Shelf Reading) করা দরকার। সাধারণভাবে কোন বিশেষ কর্মীকে বিশেষ কোন স্থানের বই নিরীক্ষণের ভার দেওয়া হয়। এই কর্মী অবশ্য দৈনন্দিন কাজের হিসাব রাখবে। যেখানে কর্মীর অভাব ও কাজের চাপ বেশী, সেখানে

ধারাবাহিক সেলফ নিরীক্ষণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে এ সব ক্ষেত্রে বইয়ের বিশৃঙ্খলাপ্রাপ্ত ও বহু ব্যবহৃত বইয়ের স্থানগুলিতে সব সময়েই spot checking করা দরকার। মনে রাখা প্রয়োজন যে বড় গ্রন্থাগারে যেখানে বইয়ের যাতায়াত অত্যন্ত বেশী সেখানে বিশৃঙ্খল ও অবিন্যস্ত বই ঠিকভাবে রাখতে এই সেলফ নিরীক্ষণই প্রথম ধাপের কাজ।

গ্রন্থাগারের বই পরিস্কারের কাজ সময়মত ও ঠিকভাবে চলা উচিত। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থরক্ষণাগারের ঠিকমত পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করতে প্রয়োজন মত ঝাড়পোছ করবার কর্মী থাকবে। সাফাই কর্মিগণ ধারা মাফিক কাজ করবে। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে ধুলোবালি আকীর্ণ অবস্থায় বই পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া চলেনা।

অনেক গ্রন্থাগারে ধারাবাহিক ভাবে ও সব সময়েই ঝাড়পোছের কাজ চলে। আবার কোন কোন গ্রন্থাগারে কখন কখন ঝাড়পোছ হয়। গ্রন্থাগার বড়ই হোক আর ছোটই হোক ঝাড়পোছের জিনিষপত্তর সব জায়গাতেই প্রায় এক। সাধারণতঃ কাপড়ের বা পশমের ঝাড়ন আর হাত বুরুসই সব স্থানে ব্যবহৃত হয়। ভ্যাকুয়াম ক্লিনারও বই ও সেলফ্ পরিস্কার করার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে।

অসাবধানে ব্যবহারের জন্য বইয়ের বাঁধাইয়ের বড় ক্ষতি হয়। শুধু বার্নিশ বা অন্য কোন তরল পদার্থ লাগিয়ে জখমের হাত থেকে বইকে রক্ষা করা যায়না। অনেক গ্রন্থাগারে আবার বইয়ের নতুন জ্যাকেটের ওপর সেলোফোনের (cellophone) কভার দিয়ে বই ব্যবহার করা হয়। এতে নাকি বেশ সুফল পাওয়া গেছে।

কোন বড় গ্রন্থাগারে যখন বই ঠিক ঠিক যায়গায় পাওয়া যায়না, তখন তা প্রত্যহই সেলফ্ পরিদর্শকের নজরে নিয়ে আসা উচিত। কারণ বই সঠিক জায়গায় না থাকলে গ্রন্থাগারে বই থাকা সত্বেও পাঠকবর্গকে আশানুরূপ বই সরবরাহ করা যায়না। এই সব ক্ষেত্রে পাঠককে বই দিতে বিশেষ প্রচেষ্টা ও সময়ের প্রয়োজন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরী অব্ কংগ্রেস (Library of Congress) এর অনুকরণে এই সব বই খোঁজার জন্য একটি "বই অনুসন্ধান" দল থাকা বাঞ্ছনীয়। এই সমস্ত বইয়ের আলাদা কার্ডে রেকর্ড থাকা ও সেগুলিকে একটি পৃথক কার্ড ক্যাবিনেটে সাজিয়ে রাখা দরকার।

এই "বই অনুসন্ধান" দলটি সব সময়ই কাজ ক'রে যাবে ও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে বেওয়ারীশ বইগুলি ঠিক ঠিক বেরিয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় দেখা যায় যে সেলফের নিখোঁজ বই আশাতীতভাবে আবার স্বস্থানে ফিরে এসেছে। সেই জন্যই এই সমস্ত বই মাঝে মাঝে খোঁজ করা দরকার। তারপর কিছুদিন অপেক্ষা করেও যদি না পাওয়া যায়, তবেই সেগুলিকে "নিখোঁজ" বা "হারিয়ে গেছে" তালিকাভুক্ত করা উচিত।

বইয়ের নিরাপত্তা বজায় রেখে তাকে পাঠকবর্গের সর্বাধিক ব্যবহার্য ক'রে তোলা গ্রন্থরক্ষণাগারের প্রাথমিক দায়িত্ব। গ্রন্থরক্ষণাগারের কর্মীদের বইয়ের ভালমন্দ ও সেগুলি সঠিক সাজানোর ব্যাপারেও সম্পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে। বৃহৎ গ্রন্থরক্ষণাগারের কর্মীদের এখানেই শুধু কাজ শেষ নয়; খুব পুরোণো বই, যেগুলির পাতা একেবারেই দুর্বল আর মেরামতের অযোগ্য, তাদের বেছে পৃথক স্থানে রাখার ও তার রেকর্ডপত্তর রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া যে সমস্ত বই অন্যান্য কারণে গ্রন্থরক্ষণাগার থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে তাদেরও হিসাব রাখা প্রয়োজন। এতে অযথা ঝামেলাতো কমবেই আর বই হারাবেও কম।

আজকাল গ্রন্থাগারকে দু'রকম উপায়ে গড়ে তোলার প্রবণতা এসেছে—যথা, সাধারণ গ্রন্থাগার ও মানুষের জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ বিভাগীয় গ্রন্থাগার সমূহ। অনেক সময় আবার বইয়ের আকার প্রকারও (যেমন বড় ছবির বই, মানচিত্র, পত্রিকা) কোন গ্রন্থাগারকে বিশেষ রূপ দান করে। বড় বড় গ্রন্থাগারে অনেক সময়ই বিশেষ বইয়ের জন্য বিশেষ ঘরের ব্যবস্থা থাকে। যেমন ধরুন "স্থানীয় বই", "নামকরা লেখকের বই", "বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার বই" কিংবা "ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বই" ইত্যাদি। সুবিধার জন্যই তথ্যানুসন্ধান-মূলক গ্রন্থরাজি (Reference Collection) আর বাড়ীতে পড়ার জন্য বইগুলি সব বড় গ্রন্থাগারেই প্রায় আলাদা রাখা হয়। সব বইই বাড়ীতে ধার দেবার জন্য নির্দিষ্ট বইয়ের সাথে মিশিয়ে খিচুড়ী পাকিয়ে ফেলা বাঞ্ছনীয় নয়। তাছাড়া এ মনে রাখা দরকার যে সত্যি সত্যিই বড় গ্রন্থাগার কখনও তার বিশেষ কোন গ্রন্থরাজির অংশ ছাড়া সব বইই পাঠকদের কাছে সরাসরি খোলা রাখতে পারেনা।

দুষ্প্রাপ্য বইগুলিকে যথাযথভাবে রাখা সব বড় গ্রন্থাগারের একটা সমস্যা। এ বিষয়ে মোটামুটি ব্যবস্থা এই দাঁড়ায় যে (ক) দুষ্প্রাপ্য বইগুলিকে বাছাই

ক'রে পৃথক স্থানে (যে স্থানে প্রবেশাধিকার নিতান্তই অনুমতি সাপেক্ষ) রাখা, (খ) এই সমস্ত বই ব্যবহারেচ্ছু পাঠকবর্গ সন্তোষজনক কারণ দেখিয়ে তবেই বই ব্যবহারের অনুমতি পাবে এবং (গ) পাঠগৃহের কোনও দায়িত্বশীল তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধানে পাঠকবর্গ এই সমস্ত বই ব্যবহার করবেন। এই সমস্ত দুষ্প্রাপ্য বই যে সেল্‌ফে রাখা হবে, তার তাকগুলি যেন মসৃণ হয়। অন্যথায় বইগুলির বহিরবয়ব ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে। এই বইগুলির যাতে কোন ক্ষতি না হয় তার জন্য সব রকম ব্যবস্থা করতে হবে।

এইভাবে বিচার করলে বোঝা যাবে যে গ্রন্থাগারের জীবনে গ্রন্থরক্ষণাগারের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে গ্রন্থাগারে যে গ্রন্থরাজি জমায়েৎ হ'য়েছে, তার সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে অনেকেই সচেতন নয়। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে বই রক্ষণাবেক্ষণ শুধু ঝাড়পোছাতেই আবদ্ধ থাকে। অথচ বইগুলিকে উপযুক্ত নির্দেশ অনুযায়ী যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করলে তার পাঠকবর্গকে ভালভাবেই সন্তুষ্ট করতে পারে। সুতরাং গ্রন্থাগার উন্নয়নের পরিকল্পনামাত্রই এইদিকে প্রধান দৃষ্টি না দিয়ে পারবে না।

লেখক ও পাঠক

বিজলী রায়

সাহিত্যের মধ্যেই মানুষ নতুন করে তার মনকে আবিষ্কার করে। বোদ্ধা পাঠক লেখকের চিন্তাকে আপন করে নিয়ে সৃষ্ট সাহিত্যকে নতুন রং দেয়, নতুন রূপ দেয়, নতুন অর্থ দেয়, নব নব দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে তার নিত্য নতুন রসের আস্বাদন করে। খুব অল্প সংখ্যক পাঠকই তাঁদের চিন্তার দ্বারা কল্পনার দ্বারা সাহিত্যকে নতুন করে বুঝতে চেষ্টা করেন; আর যখনই তা করেন, তখনই তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগে, জাগে অনুসন্ধিৎসা, বিচারের প্রশ্ন। সাহিত্য যাদের মনের দুয়ারে ঘা দেয় নি, তারা গতানুগতিক ভাবে 'পাঠ'মাত্র করেন, মোটামুটি একটা সঙ্গতি আছে কিনা, তাই দেখেই তারা সন্তুষ্ট, জীবনের সত্যাদিক সম্বন্ধে কোন যুক্তি জিজ্ঞাসা তাঁদের নেই। আসলে যতক্ষণ পর্যন্ত

পাঠক মন লেখকের চিন্তার উপর সওয়ার হয়ে না বসছে, ততক্ষণ পাঠ সম্পূর্ণ হচ্ছে না। বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পড়াও যায়, কিন্তু তার দ্বারা পড়া সম্পূর্ণ হয় না। পাঠক তাঁর কল্পনার মধ্য দিয়ে নতুন করে সঞ্চার করেন সাহিত্যক্ষেত্র হ'তে, আত্মাকে আবিষ্কার করেন।

একটা উদাহরণ নিলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে। সেটি হচ্ছে টিডেন-সন এবং অসবোর্ণের 'রিরেকার' নামক অলস-রোমাঞ্চকর বইটি। লাউডন উড এবং তাঁর এক অংশীদার একদা একটি খবর শুনেছিলেন যে একটি জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে একটি সংকীর্ণ উপলপূর্ণ বিলের চড়ায় আটকে গিয়েছে। অংশীদারটির মনে হল—ব্যবসাই সব আগের কথা। সঙ্গে সঙ্গেই তার মন ওটিকে উদ্ধার করার কল্পনায় উদ্দীপিত হয়ে উঠল। কিন্তু শিল্পী উডের মন জাহাজ ডুবির কাল্পনিক দৃশ্যে ব্যথাতুর হয়ে উঠল এবং কল্পনায় সে ঐ নিমজ্জিত জাহাজের কেবিনে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সেই রকমই একই পুস্তক বিবৃতি বা আখ্যান বিভিন্ন উপাদানে গঠিত মনে বিভিন্ন ভাবে প্রতি-ভাসিত হয়। আর তাই জন্যই বিশ্লেষণকারী এবং গ্রহণক্ষম পাঠক আপনার আপনার পাঠে ভর করে আপন খেয়াল খুশির জগতে উড়ে বেড়ায়।

ইবসেনের 'হেডা গ্যাবলার' এর কতটুকু মর্যাদা থাকত যদি ইবসেন সেখানে রঙ্গমঞ্চ, অভিনয় ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কল্পনার পাখা মেলবার সুবিধা না রাখতেন? নানা দর্শকের মন নানাভাবে এর সঙ্গে একাত্ম হয়ে রসসম্ভোগে তৃপ্ত হয়েছেন। কিন্তু কোন দুজন দর্শকেরই অনুভূতি এবং চিন্তা এক নয়, যেমন এক নয় দুজনের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছিপছাপ।

গ্রন্থাগারিকের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। শিল্পীরা বিজ্ঞানের পরিভাষা সংক্রান্ত কোন প্রবন্ধাদি পাঠ করলে তিনি তার সঙ্গে তাঁর নিজের জ্ঞান, মতামত ও আদর্শের সংমিশ্রণ করতে পারেন। বিষয়টির উপর সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তিনি আলোক সম্পাত করতেও পারেন। নিজের চিন্তা ভাবনা ও বিবেচনা অনুযায়ী নতুন করে পুনর্লেখনও তাঁর পক্ষে সম্ভব। এমন কোন বিষয়ই চিত্তাকর্ষক হতে পারে না, যা নাকি পাঠক মনে সংশয় বা প্রশ্ন জাগায় না এবং চারজনা পাঠক মনকেও হতে হবে গ্রহণক্ষম। এমন কি নৃত্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধও গভীর চিন্তার বিষয় হতে পারে। একই বিষয় বা বিষয় সম্পর্কিত নানা প্রবন্ধ এবং পুস্তক পাঠে পাঠক মন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, গভীর অনুধ্যানই এটা ঘটায়।

এই পাঠের ফলেই লেখকের লেখা পাঠকের মনের মুকুরে স্বচ্ছ হয়ে, পরিশীলিত হয়ে প্রতিভাত হয়, পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী নতুন রূপ নেয়।

কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যাপারে আমরা দেখতে পাই অত্যাশ্চার্য যন্ত্রপাতির আবিষ্কার মানুষের মনে যতই বিস্ময় সৃষ্টি করুক, তা থেকে একই ভাব, ভাবনা, চিন্তা উদ্ভূত হবে। বিভিন্ন জনের কাছে তার অর্থ এবং উপলব্ধি একই হবে।

বয়সানুযায়ী মানুষের মানসিক বিকাশ ও ভাবনাচিন্তার পরিপুষ্টি হয়। আমরা যতটা কল্পনা করতে পারি, শিশুরা তার থেকে অনেক বেশী গ্রহণ করতে পারে যদিও তার সঙ্গে নতুন কিছু বিশেষ যোগ করতে পারে না। ছাত্রদেরও গ্রহণ ক্ষমতা এবং চিন্তাশীলতা তাদের বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমপূর্ণতার উপর নির্ভর করে। পাঠ যখন কেবলমাত্র পাঠেরই জন্য, নতুন কিছু গ্রহণ বা সৃজনের সম্ভাবনা থাকে না তখন তা পূর্ণ হয়। ডক্টর আই, এ, রিচার্ড যখন কতিপয় ছাত্রের সঙ্গে কবিতার গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন তিনি দেখেছিলেন যে তারা তাদের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তাদের বিচারবুদ্ধিকে মিশিয়ে ফেলছে। প্রাচ্যের দার্শনিকরা জাগতিক সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করে কেবলমাত্র আত্মানুসন্ধানেই রত। কিন্তু এই বিচার বুদ্ধি এবং দৃষ্টি খণ্ডিত। বহু পঠন এবং অনুশীলনের ফলে জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে এবং জ্ঞানের মধ্য দিয়ে যথার্থ আত্মোপলব্ধি হয়। পাঠের প্রতি আন্তরিক আনুগত্যই লেখক ও পাঠককে সমধর্মী ও সমমর্মী করে তোলে।

; এখানে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে। কিছু সংখ্যক বইয়ের পুরোপুরি মালিক হওয়াই কি সবচেয়ে ভালো? সে অবশ্য হোরেস, ডিকেন্স অথবা বার্ণার্ড শ'র বক্তৃতাবলী রেকর্ডে শুনে আনন্দ পাবে, কিন্তু ঐ সকল মনীষীদের ভাবনাচিন্তার সঙ্গে তার নিজের অন্তরের যোগ না থাকলে পূর্ণানন্দ লাভ সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীর অনুসন্ধিৎসা এবং গ্রহণ ক্ষমতা যার আছে, তার বই কম থাকুক বা বেশী থাকুক সে তার পাঠে ঠিকই পূর্ণতা লাভ করবে।

আমরা যতদূর বিশ্বাস করতে পারি, স্মরণীয় ঘটনা তার থেকে অনেক কম ঘটে। লেখকদের ইচ্ছামত সঞ্চয় করবার, পরিবেশন করবার, বিবৃত করবার এবং ভবিষ্যৎ বলবার অধিকার আছে। এই উপায়েই নতুন বিষয় ও রীতি যতদিন না আসে, ততদিন তাদের সাহিত্য স্থায়িত্ব লাভ করে, যা আজ চিরস্থায়ী মনে হচ্ছে, তার অনেক কিছুই কালের প্রভাবে লয় পাবে। উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্বাস রীতি, পদ্ধতি আজকের যুগে অচল হয়ে পড়েছে। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপক সোয়ান বলেছিলেন—প্রতি পনের বছরে বিজ্ঞানের আবিষ্কার দ্বিগুণ ও নতুন হচ্ছে এবং উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারও দ্বিগুণ হচ্ছে প্রতি পঞ্চাশ বছরে।

কাজেই এটা সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে মনের গতি অনেক দ্রুত গতিশীল। যৌবনে বা শিশু বয়সে মানুষ যে বই পড়েছে তা নিয়ে সে কখনই সময় নষ্ট করবে না। সমসাময়িক সব কিছুই—যা নাকি তার মনের জীবনীশক্তি ও প্রসার বাড়াবে, বা সে গ্রহণ করবে।

পাঠক যত মনোযোগ দিয়েই পাঠ করুক, আদর্শ লেখক তার থেকে অনেক বেশী এবং গভীরভাবে চিন্তা করেন। তার বিষয়বস্তু যতই গভীর, চিন্তাশীল, কৈফিয়তের অতীত হোক, লেখকের সামনে তাকে তা যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই ভাবেই পাঠক পুরোপুরি ভাবে লেখককে গ্রহণ করে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গ্রন্থাগার আইন

[কলিকাতার ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

পরিপূর্ণ জনসেবাই গ্রন্থাগার পরিচালনবৃত্তির চরম লক্ষ্য। ১৯৫৬ সালে লাইব্রেরী সার্ভিসেস অ্যাক্ট গৃহীত হওয়ার সংগে সংগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রন্থাগার পরিচালনা বৃত্তি এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয় যাকে ঐ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সাহায্য-পরিকল্পনা আমেরিকার গ্রন্থাগার সমূহের মান উন্নত করে তুলেছে, গ্রন্থাগার পরিচালন বৃত্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে, আর গ্রন্থাগার সংক্রান্ত নতুন নতুন পদ্ধতির প্রবর্তনে উৎসাহ যুগিয়েছে ও সেই সংগে বর্তমান গ্রন্থাগারগুলির উন্নতিতেও সহায়তা করেছে।

গ্রন্থাগার পরিচালনার কাজে কি কি প্রয়োজন, কি ভাবে সেই প্রয়োজন মেটানো হবে, তা নির্ধারণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যগুলিকে প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধিকার দেওয়া হয়েছে। যে ২ কোটি ৭০ লক্ষ আমেরিকান স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলির সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত, আর যে ৫ কোটি ৩০ লক্ষ আমেরিকান মাত্র যৎকিঞ্চিৎ সুযোগ লাভ করছে তাদের সেবা ও সাহায্যের জন্য আমেরিকার

গ্রন্থাগার আইনে যে বিধান রয়েছে মার্কিন গ্রন্থাগার সমিতির সভাপতি জন এস রিচার্ডস তাতে নূতন করে উক্ত সমিতির আস্থা জানিয়েছেন।

গ্রন্থাগারগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যদানের নীতিটি গত ৩০ বৎসর যাবৎ ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। গ্রন্থাগারগুলিকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সাহায্য মঞ্জুর করে প্রথম বিলটি কংগ্রেসে উত্থাপন করা হয় ১৯৩৮ সালে। ন্যাশনাল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন বা জাতীয় শিক্ষা সমিতি এই বিলটির উদ্যোক্তা। পল্লী গ্রন্থাগারগুলির উন্নতির জন্য অঙ্গরাজ্যগুলিকে সাহায্য দান করা সম্পর্কে একটি অধ্যায় রয়েছে এই বিলে। এই বিলটি অবশ্য আইনে পরিণত হয় নি এবং যুদ্ধের সময়ে আর কোন নতুন আইনও প্রবর্তন করা হয় নি। ১৯৪৬ সালে লাইব্রেরী ডেমনস্ট্রেশন বিল উত্থাপিত হয় এবং ১৯৫১ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসরই বিলটি পুনঃ পুনঃ উত্থাপিত হয়। অবশেষে ১৯৫১ সালে এর পরিবর্তে লাইব্রেরী সার্ভিসেস বিল প্রবর্তিত হয়। ১৯৫৬ সালে এই বিলটি পাশ হওয়ার ফলে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহায়তায় গ্রন্থাগারের সুযোগ-সুবিধা পল্লী অঞ্চলেও প্রসারিত করা সম্ভব হয়।

অঙ্গরাজ্যগুলির আইন

গ্রন্থাগারগুলির জন্য আর্থিক সাহায্য সংগ্রহকল্পে প্রণীত কেন্দ্রীয় আইনের কাজ ধীরগতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। তবে অনেকগুলি অঙ্গরাজ্যের নিজস্ব সাহায্য আইন রয়েছে। এই আইনের বলে গ্রন্থাগারগুলি রাজ্য সরকারের সাহায্যলাভ করে। ২০টি অঙ্গরাজ্যের আইন সভাগুলি যথাযোগ্য আইন প্রণয়ন করে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেছে। পাঁচ বৎসর কাল পরীক্ষা ও পরিকল্পনার পর ১৯৫০ সালে নিউ ইয়র্ক স্টেটে এমন একটি আইন পাশ করা হয় যার ফলে ক্ষুদ্র অঞ্চলে বা বৃহৎ এলাকা জুড়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে ব্যাপক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পুনোদ্যমে সুরু হয়েছিল, ক্ষুদ্র অঞ্চলে কাউন্টি গ্রন্থাগার ব্যবহার বৃদ্ধি তারই একটা অংশমাত্র। অবশ্য অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যের আইনে স্কুল গ্রন্থাগার সমূহের জন্য নানা বিধান ছিল। কাউন্টি গ্রন্থাগারগুলির জন্যও আইন সংক্রান্ত বহুবিধ বিধান ছিল, কিন্তু বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের আইন সভাগুলি যে সমস্ত পাবলিক লাইব্রেরী বা সাধারণ গ্রন্থাগার সংক্রান্ত আইন পাশ করেছে সাধারণ

মানুষের সর্বাধিক আগ্রহ দেখা গিয়েছিল সেই আইনগুলিকে কেন্দ্র করেই। বিগত একশত বৎসর যাবৎ এই বিধিগুলিই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৭,৪০০ বা ততোধিক সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও তাদের সম্প্রসারণ সম্ভব করে তুলেছে। এই গ্রন্থাগার সাম্প্রতিককালে যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জনকে বিনামূল্যে গ্রন্থাগার সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা দান করছে।

সাধারণ গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিধি-বিধান

ইণ্ডিয়ানা (১৮১৬) ও মিশিগান (১৮৩১) রাজ্যের মূল সংবিধানে অবৈতনিক পাঠাগার স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হলেও কর দ্বারা পরিচালিত সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম রাজ্য আইন পাশ হয়েছিল নিউইয়র্ক আইন সভায় ১৮৪৫ সালে। ১৮৫০ সালের মধ্যে আরও ৯টি অঙ্গরাজ্যে অনুরূপ আইন গৃহীত হয়।

১৮৪৯ সালে নিউ হ্যাম্পশায়ার প্রথম গ্রন্থাগার সংক্রান্ত সাধারণ আইন গ্রহণ করল। এর ফলে ঐ রাজ্যের বিভিন্ন সহরে ও নগরে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার অনুমোদন পাওয়া গেল। এর পূর্ব বৎসরে ম্যাসাচুসেটস সাধারণ আদালতের এক বিশেষ আইন বলে বসটন পাবলিক লাইব্রেরী অনুমোদিত হয়। ১৮৭২ সালে ইলিনয়েজে নতুন ধরণের আইন প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য রাজ্যগুলি নিউ হ্যাম্পশায়ারের আইনটির অনুকরণ করতে থাকে। ইলিনয়েজের নতুন আইনে মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরী আইন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। এই আইনে একটি স্বতন্ত্র লাইব্রেরী বোর্ড স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এর ক্ষমতা সমূহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং পৃথক কর নির্ধারণের জন্য বলা হয়েছে। ৪৮টি রাজ্য অনুরূপ আইন গ্রহণ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে যে সমস্ত গ্রন্থাগার রয়েছে তার অধিকাংশই এই ধরণের। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আইনের বিকাশে অনেকখানি সহায়তা করেছিল গ্রন্থাগার কমিশন ও ঐ ধরণের সম্প্রসারণ সংস্থা সংগঠন সমূহ। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও তাদের কাজের উন্নতির জন্য বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য কর্তৃক এই সংস্থাগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শতাব্দী শেষ হওয়ার মুখে এই কমিশনগুলি পল্লী অঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল এবং ক্ষুদ্র নগর বা টাউনশিপ ও কাউন্টিগুলিকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বৃহত্তর ইউনিটরূপে গ্রহণকল্পে পর পর কতকগুলি আইন প্রণয়নে উৎসাহ দিয়েছিল। ক্ষুদ্র নগর গ্রন্থাগার আইন গৃহীত হয়েছিল ১৬টি

অঙ্গরাজ্যে। এই রাজ্যগুলির প্রায় অধিকাংশই মধ্য পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। তবে টাউনশিপ ইউনিট অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলে সাধারণভাবে তা পরিত্যক্ত হয়েছে। কাউন্টি গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু আছে, কারণ এটি বৃহত্তর ও এই ব্যবস্থায় কাজ আরও দক্ষতার সঙ্গে চলে।

গ্রন্থাগার আন্দোলন

যুক্তরাষ্ট্রে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কদাচ বাইরের নির্দেশ অনুসারে চলে নি। জনগণের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করেই এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল এবং এর উন্নতিসাধন হয়েছিল। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের ঔদাসীন্য কখনও কখনও দেখা গেলেও যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে গ্রন্থাগার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে গুরুতর বিরোধিতা কখনও দেখা যায় নি।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, বিনা অর্থব্যয়ে গ্রন্থাগারগুলির সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। সামাজিক গ্রন্থাগার ও সাধারণ গ্রন্থাগারের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল এই যে, শেষোক্তটি সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক। যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে প্রথমাবধিই বিনা ব্যয়ে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুবিধা লাভের ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে।

আমেরিকার সাধারণ গ্রন্থাগারের ইতিহাসে আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল গ্রন্থাগার বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাদানের স্কুলের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে এখন গ্রন্থাগারের কাজকে বৃত্তিরূপে গ্রহণের দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা যাচ্ছে আমেরিকানদের মধ্যে।

পরিষদের সাধারণ সভা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চতুর্বিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২১শে জুন ৫ ঘটিকায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হইবে। বিগত দুই বৎসরের কার্যবিবরণী সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। যাঁহারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে অথবা ভোটদান করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের ১৯৫৯ সালের বাকি চাঁদা অবিলম্বে জমা দিতে হইবে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কামাপুকুর সম্মিলনী গ্রন্থাগার ॥ ২৭।১ কামাপুকুর লেন ॥ কলিকাতা ৯ ॥

১৯৫৯ সন কামাপুকুর সম্মিলনী গ্রন্থাগারের একটি স্মরণীয় বৎসর। নূতন বৎসর নানারূপ আশা, আকাংখা ও উদ্দীপনার আলোক লইয়া সকলের মনে দেখা দেয়। এই গ্রন্থাগারের পক্ষেও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। নূতন বৎসরের প্রারম্ভেই (গত ৩১শে জানুয়ারী '৫৯) এই গ্রন্থাগারের কর্মিগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও চেষ্টায় দুইদিন ব্যাপী রজত জয়ন্তী উৎসব প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত ১নং কামাপুকুর লেনস্থ রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের বাটিতে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকৃষ্ণ ঘোষ এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। স্থানীয় কাউন্সিলর, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য, ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ইনফরমেশন সার্ভিসের গ্রন্থাগারিক এবং বিশিষ্ট অতিথি এই সভার প্রথম দিন উপস্থিত থাকিয়া এই গ্রন্থাগারের কর্মিগণকে প্রেরণা দান করেন। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী।

দি বঙ্গেজ ওন্ লাইব্রেরী এণ্ড ইয়ং মেন্স্ ইনষ্টিটিউট ॥ কলিকাতা-৬ ॥

উক্ত লাইব্রেরীর ১৯৫৭-৫৮ সালের কার্য বিবরণী হইতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি প্রদত্ত হইল। পুস্তক সংখ্যা বাঙলা (সাধারণ বিভাগ) ৯,৭৯৪, বাঙলা (বিশেষ সাহিত্য বিভাগ) ২৯১, বাঙলা রেফারেন্স ১১১, গ্রন্থাবলী ১৩২, কিশোর বিভাগ ২,০৮৫, ইংরাজী ৬,২৮৭, মোট ১৮,৭০০। বাঁধানো পত্রিকা ইংরাজী ও বাঙলা ১,৪২৪। সভ্য সংখ্যা মোট ৫৫৮ জন, আয় ৮,৪৯৫.৬৯, ব্যয় ৫,০০০.৪০ নঃ পঃ।

মিলন চক্র লাইব্রেরী ॥ ২।৮৫এ বিজয়গড় ॥ কলিকাতা-৩২ ॥

গত ২৪শে ফাল্গুন মিলনচক্র লাইব্রেরীর সপ্তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅমিয়ভূষণ চক্রবর্তী, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, এবং প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য কথাশিল্পী শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল। সভাপতির ভাষণে অধ্যক্ষ চক্রবর্তী কিশোরদের শিক্ষার উন্নয়ন কল্পে গ্রন্থাগারের ভূমিকার

কথা উল্লেখ করেন। প্রধান অতিথি তাঁহার ভাষণে বলেন—সকলের সহযোগিতা থাকিলে কোন মহৎ কাজ করা কঠিন হয় না। শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা উল্লেখ করেন। গ্রন্থাগারেরর সম্পাদক শ্রীহরিপদ রায় মিলনচক্র লাইব্রেরীর পূর্ব ঐতিহ্যের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ১৯৫২ সনে ২৮ খানা পুস্তক কিনিয়া যে পাঠাগারটি বিজয়গড়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল—জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতায় সেই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে এই অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। সরকারী বা পৌর প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ব্যতীত বর্তমানে গৃহ, পুস্তক ইত্যাদি সমেত, উহার আর্থিক সম্পদ ১২ হাজার টাকার মত।

রাইটার্স কাউন্সিল লাইব্রেরী ॥ ২৩৫ রাসবিহারী এভেন্যু ॥ কলিকাতা ॥

বিগত ২৫শে বৈশাখ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যাচার্য শ্রীমৃণাল পাল চৌধুরী ভক্তি ভারতী (নদীয়া)। প্রধান অতিথি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান অন্তে গ্রন্থাগারের বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করা হয় এবং প্রধান অতিথি মহাশয় গ্রন্থাগারের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী ॥ কৃষ্ণনগর ॥ নদীয়া ॥

গত ২৫শে বৈশাখ কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে গঠনমূলক কার্যক্রমে সাড়ম্বরে রবীন্দ্রনাথের নবনবতিতম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সকালে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় গ্রন্থের এক মনোরম প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন নদীয়া জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক ও জেলা গ্রন্থাগার সম্পাদক শ্রীঅমলচন্দ্র চক্রবর্তী। উদ্বোধন কালে তিনি এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। তৎপর রবীন্দ্র সঙ্গীতের অধিবেশনে রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীরেণু ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর সুধীরকুমার নন্দী। বৈকালিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তী এবং তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যে মানুষের ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেন। সংগীত করেন শ্রীশীলা বসু, শ্রীরেখা মজুমদার। যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করেন শ্রীঅভয়পদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৎপর কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর কিশোর বিভাগের সর্বকনিষ্ঠ সভা শ্রীস্বপনবিটের সভাপতিত্বে ছোটরা আবৃত্তি

সংগীত ইত্যাদি পরিবেশন করে। রবীন্দ্রনাথের গল্প বলেন ডক্টর শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী।

জুবিলী গ্রন্থাগার ॥ সিউড়ী ॥ বীরভূম ॥

জুবিলী গ্রন্থাগার, রবীন্দ্র পাঠাগার ও রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে ২৫শে বৈশাখ শনিবার সন্ধ্যায় বিশ্বনন্দিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। রামরঞ্জন পৌর ভবনে কবিগুরুর একটি সুন্দর আলেখ্য পুষ্পক স্তবক দ্বারা সজ্জিত করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন বাংলার প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক রবীন্দ্র জীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়। যুগ্ম সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয় সভার উদ্বোধন করেন। সভাপতি মহাশয় রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন অবদানের কথা উল্লেখ করিয়া ছাত্র সমাজকে রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠে মনোযোগী হইতে বলেন।

জাতীয় সেবা সমিতি ॥ জগমোহনপুর ॥ হুগলী ॥

বিগত ২৫শে বৈশাখ সমিতি ও জগমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রবীন্দ্র জয়ন্তী সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন শ্রীঅজিত কাঁড়ার এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রধান শিক্ষক শ্রীচারুচন্দ্র মান্না। এক মনোজ্ঞ সভায় রবীন্দ্র জীবনী আলোচিত হয়। ছোট ছোট ছাত্রদের কাছে শিক্ষকগণ রবীন্দ্র জয়ন্তীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যায় পাঠাগার গৃহে রবীন্দ্র জীবনী লইয়া আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রামনগর গোলাপ-সুন্দরী সাধারণ পাঠাগার ॥ সালেপুর ॥ হুগলী ॥

গত ১লা বৈশাখ, ১৩৬৬ রামনগর গোলাপ-সুন্দরী সাধারণ পাঠাগারের পক্ষ হইতে একটি হাতেলেখা পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। উক্ত পত্রিকার শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে ঐ দিন সন্ধ্যা ৭টায় রামনগর সারস্বত নাট্য সমাজের রঙ্গমঞ্চে এক বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পত্রিকাটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী উক্ত পত্রিকাটি দেখিয়া যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করেন। পত্রিকার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কয়েকজন বিশিষ্ট বক্তা উক্ত পত্রিকা প্রকাশের সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

করন্দা ভারতী পাঠাগার ॥ করন্দা ॥ বর্ধমান ॥

গত ২৫শে বৈশাখ ভারতী পাঠাগার কক্ষে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। এই উপলক্ষে পাঠাগারটিকে সুসজ্জিত করা হয়। প্রাতে রবীন্দ্র

সংগীতের উদ্‌বোধন করে এক জনসভা আহ্বান করা হয়। এই সভায় রবীন্দ্র নাথের জীবনী ও আদর্শ এবং বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখ করে বিভিন্ন বক্তা বর্তমান দুর্যোগপূর্ণ পৃথিবীতে তাঁর জীবনাদর্শকে একমাত্র পাথেয়রূপে গ্রহণ করবার জন্য সকলের নিকট আবেদন জানান। অপরাহ্নে পাঠাগার কক্ষে রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনা উপলক্ষে এক মনোরম আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রাত্রে আবৃত্তি ও রবীন্দ্র সংগীত হইবার পর 'শিবাজী' নাটক মঞ্চস্থ করা হয়।

॥ অন্যান্য রাজ্যের খবর ॥

উত্তর প্রদেশে গ্রন্থাগার তৎপরতা

উত্তর প্রদেশের গ্রন্থাগার পরিষদ তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করল। ইতোমধ্যে পরিষদ "লাইব্রেরী ক্রনিক্‌ল" নামে ইংরাজিতে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রকাশন সুরু করেছেন। পরিষদ সভা, প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। পরিষদ এই রাজ্যে প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে একটি খসড়া গ্রন্থাগার আইন রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরণ করেছেন। রাজ্যের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্মীদের ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষণ দানের জন্যে একটি সার্টিফিকেট কোর্স খুলেছেন। কোর্সের মেয়াদ দশ বছর।

কেরালায় গ্রন্থাগার আইন

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল যে কেরালা রাজ্য সরকার কেরালায় একটি গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার কথা বিবেচনা করছেন। রাজ্য সরকারের আমন্ত্রণে ডক্টর এস আর রঙ্গনাথন এ বিষয়ে সাহায্য ও পরামর্শ দেবার জন্যে শীঘ্রই উক্ত রাজ্যে গমন করবেন। অধুনালুপ্ত ত্রিবাঙ্কুর কোচিন প্রদেশ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় যথেষ্ট উন্নত ও অগ্রসর ছিল। এ রাজ্যের গ্রন্থশালা সঙ্ঘমের দীর্ঘকালের নিরবচ্ছিন্ন কর্মতৎপরতা সুবিদিত। বহু পূর্ব থেকেই সঙ্ঘের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সহযোগিতামূলক ঘনিষ্ট সংযোগ রয়েছে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনে রাজ্য সরকার সঙ্ঘকে বহুবিধ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

সংবাদ বিচিত্রা

ভারতীয় মহিলা গ্রন্থাগারিকের আমেরিকা যাত্রা

মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজ লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক কুমারী মীরাবাঈ যুক্তরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক বিনিময় পরিকল্পনা অনুসারে ওহায়োর অন্তর্গত গ্রানভিলের ডেনিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে এক বৎসরকাল শিক্ষা গ্রহণ করবেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য কতকগুলি অঞ্চল পরিদর্শন করবেন।

শ্রীমতী মীরাবাঈ-এর যুক্তরাষ্ট্রে গমন ও ভারতে প্রত্যাবর্তনের ব্যয় ভার বহন করবে মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তর এবং তাঁর শিক্ষাকালীন থাকা-খাওয়ার ব্যয় বহন করবে ডেনিসন বিশ্ববিদ্যালয়।

শ্রীমতী মীরাবাঈ প্রথমে এক সপ্তাহকাল ওয়াশিংটন, ডি সি-তে অবস্থান করবেন এবং সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করবেন। অতঃপর তিনি এই ব্যবস্থা অনুসারে ডেনিসন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য অঞ্চল পরিদর্শন করবেন।

গ্রন্থাগার ব্যবহারের বৃদ্ধি

বিলাতে গ্রন্থাগার ব্যবহার কি হারে বর্ধিত হয়েছে, তা সেখানকার গ্রন্থাগার পরিষদের সাম্প্রতিক এক বিবরণে জানা যায়। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে গত বছর ৪৩ কোটি ১০ লক্ষ পুস্তক বিলি হয়েছে—অর্থাৎ পূর্ব বছরের তুলনায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ বই বেশী। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পাঠক সংখ্যা সর্বসমেত ১ কোটি ৯০ লক্ষ। অর্থাৎ জনসংখ্যার শতকরা ২৭ জন। সমগ্র দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির মোট পুস্তক সংখ্যা ৬৮½ কোটি। বই বিলির শতকরা ৬২ ভাগ হল বড়দের উপন্যাস ছাড়া অন্যান্য বই। বড়দের ও ছোটদের উপন্যাস ও ঐ জাতীয় বই বিলির হার যথাক্রমে শতকরা ৩৩ ও ১৪।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার শিক্ষণ বিভাগের পুনর্মিলনোৎসব

গত ২রা মে সংস্কৃত কলেজ ভবনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার শিক্ষণ বিভাগের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের এক মনোজ্ঞ মিলনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষণ বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু সভাপতিত্ব করেন। কলিকাতার ইউনেস্কো রিসার্চ সেন্টারের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী ই, এম, র‍ুইজো

প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে বিভিন্ন বছরের একটি করে প্রতিনিধিকে নিয়ে এক এলুমনি পরিষদ গঠিত হয়। শ্রীফণিভূষণ রায় উক্ত পরিষদের সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সঙ্গে পরিষদের একটি সংবিধান সভায় গৃহীত হয়। অতঃপর সভাপতি ও প্রধান অতিথির ভাষণের পর এক সাংগীতিক অনুষ্ঠান সুরু হয়। শিক্ষার্থী ও শিক্ষণপ্রাপ্তদের বিপুল সমাগমে অনুষ্ঠান-সূচী সাফল্যমণ্ডিত হয়।

বজবজ ব্রতী সংঘ পাঠাগারে গ্রন্থাগার বিলের আলোচনা-সভা

গত ১৫ই চৈত্র বজবজ ব্রতী সংঘ পাঠাগার ভবনে, পশ্চিমবংগ গ্রন্থাগার বিলের খসড়া বিবেচনার্থ এক আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করা হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিশ্বনাথ হালদার। সংঘের সভাবৃন্দ ও গ্রন্থাগার অনুরাগী স্থানীয় ব্যক্তিগণ এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। গ্রন্থাগারিক শ্রীমৃণালকান্তি সেন উক্ত বিলের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া উহা অবিলম্বে কার্যকরী করার পক্ষে যুক্তি দেখাইয়া বিস্তৃত আলোচনা করেন। কর্মসচিব শ্রীনিশানাথ সেন দৈনন্দিন জীবনে গ্রন্থাগারের অত্যাবশ্যকতার বিষয় উল্লেখ করিয়া পশ্চিমবংগের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিত পথে পরিচালনের জন্য উক্ত গ্রন্থাগার বিলের সরকারী স্বীকৃতিলাভ অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া মন্তব্য করেন। সভাপতি শ্রীহালদার তাঁহার নাতিদীর্ঘ ভাষণে বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সহিত বংগীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া অচিরেই গ্রন্থাগার বিল গৃহীত হওয়ার জন্য পশ্চিমবংগ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ বাঞ্ছনীয় বলিয়া মত প্রকাশ করেন। সংঘের কতিপয় সভ্য ও স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি এই বিষয়ে ভাষণ দেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহাই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, পশ্চিমবংগের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করার জন্য উক্ত গ্রন্থাগার বিলের সরকারী অনুমোদন লাভ অত্যাবশ্যকীয়।

কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীতে গ্রন্থাগার বিলের প্রচার-সভা

কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর পরিচালক-সমিতির গত ৪ঠা এপ্রিল '৫৯ তারিখের অধিবেশনে বহরমপুরে গত ২৭-২৮শে মার্চ অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উত্থাপিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন ও গ্রন্থাগার কর প্রবর্তন প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচিত হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন ও গ্রন্থাগার-কর প্রবর্তনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সম্পাদকীয়

শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার

কিছুকাল আগে কোনও এক খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ কথা-প্রসঙ্গে জিগ্যেস করেছিলেন যে, ইদানিং তরুণদের সিনেমার সামনে যে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে দেখা যায় তা সমর্থন করি কি না? উত্তরে বলেছিলাম যে সমর্থন বা অসমর্থনের কোনও প্রশ্নই ওঠে না; কারণ কোলকাতাতে বটেই, ছোট ছোট অনেক শহরেও মাঠ না থাকার দরুণ খেলাধুলোর পাট চুকে গেছে আর চিত্ত-বিনোদনের বিকল্প কোনও ব্যবস্থা না থাকায় ছেলেরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, রকে বসে গল্প-গুজব কিংবা সিনেমার সামনে ভিড় করে রাজনৈতিক কার্যকলাপেও তাদের লাগাতে দেখা যায়। ছোটদের মানসিক গঠনের কথা ভাবলে আরও দুশ্চিন্তার কারণ ঘটে; এক দিকে পাঠাপুস্তকে সীমিত অসম্পূর্ণ শিক্ষা, অপর দিকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগহীনতা।

বক্তৃতামঞ্চে ও পত্র-পত্রিকায় আগামী দিনের নাগরিক বর্তমান কালের শিশু ও কিশোরদের প্রতি যথেষ্ঠ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অথচ ভাবী নাগরিকদের মানসিক উৎকর্ষ ও চিন্তাশক্তির বৃদ্ধির সুষ্ঠু কোনও ব্যবস্থাই দেখা যায় না, বরং অধিকাংশ সময়েই তাদের আচরণের সমালোচনা ও নিন্দা করা হয়। ছোটদের মধ্যেও বিভিন্ন কাজে সাময়িক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়—চাঁদা তুলে পুজো-পার্বন ইত্যাদি ধরণের কার্যকলাপে—তার পেছনে বড়দের আর্থিক আনুকুল্যের অভাব ঘটে না; কিন্তু তাদের উৎসাহ ও উদাম স্থায়ী ও গঠন-মূলক কাজে বা যে ধরণের কাজে তাদের চিত্তের বিকাশ বা সুরুচিসম্পন্ন হতে পারে—সে দিকে যদি প্রবাহিত করা যায়, তাহলে উপকার লাভের সম্ভাবনা থাকে।

ছোটদের মধ্যে প্রায়শঃই যে সব উচ্ছৃংখল ও অশোভন আচরণ ও মানসিক দৈন্যের পরিচয় পাওয়া যায়, বড়দের ঔদাসিন্য ও নিষ্ক্রিয় মনোভাবই তার মূল কারণ। অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি নানাবিধ কারণ যতই থাকুক না কেন, ছোটদের প্রশ্ন অবহেলিত থাকা সমাজের পক্ষে উত্তরকালে খুবই ক্ষতিকর হবে।

বছর দেড়েক আগে সিনেট হলে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত 'আদর্শ' শিশু গ্রন্থাগার'টিতে প্রত্যহ যে সংখ্যক ছেলেমেয়ের সমাবেশ হত এবং বইয়ের প্রতি তাদের যে গভীর আগ্রহ লক্ষিত হত, তাতে এই কথাই সকলে উপলব্ধি করেছিলেন যে, উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকলে ছোটদের দিক থেকে কতই না

সাড়া পাওয়া যেত। বাংলা সাহিত্যে কিশোর গ্রন্থ কত সমৃদ্ধ অথচ তার উপকার পায় দেশের কটি ছেলেমেয়ে? উপযোগী গ্রন্থাগার থাকলে ছোটরা জ্ঞান ও আনন্দের অফুরন্ত খোরাক পেত। তাদের মধ্যেও আছে জানবার ও গড়বার আশা ও আকুতি। কিন্তু সুযোগের অভাবে তাদের সব ইচ্ছা ও আকাঙ্খাই অংকুরে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের সদ্‌ বৃত্তি, শুভ বুদ্ধি ও সৃজনী শক্তির উন্মেষ ঘটে না। তাতে সমাজের শুধু লোকসানই হয় না, সমাজের মান উত্তরকালে অবনত হবার আশংকা থাকে।

অপর্যাপ্ত হলেও ইদানিং ছোটদের জন্যে বিক্ষিপ্ত যে সব অনুষ্ঠান দেখা যায় সেগুলি নিষ্ঠার পরিচায়ক ও আশাপ্রদ। ভালো কিশোর প্রতিষ্ঠানও কয়েকটি গড়ে উঠেছে। অভাব-অসুবিধা তাদের আছে অনেক, ঐকান্তিক উদ্যমই তাদের মূলধন। সরকারী ও আধাসরকারী বিভিন্ন সংস্থা শিশু ও কিশোরদের কল্যাণার্থে অল্পবিস্তর সাহায্য করছেন। কিন্তু জনসংখ্যার এক নগণ্য অংশের মধ্যেই সেগুলি সীমাবদ্ধ রয়েছে—সর্ব অঞ্চলে ব্যাপকতা লাভ করেনি। সকলে সচেতন ও সচেষ্ট হলে সরকারকে এ বিষয়ে অধিকতর সাহায্যদানে প্রবৃত্ত করার পথ প্রশস্ত হবে।

বিভিন্ন পল্লীতে উপযোগী এক একটি গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে শিশু ও কিশোরদের সংগঠনের কথা আমরা ইতিপূর্বে বহুবার বলেছি। তাতে একদিকে যেমন থাকবে চিত্তবিনোদনের সুযোগ, অপরদিকে মানসিক উৎকর্ষের ব্যবস্থা। গল্পের আসর, সঙ্গীত, চিত্রাংকন, আবৃত্তি-অভিনয়ের ব্যবস্থার সঙ্গেই রাখতে হবে শিক্ষামূলক খেলাধূলার উপকরণ। এইসব প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তুলতে বড়দেরই উদ্যোগী হতে হবে।

'গ্রন্থাগার'-এর এই সংখ্যায় ছোটদের গ্রন্থাগারে গল্পের আসর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যান্য দিক সম্পর্কেও ক্রমে আলোচনা করা যেতে পারে, কিন্তু ছোটদের গ্রন্থাগারই যদি না গড়ে ওঠে তাহলে কাগজকলমেই ছোটদের গ্রন্থাগার আবদ্ধ থাকবে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন সাধারণ গ্রন্থাগারে স্বতন্ত্র একটি করে কিশোর বিভাগ এ প্রয়োজন সহজেই মেটাতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থাগারেই কিশোর গ্রন্থের অভাব না থাকলেও কিশোরদের জন্যে উপযোগী বিশেষ ব্যবস্থা দেখি না। তাই গ্রন্থাগার কর্মীরা এ বিষয়ে সচেষ্ট হোন এই অনুরোধ জানাই।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬

যুগে যুগে গ্রন্থাগার

শান্তি দত্ত

॥ ১ ॥

মার্ক টোয়েনের ঘরে ঢুকে তাঁর এক বন্ধু অবাক হয়ে বলেছিলেন : "করেছ কি! ঘরটা যে একেবারে Library বানিয়ে তুলেছ, কিন্তু বইগুলো সাজিয়ে রাখার জন্য 'সেলফের' ব্যবস্থা করনি কেন?" "খুবই উচিত ছিল"- মাথা নেড়ে বলেছিলেন মার্ক টোয়েন,—"কিন্তু যে উপায়ে বইগুলি যোগাড় করেছি ঠিক সেই উপায়ে বইয়ের আলমারী আর যোগাড় করে উঠতে পারি নি।" পরের বই পড়তে নিয়ে এসে তিনি প্রায়ই সেগুলো ফিরিয়ে দিতেন না,—নিজের সেই অভ্যাসটাকে ব্যঙ্গ করেছিলেন মার্ক টোয়েন নিজেই। তাঁর ছিল বই পড়ার নেশা, বই তাঁর চাই-ই এবং সেটা যেভাবেই হোক। অভ্যাসটা অবশ্য প্রশংসনীয় নয়।

বই পড়ার এত তীব্র নেশা সাধারণতঃ সকলের থাকে না; কিন্তু এই নেশার আড়ালে জ্ঞানলাভের যে স্পৃহা এবং লব্ধ জ্ঞান ধরে রাখার চেষ্টা, সেটা প্রায় মানুষের মতই প্রাচীন। চিরকালই মানুষ জানতে চেয়েছে—এবং কেবল নিজে জেনেই সে ক্ষান্ত হয় নি, তার উত্তরপুরুষকে সেই জ্ঞানের উত্তরাধিকার দেবার চেষ্টা সে বরাবরই করেছে। মানুষের সে প্রচেষ্টার পরিচয় আমরা পেয়েছি প্রাচীন শিলালিপিতে, গাছের ছালে এবং তালপাতায় লেখা পুরানো পুঁথিতে। আজকের দিনের যে ছাপা, বাঁধানো বই, সে মানুষের সেই জানবার আর জানানোর চেষ্টারই ফল। বিভিন্ন যুগের এবং দেশের জ্ঞানী গুণী যাঁরা—তাঁদের লিপিবদ্ধ বিচিত্র অভিজ্ঞতা কিন্তু তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পেয়ে যায় নি—Library বা গ্রন্থাগারে সেগুলো সঞ্চিত আছে এবং এখনও সঞ্চিত হচ্ছে।

॥ ২ ॥

"... It is the memory of the human race. It is like a giant brain whose cells record all that mankind has done, thought, gained or been. It preserves the racial heritage or culture and hands it on to posterity ..."

এই Library ব্যাপারটা নেহাৎ আধুনিক যুগের এক সৃষ্টি নয়। বিভিন্ন যুগের নানা মনীষীর ভাব ও ভাবনা, স্বপ্ন ও সাধনার কথা সঞ্চয় করে রাখার প্রয়োজন মানুষ অনেক হাজার বছর আগেই বুঝতে পেরেছিল এবং সুদূর অতীতেও অনেক দেশেই যে বিরাট বিরাট Library ছিল, ইতিহাসে তার যথেষ্ট নজীর আছে।

প্রাচীন যুগ

'Library' নামটা অবশ্য বেশী প্রাচীন নয়, রোমানদের দেওয়া। ল্যাটিন 'Liber' কথাটার মানে বই এবং 'Libraria' মানে যেখানে বই রাখা হয়; অতএব Library হ'ল গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, প্রথম দিকে সব দেশের পুস্তক সংগ্রহই সে দেশের শাসকগোষ্ঠির অধিকারে ছিল, সাধারণ মানুষের জন্য যে গ্রন্থাগার আজ আমরা দেখছি, সে রকম কিছু সে যুগে ছিল না। রাজাশ্রিত পুরোহিতগোষ্ঠির চেষ্টায়, দেবমন্দির বা রাজপ্রাসাদে মানুষের প্রথম পুস্তক সংগ্রহ গড়ে ওঠে; কারণ তখনকার দিনে শাস্ত্র এবং শস্ত্র এই দুইয়েরই অনুশীলন করতেন কেবলমাত্র শাসকগোষ্ঠিই। সাধারণের সে অধিকার ছিল না।

যতদূর জানা যায়, পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থাগার ছিল প্রাচীন সুমেরিয়ায়। মধ্যপ্রাচ্যের যে অঞ্চলটিকে গ্রীকেরা মেসোপটেমিয়া নাম দিয়েছিল, সেইখানে ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রীস নদীর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল এবং তার চারিধারের দেশগুলিতে পৃথিবীর চারটি সুপ্রাচীন সভ্যতার জন্ম হয়েছিল,—আক্কাডিয়, সুমেরিয়, ব্যাবিলনীয় এবং অ্যাসিরীয়। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম সুমেরিয়রাই লেখার মধ্য দিয়ে মনের সূক্ষ্ম ভাব প্রকাশ করতে শিখেছিলেন এবং সুমেরিয় ভাষায় সেই যুগে প্রচুর বই লেখাও হয়েছিল। সুমেরিয়রা লিখতেন কাঁচা মাটির পাটা বা টালির ওপর ধাতু নির্মিত এক রকম লেখনী (Stylus) দিয়ে যার মুখটা হ'ত অনেকটা ছোট খোন্তার মত। কাঁচা মাটির ওপর এই ধরণের লেখনী (Stylus)

মোটেই সচ্ছন্দগতি ছিল না, ফলে সুমেরির বর্ণমালার অক্ষরগুলি হতো সোজা সোজা পেরেকের মতো (cuniform writing)। লেখার পর কাঁচা মাটির টালিগুলি রোদ্রে শুকিয়ে অথবা আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হ'ত; এক একখানি টালি ছিল সে যুগের বইয়ের এক একখানি পাতা। খৃষ্টের জন্মের দুই হাজার সাত শো বছর আগে থেকেই সুমেরিয়ার নানা স্থানে গ্রন্থাগার স্থাপিত হ'তে থাকে। তারই একটি গ্রন্থাগারের ধ্বংসাবশেষ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে—সেখানে পাওয়া গেছে মাটির টালির ওপরে Cuniform এ লেখা প্রায় ত্রিশ হাজার বই।

সুমেরিয়ার পাশাপাশি আর একটি প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ইতিহাস-বিশ্রুত ব্যাবিলনে। ইতিহাস-প্রাচীন ব্যাবিলনের মানুষের জ্ঞানস্পৃহা এবং নানা বিদ্যা চর্চার সাক্ষ্য বহন করছে। হাজার হাজার বছর আগে সে যুগের পণ্ডিতেরা মাটির টালির ওপর বিচিত্র রেখাপাতের মধ্য দিয়ে তাঁদের জ্ঞানভাণ্ডারের উত্তরাধিকার দিতে চেয়েছিলেন আজকের মানুষকে, কিন্তু শত শতাব্দীর বালু ঝড়ের ঘূর্ণীর নীচে সেই যুগের সে অদ্ভুত পুস্তকের রাশি হারিয়ে গেছে। প্রাচীন ব্যাবিলনের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগারের কথা আমরা কোন দিনই জানতে পারতাম না, যদি পরবর্তী যুগে আসীরিয়ার রাজা অসুরবানিপালের গ্রন্থাগারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত না হ'ত।

দুর্ধর্ষ রণপ্রিয় আসীরিয় সাম্রাজ্যের উত্থান প্রাচীনতর ব্যাবিলনীয় সভ্যতার অবলুপ্তির সূচনা করল। আসীরিয়ার মহাপরাক্রান্ত রাজা অসুরবানিপাল দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা হলেও ইতিহাস তাঁকে চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুর লং এবং নাদীর শাহের চেয়ে অনেক উঁচুতে স্থান দিয়েছে। তিনি ব্যাবিলন আক্রমণ করে কেবল দেশ জয় করেই ফিরে যান নি, তিনি ব্যাবিলনের প্রাচীন গ্রন্থাগারের প্রচুর বই হুবহু নকল করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে আধুনিক যুগের নেপোলিয়ন বোনাপার্টের কথা মনে পড়ে; তিনি যখন মিশর আক্রমণ করেন—তখন কেবল সৈন্য-সামন্ত, কামান-বন্দুকই সঙ্গে নেন নি, এসব ছাড়াও তাঁর সঙ্গে ছিল সেরা পণ্ডিত আর বৈজ্ঞানিকের একটি বিরাট দল; এঁদের চেষ্টায় এবং বোনাপার্টের উৎসাহে আবিষ্কৃত হয় Rosetta শিলালিপি। এই শিলালিপি আবিষ্কার না হ'লে আমরা প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে অনেক কথাই জানতে পারতাম না।

যাই হোক, আবার অসুরবানিপালের গ্রন্থাগারেই ফিরে আসা যাক। এই গ্রন্থাগারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেছে প্রাচীন ব্যাবিলনের

মহাকাব্য 'গিলগামেশ' (Gilgamesh)। গ্রীসের 'ইলিয়াডের' মতই বহু প্রাচীন গাথা ও কাহিনীর সুন্দর কাব্যময় সঙ্কলন এই মহাকাব্য ; বিলুপ্ত এক সুপ্রাচীন জাতির হৃদস্পন্দনের রেশ মাটির-টালিতে-লেখা 'গিলগামেশ' মহাকাব্য আজও বহন করছে। ব্যাবিলনীয় মহাকাব্যের নায়ক 'গিলগামেশের' রূপবর্ণনার সঙ্গে আমাদের মহাকাব্যের নায়কদের রূপবর্ণনার সাদৃশ্যের উল্লেখ এখানে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও অশোভন হবে না। আমাদের নায়করা যেমন দেবোপম, "শালপ্রাংশু, মহাভুজ, বৃষস্কন্ধ" ছিলেন এবং যেমন একাধারে ভীমের মত শক্তি, কামদেবের মত রূপ এবং দেবজনোচিত গুণাবলী নিয়ে আবির্ভূত হতেন, তেমনই, Will Durant তাঁর Our Oriental Heritage গ্রন্থে বলেছেন : "Gilgamesh enters upon the scenes as a sort of Adonis-Samson, tall, massive, heroically powerful and troublesomely handsome..."

প্রাচীন অ্যাসীরিয়রা কেবলমাত্র গ্রন্থাগারই তৈরী করেন নি,—অসংখ্য পুস্তকের রাশিকে বিষয় (Subject) এবং লেখক (Author) অনুসারে সাজিয়ে রাখার জন্য রীতিমত Library Scienceও তাঁদের ছিল। মেসোপটেমিয়ার নিনেভে (Nineveh) নামক স্থানে আবিষ্কৃত রাজা অসুরবানিপালের ত্রিশ হাজার পুস্তকের বিশাল সংগ্রহের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, সে যুগের অ্যাসীরিয়রা বইয়ের Cataloguing সম্বন্ধে বেশ ভালো রকম ওয়াকিবহাল ছিলেন। আক্কাড, সুমেরিয়া ও ব্যাবিলনের প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য এই গ্রন্থাগার থেকে পাওয়া গেছে। মাটির টালির এই বিশাল পুস্তক সংগ্রহের প্রত্যেকটি বই রাজা অসুরবানিপালের নিজস্ব সীল দিয়ে চিহ্নিত করা থাকত : "Whosoever shall carry off this tablet, may Asur and Belit overthrow him in wrath......and destroy his name in posterity from the land ... " বহু শত শতাব্দীর ওপার থেকে বিদ্যোৎসাহী এক রাজার অভিশাপবাণী বহন করে মাটির বইগুলি আধুনিক মানুষের চোখের নিচে আবার নিজেদের মেলে দিয়েছে।

সে যুগের মানুষ কি কি বিষয়ে পড়াশোনা করতেন তার এক সংক্ষিপ্ত তালিকা Will Durant পূর্বোক্ত বইয়ে দিয়েছেন,—"Official records, astrological and augural observation, medical prescriptions, and reports, hymns, prayers, geneology of kings and gods".

অ্যাসীরিয়দের সমসাময়িক প্রাচীন মিশরীয়গণও পড়াশোনার রীতিমত চর্চা

করতেন। তিন হাজার বছর আগেও মিশরে অনেক বড় বড় গ্রন্থাগার ছিল। প্রাচীন মিশরে সবচেয়ে মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহ ছিল সম্রাট দ্বিতীয় র‍্যামেসিসের (১৩০০ ১২৩৬ খৃঃ পূঃ)। প্যাপিরাস গাছের ছালের ওপর লেখা পুঁথি কাপড়ের থানের মত গুটিয়ে কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্য মাখিয়ে মাটির বড় বড় জারের মধ্যে রেখে দেওয়া হ'ত; বইয়ের Cataloguing সম্বন্ধে মিশরীয়রাও অজ্ঞ ছিলেন না; সেটা বোঝা যায় থাকে থাকে সাজানো সেই মাটির জারগুলির ওপর বিষয় Subject) অনুযায়ী label করা দেখে। মিশরীয় গ্রন্থাগারের চেহারা আজকের গ্রন্থাগারের চাইতে বেশ কিছু আলাদা ছিল সেটা কল্পনা করা কঠিন নয়। এমনিই একটি মাটির জারের মধ্য থেকে এমন সব গল্প লেখা প্যাপিরাসের থান পাওয়া গেছে, যা পড়ে মনে হয় আরব্য রজনীর সিন্ধবাদ নাবিকের গল্প এবং ডিফোর রবিন্‌সন্‌ ক্রুশোর গল্প বহু হাজার বছর আগেই মিশরীয় ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা হয়ে গেছে! এমন কি সিণ্ডারেলার (Cinderella) মত একটি মেয়ে আর তার আশ্চর্য্য জুতোর গল্পও বহু যুগ আগে থেকেই সেখানে লেখা হয়ে আছে। আর শুধু কি গল্প আর রূপকথা? সেই গ্রন্থাগারে রীতিমত Medical Scienceএর বইও ছিল: "It is a (papyrus) roll, 15 feet long, dating about 1600 B. C., it is the oldest scientific document in history. It describes 48 cases of surgery, from cranial fractures to the injuries of the spine. Each case is treated in logical order; and its author notes with a clarity, that the control of the lower limbs is localised in the brain." (Will Durant : Ibid)।

সম্রাট দ্বিতীয় র‍্যামেসিসের গ্রন্থাগার ছাড়াও আর একটি মূল্যবান গ্রন্থাগার মিশরে ছিল। আনুমানিক ৩০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে টলেমি ফিলাডেলফাসের রাজত্বকালে আলেকজান্দ্রিয়ায় এক গ্রন্থাগারের পত্তন হয়,—হাজার বছর ধরে সেই গ্রন্থাগার বহু বৈদেশিক আক্রমণ সহ্য করেও গ্রীক ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে ছিল। এত বিস্ময়কর রকমের বিরাট পুস্তক সংগ্রহ সেই যুগের পৃথিবীতে সম্ভবতঃ আর কোথাও ছিল না। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেও আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ছিল চার লক্ষ নব্বই হাজার। কিন্তু ইস্‌লামের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের যুগে এই গ্রন্থাগার একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে দুর্দ্ধর্ষ মুসলিম যোদ্ধা অমরু আলেকজান্দ্রিয়া অধিকার করেন;

সেই সময়, অমরুর বিশিষ্ট বন্ধু, খৃষ্টিয়ান দার্শনিক ও পণ্ডিত জন (John) আলেকজান্দ্রিয়ায় এসেছিলেন ; অমরু নগরের বিখ্যাত গ্রন্থাগারটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে মনস্থ করেছেন জেনে জন অমরুকে অনুরোধ করেছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারটি ওঁকে দান করতে ; কিন্তু বাগদাদের খলিফার হুকুমনামা ছাড়া গ্রন্থাগারটি খ্রিষ্টিয়ান জনকে দান করার সাহস অমরুর ছিল না। তিনি জনের অনুরোধের কথা জানিয়ে বাগদাদের খলিফাকে একখানা চিঠি দিলেন ; খলিফা এই মর্মে এক উত্তর দিয়েছিলেন :

"If those books contained the same doctrine with the Koran, they would be of no use, since the Koran contained all necessary truths ; but if they contained anything contrary to the Koran, they aught to be destroyed , and therefore, whatever their contents they should be destroyed."

এরপর আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারের সমস্ত বই দিয়ে ছয় মাস ধরে সারা সহরের সাধারণ স্নানাগারের জল গরম করার জন্য চুল্লী জ্বালানো হয়। বহু যুগের জ্ঞান সঞ্চয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে স্নানাগারের জল গরম করার কাজে। সারা পৃথিবীর ইতিহাসেও এ রকম কুৎসিত ধর্মান্ধতার নিদর্শন আর পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

॥ ৩ ॥

প্রাচীন ভারতবর্ষেও গ্রন্থাগারের অভাব ছিল না, বিশেষতঃ গুপ্তযুগে ধর্মমন্দিরকে কেন্দ্র করে প্রচুর গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বৌদ্ধযুগের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে নাগার্জুন, চতুর্থ শতকে আর্যদেব, পঞ্চম শতকে বসুবন্ধু, দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের নালন্দা মহাবিহারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার উল্লেখ প্রাচীন তিব্বতীগ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতদের মতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি গুপ্ত বংশীয় রাজা প্রথম কুমার গুপ্তের সময় এই মহাবিহার স্থাপিত হয়। নালন্দা মহাবিহারে, রত্নসাগর, রত্নদধি ও রত্নরঞ্জক নামে তিনটি অট্টালিকায় এই গ্রন্থসংগ্রহ রক্ষিত ছিল ; তিন প্রাসাদ জোড়া এই গ্রন্থাগারকে ধর্মগঞ্জ বলা হ'ত। কেবল বৌদ্ধ দর্শন বা ধর্মশাস্ত্র নয়, বিভিন্ন বিষয়ের অসংখ্য পুঁথি ছিল নালন্দার এই গ্রন্থাগারে।

ভারতবর্ষে মুসলিম আক্রমণের প্রথম দিকে আনুমানিক ১১৯৭ খ্রীঃ থেকে ১২০৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বখতিয়ার খিলজী নালন্দা ধ্বংস করেন এবং প্রাচীন গ্রন্থাগারটিকে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করেন। লুণ্ঠনোন্মত্ত বখতিয়ার খিলজী প্রাচীরবেষ্টিত এই মহাবিহারকে একটি দুর্গ বলে ভুল করেছিলেন। সমস্ত বৌদ্ধ শ্রমণকে হত্যা করে এবং নালন্দার সমস্ত কিছু ভস্মীভূত করে ভেবেছিলেন : তিনি একটা রাজ্য জয় সম্পূর্ণ করলেন। এই প্রসঙ্গে একজন মুসলিম ঐতিহাসিক বলেছেন, গ্রন্থাগারে অগ্নিসংযোগ করার অব্যবহিত পূর্বে পুঁথিগুলিতে কি লেখা আছে জানবার জন্য বখতিয়ার খিলজী কৌতূহলী হয়ে ওঠেন, কিন্তু তখন সেই পুঁথি পড়বার জন্য একজন বৌদ্ধ শ্রমণকেও পাওয়া যায় নি,—সমস্ত বৌদ্ধ শ্রমণকে তাঁর সৈনারা হত্যা করেছিল।

দূরপ্রাচ্যে সুপ্রাচীন সভ্যতার অধিকারী চীনদেশেও গ্রন্থাগারের ব্যবহার অজানা ছিল না। খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে চৌ'রাজবংশের গ্রন্থাগার সেযুগে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। বিশ্ববিশ্রুত চৈনিক ধর্মগুরু ও দার্শনিক লাও ৎ জু ছিলেন সেই গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক। বিষয়ভেদে বিভিন্ন বই সাজিয়ে রাখার এক বিশেষ পদ্ধতি চীনারা বহু আগেই আবিষ্কার করেছিলেন; এই পদ্ধতির নাম ছিল 'স্যু কু" (Ssu K'u)। "স্যু কু" অনুসারে প্রায় ১৫ শত বৎসর ধরে চীনদেশের গ্রন্থাগার চালানো হয়ে এসেছে, এমন কি আজকের চীনদেশেও বহু গ্রন্থাগারেই এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

মোটামুটি ভাবে পৃথিবীর প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলির ইতিহাস আলোচনা করলে একথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে মানুষের অনুসন্ধিৎসার অভাব কোনও দিনই ছিল না এবং গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব সে যুগের শাসকশ্রেণী ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।

মধ্যযুগ ও Renaissance

রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপীয় ভূখণ্ডে এক অন্ধকার যুগের সুরু হয়, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ওপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্বল রাজশক্তি পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ এবং একটির পর একটি বৈদেশিক আক্রমণে সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকতেন। ধর্মের শত রকমের গোঁড়ামির মধ্যে সাধারণ মানুষের সুস্থ জীবনজিজ্ঞাসা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা কিংবা ধর্মীয় পক্ষপাত-হীন শিল্প-সাহিত্যের চর্চা প্রায় চাপা পড়ে গিয়েছিল। একমাত্র বাইবেল ছাড়া অন্য কোন রকমের বইয়ের প্রচার সাধারণের মধ্যে ছিল না বললেই হয়। গ্রীক

এবং দৈনামক শিল্প-সাহিত্য-দর্শনের বিরাট ঐতিহ্যের উত্তরসাধক হবার উদাহরণ সে যুগের ইউরোপের ছিল না। তবু তারই মধ্যে গীর্জা এবং সাধু-সন্তদের আশ্রমকে কেন্দ্র করে কিছু সংখ্যক গ্রন্থাগার মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে মানুষের আদিম সন্ধানী, জিজ্ঞাসু প্রবৃত্তিকে জিইয়ে রেখেছিল। ইউরোপের মধ্যযুগ ছিল ইসলামিক সভ্যতার স্বর্ণযুগ। ইসলামিক সভ্যতার ও সাম্রাজ্যের পূর্ণ বিকাশের যুগে স্পেনের কর্ডোভা নগরীতে, গ্রানাডায়, উত্তর আফ্রিকার কায়রো এবং ত্রিপোলীতে, আর মধ্যপ্রাচ্যে বাগদাদে অসংখ্য গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়; এই নগরীগুলি তখন মুসলমানদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। আরবী মুসলমানগণ প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শনের রীতিমত চর্চা করতেন; অ্যারিস্টটল, প্লেটো প্রভৃতি দার্শনিকদের আরবী অনুবাদ তাঁরা করেছিলেন। গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চা সমসাময়িক ইউরোপীয়গণ কিন্তু ভুলতে বসেছিলেন, পরবর্তী যুগে গ্রীক মনীষীদের লেখা আরবী থেকে ল্যাটিনে ও পরে ল্যাটিন থেকে অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। সে যুগের মুসলমান শাসকশ্রেণীর বিদ্যোৎসাহীতা এবং শিল্পবোধের পরিচয় দক্ষিণ স্পেনের অনেক নগরী আজও বহন করছে। স্পেনের একমাত্র আন্দালুসিয়া প্রদেশেই সত্তরটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল।

মধ্যযুগের ইউরোপে শিক্ষার প্রসার কিন্তু যাজক-পুরোহিত গোষ্ঠি এবং ভূ-স্বামীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। Printing Press বা ছাপাখানা না থাকায় বইয়ের দাম ছিল অস্বাভাবিক রকমের বেশী এবং দেশের গ্রন্থাগারগুলিতেও সাধারণের প্রবেশ প্রায়ই নিষিদ্ধ ছিল, সুতরাং সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অশিক্ষা এবং কুসংস্কারে সাধারণ মানুষ তখনও ডুবে ছিল। মধ্যযুগের মানুষ প্রাচীনকালের মতই অন্ধবিশ্বাসে সব কিছুকে মেনে নিয়ে কোনমতে জীবন যাপন করত,—জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কোন বলিষ্ঠ প্রশ্নই সে যুগের মানুষের মনে মাথা তোলেনি।

কিন্তু সব কিছুর মতই মধ্যযুগেরও শেষ হল। Renaissance'র আলো নিয়ে এলো Printing Press বা ছাপাখানা, আর দুঃসাহসী নাবিকের দল সমুদ্র পারে এক নতুন দিগন্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে এক নতুন যুগের সূচনা করলেন। ইউরোপে Renaissance আরম্ভ হ'ল।

আজ থেকে ৫১৩ বছর আগে, ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের হার্লেম (Haarlem) সহরে 'কোস্টার' নামে এক ওলন্দাজ ভদ্রলোক ইউরোপের প্রথম

ছাপাখানা তৈরী করেন। তার এক বছর পরেই জার্মাণীতে গুটেনবার্গ এবং অনেক পরে, ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে ক্যাক্সটন ইংলণ্ডে ওয়েষ্টমিনিষ্টারে ছাপার কাজ আরম্ভ করেন। ছাপাখানার আবিষ্কার এবং প্রচলন, সমসাময়িক জনমানসে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব ঘটিয়েছিল। একই বই একসঙ্গে অনেক বেশী সংখ্যায় ছাপা সম্ভব ছিল বলে বইয়ের দাম কমে গেল এবং সাধারণের কাছে বই আর আগের মত এক দুর্লভ সামগ্রী হয়ে রইল না। এই সময় সারা ইউরোপে এবং ছাপাখানার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশেই সাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। নতুন প্রশ্ন নিয়ে নতুন যুগের সাধারণ মানুষ শিক্ষার মূল্যায়ণ করল সম্পূর্ণ এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে। "বই পড়া" কেবল শ্রেণীবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ রইল না ; সাধারণ মানুষ বুঝতে পারল, পড়াশোনা করা শাসকশ্রেণীর বিলাস নয়, প্রতি মানুষের 'প্রয়োজন'। জানবার শেখবার এই সামগ্রিক চাহিদা মেটাতে দেশে দেশেই অসংখ্য গ্রন্থাগার তৈরী হ'ল,—আর এক নতুন পাঠকশ্রেণী নিয়ে।

॥ ৪ ॥

আধুনিক যুগ

পুরোণ দিনের কথা শেষ হ'ল। এখন দেখা যাক আজকের পৃথিবীতে গ্রন্থাগারের প্রসার কতটুকু হয়েছে। বর্তমান যুগে যে সব দেশ, জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পকলায় রাজনীতিতে যত উন্নত, সেই সব দেশে গ্রন্থাগারের প্রসার এবং মর্যাদা তত বেশী।

আধুনিক পৃথিবীখ্যাত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে প্রথমেই নাম করা যেতে পারে ইংল্যাণ্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়ামের। এত বিরাট এবং দুর্লভ পুস্তক সংগ্রহ পৃথিবীতে আর নেই বললেই হয়। নানাদেশের মনীষী এই গ্রন্থাগারের কাছে ঋণী হয়ে আছেন। কার্ল মার্কস্ তাঁর বিখ্যাত 'Das Kapital' রচনা করেছিলেন এখানে বসেই। এই গ্রন্থাগার প্রথম আরম্ভ হয় সার হেনরী স্লোন নামে ইংলণ্ডের এক অভিজাত শ্রেণীর ভদ্রলোকের ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রহ নিয়ে। সে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের কথা, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট দশ হাজার পাউণ্ড দিয়ে সার হেনরী স্লোন-এর পুস্তক সংগ্রহ কিনে নেবার জন্য একটি বিল পাশ করিয়ে নেন। তার-পর সরকারের তরফ থেকে সেই খরচা মেটাবার জন্য একটা লটারীর ব্যবস্থাও

হয়েছিল। এই গ্রন্থাগারে এখন পাণ্ডুলিপি এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ছাড়া প্রায় বত্রিশ লক্ষের বেশী বই আছে। এই গ্রন্থাগারের সমস্ত বইয়ের তাকগুলি যদি পাশাপাশি রাখা যায় তাহলে ৫৫ মাইল পর্যন্ত জায়গা জুড়ে থাকতে পারে। অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারেও বহু পুরাতন ও মূল্যবান পুস্তকের সংগ্রহ আছে। এ ছাড়া, সমস্ত যুক্তরাজ্যে হাজার হাজার গ্রন্থাগার ছড়িয়ে আছে নাগরিক তৈরী করবার জন্য।

গ্রন্থাগার এবং বইয়ের সংখ্যাধিক্যের কথা বলতে গেলে সোভিয়েত রাশিয়ার তুলনা মেলে না। জারের রাশিয়া থেকে আজকের রাশিয়ার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্যের অন্যতম মূল কারণ: সে দেশে শিক্ষার প্রসার। প্রসঙ্গতঃ বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক ইলিয়া ইরেনবুর্গের একটি সুন্দর উক্তির উল্লেখ করছি। কলকাতার এক জনসভায় তিনি বলেছিলেন—"আমরা সব সময়েই শেখবার এবং জানবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি; যে কোনও বিষয়েই আমরা অপরের কাছে শিখতে রাজি আছি; অবশ্য আমাদের কাছেও অনেক জিনিষ শেখার আছে; যেমন ফরাসীদের কাছে আমরা শিখব কেমন করে সুন্দরভাবে বই ছাপিয়ে, বাঁধিয়ে সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে হয়, – আর আমাদের কাছে ফরাসীরা শিখবেন কেমন করে সাধারণ পাঠক তৈরী করতে হয়।" এইবার দেখা যাক সোভিয়েত রাশিয়া কেমন করে প্রতি বছর পাঠক তৈরী করে চলেছে। ১৯৩০ থেকে ৩১এর মধ্যে সারা দেশে সাতাশ হাজার তিনশ' বারোটি গ্রন্থাগার ছিল, ৯ বছরের মধ্যে সারা দেশে গ্রন্থাগারের সংখ্যা দাঁড়ায় আড়াই লক্ষ এবং বইয়ের সংখ্যা পঞ্চাশ কোটি। ১৯৫০এর হিসাবে দেখা যায় সোভিয়েত রাশিয়ায় গ্রন্থাগারের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে তিন লক্ষে এবং বইয়ের সংখ্যা ষাট কোটিতে পৌঁছেচে। জাতির শিক্ষা এবং প্রেরণার মূলে গ্রন্থাগারের দানের মর্যাদা দিতে সে দেশের সরকার কার্পণ্য করেন নি। সোভিয়েত দেশের সবচেয়ে বিরাট এবং মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহ সঞ্চিত আছে মস্কোর লেনিন লাইব্রেরীতে।

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য মার্কিন সরকার অকাতরে অর্থ ব্যয় করছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন এবং জনসংখ্যার তুলনায় মাথা পিছু প্রতি মানুষের জন্য ১·২৪ খানি বইয়ের ব্যবস্থা করেছেন সে দেশের সরকার। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, পৃথিবীর সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মধ্যে বৃহত্তম। জন হার্ভার্ডের মাত্র চারশ' বইয়ের এক ব্যক্তিগত সংগ্রহ দিয়ে এই গ্রন্থাগার তৈরী হয় ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। আজ সেই গ্রন্থাগারের

পুস্তক সংখ্যা ষাট লক্ষ এবং প্রতি বছরই এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার করে বই বেড়ে চলেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সেরা গ্রন্থাগার লাইব্রেরী অফ্ কংগ্রেস, বইয়ের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন কোটি। গ্রন্থাগার পরিচালনার ব্যাপারে এই দেশের একটি বিশেষ দানের কথা পৃথিবীর গ্রন্থাগারের ইতিহাস চিরকাল স্মরণ রাখবে ; পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেই Library Science এবং Librarianship শেখানর School আরম্ভ হয়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কের কলম্বিয়া কলেজে মেলভিল্ ডিউয়ি, সর্বপ্রথম একটা পেশা হিসাবে গ্রন্থাগারিকতা শেখানর ব্যবস্থা করেন। মেল্ভিল্ ডিউয়ি, অসংখ্য বইকে বিভিন্ন শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করার এক নতুন অথচ সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন,—এই পদ্ধতি Dewey Decimal System নামে পৃথিবীর সর্বত্রই পরিচিত এবং প্রায় সমস্ত দেশের গ্রন্থাগারেই এই পদ্ধতি অনুসারে বইয়ের শ্রেণী বিভাগ করা হয়।

আর একটিমাত্র বিদেশী গ্রন্থাগারের কথা বলে এবং আমাদের দেশের গ্রন্থাগারের অবস্থা আলোচনা করে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। এই বিদেশী গ্রন্থাগার ফ্রান্সের বিব্লিওথেক্ ন্যাশ্যানাল। ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ অতি মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহ এই গ্রন্থাগারে সঞ্চিত হয়ে আছে। এই বিশাল গ্রন্থাগারের প্রথম অঙ্কুরণ ঘটেছিল রাজা জনের রাজত্বকালে ব্ল্যাক প্রিন্সএর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে। ব্ল্যাক প্রিন্স তাঁর গ্রন্থাগার ফ্রান্সের পঞ্চম চার্লসকে উপহার দেন। পরবর্তী যুগে ফরাসী বিপ্লবের সময় বন্দী এবং মৃত বহু ফরাসী 'অ্যারিস্টোক্র্যাট্'এর গ্রন্থাগারের যোগে এই গ্রন্থাগার পূর্ণ হতে থাকে. সম্রাট নেপোলিয়ন এই বিবলিওথেককে রীতিমত এক জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র করে গড়ে তোলেন। বহু যুগের বিদ্যোৎসাহী রাজা এবং মনীষীদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এই গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আড়াই লক্ষে। ছাপা বইয়ের চেয়ে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি এবং শিলালিপির সংখ্যাধিক্যের জনাই এই গ্রন্থাগার বিখ্যাত। এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সংখ্যা তিরাশী হাজার, এবং প্রাচীন শিলালিপি আছে পনেরো লক্ষ। যে কোনও ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য ফ্রান্সের বিবলিওথেক ন্যাশ্যানাল আজকে সারা পৃথিবীর পণ্ডিতদের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা আজও শতকরা ১৮ জন। ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা দপ্তর থেকে প্রকাশিত "Libraries in India"র পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় সারা দেশে সব রকম গ্রন্থাগারের মোট সংখ্যা ১,১৬৬টি ; তার

মধ্যে সরকার স্বীকৃত সাধারণ পাঠাগারের সংখ্যা ২৪৮টি, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সংখ্যা ২৬টি। ৫১-৫২র পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতবর্ষের জাতীয় গ্রন্থাগার ছিল একটি, ইতিমধ্যে বোম্বাই ও মাদ্রাজে আর একটি করে জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে ; অথচ ভারতবর্ষের জনসংখ্যা প্রায় ৩৬ কোটি ২০লক্ষ। জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে সারা দেশে গ্রন্থাগার স্থাপনের ব্যবস্থা আছে,—এবং সরকারী প্রচেষ্টারও অভাব নেই, তবু একথা বলতেই হয় অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের গ্রন্থাগারের সংখ্যা ও অবস্থা একটা জাতীয় লজ্জার ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে। অতি মূল্যবান গ্রন্থসংগ্রহ এখানে রক্ষিত আছে ; '৫১-৫২-র হিসাব অনুযায়ী এই গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ৫,৩৯,৭১৯ এবং পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ১,৫৪০। এতদিনে এখানকার বইয়ের সংখ্যা আরও বেড়েছে এবং পাঠকের সংখ্যা প্রায় প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে,—খুবই আশার কথা। কলকাতায় আরও একটি দুর্লভ গ্রন্থের সংগ্রহ এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে আছে, প্রাচ্যের সভ্যতা ও শিল্প-সংস্কৃতির সম্বন্ধে অনেক দুষ্প্রাপ্য বই ও পাণ্ডুলিপি এখানে আছে। কলকাতার আর একটি মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ আছে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' গ্রন্থাগারে। বাঙলার সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প-সংস্কৃতির সম্বন্ধে গবেষণায় বাঙলার অনেক মনীষীই 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' কাছে ঋণী হয়ে আছেন।

গ্রন্থাগারের ইতিহাস,—মানুষের অনুসন্ধিৎসার ইতিহাস,—জগৎ ও জীবনের সংস্পর্শে এসে মানুষের আদিম বিস্ময়ের ইতিহাস। আজকের বিজ্ঞান, আজকের শিল্পকলা, সাহিত্য, দর্শন সেই আদিম বিস্ময়ের ঐতিহ্য বহন করছে। একটি গ্রন্থাগার মানে হাজার হাজার বছরের অসংখ্য মানুষের প্রশ্ন আর উত্তর,—একটি গ্রন্থাগার মানে আগামী যুগের আশা, আকাঙ্ক্ষা, কর্মশক্তি আর প্রেরণা। প্রতিনিয়তই আমরা দেখতে পাচ্ছি সংবাদ পত্র আর বই আধুনিক মানুষের জীবনে ক্রমশঃই অপরিহার্য হয়ে উঠছে ; প্রতিদিন সারা পৃথিবীতে কত ঘটনাই না ঘটে যাচ্ছে। কত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, রাজনৈতিক উত্থান পতন' যুদ্ধ এবং শান্তির প্রচেষ্টা, নতুন চিন্তা, নতুন শিল্পসৃষ্টি এ সব কিছুই মানুষ জানছে বুঝছে মূলতঃ সংবাদপত্র এবং বই এর মধ্য দিয়েই। নানা দেশের নানা মানুষের ভাব আর ভাবনা বুকে নিয়ে হাজার হাজার বই হাতে হাতে ফিরছে। দেশের থেকে দেশান্তরের, যুগের থেকে যুগান্তরের এবং এক মানুষের থেকে আর এক মানুষের দূরত্ব যাচ্ছে কমে। তাই গ্রন্থাগার কেবলমাত্র পুস্তক সংগ্রহই নয় গ্রন্থাগার সর্বদেশ এবং কালের মিলনভূমি,—গ্রন্থাগার একই আধারে প্রশ্ন এবং উত্তর,—অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান।

ভারতীয় ছাপাখানার শৈশব

চঞ্চলকুমার সেন

সিন্ধু উপত্যকার মোহেনজো দড়োর ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে যে সীলমোহর আবিষ্কৃত হয়েছে তাকে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যীশু খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগেও ভারতবাসীদের অন্তরে ছাপার পরিকল্পনা জন্মগ্রহণ করেছিল। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে ছাপাকে মুদ্রা বলে বর্ণনা করেছেন এবং এই মুদ্রা থেকেই বর্তমানকালে মুদ্রাযন্ত্র কথাটির উৎপত্তি হয়েছে।

পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন ব্লক-বই হীরক সূত্র ৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে প্রথম ছাপা হয়। চীনের অন্তর্গত হাজার বুদ্ধের গুহাকন্দর থেকে স্যার অরেল স্টেইন বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক এই পুস্তকখানি আবিষ্কার করেন। এই হীরকসূত্রের ছাপা প্রাক্ গুটেনবার্গ যুগের ইউরোপীয় ছাপা থেকে অনেক উন্নত স্তরের বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

এশিয়া থেকে ছাপার রীতি ইউরোপে প্রবেশ করে এবং গুটেনবার্গ Letter press printing আবিষ্কার করবার পর পর্তুগীজদের কল্যাণে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গোয়ায় ভারতের প্রথম ছাপাখানা প্রবেশ করে। অতি আকস্মিক ভাবে এই ছাপাখানা গোয়ায় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পর্তুগালের সম্রাট ম্যানোয়েলের পুত্র 'জোয়াও'এর (পর্তুগীজ Joao, ইংরাজী John) কাছে আবিসিনিয়ার রাজা কয়েকজন পুস্তক নির্মাণে পারদর্শী কর্মী চেয়ে পাঠান। রাজা জোয়াও তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেন এবং ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ জন পাদ্রী সহ মুদ্রণ বিষয়ক যন্ত্রপাতি কয়েকখানা জাহাজে চাপিয়ে আবিসিনিয়ার উদ্দেশে প্রেরণ করেন। আবিসিনিয়ার মিশনারীদের প্রতিনিধি প্যাট্রিয়ার্ক ও যন্ত্রপাতির সঙ্গে আসছিলেন। সুয়েজখাল তখনো কাটা হয় নি। কেপ অব গুড হোপের পাশ দিয়ে আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে আরব সাগরের মধ্য দিয়ে তখন ইউরোপ থেকে আবিসিনিয়ায় প্রবেশ করতে হত। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর আবিসিনিয়ার

প্যাট্রিয়ার্ক পথে গোয়ায় অবতরণ করেন। এখানে কিছুদিন বিশ্রাম করে ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যখন গোয়া পরিত্যাগের পরিকল্পনা করছেন তিনি, তখন গোয়া'র গভর্ণর তাঁকে আরো কিছুদিন গোয়ায় থাকবার জন্যে অনুরোধ করলেন। ওদিকে তখন আবিসিনিয়ার মিশনারীদের সঙ্গে রাজার মতদ্বৈধতা দেখা দিয়েছে। মিশনারীদের অনুরোধেই ওখানকার রাজা পর্তুগালের সম্রাটের কাছে প্রেসের জন্যে অনুরোধ করেছিলেন এবং তাদের প্রচেষ্টায়ই ঐ অনুরোধ রক্ষিত হয়েছিল তাই অনেক বিবেচনা করে গোয়া পরিত্যাগের পরিকল্পনা বর্জন করলেন প্যাট্রিয়ার্ক। গোয়া আর কোনদিনই পরিত্যাগ করতে হোলনা তাঁকে। ঐ বছরই গোয়া'র মাটিতে চির নিদ্রায় নিদ্রিত হোলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর আনীত ছাপাখানা গোয়াতেই থেকে গেল।

১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জোয়াও ডি বুস্টামেণ্টে (Joao de Bustamante) ভারতবর্ষের প্রথম ছাপা পুস্তক Conclusoes e outras Coisas গোয়া'র প্রেস থেকে ছেপে প্রকাশ করেন। এই বইখানা তর্কশাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্রের উপর আলোচনা। ফাদার এণ্টানিও ডি কোয়াড্রসের নাম এই Conclusoes এর সাথে যুক্ত হয়ে আছে। বুস্টামেণ্টেকে সাহায্য করবার জন্যে পর্তুগাল থেকে একজন সুদক্ষ ভারতীয় মুদ্রণ বিশারদকে গোয়ায় পাঠান হয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ বুস্টামেণ্টে ও তাঁর সহযোগীরা কেউই সেই ভারতীয় মুদ্রণ বিশারদের নাম উল্লেখ করেননি। ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট জেভিয়ারের লেখা Dautrina Christa পুস্তক গোয়া থেকে ছেপে প্রকাশ করা হয়। অবশ্য এ দুখানার কোন বইই এখন আর পাওয়া যায় না। সমসাময়িক অধিবাসী লুই ফ্রয়েসের লেখা একখানা চিঠি থেকে এ বিষয়ে জানা যায়।

জোয়াও কুইনকেনসিও (Joao quinquencio) ও জোয়াও ডি এনডেম (Joao de Endem) ষোড়শ শতাব্দীর ভারতীয় মুদ্রণ শিল্পের প্রসারতায় বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে Compendio Spir-tual-da Vida Christaa বইখানি ছেপে প্রকাশ করেন এঁরা। নিউ ইয়র্কের পাবলিক লাইব্রেরীতে এ বইয়ের একখানা কপি এখনো সযত্নে রক্ষিত আছে। গোয়ায় ছাপা সর্ব্ব প্রথম পুস্তকগুলির মধ্যে একমাত্র এই বইখানাই এখনো টিকে আছে।

প্রথম ভারতীয় বর্ণমালার টাইপ প্রস্তুত করেন স্পেনের অধিবাসী জোয়াও

গনসালভেস (Joao Gonsalves)। ইনি একজন সুদক্ষ কারিকর ছিলেন, ভাল ঘড়ি নির্মাণ করতে পারতেন। ১৫৭৮ খৃীষ্টাব্দে তাঁর প্রস্তুত মালাবার টাইপে সেন্ট জেভিয়ারের Dautrina Christaর তামিল অনুবাদ কোচীন থেকে ছাপা হয়। বইখানা অনুবাদ করেছিলেন হেনরিক হেনরিক। হেনরিক হেনরিকের আরো কয়েকখানা বই এখান থেকে ছাপা হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে ছাপা কোন পুস্তক ভারতবর্ষের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। রোমে এখানে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর একটা তালিকা পাওয়া গেছে। টিপু সুলতান যখন কোচীন ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করেন তখন সম্ভবত খৃীষ্টানদের ধর্মপ্রচারের সহায়ক এই পুস্তকগুলিকে হিংসা পরবশ হয়ে ধ্বংস করে ফেলেন টিপু সুলতান। হেনরিক হেনরিকের তামিল ভাষায় লেখা Flos Sanctorum বইখানার এক কপি এখনো রোমের ভ্যাটিক্যান লাইব্রেরীতে দেখতে পাওয়া যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সব পুস্তক গোয়া, কোচীন, আমবালাক্কাদ প্রভৃতি স্থানে মুদ্রিত হয়েছে; তার মধ্যে ফাদার স্টিফেন্সের (Stephens) লেখা Purānas (খৃীষ্টান পুরাণ) এর নাম উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতের চলতি ভাষায় এই পুরাণ লিখেছিলেন স্টিফেন্স। দেবনাগরী হরফে স্টিফেন্স তাঁর পুরাণ ছাপবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রচেষ্টা বিফলতায় পর্যবসিত হয় এবং বাধ্য হয়েই তাঁকে রোমান হরফে পুস্তকখানাকে প্রকাশ করতে হয়। স্টিফেন্সের প্রচেষ্টার প্রায় দুশো বছর পরে উইলকিনস বাংলাদেশে প্রথম দেবনাগরী বর্ণমালার টাইপ প্রস্তুত করেছিলেন।

১৬২২ খৃীষ্টাব্দে প্রকাশিত টমাস স্টিফেন্সের Doctrina Christamএর কপি লিসবনের সরকারি পাঠাগার ও রোমের ভ্যাটিক্যান লাইব্রেরীতে আছে। এই শতাব্দীতে মুদ্রিত Arte da Lingoa Canarim (কানাড়ী ভাষার ব্যাকরণ) এর এক কপি লিসবনের জাতীয় গ্রন্থাগারের আশ্রয়ে এখনো বেঁচে আছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মহারাষ্ট্র নেতা ছত্রপতি শিবাজী তাঁর রাজকার্যের সুবিধার জন্য একটা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছিলেন, কিন্তু পরে নানা কারণে তাঁকে তাঁর ছাপাখানা গুজরাটের একজন ব্যবসায়ী ভীমজী পারেখের কাছে বিক্রি করে দিতে হয়। ভীমজী পারেখের যথেষ্ট প্রচেষ্টা ও অর্থব্যয় সত্ত্বেও এখান থেকে কোন ভারতীয় ভাষায় লেখা পুস্তক প্রকাশিত হয় নি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মাদ্রাজের ট্রাঙ্কুয়েবার ভারতীয় মুদ্রণ শিল্পকে সুপরিচালনার মধ্য দিয়ে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলে। ট্রাঙ্কুয়েবার প্রেসের পরিচালক দিনেমার পাদ্রীদের অন্যতম বিখ্যাত মুদ্রণ বিশারদ বারথলমিউ (Bartholemew Zeizenbalg) ভারতীয় মুদ্রণ শিল্পের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন।

জিইজেনবালগ ছিলেন প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বী। তিনি যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন দক্ষিণ ভারতে পর্তুগীজ ভাষা বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। জিইজেনবালগ বুঝেছিলেন ভারতবর্ষে ধর্ম্ম প্রচার করতে হোলে তাঁকে পর্তুগীজ ভাষা শিখতে হবে এবং সেই সাথে স্থানীয় ভারতীয় ভাষায়ও যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জ্জন করতে হবে। তাই জাহাজে থাকতেই তিনি পর্তুগীজ ভাষা বেশ আয়ত্ত করে ফেলেন এবং মাদ্রাজে প্রবেশ করেই একজন পর্তুগীজ ভাষায় দক্ষ ভারতীয় পণ্ডিতকে ভারতীয় ভাষা শিক্ষার জন্যে নিযুক্ত করেন।

ফাদার বেস্কির (Beschi) লেখা Latin Tamil Grammar জিইজেন-বালগের প্রেস থেকে ছাপা হয়। জিইজেনবালগ তাঁর New Testament এর তামিল অনুবাদ Biblica Damulica ট্রাঙ্কুয়েবার থেকে ছেপে প্রকাশ করেন। ১৭১৪ খৃীষ্টাব্দে ট্রাঙ্কুয়েবার থেকে তামিল ভাষায় ছাপা The Four Evangelists and the Acts of the Apostles বইখানার এক কপি এখনো শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

তামিল ও মালাবার ভাষা থেকে ল্যাটিন ভাষায় শব্দকোষ সংকলন ও ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনার জন্যে জিইজেনবালগ অসাধারণ পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রম একদিকে যেমন ভারতীয় মুদ্রণ এবং গ্রন্থ প্রকাশন শিল্পের সহায়তা করেছে অন্যদিকে উত্তরসূরীদেরও অনুপ্রাণিত করেছে বিশেষ ভাবে। এই কারণেই শ্রদ্ধেয় জে স্যাম্ভেজীন তাঁর ১৯৩৩ সালের কেরী-বক্তৃতায় ট্রাঙ্কুয়েবারের বিশপের উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন, "Without Zeigenbalg there could be no Carey ; Without Tranquebar no Serampore."

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ ও বোম্বাই প্রদেশে ছাপাখানার প্রসারতা দেখা দেয়। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ এনড্রুস হুগলী প্রেস থেকে ন্যাথেনিয়েল ব্রেসি হলহেডের (Nathaniel Brassey Halhed) বাংলা ভাষার ব্যাকরণ বইখানা প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে কোলকাতায় অনেকগুলো ছাপাখানা গড়ে উঠেছিল। এই সব ছাপাখানার মধ্যে কোম্পানী প্রেস ও ক্রনিকল প্রেসের

নাম উল্লেখযোগ্য। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সরকারী কাজের সুবিধার জন্যে কোম্পানী প্রেস থেকে জোনাথন ডানকান কর্তৃক বাংলায় অনূদিত Sir Eliza Impey's Code ও ফরসটার কর্তৃক Cornwallis Code এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ক্রনিকল প্রেস থেকে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ছাপা Ingaraji and Bengali Vokabilari বইয়ের এক কপি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে এখনো সযত্নে রক্ষিত আছে। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে চার্লস উইলকিনস প্রথম দেবনাগরী বর্ণমালার টাইপ প্রস্তুত করেন। উইলকিনস সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। গীতা, শকুন্তলা, হিতোপদেশ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন।

এই শতাব্দীর শেষের দিকে মহারাষ্ট্র নেতা নানাফাড়নবীশ মারাঠী টাইপে শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা ছেপে প্রকাশ করার সংকল্প গ্রহণ করেন—এবং তাঁর আর্টস্কুলের কর্মকার ছাত্রদের দিয়ে তামার পাতের উপর ব্লক তৈরী করাতে শুরু করেন। নানা ঘাত প্রতিঘাত ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে নানাফাড়নবীশ তাঁর ছাপার কাজ ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের আগে শেষ করতে পারেন না। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে হ্যান্ডপ্রেসের সাহায্যে মীরাজ থেকে এ বই প্রকাশ করতে হয় তাঁকে। ভারতীয় ছাপার ইতিহাসে নানাফাড়নবীশের শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা প্রথম ব্লক বইয়ের গৌরব অর্জন করেছে। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের বি. জে. ছাপঘর প্রথম গুজরাতি টাইপ ফন্ট প্রস্তুত করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতে ভারতীয় ছাপাখানার ইতিহাসে রেভারেণ্ড ডাঃ উইলিয়াম কেরী আবির্ভূত হন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম কেরী জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে ব্যাপটিস্ট মিশনের সদস্য রূপে ১১ই নভেম্বর কোলকাতায় প্রবেশ করেন। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে রামরাম বসুর সহায়তায় New Testament এর বাংলা অনুবাদ সমাপ্ত করেন কেরী। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে তাঁর সেই অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ঐ বছরই ডাঃ কেরী কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ছাত্রদের শিক্ষার সুবিধার জন্যে রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত, কাশীরাম দাসের মহাভারতের কিছু অংশ ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বত্রিশ সিংহাসন ১৮০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ছেপে প্রকাশ করেন।

বাইবেলের বাংলা অনুবাদের সাফল্য ডাঃ কেরীকে অধিকাংশ উন্নত ভারতীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে ছেপে প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত

করে। তিনি এই ব্যাপারে বিভিন্ন ভাষার টাইপ ফণ্ট প্রস্তুত করবার জন্যে উইলকিনসের সহকারী পঞ্চানন কর্মকার ও তার জামাতা মনোহরের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং শ্রীরামপুরে টাইপ ফাউণ্ড্রী গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

প্রথম মারাঠা ও আসামী টাইপ শ্রীরামপুর টাইপ ফাউণ্ড্রী থেকে তৈরী হয়। এ ছাড়াও বাংলা, দেবনাগরী, আরবী, গুজরাটী, মুলতানী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা এবং ভারতবর্ষের বাইরের নেপালী, বার্মিজ ও চাইনিজ ভাষার ফণ্ট এখান থেকে প্রস্তুত হতে থাকে।

১৮০১ থেকে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে ৪০টি ভাষায় অসংখ্য বই ছেপে প্রকাশ করেন রেভারেণ্ড ডাঃ উইলিয়াম কেরী।

সাম্রাজ্য বিস্তার, শাসন পরিচালনা ও ধর্ম প্রচারের প্রধান অস্ত্ররূপে ইওরোপীয়ানরা প্রথম ভারতবর্ষে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা শুরু করেছিলেন এ কথা সত্য, কিন্তু এ দেশে সার্থক ছাপাখানা গড়ে তোলা ও টাইপ ফাউণ্ড্রী প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে মুদ্রণ শিল্পের প্রসারে তাঁরা যে সাহায্য করে গেছেন তারও তুলনা নেই। ভারতীয় ছাপাখানার শৈশব আলোচনা করতে গিয়ে তাই আজ বুস্টামেণ্টে, কুইনকেনসিও, গনসালভেস, জিইগেনবালগ, উইলকিনস ও কেরীকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হবে আমাদের। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গোয়ার বন্দরে যে শিশু জন্ম গ্রহণ করেছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাকে কৈশোরে উপনীত করেছিলেন উইলিয়াম কেরী। অক্লান্ত পরিশ্রমে ভারতবর্ষে টাইপ ফাউণ্ড্রী প্রতিষ্ঠা করে ভারতের মুদ্রণ শিল্পকে স্বাবলম্বী করবার ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন তিনি। আজ আমাদের দেশে যে সব উন্নত ধরণের ছাপা পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে, তার জন্যে কেরীর কাছে অশেষ ঋণে আবদ্ধ হয়ে আছি আমরা। একশ বছরের উপর হোল কেরীযুগ পার হয়ে গেছে, কিন্তু তবুও টাইপ ফণ্ট প্রস্তুত করবার ব্যাপারে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারিনি। এখনো বিদেশ থেকে ফণ্ট তৈরী করে এনে ও কাগজ আমদানী করে ছাপার কাজ চালাতে হয় আমাদের। স্বাধীন দেশের পক্ষে এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি থাকতে পারে?

ভারত সরকার নিয়োজিত

গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্ট

১৯৫৫ সালে দিল্লীতে অল ইণ্ডিয়া এডাল্ট এডুকেশন এসোসিয়েসনের উদ্যোগে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মূল আলোচ্য বিষয় ছিল 'সমাজ শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা'। সারা ভারতের বহু সমাজ সেবী ও গ্রন্থাগার কর্মী সেমিনারে যোগদান করিয়াছিলেন। সেমিনার ভারত সরকারকে দেশের বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি 'লাইব্রেরী কমিশন' নিয়োগের সুপারিশ করেন। ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তর সুপারিশটি গ্রহণ করিয়া কমিশনের পরিবর্তে একটি গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি নিয়োগ করেন (গ্রন্থাগার পত্রিকার ৭ম বর্ষ ২৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। উক্ত কমিটির অনুসন্ধান ক্ষেত্র নিম্ন বিষয়ীভূত ছিল :

(১) জনসাধারণের বর্তমান পঠনপাঠনের চাহিদা সম্পর্কে অনুসন্ধান ; চাহিদা কিভাবে মিটিয়া থাকে এবং দেশের বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কি পরিমাণে উক্ত চাহিদা মিটাইতে সক্ষম

(২) জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠের রুচি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ; পাঠের উপযোগী উপকরণ কে যোগাইয়া থাকে এবং লোকের পঠন পাঠনের রুচি প্রকৃতি তথা পাঠাভ্যাসের উন্নতি সাধন কিরূপে সম্ভব।

(৩) ভারতের ভবিষ্যৎ গ্রন্থাগার কাঠামো সম্পর্কে সুপারিশ।

(৪) গ্রন্থাগার ও সমাজ শিক্ষা সংগঠনগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্পর্কে উপদেশ দান।

(৫) গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষণ ও তাদের বৃত্তির অবস্থাদি সম্পর্কে সুপারিশ।

(৬) দেশের ভবিষ্যৎ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সাংগঠনিক দৃঢ়তা সম্পর্কে সুপারিশ।

প্রথম দুইটি বিষয় গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণা সাপেক্ষ বলিয়া কমিটি শেষের চারিটি বিষয়ে নিজেদের অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ রাখেন। কমিটির সদস্যগণ

ভারতের বিভিন্ন রাজ্য পর্যটন করিয়া রাজ্যগুলির সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহিত সাক্ষাৎকার ও মতামত সংগ্রহ করেন। তিনটি বৈঠকে মিলিত হইয়া কমিটির সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সম্প্রতি তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। কমিটির ১৪১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত রিপোর্টটি দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও পরিশিষ্ট সহ দশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

(১) দেশের বর্তমান গ্রন্থাগার কাঠামো, (২) অন্যান্য সহায়ক সংস্থা ও তাহাদের সহযোগিতা; (৩) গ্রন্থাগার কর্মী; (৪) গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ, (৫) সমাজ শিক্ষা ও গ্রন্থাগার, (৬) অর্থ ও পরিচালন ব্যবস্থা এই ছয়টি পরিচ্ছেদে কমিটি তাঁহাদের ৯১টি সুপারিশ পেশ করিয়াছেন।

উপদেষ্টা কমিটির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ

- গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিনা চাঁদায় পরিচালিত হওয়া বিধেয়।
- দেশের সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাঠামো পঞ্চায়েত, ব্লক, জেলা, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ক্রমবিভক্ত হওয়া প্রয়োজন। উক্ত পর্যায়গুলির এক একটি নিজস্ব পরিচালন কমিটি থাকিবে। কমিটিগুলি সংশ্লিষ্ট পৌর সভার প্রতিনিধি, সরকারী মনোনীত প্রতিনিধি প্রভৃতিকে লইয়া গঠিত হইবে। উক্ত পর্যায়গুলিতে একটি করিয়া কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থাকিবে। ঐ গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থাগারিকগণ সংশ্লিষ্ট কমিটির সচিব হিসাবে কাজ করিবেন।
- প্রতি রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনের জন্য সরকারের একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার বিভাগ বা ডাইরেক্টরেট থাকা প্রয়োজন। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীকে সভাপতি করিয়া রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সংসদ (কাউন্সিল) গঠিত হওয়া আবশ্যক। উহাতে শিক্ষাবিদ জনপ্রতিনিধি, সরকার মনোনীত প্রতিনিধি প্রভৃতি থাকিবেন।
- আপামর জনসাধারণকে বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবহারের অবাধ সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে প্রতি রাজ্য সরকারকে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার অনুরূপ একটি আইন বলবৎ করিবেন যাহার অন্যতম কাজ হইবে গ্রন্থাগার ব্যবহারের অধিকারকে নাগরিকদের একটি মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দান।
- গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে স্বচ্ছল ও দৃঢ়ভিত্তিক করার জন্য সরকারকে সর্বত্র সম্পত্তির উপর টাকা প্রতি ৬ নয়া পয়সা কর ধার্য করিতে হইবে। রাজ্যের

পৌর প্রতিষ্ঠান, পঞ্চায়েত বা অন্য স্বায়ত্ত শাসন সংস্থা উক্ত কর আদায় করিবেন। প্রয়োজনে করের হার বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

- রাজ্য সরকার রাজ্যের অর্থকোষ হইতে আদায়ীকৃত অর্থের সম-পরিমাণ অর্থ দান করিবেন—পরে সরকারকে তাহা দ্বিগুণ করিতে হইবে। ভারত সরকার মোট সংগৃহীত অর্থের সম-পরিমাণ অর্থ যোগাইবেন।
- বর্তমানে চাঁদার অর্থে পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলি সরকারী অর্থ সাহায্য পাইবে এই সর্তে যে শতকরা ২৫ জন সদস্যকে বিনা চাঁদায় বই দিতে হইবে। চাঁদায় পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিকে প্রস্তাবিত সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে ক্রমে অন্তর্লীন হইবার জন্য উৎসাহিত করিতে হইবে। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর চাঁদায় চালিত সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলিকে বিনামূল্যে সদস্যভুক্তির হার ২৫% করিয়া বৃদ্ধি করিতে হইবে। ফলে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে দেশের সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বিনা চাঁদায় পরিচালিত হইবে।
- দেশের সর্বসাধারণের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের একটি ২৫ বৎসর কালীন গ্রন্থাগার পরিকল্পনা রচনা করা বিধেয় এবং এইজন্য একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উপদেষ্টা সংসদ গঠন করা আবশ্যক।
- দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের গ্রন্থাগারগুলির দৈনন্দিন কাজকর্ম চালাইবার জন্য বেতনভুক কুশলী ও ক্ষেত্রবিশেষে আধা কুশলী কর্মীর প্রয়োজন হইবে।
- গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার পরিষদ ও সরকারের উপর বর্তাইবে। গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের বর্তমান ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ও উপযোগী ব্যবস্থার জন্য ভারত সরকারকে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করিতে হইবে।
- দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিস্তারের উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার পরিষদগুলিকে উৎসাহ দান করিতে হইবে। কার্যালয়ের জন্য বাড়ী ভাড়া ও বেতনভুক কর্মী নিয়োগের জন্য পরিষদগুলিকে পর্যাপ্ত অর্থ সাহায্য করা আবশ্যক।
- রাজ্যের সকল গ্রন্থাগারের গ্রন্থ ক্রয়ের সুবিধার্থে রাজ্য সরকারগুলিকে একটি করিয়া গ্রন্থ-বিপনি খুলিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।
- সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে অন্যান্য গ্রন্থাগার যথা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

আলোক সঙ্ঘ ॥ ১ কীর্তিবাস লেন ॥ কলিকাতা—২৬ ॥

গত ১৪ই মার্চ আলোক সঙ্ঘ প্রভাবতী স্মৃতি পাঠাগারে আফ্রো-এসিয়ান সম্মেলন সম্পর্কে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীমতী মীনা দাসগুপ্তা পৌরোহিত্য করেন। সম্প্রতি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত যুব উৎসবে আলোক সঙ্ঘের সদস্যারা এক বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন। সংঘের সদস্যাগণ সুকুমার রায়ের 'লক্ষণের শক্তিশেল' অভিনয় সকলের প্রশংসা লাভ করে। গত ১লা জুন সংঘ আন্তর্জাতিক শিশু দিবস পালন করে। সংঘ সম্প্রতি একটি অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে।

ইসলামিয়া লাইব্রেরী ॥ ইব্রাহিম রোড ॥ কলিকাতা—২৩ ॥

খিদিরপুরের ইসলামিয়া লাইব্রেরী পঞ্চত্রিংশৎ বৎসরে পদার্পণ করল। লাইব্রেরীর বিগত বৎসরের কার্যবিবরণীতে জানা যায় যে গত বৎসর ১৯,৭৮২ খানি পুস্তক অর্থাৎ দৈনিক গড়ে ৬৯ খানি পুস্তক লেনদেন হয়। গ্রন্থাগারের অবৈতনিক পাঠকক্ষে গড়ে প্রতিদিন ৭৭ জন পাঠকের সমাগম হয়। গ্রন্থাগারের নানারূপ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। শীঘ্রই গ্রন্থাগারের নিজস্ব একটি গৃহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত রূপায়িত হবে।

জাগৃতি সঙ্ঘ ॥ বাগমারী রোড ॥ কলিকাতা-১১ ॥

গত ১লা জ্যৈষ্ঠ জাগৃতি সঙ্ঘ পাঠাগারে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হয়। মূলে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমণি বাগচী। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে শ্রীসমীর সেন আগামী বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ রবীন্দ্র রচনা সম্ভার সংগ্রহের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

তরুণ সঙ্ঘ পাঠাগার ॥ ১৭এ ঘোষ লেন ॥ কলিকাতা-৬ ॥

রবীন্দ্রনাথের নবনবতিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠ এই পাঠাগারের উদ্যোগে একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার

ফলাফল নিম্নে দেওয়া হইল— ক' বিভাগ, প্রথম—শিখা মিত্র, দ্বিতীয়—গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতীয়—বিকাশ মাল। 'খ' বিভাগ, প্রথম দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয়—জ্যোতির্দেব ভট্টাচার্য, তৃতীয় শ্যামল গুহ ও শুভ্রা চট্টোপাধ্যায়। 'গ' বিভাগ, প্রথম অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বিতীয়—ধ্রুবজ্যোতি রায়।

এই প্রতিযোগিতায় বিচারপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রীধরণীমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্র চক্রবর্তী ও শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ।

কিশোর মহল ॥ ১০এ, দমদম রোড ॥ কলিকাতা-৩০ ॥

গত ১০ই মে কিশোর মহলের প্রযোজনায় 'শিশু-কিশোর উৎসবের' উদ্বোধন হয় সকালের প্রভাতফেরীতে। কিশোর মহলের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রাচীর পত্র সহযোগে বহু শিশু ও কিশোর স্থানীয় বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে। সন্ধ্যায় স্থানীয় "ছোট রাজ বাড়ি" প্রাঙ্গণে এক মনোরম পরিবেশে 'শিশু-কিশোর উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 'মহলে' শিশু সভ্য শ্রীবারীন্দ্র রায়। প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সুসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শিশু সাহিত্যিকা আশা দেবী। প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে বলেন যে এই ধরণের শিশু ও কিশোর উৎসব এই অঞ্চলে তো প্রথম বটেই এবং বহু জায়গায়ও হয় নি। বিশেষ করে একজন শিশু সভাপতি হওয়ায় এটা অপূর্ব ও অভিনব। এর দ্বারা প্রকৃতভাবেই শিশু-কিশোর উৎসবের সূচনা হয়েছে। তাঁরা 'মহলের' কর্মকর্তাদের প্রশংসা করেন ও 'মহলের' শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন যে খুব শীঘ্রই 'মহলের' নিজস্ব ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা রূপায়িত করা হবে।

শিশু-কিশোরদের জন্য সুন্দর মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করা ও 'মহলের' ভবন নির্মাণ করার দিকে লক্ষ্য রাখা হবে। তিনি এই ব্যাপারে স্থানীয় সকলের সাহায্য সহযোগিতা ও সমর্থন কামনা করেন।

শৈলেশ্বর লাইব্রেরী ॥ ট্যাংরা ॥ কলিকাতা-১৫ ॥

গত ৩রা মে শৈলেশ্বর লাইব্রেরীর ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশ্রী জিতেন্দ্রনাথ সেন, নরসিংহ পাল ও নিতাইচন্দ্র বসু যথাক্রমে আগামী বৎসরের সভাপতি, সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

গত ৩১শে মে লাইব্রেরীর উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের নবনবতিতম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কাজী আবদুল ওদুদ সভাপতিত্ব করেন। শ্রীঅমূল্যচরণ সরকার তাঁর ভাষণে রবীন্দ্র সাহিত্য প্রচারে গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। গত ৬ই জুন এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কলিকাতার মেয়র শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শৈলেশ্বর লাইব্রেরীর নানাবিধ কার্যাবলীর প্রশংসা করেন।

বীনাপাণি পাঠাগার ॥ তারাগুণিয়া ॥ চব্বিশ পরগণা ॥

শ্রীকালিদাস দত্তের সভাপতিত্বে গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জন্মোৎসব বিপুল উদ্দীপনার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। আবৃত্তি ও গানে স্থানীয় কুশলী শিল্পীরা যোগদান করেন এবং কয়েকজন তাঁদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন।

গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ কবি নজরুল ইসলামের একষষ্টিতম জন্ম বার্ষিকী পাঠাগারে অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীক্ষিতিনাথ সুর। আবৃত্তি গান ও নজরুল সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনায় বিভিন্ন ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেন।

আজাদ হিন্দ পাঠাগার ॥ জলপাইগুড়ি ॥

গত ২৪শে মে শ্রীসতীশচন্দ্র লাহিড়ীর সভাপতিত্বে আজাদ হিন্দ পাঠাগারের ত্রয়োদশ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদক মহাশয় তাঁহার বিবরণীতে পাঠাগারের নানা বিষয় ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে, গভর্ণমেণ্ট গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারে প্রয়াসী হইয়াছে এবং সহরে সহরে থানায় থানায় গ্রন্থাগার স্থাপন করিতেছেন ইহা একটি সুলক্ষণ। তবে জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতিতে সহরে এবং মফঃস্বলে যে সমস্ত পাঠাগার গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারা সেইরূপ উপযুক্ত সাহায্য পাইতেছে না। এই সমস্ত পাঠাগার যাহাতে উপযুক্ত সাহায্য পায় তৎপ্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৯৫৮ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব মঞ্জুর হইবার পর ১৯৫৯ সালের একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়।

জনকল্যাণ পাঠাগার ॥ উখি ॥ চব্বিশ পরগণা ॥

জনকল্যাণ পাঠাগারের উদ্যোগে গত ২৬শে বৈশাখ রবীন্দ্র জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পল্লীর বিভিন্ন শিল্পীর নৃত্য ও সঙ্গীত সকলের প্রশংসা অর্জন করে। আবৃত্তি ও প্রবন্ধ পাঠ ছাড়াও শ্রীসরকারের পরিচালনায় শ্যামা গীতি-নাট্য অভিনীত হয়। ঐদিন অনুষ্ঠানটি গ্রামে যথেষ্ট আনন্দ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী ॥ মানকর ॥ বর্দ্ধমান ॥

গত ৬ই জুন মানকরের সাব-রেজিষ্ট্রার শ্রীবনশ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীর দ্বাদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে ঐদিন সকালে লাইব্রেরী-গৃহ পরিষ্কার করা হয় এবং পত্রপুষ্পে ও আলোক মালায় সজ্জিত করা হয়। অনুষ্ঠানে লাইব্রেরী সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রীগণের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীঅনিলবরণ পাল তাঁর বিবরণীতে লাইব্রেরীর সমস্যাগুলির উল্লেখ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁর মনোজ্ঞ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণে লাইব্রেরীর কার্যধারার প্রশংসা করেন এবং ছাত্রীগণের উদ্দেশে উপদেশ দেন।

পল্লীমঙ্গল পাঠাগার ॥ ভান্ডাড়া ॥ হুগলী ॥

গত ২রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার ভান্ডাড়া গ্রামে পল্লীমঙ্গল পাঠাগারের কর্মীবৃন্দের পরিচালনায় স্থানীয় পল্লী সমিতি ও মহিলা সমিতির প্রযোজনায় কবিগুরুর নবনবতিতম জন্মোৎসব ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়।

উৎসবে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন যথাক্রমে পাঠাগারের প্রাক্তন ও বর্তমান সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্র সিংহ ও শ্রীপাঁচুগোপাল চট্টোপাধ্যায়। পাঠাগারের সহকারী কর্মসচিব শ্রীঅসিত চট্টোপাধ্যায় "লোক শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথ" সম্বন্ধে এক ভাষণ দেন। গুরুদেবের আগামী শতবার্ষিকী জন্মোৎসবে তাঁহার রচনাবলী ও গুরুদেব সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলী সহযোগে পাঠাগারে একটি পৃথক রবীন্দ্র বিভাগ গঠনের উদ্দেশ্যে সমবেত সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

সম্পাদকীয়

স্মরণীপত্রের গতানুগতিকতা

পরিষদ কার্যালয়ে বহু প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায়ই অনেক স্মরণীপত্র এসে থাকে। কিন্তু স্থানাভাবের জন্যে সেগুলির সমালোচনা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। প্রতিষ্ঠা দিবস বা বিভিন্ন জয়ন্তী উপলক্ষেই স্মরণীপত্র প্রকাশিত হয়ে থাকে। কোনও কোনও প্রতিষ্ঠান আবার বার্ষিক সাহিত্য-পত্রিকাও প্রকাশ করেন। বার্ষিক মুদ্রিত কার্যবিবরণীও বর্ধিত কলেবরে অনেক ক্ষেত্রে পত্রিকার আকারে প্রকাশিত হয়। মোটের ওপর স্মরণীপত্রগুলি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট কর্মতৎপরতার পরিচয় দেয়। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে ঐ পত্রগুলি একটা গতানুগতিক রেওয়াজ বজায় রাখে মাত্র এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে সেগুলির যথেষ্ট দৈন্যতা ফুটে ওঠে।

জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণীপত্রগুলি খুললে প্রথমেই চোখে পড়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শুভেচ্ছাবাণী ও অনেক সময় তাঁদের ছবি। এতে স্মরণীপত্র প্রকাশের ব্যয় বৃদ্ধি পায় ও সীমিত স্থানের অনেকটা ঐতেই চলে যায়, এ বিষয়ে সেজন্যে সংযত হওয়া প্রয়োজন। কোনও কোনও প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ অনুষ্ঠান-লিপি ছেপে ক্ষান্ত হন। ব্যয় সংকুলান ও অর্থাগমের তাগিদে বিজ্ঞাপন অবশ্যই চাই। কিন্তু বিজ্ঞাপন সর্বস্ব স্মরণীপত্র কর্মীদের শক্তির অপচয় ঘটায়। তাই স্মরণীপত্র প্রকাশের সময় ভারসাম্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্তই দরকার।

নামের দিক থেকে স্মরণীপত্রগুলিকে সার্থক করতে হলে চিন্তার প্রয়োজন কিভাবে সেগুলির মূল্য স্থায়ী ও প্রকৃতই সেগুলি চিত্তাকর্ষক হয়—যাতে লোকের ব্যক্তিগত স্থায়ী সংগ্রহের মধ্যে স্থান পায়, সেজন্যে তথ্যবহুল প্রবন্ধ, মৌলিক ও মনোজ্ঞ রচনাদি অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের ইতিবৃত্ত, স্থানীয় ইতিহাস ও বিবরণাদি যা হয়তো অনেকেরই জানা নেই, স্থানীয় মনীষীদের 'হুঙ-দু' ধরণের জীবনবৃত্তান্ত স্মরণীপত্রগুলিকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে। স্থানীয় কুশলী শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্র বা মূর্তির ছবি সেগুলির আকর্ষণ বৃদ্ধি করবে। গ্রন্থাগারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যেগুলি শ্রেষ্ঠ হিসাবে নির্বাচিত সেগুলির প্রকাশও পত্রের সঙ্গতি অক্ষুন্ন রাখবে। নিজ এলাকার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারগুলি স্মরণীপত্রে প্রতিফলিত হবে। নিজ অঞ্চল ও তার অধিবাসী, অঞ্চলের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মান ও নিজ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী স্মরণীপত্র সম্পাদিত হওয়া উচিত।

উপলক্ষ্য বিশেষের কর্মসূচীতে নিছক একটি নিয়ম রক্ষা হিসাবে স্মরণীপত্র প্রকাশনের অন্তর্ভুক্তি অর্থহীন, স্মরণীপত্র গ্রন্থাগার কর্মীদের রুচী, দৃষ্টিভঙ্গী ও সৃজনীশক্তির মান নির্ণয় করে।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আষাঢ় ১৩৬৬

ওরিয়েণ্টাল ক্লাসিফিকেসন

সতীশচন্দ্র গুহ

সর্বপ্রথম গঠিত 'সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষৎ' (All India Library Association) ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীনেট হলে, তাহার ষষ্ঠ অধিবেশনে সমবেত হইয়া স্থির করে যে, বর্গীকরণ বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিগুলির কোনোটিই এদেশে ঠিক্ ঠিক্ খাপ খায় না বলিয়া, প্রাচ্য দেশসমূহের জন্য একটি উপযুক্ত পদ্ধতি প্রণয়ন আবশ্যক। এই অভিপ্রায়ে উক্ত অধিবেশনেই একটি বিশেষজ্ঞ সমিতি নিম্নোক্ত চতুর্দশ গ্রন্থাগারিককে লইয়া গঠিত হয় :—১, সতীশচন্দ্র গুহ (রাজ লাইব্রেরিয়ান, দাভাংগা), ২, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (শান্তিনিকেতন), ৩, লাভুরাম (পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়), ৪, চন্দ্রশেখর আয়ার (বাঙ্গালোর সার্বজনিক গ্রন্থাগার), ৫, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ), ৬, রামকৃষ্ণ রাও (অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়), ৭, রাজগোপাল রাও (মাদ্রাজ), ৮, এস, আর, রঙ্গনাথন (মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়), ৯, নিউটন মোহন দত্ত (কুরেটর, বরোদা), ১০, পুষ্করনাথ রৈনা (ইটাবা বিদ্যাপীঠ), ১১, মহম্মদ শাফী (লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়), ১২, মুসুফুদ্দীন আহমদ (উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়), ১৩—১৪, (আম্বায়কৌ) ত্রিবিক্রম রাও এবং আইয়াকৌ বেঙ্কট রমন য্যা (বিজয়বাড়া)।

এই বিশেষজ্ঞ সমিতির বৈঠক কদাপি না বসিলেও, ব্যক্তিগতভাবে প্রথম ও অষ্টম সদস্যদ্বয় নিজ নিজ গবেষণা যথাক্রমে ১৯৩২ ও ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। শ্রীসতীশচন্দ্র গুহকৃত "প্রাচ্যবর্গীকরণ পদ্ধতি"টি 'সরস্বতী ভবন গবেষণ' বার্ষিকপত্রের নবম খণ্ডে (১৯৩০) সম্পাদনকর্তা তদানীন্তন রাজকীয় কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ আচার্য মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হয় এবং তাহাই পুস্তকাকারে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে কাশী হইতেই প্রকাশিত হয়। ডক্টর রঙ্গনাথনকৃত কোলন ক্লাসিফিকেশন ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ হইতে একেবারে পুস্তকাকারেই বাহির হয়।

দেশস্থ অনেক বিখ্যাত গ্রন্থাগারিক ৺ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার India's Contribution to the Science of Classification (১৯৪২) পুস্তিকায় এই দুইটি পদ্ধতিকেই ভারতের বিশিষ্ট দান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতি—১৯৩২

ডক্টর মেল্‌বিল্‌ ডিউইকৃত Decimal Classification (সংক্ষেপে D.C.)'র প্রতীক দশমিক বিন্দুকে অবলম্বন করিয়া, দশটিমাত্র মূল অঙ্ক (digit) দ্বারা অমিশ্র সরলভাবে গঠিত হয় বলিয়া, উহা দশমিক (decimal) নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। রঙ্গনাথনের Colon Classification (কোলন্‌ ক্লাসিফিকেশন) এর প্রতীক নির্মাণে কোলন (:) নামক বিরাম চিহ্নের যথেষ্ট ব্যবহার রহিয়াছে বলিয়া তিনি তাঁহার পদ্ধতির নাম দিয়াছেন কোলন ক্লাসিফিকেশন।

বর্গ (Class) শব্দ হইতে বর্গীকরণ (Cassification) পদ নিষ্পন্ন। প্রাচ্যবর্গীকরণ Oriental classification (সংক্ষেপে প্রা. ব. অথবা O. C.) ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গের ভিত্তিতে গঠিত।

সকল বিদ্যা-ই এই চতুর্বর্গের কোন-না কোন বর্গে পড়ে। তবে এই চারিটি বর্গের অতিরিক্ত একটি পঞ্চম বর্গও স্বীকৃত, যাহাকে সর্ব বর্গ নাম দেওয়া হইয়াছে। যে-সকল বিষয় চতুর্বর্গের কোন একটিমাত্র বর্গে আবদ্ধ থাকে না, একাধিক বা সকল বর্গেই যাহাদের অধিকার—যেমন, কোষ, মহাকোষ, সাধারণ গ্রন্থপঞ্জী, (general bibliography) সাধারণ বৃত্তপত্র (general periodicals) প্রভৃতি—তাহাদের জন্যই এই পঞ্চম 'সর্ব'-বর্গ।

এই পাঁচটি বর্গ—সর্ব এবং ধর্মার্থকামমোক্ষ—দশটি মুখ্য ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগের জন্য একটি করিয়া মূল অঙ্ক (digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ও 9) প্রতীকরূপে গৃহীত হয়, যথা—

ভাগ-প্রতীক	বিষয় (১০ ভাগ ০—৯)
০	সর্ব বর্গ (generalia)
১-২	ধর্ম বর্গ (যাহার মধ্যে স্মৃতি, পুরাণ এবং ইতিহাসাদি রহিয়াছে)
৩	অর্থ বর্গ (যাহাতে অর্থশাস্ত্র সমাজশাস্ত্র প্রভৃতি রহিয়াছে)
৪-৭	কাম বা কলা বর্গ (যাহাতে ৪ সাহিত্য ; ৫ বিজ্ঞান , ৬ কলা-কৌশল ও ৭ ললিতকলা রহিয়াছে)
৮-৯	মোক্ষ বর্গ (৮ দর্শন ; ৯ ধর্মমত)

এই দশটি ভাগের প্রত্যেকটি পুনরায় দশমিক প্রণালীতে দশগুণ বিস্তার করিয়া মোট একশত বিভাগ সৃষ্টি করা হয়; প্রতীক দুইটি মূল অঙ্কের সংখ্যা ০০-৯৯। ডিউই প্রণীত দশমিক বর্গীকরণে' এরূপ বিভাগের সংখ্যা এক হাজার (০০০ ৯৯৯) প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ হাজার (০০০০-৯৯৯৯)।

প্রাচ্য-বর্গীকরণের এই ১০০ বিভাগ আবশ্যকতা অনুসারে দশমিক বিন্দু লাগাইয়া যথেষ্ট প্রসারিত করা যায়। সাধারণ ছোট গ্রন্থাগারের জন্য গোড়ার দিকে সাধারণতঃ এই ১০০ বিভাগেই কার্য চলিতে পারে।

প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতির সংক্ষিপ্তসার বা সূত্ররূপ এবংবিধ :—

বর্গীকরণ কার্যেঽস্মিন্ অঙ্গমেষ্টবিধং স্মৃতম্।
বর্গকায়ৌ দেশবাচৌ নৃ-কালৌ দিক্ চ কর্তা চ ॥

প্রাচ্য বর্গীকরণের আট অঙ্গ : ১। বর্গ (class); ২। কায় (body, feature); ৩। দেশ (region, geography); ৪। বাক্ (speech); ৫। নৃ (human branch); ৬। কাল (time, chronology); ৭। দিক্ (view-point); এবং ৮। কর্তা (author, commentator, editor, translator ইত্যাদি)।

এই অষ্টাঙ্গের প্রথমটি 'বর্গ-নির্ণয়' তো অবশ্য করণীয়। পরবর্তী ছয়টি (অর্থাৎ ২-৭) ঐচ্ছিক : গ্রন্থাগারিক বা বর্গকার (classifier) আবশ্যকতা অনুসারে উহাদের যে কোনো এক বা অনেক গ্রহণ করিয়া লাভবান হইতে পারেন। সর্বশেষ 'কর্তৃ-নির্ণয়'টি গ্রহণ করা একপ্রকার অনিবার্য।

এই অষ্টবিধ অঙ্গের প্রত্যেকটির জন্য একটি করিয়া চক্র বা পীঠিকা (table) রহিয়াছে যাহার সাহায্যে অঙ্গনির্ণয় হইতে পারে।

১. বর্গনির্ণয় চক্র (Class)

বর্গ নির্ণয় চক্রে একশত মূল বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। দুইটি মুখ্যাংক (digit)-সমন্বিত দশক-সংখ্যা (০০-৯৯) প্রতীক রূপে গৃহীত। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিস্তারের জন্য দশক-সংখ্যার পর দশমিক বিন্দু লাগাইয়া যথেচ্ছ বর্ধিত করা যাইতে পারে।

পরপৃষ্ঠে শত বিভাজন (০০—৯৯ একশতটি মূল-বিভাগ) যথাক্রমে দেখানো হইল।

শত বিভাজন

০০ **সাধারণী—Generalia**
০১ প্রদর্শন—Exposition
০২ গ্রন্থাগার-বিদ্যা—Library Science
০৩ মহাকোষ · Encyclopaedia
০৪ অন্যান্য সন্ধান গ্রন্থ—Other Ref. works
০৫ বৃত্তপত্র—Periodicals
০৬ সংস্থা Societies
০৭ সমাচার-পত্রিকা Newspapers
০৮ গ্রন্থাবলি-সংগ্রহ Collected Works
০৯ সরকারী বিজ্ঞপ্তি Gazettes, Bluebooks
১০ **ধর্মশাস্ত্র Dharmasastra**
১১ স্মৃতি Smriti
১২ সংহিতাকার Samhita-kara
১৩ নীতিধর্ম Ethics
১৪ ব্যবহার ধর্ম Law
১৫ রামায়ণ Ramayana
১৬ মহাভারত Mahabharata
১৭ পুরাণ Purana
১৮ উপ-পুরাণ Upa purana
১৯ অন্য Other
২০ **ইতিহাস History**
২১ বিশ্ব World
২২ স্বদেশ ভারতবর্ষ India
২৩ প্রতিবেশী এশিয়া খণ্ড Asia (exc. India)
২৪ আফ্রিকা Africa
২৫ য়ুরোপ Europe
২৬ আমেরিকা America
২৭ অন্য Others
২৮ ভূগোল, ভ্রমণ বৃত্তান্ত Geography, Travel
২৯ সাধারণ জীবন চরিত্র Gen. Biography
৩০ **অর্থশাস্ত্র Arthasastra**
৩১ পরিসংখ্যান-শাস্ত্র Statistics
৩২ রাজনীতি Politics
৩৩ অর্থশাস্ত্র Economics
৩৪ সমাজ শাস্ত্র Sociology
৩৫ শাসন Administration
৩৬ সংস্থা Societies
৩৭ শিক্ষা Education
৩৮ বাণিজ্য Commerce
৩৯ রীতি, পরিচ্ছদাচ্ছ Custom Costumes etc
৪০ **সাহিত্য Literature**
৪১ পদ্য Poetry
৪২ নাটক Drama
৪৩ উপন্যাস Fiction
৪৪ গল্প Story
৪৫ গদ্য Prose, Essays

৪৬ বাগ্মিতা Rhetoric
৪৭ পত্রলেখন Correspondence
৪৮ হাস্যরস Satire
৪৯ ভাষাশাস্ত্র Philology
৫০ বিজ্ঞান Science
৫১ অংকশাস্ত্র Mathematics
৫২ জ্যোতিষ Astronomy
৫৩ পদার্থবিদ্যা Physics
৫৪ রসায়ন Chemistry
৫৫ ভূতত্ত্ব Geology
৫৬ জীবপ্রত্ন তত্ত্ব Paleontology
৫৭ জীবতত্ত্ব Biology
৫৮ উদ্ভিদ তত্ত্ব Botany
৫৯ প্রাণিতত্ত্ব Zoology
৬০ উপযুক্ত কলা Useful Arts
৬১ চিকিৎসা Medicine
৬২ পূর্ত-বিদ্যা Engineering
৬৩ কৃষি Agriculture
৬৪ গৃহস্থালী বিজ্ঞান Home Science
৬৫ কৌশল Labour savers
৬৬ নির্মাণ Manufacture
৬৭ নির্মাণ-কৌশল Mechanic art
৬৮ গৃহ-নির্মাণ Building
৬৯ অন্য Other
৭০ চারুকলা Fine Arts
৭১ বিশেষ প্রাচ্য Oriental
৭২ স্থাপত্য Architecture
৭৩ ভাস্কর্য Sculpture
৭৪ অংকন-বিভূষণ Drawing Decoration
৭৫ চিত্রণবিদ্যা Painting
৭৬ তক্ষন Engraving
৭৭ ছায়াচিত্র Photography
৭৮ সংগীত Music
৭৯ প্রমোদন Amusement
৮০ দর্শন Philosophy
৮১ ন্যায়-বৈশেষিক Naya-Vaisesika
৮২ সাংখ্য-যোগ Samkhya-Yoga
৮৩ মীমাংসা Mimamsa
৮৪ বেদান্ত Vedanta
৮৫ শৈব শাক্ত বৈষ্ণব Saiva Sakta
৮৬ বৌদ্ধ-জৈন Bauddha-Jaina
৮৭ অন্য প্রাচ্য Other Oriental
৮৮ পাশ্চাত্য Western
৮৯ অন্য Other
৯০ ধর্মমত Religion
৯১ তুলনাত্মক Comparative
৯২ সনাতন ধর্ম Sanatana-dharma
৯৩ তদুৎপন্ন Outcomes thereof
৯৪ বৌদ্ধ-জৈন Bauddha-Jaina
৯৫ ইসলাম Mohammedanism
৯৬ জরথুস্ত্রী Zoroastrian
৯৭ কনফুসিয়ন Confucian
৯৮ খৃষ্টধর্ম Christianity
৯৯ অন্য Other

বর্ণ নির্ণয় চক্রের এই একশত বিভাজনের প্রত্যেক বিভাগই দশমিক বিন্দু লাগাইয়া যথেচ্ছ প্রসারিত হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে ২৫ (য়ুরোপ) এবং ৮৪ (বেদান্ত) কিঞ্চিৎ প্রসারিত করিয়া দেখানো হইল ঃ

২৫	য়ু রো প Europe	৮৪	বে দা ন্ত Vedānta
২৫·১	যুক্তরাজ্য United Kingdom	৮৪·১	অদ্বৈত (শঙ্কর) Advaita
২৫·১১	ইংল্যান্ড England	৮৪·২	ভেদাভেদ (ভাস্কর) Bhedābheda
২৫·১২	ওয়েলস্ Wales	·২৪	অচিন্ত্য ভেদাভেদ (বলদেব) Achintya B.
২৫·১৩	স্কটল্যান্ড Scotland	·৩	শ্রীকণ্ঠ Srikantha
২৫·১৮	আয়র্ল্যান্ড Ireland	·৪	বিশিষ্টাদ্বৈত (রামানুজ) Visistadvaita.
২৫·২	জার্মাণী Germany	·৫	দ্বৈতাদ্বৈত (নিম্বার্ক) Dvaitadvaita
২৫·৩	ফ্রান্স France	·৬	দ্বৈত (মধ্বাচার্য) Dvaita
২৫ ৪	ইটালী Italy	·৭	গৌড়ীয় (চৈতন্য) Gaudiya
২৫·৫	স্পেন-পর্টুগাল Spain-Portugal	·৮	বিজ্ঞান ভিক্ষু Vijnānabhiksu
২৫·৭	রাশিয়া Russia (U.S.S.R.)	·৯	অন্য Other

[প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতি পুস্তকে সকল বিভাগের প্রসারণ প্রদর্শিত আছে। পুস্তকটি এখন অপ্রাপ্য ; নূতন সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে।]

· ২. কায়নির্ণয় চক্র (সংক্ষিপ্ত) Form Subdivisions (outline)

[বর্গ-জ্ঞাপক দশক সংখ্যা প্রতীক (··-৯৯) স্থিরীকৃত হইলে পরে, দশমিক বিন্দুর পর একটি শূন্য আরম্ভ করিয়া কায়-নির্ণায়ক প্রতীকাংশ-যোজনা করিতে হইবে।]

·০	মূল Text	·০৫	বৃত্তপত্র Periodicals
·০০১	আধার Theory, Basis, Philosophy	·০৫১	মাসিক Monthly
·০০২	তুলনাত্মক Comparative	·০৫৩	ত্রৈমাসিক Quarterly
·০১	ভাষ্য Commentary	·০৫৪	অনিয়মিত পর্যায় Series
·০২	ভাষান্তর Translation	·০৫৫	বার্ষিক Annual
·০৩	সন্ধান-সাধন Reference tools	·০৫৬	ষাণ্মাসিক Half-yearly
·০৩১	কোষ Dictionary	·০৫৭	সাপ্তাহিক Weekly
·০৩২	মহাকোষ Cyclopaedia	·০৬	সংস্থা Societies
·০৩৩	পদসূচী Concordance	·০৭	সাধ্যায় Studies
·০৩৫	গ্রন্থপঞ্জী Bibliography	·০৮	নানাবিধ Polygraphy
·০৪	বিবৃতি সাহিত্য Written literature	·০৯	ইতিবৃত্ত Histories
·০৪৪	ভাষণ Speeches		
·০৪৬	আলোচনী Symposium	·০৯২	জীবন চরিত্র Biography
·০৪৫	নিবন্ধ Essays	.০৯৩	চরিত্র সংগ্রহ Collective Biography

উদাহরণ - ৮৪·১ অদ্বৈত বেদান্ত

৮৪·১০১ অদ্বৈত বেদান্তের ভাষ্য

৮৪·১০২ ,,　　,, ভাষান্তর ইত্যাদি

৮৪·১০৩৫ ,,　　,, গ্রন্থপঞ্জী

[বর্গ নির্ণায়ক দশক (··-৯৯) সংখ্যার পর বিস্তার জনিত দশমিক বিন্দু আসিয়া গেলে, কায়নির্ধারক প্রতীক যোগের সময় পুনঃ দশমিক বিন্দু প্রয়োগ হবে না ; যথা উদ্ধৃত ৮৪·১ সহ ·০১ বা ·০২ অথবা ·০৩৫ যোগের সময় ৮৪·১০১, ৮৪·১০২ বা ৮৪·১০৩৫ হইল।]

৩. দেশনির্ণয় চক্র (Regional Table)

[কোলন চিহ্ন(:)র পরে একক মূলে অঙ্ক প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। দশমিক বিন্দু যোগে তাহারও বিস্তৃতি রহিয়াছে।]

: ০ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড Universe

: ১ পৃথিবী World

: ২ স্বদেশ (ভারতবর্ষ) India

: ৩ প্রতিবেশী (ভারতেতর এশিয়া)

: ৪ আফ্রিকা Africa

: ৫ য়ুরোপ Europe

: ৫·১ ইংলণ্ড England

: ৫·৮২ চেকোস্লোভাকিয়া Czechoslovakia

: ৬ আমেরিকা America

: ৬·২ যুক্তরাষ্ট্র U.S.A.

: ৭ অস্ট্রেলিয়া Australia, NZ, ইত্যাদি।

: ৮ সাগর Seas

: ৮·১ ভারত মহাসাগর Indian Ocean

: ৮·২ প্রশান্ত মহাসাগর Pacific Ocean

বিস্তার প্রকার

: ২·১ বঙ্গ, আসাম Bengal, Assam

: ২·২ গুজরাট, বম্বে, মহারাষ্ট্র Gujrat, Bombay, Maharashtra

: ২·৩ অন্ধ্র, তামিলনাদ Andhra, Tamilnad

: ২·৪ উত্তর প্রদেশ U. P.

: ২·৫ পাঞ্জাব Panjab

: ২·৬ বিহার Bihar

: ২·৭ উড়িষ্যা Orissa

: ২·৮১ সিন্ধু Sindh

: ২·৮৩ বিন্ধ্য বিদর্ভ Vindhya Vidarbha

: ২·৮৪ কর্ণাটক Karnataka

: ২·৮৫ কেরল Keral

: ২·৮৭ হিমাচল Himachal

: ২·৮৯ বিদেশী শাসন Fornign Occupation

: ২·৯ অন্য রাজ্য Other states

: ২·৯১ হৈদারাবাদ Hyderabad

: ২·৯২ মহীশূর Mysore

: ২·৯৩ বরোদা Baroda

: ২·৯৪ কাশ্মীর Kashmir

: ২·৯৫ রাজস্থান Rajasthan

: ২·৯৬ মধ্যভারত Central India

: ২·৯৯ অন্য Other

: ৩·১ তুরস্ক Turkey

: ৩'২১ আরব Arabia

: ৩'২৩ পারস্য Persia

: ৩'৩৩১ সাইবেরিয়া তুর্কীস্থান Siberia

: ৪ আফগানিস্থান Afghanistan

: ৫'১ থাইল্যান্ড Thailand (Siam)

: ৫'৬ মালয় Malaya

: ৬ চীন Chinese Republic

: ৭ জাপান কোরিয়া Japan Korea

: ৮'১ ব্রহ্মদেশ Burma

: ৮'৫ সিংহল Ceylon

উদাহরণ – ২৮ = ভ্রমণ Travel

২৮ : ৫'৮২ চেকোস্লোভাকিয়ার ভ্রমণ Travel in Czechoslovakia

৪ ভাষা নির্ণয় চক্র Philological Table

[কোলন চিহ্নের পর শতক অংক বিশিষ্ট সংখ্যা গঠিত ১০০—৮৯৯ প্রতীক যোগে ভাষা নির্ণয় সাধিত হয়]

: ১০০ আর্যভাষা গোষ্ঠি (হিন্দ-য়ুরোপীয়) Hind-European

: ১১০ ভারতীয় শাখা Indic Branch

: ১১১ বৈদিক Vaidika

: ১১২ সংস্কৃত Sanskrit

: ১১৩ প্রকৃত Prakrit

: ১১৪ পালি Pali

: ১২০ আধুনিক ভারতীয় Modern Indic

: ১২১ মারাঠি Marathi

: ১২২ গুজরাতী Gujarati

: ১২৩ সিন্ধী Sindhi

: ১২৪ কাশ্মীরী Kasmiri

: ১২৫ পাঞ্জাবী Panjabi

: ১২৬ পশ্‌তো Pashto

: ১২৭ পাহাড়ী Pahadi

: ১২৮ নেপালী Nepali

: ১২৯ সিংহলী Sinhali

: ১৩০ হিন্দী Hindi

: ১৩১ খড়ী বোলী Khadi-boli

: ১৩২ ব্রজভাষা Brajabhasa

: ১৩৩ কনৌজী Kanauji

: ১৩৪ বুন্দেলী Bundeli

: ১৩৫ বাঘেলী Bagheli

: ১৪০ মৈথিলী Maithili

: ১৪১ বাংলা Bengali

: ১৪২ অসমীয়া Asamiya

: ১৪৩ উড়িয়া Odiya

: ১৪৪ উর্দু-হিন্দুস্থানী Urdu-Hindusthani
: ১৪৫ দ্রাবিড় Dravidian
: ১৪৬ তেলুগু Telgu
: ১৪৭ তামিল Tamil
: ১৪৮ মলয়ালী Malayali
: ১৪৯ কণাড়ী Kannadi
: ১৫০ হিন্দ-য়ুরোপীয় Indo-European
: ১৫১ ইরাণীয় Iranian
: ১৫২ জেন্দ Zend (অবেস্তা) (Avesta)
: ১৫৩ প্রাচীন পারশীক Old Persian
: ১৫৪ মধ্যযুগীয় ,, Mediaeval Persian
: ১৫৫ আধুনিক ,, Modern Persian
: ১৫৬ আর্মেনিয়ন Armenian
: ১৫৭ গ্রীক ভাষাবর্গ Greek group
: ১৭০ ল্যাটিন Latin
: ১৭২ ইতালীয় Italian
: ১৭৩ ফ্রেঞ্চ French
: ১৭৪ স্পেনিশ Spanish
: ১৭৫ কেল্টিক Keltic
: ১৭৭ স্কচ Scotch
: ১৭৮ ওয়েলশ Welsh
: ১৮০ টিউটনিক Teutonic
: ১৮১ গথিক Gothic
: ১৮২ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ন Scandinavian
: ১৮২·১ নরউইজিয়ন Norwegian
: ১৮২·৫ সুইডিশ Swedish
: ১৮৩ ইংরাজী English
: ১৮৪ জার্মান German
: ১৯০ বাল্টিকো-স্লাভনিক Baltico-Slavonic
: ১৯৭ রাশিয়ান Russian
: ১৯৮ অন্য Other
: ২০০ সেমেটিক Semetic
: ২০১ সুমেরিয়ন Sumerian
: ২০২ এসীরিয়ন Assyrian
: ২০৩ বেবিলোনিয়ন
: ২০৪ হিব্রু Hebrew
: ২০৫ আরবী Arabian
: ২০৬ সীরিয় Syrian
: ৩০০ হেমেটিক Hemetic
: ৩০৭ প্রাচীন ইজিপ্সিয়ান Old Egyptian
: ৪০০ মুণ্ডা Munda
: ৫০০ তিব্বেতো-বর্মন Tibeto-Burman
: ৬০০ চীনীয় Chiniya
: ৬০১ কোরীয় Koriya
: ৬০৩ জাপানী Japanese
: ৮০০ অন্য Other

উদাহরণ—৯২·৪=গীতা

৯২·৪০২=গীতা ভাষ্য

৯২·৪০২ : ১৮৪=জার্মান গীতা-ভাষ্য, ইত্যাদি

৫. নৃনির্ণয়-চক্র Anthropological & Faithal Table

[কোলন চিহ্নের পর ১০০—১৯৯ শতক-অঙ্ক দিয়া নৃ-গোষ্ঠী অথবা ধর্মমত বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপিত হয়]

: ১০০ মনুষ্য Man (in general)
: ১১০ আর্য Aryan
: ১১১ ব্রাহ্মণ Brahmana
: ১১২ ক্ষত্রিয় Kshatriya
: ১১৩ বৈশ্য Vaishya
: ১১৪ শূদ্র Sudra
: ১১৫ পঞ্চম Panchama
: ১১৬ অস্পৃশ্য Outcomes
: ১২০ বৌদ্ধ-জৈন Bauddha-Jaina
: ১৩০ মোস্লেম Moslem
: ১৪০ পারসীক Persian
: ১৫০ কন্ফুসীয় Confucian
: ১৮০ নিগ্রো Negro
: ১৯০ ইহুদী Jew
: ১৯৯ অন্য Other

উদাহরণ—৩৬'১ = দাতব্য প্রতিষ্ঠান Charitable institution
৩৬'১ : ০'৬ = পার্সী-সাহায্যক প্রতিষ্ঠান কার্যকলাপ Parsi charity-relief ইত্যাদি।

৬. কালনির্ণয় চক্র Chronological Table

[কোলন চিহ্নের পর অব্দ (খৃষ্টাব্দ, বুদ্ধাব্দ, শকাব্দ, সংবৎ, বঙ্গাব্দ, শ্রীচৈতন্যাব্দ প্রভৃতি) যথাযথ লিখিয়া দিলেই হইতে পারে ; অথবা নিম্নোক্ত পীঠিকার ব্যবহার করা যায়। কেবলমাত্র এই পীঠিকাতেই ঐচ্ছিক রূপে বর্ণ-মালার ব্যবহার হইয়াছে। এই পীঠিকা ব্যবহৃত হইলে এই সংযোগ জনিত কোলন লাগাইবার আবশ্যকতা নাই।]

অ = খৃষ্ট পূর্ব
আ = „ প্রথম শতক
খি = „ দ্বিতীয় „
ক = খৃষ্টীয় প্রথম শতক
কা = „ „ শতকের প্রথম দশক
কি = „ „ „ দ্বিতীয় „
কো = „ „ „ নবম „
খ = খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক
গ-থ = „ ৩য়—১৯শ শতক
ন = বিংশ শতক
না = „ শতকের প্রথম দশক ১৯০০-০৯
নূ = „ „ ৬ষ্ঠ দশক ১৯৫০-৫৯
নূ ৭ = ১৯৫৭

উদাহরণ—৩৭ = শিক্ষা ঃ

৩৭.০১ = শিক্ষার ইতিহাস

৩৭.০১ ঃ ২.৯৫ = রাজস্থানে শিক্ষার ইতিহাস

৩০.০১ ঃ ২.৯৫ ঃ ১৯৫৭ অথবা

৩০.০১ ঃ ২.৯৫ ঃ ন৭ = ১৯৫৭ অব্দে প্রকাশিত রাজস্থানে শিক্ষার ইতিহাস, ইত্যাদি।

৭। দিঙ্‌ নির্ণয় চক্র View-point device

কোন্ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া পুস্তকের বিষয়বস্তু আলোচিত হইয়াছে তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্য গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গী বর্গ-প্রতীকের পূর্বে দুইটি কোলন চিহ্ন বসাইয়া প্রস্তুত class number এর পর যোগ করিতে হইবে। যথা ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'রাজস্থানে শিক্ষার ইতিহাস' বেদান্তের দৃষ্টি দিয়া বিচার করা হইলে, তাহার পূর্ণ বিষয় প্রতীক call number এইরূপ হইবে ঃ—

৩৭.০১ ঃ ২.৯৫ ঃ ১৯৫৭ ঃঃ ৮৪ অথবা

৩৭.০১ ঃ ২.৯৫ ঃ ন৭ ঃঃ ৮৪

পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রথম চক্র দ্বারা 'বর্গ-নির্ণয়' অনিবার্য বা অবশ্য-করণীয় পরবর্তী ২য় হইতে ৭ম পর্যন্ত ছয়টি চক্র হইতে যে-কোনোটি, অনেকটি অথবা সবকটিই (অর্থাৎ ২. কার নির্ণয়, ৩—৭. স্থান-গোষ্ঠী-কালপারম্পর্য + এবং দিঙ্ নির্ণয়) ঐচ্ছিক (optional) রূপে গ্রহণ করিয়া, বর্গকার (classifier) সূচীকার (cataloguer) বা গ্রন্থাগারিক (librarian) লাভবান্ হইতে পারেন। এর ফলে যে প্রতীক প্রস্তুত হইল, তাহাই পূর্ণ বিষয়-প্রতীক বা class number হইয়া গেল।

অতঃপর ৮ম চক্র কর্তৃনির্ণয় বর্ণিত হইতেছে। উহা দ্বারা গ্রন্থের অবস্থান book number নির্দিষ্ট হইবে। এতদুভয়ের যোগে (class nr + book nr) পুস্তকের পুরো ডাক নাম (call number) গঠিত হয়।

কেহ কেহ মনে করেন, কর্তৃনির্ণয় অর্থাৎ গ্রন্থকার প্রতীকের আবশ্যকতাই নাই, যদি কালনির্ণয়, পারম্পর্য, দেখানো হয়। রঙ্গনাথন এই মত অবলম্বী বলিয়া নিজ শ্রেষ্ঠ পুস্তক 'কোলন ক্লাসিফিকেশনে' ডাক নাম প্রস্তুতিতে বর্গ প্রতীকের সঙ্গে মাত্র N33/G9 (= 1933/1939) দেখাইয়াছেন তাহা পূর্বেই যথাস্থানে উক্ত হইয়াছে। প্রাচ্য বর্গীকরণে যে কর্তৃনির্ণয় অবশ্যকরণীয় তাহাও পূর্বেই বলা হইয়াছে।

পাশ্চাত্য দেশে Expansive Classification (E.C.)র গ্রন্থকার C.A. Cutter মহাশয়ের Three-figure order-table আদি বৃহৎ বৃহৎ পদ্ধতির ব্যবহার আছে। এদেশেও বহুস্থানে উহা অবলম্বিত হইয়াছে, বিশেষতঃ ডিউইর D.C.র সাথে সঙ্গে। কিন্তু সে সকল বৃহৎ পদ্ধতিও প্রাচ্য নামের সমাবেশ করে নাই বলিলেই চলে। আমাদের জনপ্রিয় লেখক গান্ধী, ঠাকুর (Tagore), শ্রীঅরবিন্দ, রাধাকৃষ্ণন্, বঙ্কিম ও শরৎ চট্টোপাধ্যায়, কুমারস্বামী, নিবেদিতা সরোজিনী নায়ডু, বিনোবা, কাকুরা, সুন্‌ইয়াৎ-সেন, আজাদ প্রভৃতির নাম তো কাটার পদ্ধতিতে আসে নাই। ভারতবর্ষেও কাটারের ভিত্তিতে adaptation গ্রন্থকার-নামা রচিত হইয়াছে, যথা ডিকিন্‌সনের 'পাঞ্জাব লাইব্রেরী প্রাইমার' প্রদর্শিত রোমক বর্ণানুক্রম পদ্ধতি, কুডলকরের মরাঠী পদ্ধতি। বরোদায় ব্যবহৃত রোমক-পদ্ধতি, পারথীকৃত 'গ্রন্থাগার পাশ্চাত্য [illegible] প্রদর্শিত বর্ণানুক্রম, প্রমীল বসুর 'গ্রন্থকার-নামা' তথা প্রাচ্যবর্গীকরণ পদ্ধতিকারের author-marks or symbols for classified books (যাহা Indiana সমবায় গ্রন্থাগারী বিষয়ক পত্রিকায় ডিসেম্বর ১৯৩৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং কাশী বিদ্যাপীঠের জন্য ১৯৩৩ সনে প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল।)

একণে কর্তৃনির্ণয়ের স্বরূপ দেখানো যাইতেছে ঃ

৮. কর্তৃনির্ণয় চক্র Author-marks

গ্রন্থকারের বংশনামের (অথবা আবশ্যক বোধে নিজ ব্যক্তিগত নামেরই) আদ্যাক্ষর যথাযথ রাখিয়া, তৎসহ পরবর্তী এক বা অধিক অক্ষরের জন্য সংখ্যাপ্রতীক যোগ দিলে, যে কোনো বিভাগ উপবিভাগের গ্রন্থরাজির মধ্যে পুস্তকটির স্থান নির্দেশ হইয়া যায়। ইহাকে গ্রন্থাবস্থান-ক্রম বা book-number বলা হয়। স্থানাভাবে Tableটি এক্ষেত্রে দেখানো সম্ভব নয়।

কর্তৃনির্ণয়ের সঙ্গে প্রাচ্যবর্গীকরণের অষ্টাংগ সমাপ্ত হইল, কর্তৃনির্ণয় চক্রের উভয়ভাগই অর্থাৎ ভারতীয় বর্ণমালায় এবং রোমক বর্ণমালায় প্রদর্শিত পাঠিকাদ্বয় দেখিলে কৌশলটি বোধগম্য হইবে।

অষ্টাঙ্গের আদি এবং অন্ত্যাংশ (অর্থাৎ প্রথম 'বর্ণনির্ণয়' ও অন্তিম 'কর্তৃনির্ণয়') গ্রহণ অনিবার্য; মধ্যস্থ ছয়টিরও যথাযুক্ত ব্যবহারে লাভবান হওয়া যায়। অথবা একণে পুংখানুপুংখ বর্গীকরণে না গিয়া মোটামুটি কাজ চালাইয়া অগ্রসর হইলেও, এই পদ্ধতি বিধিবদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত বলিয়া, ভবিষ্যতে আবশ্যকতানুসারে, সূক্ষ্যাতিসূক্ষ্য বর্গীকরণও সহজে সাধ্য হইতে পারে।

পদ্ধতিটির বিশেষত্ব

কেবলমাত্র একশত নির্দিষ্ট মৌলিক বিভাগ লইয়া বর্গীকরণ কার্যারম্ভ হয়, হাজার দশ হাজার নয়।*

দশমিক প্রথানুসারে উহার প্রত্যেক বিভাগ প্রসারিত হইতে পারে। প্রতীক অমিশ্র পাটীগণিতিক সংখ্যা মাত্র। বিষয়-প্রতীক (Class-number)এর জন্য কোন প্রকার বর্ণমালা প্রয়োগ অনাবশ্যক। মাত্র দশমিক বিন্দু এবং বিরাম চিহ্ন 'কোলন' (:) বা দ্বি-বিন্দুর ব্যবহার রহিয়াছে।

১. বর্গ নির্ণায়ক প্রতীক (Class number) একটি মূল দশক-অঙ্ক (০০-৯৯) মাত্র। দশমিক প্রথায় আবশ্যকতানুসারে বর্দ্ধিত হইতে পারে। মুখ্যাঙ্ক দশক (০০ ৯৯) হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে, ইহা বর্গনির্ণায়ক। যথা, রামায়ণের বর্গনির্ণায়াঙ্ক ১৫।

২. কালনির্ণয়-চক্র দ্বারা এইটি বোধগম্য হইবে যে, বিষয়টি কীদৃশী কায়া গ্রহণ করিল। প্রতীক দশমিক বিন্দু (.) হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমে একটি শূন্য বসাইয়া অগ্রসর হইতে হয়। ১৫·০২ বলিলে রামায়ণের ভাষান্তর বুঝিতে হইবে। ৮৪ = বেদান্ত ; ৮৪·০৪৪ বলিলে বেদান্ত বিষয়ক বক্তৃতা বুঝিব। আবার ৮৪·০৮৬২ বলিলে বেদান্ত নাট্যাকারে প্রদর্শিত, যেমন 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' শীর্ষক নাটক। ৯৮ = খৃষ্টধর্ম মত ; ৯৮·০৮৬৩ খৃষ্টধর্ম কথা, উপন্যাসাকারে ; যথা, জন বিনিয়নকৃত পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেস ইত্যাদি।

৩. দেশ নির্ণয়চক্রে বুঝিব, বিষয়টি কোন দেশ (region) সম্বন্ধিত। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকলই ইহাতে জ্ঞাত হওয়া যায়। যে ভূমণ্ডলে আমরা বাস করি, তার প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুর, গ্রাম ও রাজ্যাদি অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া দেওয়া যায়। ৩৭ = শিক্ষা ; ৩৭·০৯ শিক্ষার ইতিহাস ; তৎসঙ্গে : ২·৯৫ যোগ করিলে বুঝিব রাজস্থানে শিক্ষার ইতিহাস। : ২·৪ বলিতে উত্তর প্রদেশ বুঝায় ; : ২·৪৮৫ বলিলে প্রয়াগ এবং : ২·৪৮৮ বলিলে বারাণসী বুঝাইতে পারে।

৪. বাঙ্ নির্ণয় চক্র দ্বারা বিষয়টি কোন্ বাগর্থ সম্বন্ধিত, কোন্ ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত, তাহা বুঝা যায়। ১২২ বলিলে গুজরাটী এবং ১৮৪ বলিলে জার্মাণ বুঝায়।

---

* ডিউই কৃত দশমিক বর্গীকরণে (D C) এবংবিধ বিভাগ (০০০—৯৯৯) এক হাজার। তদনুষ্টে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় করিয়াছে দশ হাজার (০০০০ — ৯৯৯৯)।

১২৪—গীতা ; ১২৪০১ গীতা ভাষ্য ; ১২৪০১ ঃ ১২২ গীতার শঙ্করাচার্য ভাষ্য (শাস্ত্রীয় গীতাভাষ্য ইহার অন্তর্গত) ; ১২৪০১ ঃ ১৮৪ = জার্মান গীতা ভাষ্য।

৫. নৃ-নির্ণয় চক্র দ্বারা বিষয়টি কোন্ মানবগোষ্ঠী বা জাতির সম্প্রদায় বা সম্বন্ধিত, তাহা বুঝা যায়। পার্সী গোষ্ঠীর প্রতীক 'ঃ ০৬'; দাতব্য সেবা (Charitable service) ৩৬১ ; 'ঃ ০৬' যোগে বুঝিব পার্সীদের সহায়তার জন্য দাতব্য সেবা (Parsi charity relief) ইত্যাদি।

৬. কাল নির্ণয় চক্রে কাল পারম্পর্য জ্ঞাত হওয়া যায়। অথ পূর্বাপূর্বে লিখিয়া বুঝানো যায়। পীঠিকায় প্রদর্শিত প্রথায় বর্ণমালার একটি অক্ষরের ব্যবহার রহিয়াছে। 'নৃ ৭' বলিলে ১৯৫৭ বুঝিব। প্রতীকের সঙ্গে যুক্ত 'নৃ ৭' গ্রন্থের প্রকাশন কাল সূচিত করিবে।

৭. দিঙ্ নির্ণয় চক্র দ্বারা বিষয়ের আলোচনা যে দৃষ্টিভঙ্গী (view-point) দিয়া হইয়াছে তাহা জ্ঞাপিত হয়। দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়ের জন্য বর্গ নির্ণয়ে যে প্রতীক আসিয়া যায়, তাহার পূর্বে একত্র দুইটি কোলন চিহ্ন দিয়া উহা নির্ণীত বর্গ-প্রতীকের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেখাইলেই হইয়া যায়। যেমন, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত (A few thoughts on education) পুস্তক বেদান্তের দৃষ্টিতে রচিত হইয়াছে বলিয়া 'বেদান্তের' বর্গ প্রতীক ৮৪'র পূর্বে জোড়া কোলন (ঃঃ) স্থাপন করিয়া উহার জন্য নির্মিত বর্গ প্রতীক ৩৭০৭এর সহিত যুক্ত করিয়া '৩৭০৭ ঃঃ ৮৪' দাঁড়ায়।

৮. কর্তৃ নির্ণয় চক্র (author mark) একটি বিষয়ান্তর্গত প্রত্যেক পুস্তকের অবস্থান জ্ঞাপন করে। অষ্টাঙ্গের সাতটি হইয়া গেছে ; এখনো বাকী আছে শেষ অংশ 'কর্তৃ নির্ণয়'। গ্রন্থ কর্তা, সম্পাদক, সংগ্রহকার, ভাষা ভাষান্তরকার—আর কিছু উপলব্ধ না হইলে অগত্যা প্রকাশকই জ্ঞাপন করিতে হইবে। সেই জন্য 'কর্তৃ নির্ণয়'। উহার যোগে গ্রন্থের পুরা ডাকনাম (call number) হইয়া যায়।

এই অষ্টাঙ্গই প্রাচ্যবর্গীকরণ পদ্ধতির বিশেষত্ব। একই সঙ্গে এতগুলি কৌশল (device) অন্য কোনো পদ্ধতিতে সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। বর্গ নির্ণয়ের অতিরিক্ত রূপ নির্ণয় (form division) অর্থাৎ বিস্তৃতরূপে common sub divisions, দেশ নির্ণয়ে বিষয়ের স্থান নির্দেশ (region,

geography) কাল নির্ণয়ে প্রকাশন তারিখ (date) বা পারম্পর্য (chronology বাক্ নির্ণয়ে বাক্ (speech), নৃ-নির্ণয়ে সম্বন্ধিত মানবগোষ্ঠী (human branch), অথবা ধার্মিক বা অপরবিধ গণ্ডী বা দল (community), এবং দিক্‌নির্ণয়ে বিষয়ের দৃষ্টিভঙ্গী—এইসব আবশ্যক তথ্য একত্র স্থাপিত হয়। পুস্তকের পুরো বা সংক্ষিপ্ত নামকরণের উল্লেখ না করিয়াই গ্রন্থাগারিক কেবল মাত্র সরল অঙ্ক প্রতীক দ্বারা বুঝাইয়া দিয়া দৈনন্দিন কার্য অনায়াসে চালাইতে পারেন। সামান্য অঙ্ক-জ্ঞান থাকিলেই গ্রন্থাগার কর্মী উহা দ্বারা কাজকর্ম চালাইতে পারেন। প্রতীক দ্বারা বিষয়ের নামধাম যেন নখাগ্রে রক্ষিত হইয়া যায়। কদাচিৎ পুস্তকের নাম (title) পর্যন্ত হুবহু আসিয়া যায়।

তদুপরি কর্তৃ নির্ণয়ে গ্রন্থকার প্রভৃতি কর্তা উপলব্ধ হইয়া যায়।

গোড়ার দিকে নূতন গ্রন্থাগার বর্গীকরণে যদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার না করিয়া, মোটামুটিভাবে বর্গ-প্রতীক স্থির করা হয়, তাহা হইলেও গ্রন্থাগারের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া সামান্য পরিবর্দ্ধন দ্বারাই সূক্ষ্মভাবে বিষয়ে প্রবেশ দ্বারা minute classification এ-ও কোনো বাধা নাই। ভবিষ্যতেও পরিবর্তনের আবশ্যকতা থাকে না।

এই সকল সুবিধাগুলি ধীরভাবে বিচার করিয়া গ্রন্থাগারিক দেখুন দেশীয় এই অভিনব দুইটি পদ্ধতি (OCএবং CC) র মধ্য হইতে একটি গ্রহণ করিয়া পরীক্ষা করা যুক্তিযুক্ত কিনা, উভয় গবেষণায় যে সকল মৌলিকত্ব ও কৌশলের সমাবেশ রহিয়াছে বিদেশী পদ্ধতিগুলিতে তাহার সকলগুলি পাওয়া যায় কিনা তাহাও বিচার্য। সব দিক দেখিয়া বিচার করিলে বলিতে হইবে এই দুইটিই (OC এবং CC) ভারতের বিশিষ্ট দান।

ছোটদের নাট্য-আন্দোলনে গ্রন্থাগার

মোহিত রায়

আমাদের দেশে ছোটদের নাট্য-আন্দোলনে গ্রন্থাগার এক অবিসংবাদী ভূমিকা নিতে পারে। ছোটদের বহুবিধ কল্যাণের জন্য ছোটদের নাটক প্রয়োজন। ছোটরা নাটক দেখতে বা শুনতে ভালবাসে—শুধুমাত্র এই ভাল লাগবার জন্য আনন্দ-দানের জন্য বা অবসর সময়ে চিত্ত বিনোদনের জন্য ছোটদের নাটকের প্রয়োজন নয়। এ ছাড়া আরও অনেক কারণে ছোটদের নাটকের প্রয়োজন। নাটকের মাধ্যমে ছোটরা শিক্ষালাভ করতে পারে, উৎসাহ পেতে পারে। বক্তৃতা দেওয়া একটা আর্ট। কিন্তু সকলেই বক্তৃতা দিতে না। অনেক সময় দেখা গেছে যে বক্তব্য বিষয় খুব সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও বক্তা সুন্দর করে বলতে পারেন না, আবার বক্তব্য বিষয় খুব হৃদয়গ্রাহী না হলেও বক্তা বলছেন খুব হৃদয়গ্রাহীভাবে। বিশাল জনসমুদ্রের মাঝে অনেক বক্তা সাধারণ একটি বিষয় এমন টেকনিকে বলেন—এমন ভাবে বলেন—যে ঘন ঘন হাততালি পান। ছোটবেলা থেকে বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস প্রয়োজন। অভিনয়ের মাধ্যমে ছোটরা বক্তৃতা দিতে পারে। অভিনয় করে ছেলেরা নিজেদের কণ্ঠ প্রস্তুত করতে পারে। অনেক বড়রাও স্পষ্ট এবং সঠিক উচ্চারণ করতে পারেন না। অভিনয় দেখলে বা করলে, স্পষ্ট, সঠিক এবং শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারা যায়। মানুষ মাত্রেই দেহে মনে জড়তা থাকে। ছেলেবেলা থেকে অভিনয়াদি করলে দেহ ও মনের জড়তা কেটে যেতে পারে। ছোটরা অভিনয় শিখলে কী হবে? এই সম্পর্কে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর এই কথাটি স্মর্তব্য : 'মুখচোরা অপ্রতিভ ছেলেমেয়েরা সপ্রতিভ হবে এবং সমাজে সুষ্ঠুভাবে চলাফেরা করতে পারবে'।

তাছাড়া অভিনয় করলে বা দেখলে, ছোটরা অভিনয় কলা শিখতে পারবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। অভিনয় দেখলে ছোটদের মনে ভাব এবং কল্পনা-প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে নাটক ছোটদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে। ছোটদের জন্য তাই নাটকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

ছোটদের জন্য নাটকের এত প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশ অন্যান্য দেশের তুলনায় নাট্য আন্দোলনে পিছিয়ে পড়ে আছে। যদিও আমাদের দেশের নতুন নাট্য-আন্দোলনের ইতিহাস খুব অল্পদিনের। আমাদের দেশে ছোটদের জন্য খুব কম নাটক লেখা হয়ে থাকে, তার উপর সে নাটকগুলি আবার অভিনীত হয় আরও কম। প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম ছোটদের নাটক লেখা হয় এবং অভিনয় হয়। আমাদের দেশে অভিনয় শেখবার কোনো ব্যবস্থা নাই, কোনো সুযোগ নাই। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বছরে একবার মাত্র অভিনয় করবার সুযোগ পায়—বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী উৎসবের দিন। তাও আবার সব বিদ্যালয়ে অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় না।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছোটদের নাট্য আন্দোলন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সাধারণতঃ প্রত্যেক বিদ্যালয়েই অভিনয় শিখবার সুব্যবস্থা আছে। অভিনয়ে ছোটরা একটু প্রতিভা দেখাতে পারলেই অনেক সুযোগ-সুবিধা পেয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে খ্যাতনামা অভিনেতা হতে পারে। ছোটদের নাট্য-আন্দোলনে সব চেয়ে বেশি এগিয়েছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে Thespians নামে ছোটদের নাট্য-সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ছোটদের জন্য শুধুমাত্র নাট্য বিষয়ের উপর একখানি পত্রিকা আছে। পত্রিকার নাম Dramatics. বছরে আটটি সংখ্যা দেড়মাস অন্তর প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিতে ছোটদের নাটক নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, যাঁরা ভাল অভিনয় করেন তাঁরা ছোটদের নাটকের উপর তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ লেখেন। এছাড়া, প্রতিসংখ্যায় ছোটদের একাংক, পূর্ণাংগ নাটক প্রকাশিত হয়। ছোটদের কাছে এই পত্রিকাটি খুবই মূল্যবান। পত্রিকাটির জনপ্রিয়তাও কম নয়। এছাড়া আমেরিকাতে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটি সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমে নাট্য-শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। আমাদের দেশে ছোটরা যে বিশ্বের অন্যান্য নাট্য-অগ্রসর দেশের ছোটদের তুলনায় ভাল অভিনয় করতে পারে, একথা সগর্বে প্রমাণ করেছে 'পথের পাঁচালী', 'কাবুলীওয়ালা', সাগর-সংগম', 'অপুর সংসারে'র কুশলী কিশোর শিল্পীরা। কিছুদিন আগে কলকাতার নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে লেকপল্লী মণিমেলার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল' অপূর্ব সুন্দর অভিনয় করেছে। এ ছাড়া, মৌমাছি বিমল ঘোষ রচিত ও পরিচালিত বিশ্বরূপায় অভিনীত মায়া ময়ূর এবং সি, এল, টি'র অভিনয় অনুষ্ঠান

আমাদের গর্বের বিষয়। আমাদের দেশে ছোটরা উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে ভাল অভিনেতা হতে পারবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে ছোটদের অভিনয় শেখবার কোন সুযোগ-সুবিধা বা ব্যবস্থা নাই। ভবিষ্যতে হবে কি না—এ কথাও বলা যায় না। সরকার কোন সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমও গ্রহণ করেন নি। আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতে অভিনয় শেখবার ব্যবস্থা হওয়া—সুদূরপরাহত।

ছোটদের নাট্য-আন্দোলনে আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলি এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। গ্রন্থাগারকেই আমাদের দেশের ছোটদের নাট্য-আন্দোলনের ভার গ্রহণ করতে হবে।

দেশের সর্বত্র ছোট-বড়-মাঝারি গ্রন্থাগার ছড়িয়ে আছে। অধিকাংশ গ্রন্থাগারগুলিতেই ছোটদের জন্য পৃথক বিভাগ আছে এবং ভবিষ্যতে অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলিতেও ছোটদের পৃথক বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হবে। এইসব গ্রন্থাগার-গুলিতে ছোটদের সভ্য-সংখ্যা খুব কম নয়। আশার কথা, দিন দিন ছোটদের মধ্যে গ্রন্থপাঠের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে, দলে দলে ছোটরা সভ্য হচ্ছে। দেখা গেছে যে, ছোটদের মধ্যে অনেকে নাটকে বেশ উৎসাহ দেখায়, অনেকে আবার অভিনয়ও করতে চায় এবং ভাল অভিনয় করতে পারেও।—তাই এদের দিয়ে ছোটদের নাটক অভিনয় করাতে হবে। একদিকে গ্রন্থপাঠের মাধ্যমে এদের সুস্থ চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে, অন্যদিকে নাটকের মাধ্যমে তাদের সুকুমার বৃত্তি ও সৃজনী শক্তির উন্মেষ ঘটবে। গ্রন্থাগারের অন্যান্য গ্রন্থের মত নাটকও এরা পড়তে পারবে। ফলে কোন্ নাটক অভিনয় করবে—নিজেরাই নির্বাচন করতে পারবে। অনেক নাটক পড়বার ফলে নাটক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণাও হবে। দেখে শুনে পড়ে ইচ্ছানুযায়ী নাটক অভিনয় করলে—সে অভিনয়ও খুব সুন্দর হবে—প্রাণবন্ত হবে। প্রথমে একাঙ্ক নাটক দিয়ে অভিনয় সুরু করাতে হবে—পরে ক্রমশঃ পূর্ণাংগ নাটক অভিনয় করাতে হবে। সম্ভব হলে, মাঝে মাঝে ছোটদের নিয়ে বৈঠকী গল্পের মাধ্যমে নাটক সম্পর্কে আলোচনা করে বুঝিয়ে দিলে খুব ভাল হয়। স্থানীয় অভিজ্ঞ কুশলী অভিনেতাদের দিয়ে অভিনয় শেখাবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মহড়া তাঁরাই দেওয়াবেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে অর্থের দিক থেকে। কোনো কিছু করতে গেলেই অর্থ প্রয়োজন। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক অবস্থা কারই ভাল নয়। তাই অভিনয় করলে যে নতুন ব্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে—তাতে অনেক গ্রন্থাগার

কর্তৃপক্ষ হয়তো পিছিয়ে যাবেন। এই ব্যাপারে একটা কথা বলা যায় যে, অভিনয়ে খুব বেশি খরচ না করলেই হল। জাঁকজমক না করে সাধারণভাবে যত কম খরচে পারা যায়—অভিনয় করতে হবে। বাইরে থেকে ভাড়া করে ষ্টেজ, ড্রেসার, পেণ্টার না এনে খুব সাধারণভাবে অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। ছোটদের দিয়েই শাড়ি, কাপড়, চাদর প্রভৃতি দিয়ে মঞ্চ তৈরী করাতে হবে। মঞ্চ পরিচালনা শেখাতে হবে। বড়রা শুধু নেপথ্যে থেকে তাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করবেন। এতে ছোটরা খুব আনন্দ পাবে। উৎসাহিত হবে, অনুপ্রেরিত হবে। আজকাল জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক মারফৎ নাট্য-প্রযোজনার জন্য প্রযোজক-প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতি বৎসর সরকার আর্থিক সাহায্য করে থাকেন। এই আর্থিক সাহায্যলাভ করলে অর্থ-সমস্যার সমাধান হতে পারে। এছাড়া, সবস্থানেই নাট্যমোদীদের অভাব হয় না। দান হিসাবে তাঁদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্যও তোলা যেতে পারে।

আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলির ছোটদের বিভাগগুলি যদি এইভাবে ছোটদের দিয়ে নাটক অভিনয় সুরু করেন, তাহলে ছোটদের নাট্য আন্দোলন বলিষ্ঠরূপ ধারণ করবে। আমাদের দেশের প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি ভেবে দেখতে অনুরোধ জানাই।

গ্রন্থাগার কর্মীর বদান্যতা

শ্রী কে, মহালিঙ্গম দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের একজন ষ্টেনোগ্রাফার। তিনি সম্প্রতি তাঁহার পিতা ও ভ্রাতার স্মৃতি-রক্ষার্থ বিশ্ববিদ্যালয়কে ৪০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণে উত্তীর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীকে 'গোপালকৃষ্ণ স্বর্ণ-পদক' নামে একটি পুরস্কার দেওয়া হইবে।

৩৩ বৎসর বয়স্ক শ্রী মহালিঙ্গম গ্রন্থাগার আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী। গ্রন্থাগার বিস্তার প্রতি তাঁহার অনুরাগ অসীম।

পরিষদ কথা

বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২১শে জুন অপরাহ্নে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চতুর্বিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীতিনকড়ি দত্ত।

পরিষদ সম্পাদক শ্রীরাখাল চন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস পরিষদের ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালের কার্যবিবরণী ও পরীক্ষিত হিসাব সভায় উপস্থাপিত করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভায় ১৯৫৯ সালের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্যনির্বাহক সমিতি ও সংসদের সদস্যপদে নির্বাচিত হন :

কার্যনির্বাহক সমিতি

সভাপতি

শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়

সহ সভাপতি

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, শ্রী বি. এস, কেশবন শ্রীতিনকড়ি দত্ত, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত ও শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়

সচিব

শ্রীফণিভূষণ রায়

যুগ্ম সচিব

শ্রীঅরুণকান্তি দাশগুপ্ত

সহ সচিব

শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী

গ্রন্থাগারিক

শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য

কোষাধ্যক্ষ

শ্রীমতী বাণী বসু

সম্পাদক : গ্রন্থাগার

শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সংসদ

আজীবন সদস্য, দাতা ও ব্যক্তিগত সদস্যগণের প্রতিনিধি

শ্রীঅভয় কুমার সরকার
,, আশীষ কুসুম ঘোষ
,, আসাদ আলি
,, ইন্দ্রনাথ মজুমদার
" গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
" গোবিন্দ ভূষণ ঘোষ
" প্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীবিজয় সেনগুপ্ত
,, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়
,, রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস
,, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য
" শান্তিপদ ভট্টাচার্য
" শিবরঞ্জন ঘোষ
" সুদেব চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমতী রমা ভাদুড়ী

প্রতিষ্ঠানিক সদস্যগণের প্রতিনিধি

কলিকাতা ওয়েস্ট বেংগল সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী ও সমাজপতি স্মৃতি সমিতি
কুচবিহার—পি, ডি, এন, ক্লাব হলদিবাড়ী
চব্বিশ পরগণা—প্যারীমোহন মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরী, বেলঘরিয়া
জলপাইগুড়ি—নিউ টাউন লাইব্রেরী, আলিপুর দুয়ার
দিনাজপুর—জেলা গ্রন্থাগার, বালুরঘাট
দার্জিলিং—জেলা গ্রন্থাগার
নদীয়া—নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার
পুরুলিয়া -বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির, গড়জয়পুর
বর্ধমান- চিত্তরঞ্জন পাঠামন্দির, শ্রীখণ্ড
বাঁকুড়া—জেলা গ্রন্থাগার
বীরভূম—জুবিলি পাবলিক লাইব্রেরী, সিউড়ি
মালদহ—বান্ধব পাঠাগার, হরিশ্চন্দ্রপুর
মুর্শিদাবাদ—জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বহরমপুর
মেদিনীপুর—রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার, মেদিনীপুর
হাওড়া—ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন লাইব্রেরী, হাওড়া
হুগলী—বৈদ্যবাটি যুবক সমিতি, সেওড়াফুলি

গত ৫ই জুলাই মধ্যাহ্নে পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয়ে নবনির্বাচিত সংসদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংসদ হইতে সাতজনকে কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যপদে নির্বাচিত করা হয় ও বিভিন্ন উপ-সমিতি গঠন করা হয়। আগামী বৎসরের কার্যক্রমও ঐদিনের সভায় নির্ধারিত হয়।

গ্রন্থাগার সংবাদ

[এই বিভাগে ছোট বড় সকল গ্রন্থাগারের সংবাদ প্রকাশিত হয়। পরিষদের সদস্য ছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থাগারের সংবাদও অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। খেলাধুলার সংবাদ প্রকাশ করা হয় না। সংবাদ প্রেরকদের এক পৃষ্ঠায়, স্পষ্টরূপে ও সংক্ষিপ্তাকারে সংবাদ প্রেরণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। পত্রিকার কলেবর অনুযায়ী সংবাদ মুদ্রিত হয়। অনিবার্য বা অনিচ্ছাকৃত কারণে সংবাদ প্রকাশ অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হইয়া উঠে না। সংবাদ উল্লেখযোগ্য বিষয় ও তথ্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।]

কিশোর গ্রন্থালয় ॥ ৬২।৫।১ই বিডন স্ট্রীট ॥ কলিকাতা ॥

স্বল্প পরিসর স্থানে অবস্থিত কিশোর গ্রন্থালয় একটি প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠান। মূলতঃ শিশু ও কিশোরদের গ্রন্থাগার হলেও বড়রাও এর সদস্য হতে পারেন। বর্ত্তমানে চার শ্রেণীতে বিভক্ত সদস্য ও পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা ৩৬৫। গ্রন্থালয়ে গত বৎসরে ২৮০ খানি পুস্তক সংগৃহীত হয়। বর্ত্তমানে মোট পুস্তক সংখ্যা ৩৬৫৬। তাছাড়া ১০৭০টি বাঁধানো পত্রপত্রিকা আছে। নানারূপ অনুষ্ঠানাদির মধ্যে গত বৎসরের শিশু উৎসবে 'মুকুট' ও 'হযবরল' নাটক অভিনয় বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়। রবীন্দ্র ভারতী ভবনে গত অক্টোবর মাসে গ্রন্থালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। নিয়মিত একটি দেওয়াল পত্রিকা ও একটি মুদ্রিত বার্ষিক স্মরণীপত্র প্রকাশিত হয়ে থাকে।

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী ॥ কলিকাতা-৪ ॥

গত ১৬ই জুন বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর ষষ্ঠসপ্ততিতম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। ডক্টর অরবিন্দ বড়ুয়া ও স্বামী প্রজ্ঞানন্দ যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। প্রারম্ভে গ্রন্থাগারের একটি নাতিদীর্ঘ ইতিবৃত্ত ও কর্মধারা বিবৃত করেন শ্রীবামাচরণ চক্রবর্ত্তী। মানুষের শুভবুদ্ধি ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির কাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা স্বামী প্রজ্ঞানন্দ তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বিশ্লেষণ করেন। গ্রন্থাগারের মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে ডক্টর বড়ুয়া বলেন যে গ্রন্থাগার আজকের দিনে নিছক কিছু সংখ্যক বইয়ের সংগ্রহ ও লেনদেনে সীমিত নয়, দৈনন্দিন সমাজ জীবনে গ্রন্থাগার হৃদপিণ্ডস্বরূপ—যেখান থেকে শিক্ষা ও সংস্কৃতি, সুরুচি ও সৃজনীশক্তি সারা সমাজে সঞ্চারিত হয়। সভায় শ্রীক্ষিতিশ

বসুর পরিচালনায় লোক সংগীত আসর উপস্থিত সকলের আনন্দ ও উপভোগে অভিনন্দিত হয়। প্রাচীর চিত্রে গ্রন্থাগারের ইতিহাস অনুষ্ঠানটির শোভা ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করে।

মহাবীর পুস্তকালয় ॥ মন্মথেন্দ্র দত্ত রোড ॥ কলিকাতা ২৮ ॥

গত ৪ঠা জুলাই দমদম মহাবীর পুস্তকালয়ে মহাকবি কালিদাস জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক বিষ্ণুকণ্ঠ শাস্ত্রী ও দৈনিক সনমার্গ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅনন্ত মিশ্র যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। মহাকবি কালিদাসের সাহিত্য ও জীবনী প্রসঙ্গে শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে অদ্যাবধি কালিদাস কাব্যের ক্ষেত্রে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর কাব্যের মধ্যে এক জীবন দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়—বিশ্বের প্রায় সমস্ত ভাষায় তাঁর রচনাদি অনুদিত হয়েছে। শ্রীঅনন্ত মিশ্র তাঁর ভাষনে কালিদাসের প্রামানিক জীবনেতিহাসের অভাবের কথা উল্লেখ করেন। সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক শাস্ত্রী সত্যম শিবম সুন্দরম মন্ত্রের পূজারী কালিদাসের সাহিত্যে বিভিন্ন দিক ও বৈশিষ্ট্যের বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনেক রাত্রি অবধি সভার কাজ চলে এবং সভায় বহু লোক যোগদান করেন।

ভারাগুনিয়া বীনাপানি পাঠাগার ॥ ভারাগুনিয়া ॥ চব্বিশ পরগনা ॥

গত ১৩ই আষাঢ় পাঠাগারে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ১২২ তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রমথনাথ নাগচৌধুরী। প্রারম্ভে বন্দেমাতরম সংগীতের পর শ্রীক্ষিতিনাথ সুর বঙ্কিম সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত দাসের বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিত কবিতা আবৃত্তি করেন শ্রীশচীন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীশান্তি কুমার নাগ। অন্যান্যদের মধ্যে শ্রীনারায়ণ প্রসাদ সুর, শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ও শ্রীমন্মথনাথ বিশ্বাস বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন। বহু গ্রামবাসী সভায় যোগদান করেছিলেন—তন্মধ্যে বহু মহিলার উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী ডলি দত্ত, শ্রীমতী ছবি ঘোষ ও শ্রীমতী নমিতা ভট্টাচার্যের সংগীতে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে।

গত ২১শে জুন পাঠাগারের দ্বিচত্বারিংশ বার্ষিক সাধারণ সভায় নূতন কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। পাঠাগারের কার্যবিবরনীতে প্রকাশ যে সরকার পরিকল্পিত, পল্লী-পাঠাগার ব্যবস্থা অনুযায়ী পাঠাগার গৃহটি সম্প্রসারিত করা হয়েছে। বিগত বৎসরে পাঠাগারে ৪২৫৬টি পুস্তক লেনদেন হয়। পাঠাগারের উক্ত বৎসরে ৩৬৪৫৲ টাকা আয় ও ৩২৩৯৲ টাকা ব্যয় হয়।

গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন—চার্বাক-ষষ্ঠিঃ এবং History of Indian Materialism. কিন্তু উক্ত গ্রন্থখানি অপেক্ষাও বর্তমান পুস্তকে নূতন বিষয় সংযোজিত হইয়াছে।

চার্বাক দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির প্রত্যেককে এই গ্রন্থে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করা হইয়াছে। বৈতণ্ডিক, ধূর্ত ও সুশিক্ষিত ভেদে লেখক চার্বাক সম্প্রদায়কে তিনভাগে ভাগ করিয়াছেন। প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য প্রণিধান করিলে সমস্ত চার্বাক দর্শনকে একটিমাত্র দর্শনবোধে বিচার করা কতদূর অযৌক্তিক তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। চার্বাক দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতবাদকে দার্শনিক যুক্তির সহিত ব্যাখ্যা করিয়া, বার্হস্পত্য সূত্রের আংশিক পুনঃ সংকলন করিয়া লেখক দর্শন-জগতের এক বিশেষ অভাব বিদূরিত করিলেন।   —বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়।

বিজ্ঞান গ্রন্থ :

বনের ডাক। স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ। এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স (পরিবেশক)। পৃঃ ২২৪। ৫৲।

বাংলা ভাষায় লেখা জ্ঞানবিজ্ঞানের বই এমনিতেই খুব কম ; আজকাল যা দুচারখানা লেখা হচ্ছে তাদের দু'রকমের ত্রুটি প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। ছাত্র-পাঠ্য হিসেবে যে সব বই লেখা হয় তাতে একটা দায়-সারা ভাব থাকে, বিষয়বস্তুর দুর্বল উপস্থাপন, নড়বড়ে প্রকাশভঙ্গী ও খোঁড়ানো ভাষা বইগুলির কোনো মান সৃষ্টি করতে পারে না। অন্য পক্ষে, ছোটদের জন্য যা 'পপুলার' বই হিসেবে যা লেখা হয় তাতে তথাকথিত রম্যরচনা জাতীয় এমন একটা লঘু চটুল ভাব থাকে যা কি প্রগল্ভতার সামিল। সহজ করে লেখার মানে যে প্রগল্ভ হওয়া নয়, একথাটা রম্যরচনার প্রভাবে অনেকেই প্রায় ভুলতে বসেছেন।

বিজ্ঞানের বিষয়কে গাম্ভীর্যের সঙ্গে স্বচ্ছ প্রাঞ্জলভাবে পরিবেশিত হতে দেখলে মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। এই রকম খুশী হওয়া গেল বর্তমান বইটি পড়ে। বইটির বিষয়বস্তু গাছপালা বিষয়ক জ্ঞান বা উদ্ভিদতত্ত্ব। লেখক ছোটদের উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, কিন্তু লেখায় মুন্সিয়ানার গুণে ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে এবং কৌতূহলদ্দীপক তথ্যস্থাপনে সমগ্র বইটি শুধু ছোটদের নয়, বড়োদেরও মন হরণ করবে। একদিকে যেমন গাছপালা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য সরল সুন্দরভাবে বোঝানো হয়েছে, অন্যদিকে

তেমনি সহজ করে বর্ণিত হয়েছে অনেকগুলি হস্তশিল্প, কৃষি ও গাছপালা সংক্রান্ত খেলার কৌশল। ফলে জ্ঞানের সঙ্গে কাজেরও নির্দেশ আছে এ বইতে। আমাদের শাস্ত্রে আছে যে বিদ্যার প্রয়োগ ঘটে না, সে বিদ্যা নিষ্ফলা। এ বই পাঠ করে যে বিদ্যা লাভ করা যাবে তা নিষ্ফলা হবার আশঙ্কা থেকে মুক্ত।

তবে একটা সামান্য অভিযোগ করব। গাছপালার সঙ্গে যে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের নাম অতি অন্তরঙ্গভাবে জড়িত তাঁর কোনো উল্লেখ লেখক করেন নি। লুথার বারব্যাঙ্কের কথা লেখক প্রসঙ্গত বলেছেন; সেইরকম আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কথাও প্রসঙ্গত আনা চলত। ছেলেরা বিদেশী বৈজ্ঞানিকের কথা জানবে অথচ নিজেদের দেশের বৈজ্ঞানিকের কথা জানবে না—এটা দুঃখের বিষয় নিশ্চয়।

বইটিতে প্রচুর চিত্র আছে; ছাপা ও চিত্রণের কাজ খুবই সুন্দর। প্রচ্ছদপটও মনোরম। বইখানি হাতে নিলে চোখ বলে, 'বেশ'; পড়বার পর মন বলে, 'বেশ'। এমন বইয়ের বহুল প্রচার কামনা করি।

জিজ্ঞাসা। আকাশ ও পৃথিবী। অরুণ রায়। শোভনা প্রকাশনী। পৃঃ ১১২। ২·৫০।

এটিও একটি বিজ্ঞান গ্রন্থ। আকাশ ও পৃথিবী সম্বন্ধে অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রশ্নোত্তর রূপে পরিবেশিত হয়েছে। লেখার সঙ্গে প্রায়ই ছবি দেওয়া আছে ব'লে বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করতে সুবিধে হয়।

বইটি প্রত্যেক অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির কৌতূহল মেটাতে সাহায্য করবে। তবে লেখক অনাবশ্যক ভাবেই বইয়ের প্রথম দিকে এমন ভাষাভঙ্গি ব্যবহার করেছেন যাতে মনে হয় এ বই যেন ছোটদের জন্যে লেখা। অথচ বিষয়বস্তুর অনেকটাই ছোটদের পক্ষে গুরুপাক—তাদের চেয়ে তাদের গুরুজনদের পক্ষেই তা বেশী উপযোগী। বইয়ের প্রথম দিকে লেখক ধরেছেন তাঁর পাঠক সকলেই ছোট; কিন্তু কিছু পরেই সে কথা ভুলে গেছেন, তাই পাঠককে আর 'তুমি' বলে সম্বোধন করেন নি।

এই ত্রুটি বাদে বইখানি মোটামুটি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। সাধারণ পাঠক এ বই পড়ে উপকৃতই হবেন। —আদিত্য ওহদেদার

গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন—চার্বাক-ষষ্ঠিঃ এবং History of Indian Materialism. কিন্তু উক্ত গ্রন্থখানি অপেক্ষাও বর্তমান পুস্তকে নূতন বিষয় সংযোজিত হইয়াছে।

চার্বাক দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির প্রত্যেককে এই গ্রন্থে পুঙ্খানু-পুঙ্খভাবে বিচার করা হইয়াছে। বৈতণ্ডিক, ধূর্ত ও সুশিক্ষিত ভেদে লেখক চার্বাক সম্প্রদায়কে তিনভাগে ভাগ করিয়াছেন। প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য প্রণিধান করিলে সমস্ত চার্বাক দর্শনকে একটিমাত্র দর্শনবোধে বিচার করা কতদূর অযৌক্তিক তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। চার্বাক দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতবাদকে দার্শনিক যুক্তির সহিত ব্যাখ্যা করিয়া, বার্হস্পত্য সূত্রের আংশিক পুনঃ সংকলন করিয়া লেখক দর্শন-জগতের এক বিশেষ অভাব বিদূরিত করিলেন। —বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়।

বিজ্ঞান গ্রন্থ ঃ

বনের ডাক। স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ। এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স (পরিবেশক)। পৃঃ ২২৪। ৫৲।

বাংলা ভাষায় লেখা জ্ঞানবিজ্ঞানের বই এমনিতেই খুব কম; আজকাল যা দুচারখানা লেখা হচ্ছে তাদের দু'রকমের ত্রুটি প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। ছাত্র-পাঠ্য হিসেবে যে সব বই লেখা হয় তাতে একটা দায়-সারা ভাব থাকে, বিষয়বস্তুর দুর্বল উপস্থাপন, নড়বড়ে প্রকাশভঙ্গী ও ঘোড়ানো ভাষা বইগুলির কোনো মান সৃষ্টি করতে পারে না। অন্য পক্ষে, ছোটদের জন্য বা 'পপুলার' বই হিসেবে যা লেখা হয় তাতে তথাকথিত রম্যরচনা জাতীয় এমন একটা লঘু চটুল ভাব থাকে যা কি প্রগল্ভতার সামিল। সহজ করে লেখার মানে যে প্রগল্ভ হওয়া নয়, একথাটা রম্যরচনার প্রভাবে অনেকেই প্রায় ভুলতে বসেছেন।

বিজ্ঞানের বিষয়কে গাম্ভীর্যের সঙ্গে স্বচ্ছ প্রাঞ্জলভাবে পরিবেশিত হতে দেখলে মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। এই রকম খুশী হওয়া গেল বর্তমান বইটি পড়ে। বইটির বিষয়বস্তু গাছপালা বিষয়ক জ্ঞান বা উদ্ভিদতত্ত্ব। লেখক ছোটদের উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, কিন্তু লেখার মুন্সিয়ানার গুণে ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে এবং কৌতূহলদ্দীপক তথ্যস্থাপনে সমগ্র বইটি শুধু ছোটদের নয়, বড়োদেরও মন হরণ করবে। একদিকে যেমন গাছপালা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য সরল সুন্দরভাবে বোঝানো হয়েছে, অন্যদিকে

তেমনি সহজ করে বর্ণিত হয়েছে অনেকগুলি হস্তশিল্প, কৃষি ও গাছপালা সংক্রান্ত খেলার কৌশল। ফলে জ্ঞানের সঙ্গে কাজেরও নির্দেশ আছে এ বইতে। আমাদের শাস্ত্রে আছে যে বিদ্যার প্রয়োগ ঘটে না, সে বিদ্যা নিষ্ফলা। এ বই পাঠ করে যে বিদ্যা লাভ করা যাবে তা নিষ্ফলা হবার আশঙ্কা থেকে মুক্ত।

তবে একটা সামান্য অভিযোগ করব। গাছপালার সঙ্গে যে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের নাম অতি অন্তরঙ্গভাবে জড়িত তাঁর কোনো উল্লেখ লেখক করেন নি। লুথার বারব্যাঙ্কের কথা লেখক প্রসঙ্গত বলেছেন; সেইরকম আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কথাও প্রসঙ্গত আনা চলত। ছেলেরা বিদেশী বৈজ্ঞানিকের কথা জানবে অথচ নিজেদের দেশের বৈজ্ঞানিকের কথা জানবে না—এটা দুঃখের বিষয় নিশ্চয়।

বইটিতে প্রচুর চিত্র আছে; ছাপা ও চিত্রণের কাজ খুবই সুন্দর। প্রচ্ছদপটও মনোরম। বইখানি হাতে নিলে চোখ বলে, 'বেশ'; পড়বার পর মন বলে, 'বেশ'। এমন বইয়ের বহুল প্রচার কামনা করি।

জিজ্ঞাসা। আকাশ ও পৃথিবী। অরুণ রায়। শোভনা প্রকাশনী। পৃঃ ১১২। ২.৫০।

এটিও একটি বিজ্ঞান গ্রন্থ। আকাশ ও পৃথিবী সম্বন্ধে অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রশ্নোত্তর রূপে পরিবেশিত হয়েছে। লেখার সঙ্গে প্রায়ই ছবি দেওয়া আছে ব'লে বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করতে সুবিধে হয়।

বইটি প্রত্যেক অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির কৌতূহল মেটাতে সাহায্য করবে। তবে লেখক অনাবশ্যক ভাবেই বইয়ের প্রথম দিকে এমন ভাষাভঙ্গি ব্যবহার করেছেন যাতে মনে হয় এ বই যেন ছোটদের জন্যে লেখা। অথচ বিষয়বস্তুর অনেকটাই ছোটদের পক্ষে গুরুপাক—তাদের চেয়ে তাঁদের গুরুজনদের পক্ষেই তা বেশী উপযোগী। বইয়ের প্রথম দিকে লেখক ধরেছেন তাঁর পাঠক সকলেই ছোট; কিন্তু কিছু পরেই সে কথা ভুলে গেছেন. তাই পাঠককে আর 'তুমি' বলে সম্বোধন করেন নি।

এই ত্রুটি বাদে বইখানি মোটামুটি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। সাধারণ পাঠক এ বই পড়ে উপকৃতই হবেন। —আদিত্য ওহদেদার

সম্পাদকীয়

কেন্দ্রীয় সংগঠন

আমাদের দেশে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি জেলায় জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জেলার পল্লী অঞ্চলেও গুরুত্বপূর্ণ স্থলে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে। কলিকাতার উপকণ্ঠে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা হইতেছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এই গ্রন্থাগারের দ্বারও সাধারণের জন্য উদ্ঘাটিত হইবে।

এই সমস্ত গ্রন্থাগারকে প্রকৃত কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে আমাদের উপযুক্ত কর্মী সংগ্রহ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য একটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার যথাযথ ভাবে পরিচালিত করিতে হইলে যেরূপ সংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন বর্তমানে এমন কি জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারেও তাহা নিযুক্ত করা যাইতেছে না। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে যেরূপ পারদর্শিতা থাকিলে এই জাতীয় গ্রন্থাগার পরিচালনা করা যায়, বর্তমান বেতন ব্যবস্থায় সেইরূপ কর্মী সংগ্রহের আশা দুরাশা মাত্র। এ কথা সত্য বেকার সমস্যার তীব্রতার জন্য সামান্য বেতনেও কর্মী সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। কিন্তু ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন, এই সমস্ত কর্মী কখনও সন্তুষ্ট মনে কাজ করিতে পারেন না, এবং সর্বদাই কার্যান্তর সংগ্রহের জন্য চেষ্টিত থাকেন। ইহাতে প্রতিষ্ঠানের প্রতি যে মমত্ববোধ না হইলে প্রতিষ্ঠান চালান কঠিন হয়, সেই মমত্ববোধ কখনই গড়িয়া উঠিতে পারে না।

সুতরাং গ্রন্থাগারে উপযুক্ত কাজ পাইতে হইলে কর্মীদের ন্যায্য বেতন দেওয়া আবশ্যক। উপযুক্ত সংখ্যক কর্মীকে ন্যায্য বেতন দিতে গেলে যেরূপ অর্থসামর্থ্য থাকা প্রয়োজন—যতদিন না গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ ও প্রযুক্ত হয় ততদিন তাহা অর্জিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। এরূপ অবস্থায় বেশী সংখ্যক অসন্তুষ্ট কর্মী নিযুক্ত করা অপেক্ষা কম সংখ্যক উপযুক্ত সন্তুষ্ট কর্মী নিযুক্ত করিয়া গ্রন্থাগারগুলির কেন্দ্রীয় সংগঠনের ব্যবস্থা করিলে সুফল পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়।

বর্তমানে আমাদের জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতিতে যেরূপ সংখ্যক কর্মী আছে, তাহাতে সর্বসাধারণের সুবিধামত সময়টুকু গ্রন্থাগার খুলিয়া রাখাই কষ্টকর। পাঠকদিগকে সাহায্য দান, গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ কার্য, গ্রন্থাগারকে আকর্ষণীয় করিয়া তোলার ব্যবস্থা প্রভৃতি এই কর্মীদের উপর

মাত্র নির্ভর করা অসাধ্য বলিয়া মনে হয়। তদুপরি, প্রত্যেক গ্রন্থাগারকেই সূচীনির্মান, বর্গীকরণ, পুস্তকক্রয়, পরিগ্রহণ প্রভৃতি সাধারণ কার্যগুলি করিতে হয়। ইহাতে কর্মীদের স্বল্প অবসর স্বল্পতর হইয়া উঠে।

গ্রন্থাগারগুলিকে যদি পরস্পরের সহিত সুখসম্বন্ধ করিয়া গড়িয়া তোলা যায়—যদি এই সমস্ত গ্রন্থাগারের সাধারণ নিয়মমাফিক কাজ একটি মাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে গ্রন্থাগার কর্মীদের সময় অনেক অংশে বাঁচিতে পারে। বিবেচনা সহকারে করিতে হইলে পুস্তক ক্রয় খুব সহজ কাজ নহে। বর্গীকরণ, সূচীকরণ প্রভৃতি সর্বত্র ঠিক মত করিতে হইলে বিচক্ষণ কর্মীর আবশ্যক। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মারফৎ এই সমস্ত কার্য করা হইলে প্রকৃত, উপযুক্ত ও বিচক্ষণ কর্মী সংগ্রহ করা অসাধ্য হইবে না। পুস্তক ক্রয় হইতে পুস্তক গ্রহণ পর্যন্ত কার্যও অনেক সহজ হইবে বলিয়া মনে হয়। অবশ্য এই ব্যবস্থায় চিরন্তন পদ্ধতিগুলিকে অনেকাংশে পরিবর্তিত করিয়া লইতে হইবে। কখনও কখনও হয়ত সহরের উপকণ্ঠস্থিত গ্রন্থাগারগুলির ঈপ্সিত পুস্তক সংগ্রহ করিতে কিছু বিলম্ব হইয়া যাইবে। তথাপি অসুবিধার তুলনায় এই ব্যবস্থায় সুবিধা অনেক। তাহা ছাড়া গ্রন্থাগার সহযোগিতা গড়িয়া তুলিতে হইলে রাজ্যের সমস্ত গ্রন্থই দেশের সকলের সম্পত্তি এই বোধ জাগ্রত হওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম।

তাহা ছাড়াও এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ইচ্ছা করিলে, এমন সূচী রাখিতে পারে যে যে-কোনও পুস্তকের প্রয়োজন হইলে সেই পুস্তক কোথায় পাওয়া যাইবে তাহা নির্দেশ করিতে পারিবে।

আমাদের দেশে বিভিন্ন বিষয়ক পুস্তকের অভাব আছে। অথচ কোন পুস্তক প্রকাশিত হইলে কতখণ্ড বিক্রীত হইবে সে আশ্বাস পাইলে, এই সমস্ত পুস্তক প্রকাশ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেন্দ্রীয় সংগঠন ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার পরিচালনার সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তি লাভ হিসাবে আমাদের প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশের সুবিধাও হইতে পারে।

অবশ্য এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইলে। স্থানীয় গ্রন্থাগার পরিচালক-দিগের অনেকখানি ক্ষমতা কেন্দ্রীয় পরিচালকদিগের হস্তে ন্যস্ত করিতে হইবে।

কিন্তু কোন অঞ্চলের গ্রন্থাগার সংগঠন যদি পরিকল্পনা অনুসরণ করিয়া করা হয়, তাহা হইলে দুরতিক্রম্য বাধা উপস্থিত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

শ্রাবণ ১৩৬৬

গ্রন্থসূচী বিবর্ত্তনের ধারায় আন্তর্জাতিক সমন্বয়

বিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত

ব্রিটিশ ও আমেরিকান গ্রন্থাগার পরিষদের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তিতে গ্রন্থসূচী প্রণয়নের নিয়মাবলী রচিত হয়েছিল ১৯০৮ সালে। ইহা 'Anglo-American Code নামে পরিচিত। সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক Code না হলেও ইহা ইংরেজী ভাষাভাষী দেশসমূহের গ্রন্থাগারে বহুলাংশে স্বীকৃত হয়েছিল। উক্ত Code এর সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের প্রয়োজন হয়েছিল। ফলে, যখন আমেরিকান গ্রন্থাগার পরিষদ (American Library Association) সংশোধন ও পরিবর্দ্ধনের কাজে হাত দিলেন, ব্রিটিশ গ্রন্থাগার পরিষদ (Library Association, London) উক্ত কাজে সক্রিয়ভাবে যোগদান করতে পারেন নি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। A. L. A. ১৯৪১ সালে Preliminary edition হিসাবে A.L.A, Cataloguing Rules প্রকাশিত করেন এবং ১৯৪৯ সালে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহা স্বয়ংসম্পূর্ণ Code না হওয়ায় Library of Congress ১৯৪৯ সালে Rules for Descriptive Cataloguing প্রকাশিত করেন এবং উহা A.L.A. কর্তৃক official rules হিসাবে স্বীকৃতি পায়। তারপর ১৯৫৪ সালে ব্রিটিশ Library Association কর্তৃক নিযুক্ত Cataloguing Rules Subcommittee সাময়িকভাবে A.L.A. Rules মেনে নিতে প্রস্তুত হন। গত্যন্তর ছিল না; কারণ, Joint Codes সব সমস্যার সমাধান হ'ত না। যাতে British Standard Institution মারফৎ Official publication সম্বন্ধে নূতন নিয়মাবলী প্রণয়ন করার প্রয়োজন হ'য়েছিল ব্রিটিশ গ্রন্থাগারের জন্য।

এদিকে A.L.A.'র Division of Cataloging Policy and Researchএর পক্ষ থেকে ১৯৫৩ সালে Mr. Seymour Lubetzky এক অভিযান ছাড়লেন A.L.A. Rulesকে লক্ষ্য করে—"Cataloguing Rules and Principles : a critique of the A.L.A. rules for entry and a proposed design for their revision." তখন সকলেই উপলব্ধি করলেন A.L.A. rules সংশোধন করা দরকার। আমেরিকার Catalog Code Revision Committee নিযুক্ত হল ;—Lubetzkyর উপর ভার পড়ল draft তৈরী করবার ; তৈরী draftগুলো কিস্তিতে কিস্তিতে সকল দেশে পাঠান হচ্ছে সমালোচনার জন্য, অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে এই draft তৈরীর কাজ।

সম্প্রতি লণ্ডনে International Federation of Library Associations Working Group on Co-ordination of Cataloguing Principlesএর অধিবেশন হয়। সেখানে অধিকাংশ দেশের প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিলেন। তার বিবরণ পরে দেওয়া হল। এই Working Groupএর অধিবেশনের পূর্বে British Library Association স্থির করলেন Lubetzkyর draftগুলো বিবেচনা করা দরকার। ফলে ৮ই জুলাই, ১৯৫৯এ Library Associationএর উদ্যোগে একটি Cataloguing Rules Conference হয়। সভাপতিত্ব করেন Mr. J. D. Stewart, M.B.E. F.L.A. এবং Library Associationএর Cataloguing Rules Subcommittee কয়েকটি rules সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন—American draft (Lubetzky's draft) of 1958এর ভিত্তিতে। উক্ত সাব কমিটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন Mr. A. H. Chaplin, Miss Mary Piggott, Mr. Henry A. Sharp, Mr. J. D. Stewart এবং Mr. A. J. Wells. উক্ত অধিবেশনে যোগদান ক'রেছিলেন ১১০ জন সদস্য ; তাঁদের মধ্যে ৩৫ জন ছিলেন National, University ও Special Librariesএর তরফ থেকে, ৮ জন ছিলেন Regional library systems ও Schools of Librarianshipএর প্রতিনিধি হিসেবে। I. F. L. A. Working Group on Cataloguing Principlesএর যে সব সদস্য পূর্ব্বাহ্নেই লণ্ডনে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা পরিদর্শক হিসেবে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের Assistant Librarian এবং I. F. L. A. Working Groupএর সদস্য শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁহাদের অন্যতম।

আলোচনার বিষয় বস্তু ছিল works on fugitive authorship; pseudonyms; changed names etc. corporate authorship সম্পর্কিত কয়েকটি নিয়ম, যথা, The choice and form of name, subordinate bodies, affiliated bodies. উক্ত অধিবেশনে American draft (Lubetzky's draft, 1958)এর মূল ধারাগুলি অধিকাংশই গৃহীত হয় সামগ্রিক বা আংশিকভাবে।

I. F. L. A. Working Group on Co ordination of Cataloguing Principles.

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রত্যেক দেশই গ্রন্থসূচি প্রণয়নের নিয়মাবলী সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে। নইলে গ্রন্থ বিষয়ক খবরাখবর আদান প্রদানে বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা থাকত। Documentationএর ক্ষেত্রে নিয়মের ঐক্য সাধিত না হ'লে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। এ বিষয়ে Unesco প্রথমেই সচেতন হয়। Unescoর সাহায্যে I.F.L.A. anonyma এবং Corporate author সম্বন্ধে একটি report প্রকাশিত করেন। ১৯১৫ সালে Brusselsএ অনুষ্ঠিত International Congress of Libraries and Documentation Centresএ যোগদানকারী কয়েকজন বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক ঐ reportটির ভিত্তিতে আলোচনা করে কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছান। সেই সিদ্ধান্তগুলি Libri, vol 6, no 3, 1956এ প্রকাশিত হয়। তবে সেগুলি সর্বসম্মত হয় নি।

এবার লন্ডনে I.F.L.A. Councilএর নির্দেশে I.F.L.A. Working Group on Co-ordination of Cataloguing Principles'এর ১১শে জুলাই হইতে ২৫শে জুলাই এর মধ্যে ৮টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার ফলে উক্ত অধিবেশনে স্থির হয় যে কয়েকটি মূল বিষয়ে আন্তর্জাতিক ঐক্যের সম্ভাবনা আছে এবং ১৯৬১ সালে I.F.L.A. Conference এ সর্বশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেতে পারে। যে সব বিষয়ে আলোচনা দ্বারা ঐক্য সাধিত হ'তে পারে সেগুলি স্থির করেন I.F.L.A. Working Group—যথা, choice of main entry, personal authors, corporate authors, title-entries এবং form entries. এবং আলোচনার ভিত্তিতে কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

I.F.L.A. Working Groupএর সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের জাতীয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার পরিষদ হইতে প্রতিনিধি যোগদান করেন। জাপান, ইতালী, হ্যামবার্গ (জার্মানী), যুগোস্লাভিয়া, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (মিঃ লুবেটজকি ও মিঃ রাইট), অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়ম, অস্ট্রেলিয়া, সুইডেন, ফ্রান্স ও ভারতবর্ষের প্রতিনিধি (শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত) উক্ত সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে আলোচনায় যোগদান করেন। মস্কোর লেনিন লাইব্রেরীর প্রতিনিধি অসুস্থতার জন্য যোগদান করতে পারেন নি। পরিদর্শক হিসাবে ছিলেন ইউনেস্কো, পর্তুগাল ও ক্যানাডার প্রতিনিধিবর্গ এবং ব্রিটেনের British Standard Institution, London School of Oriental and African Studies, British Museum, India Office Library প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গ।

বিভিন্ন বিষয়ে I. F.L.A. Working Groupএর আলোচনা উদ্ধৃত করা সামান্য পরিসরে সম্ভব নয়। তবে ভারতীয় নাম সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তার কথা কিছু বলা যেতে পারে। এই প্রবন্ধের লেখক যে Working paper পেশ করেছিলেন (এশিয়াবাসীদের নাম সম্বন্ধে) সেটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের Keeper of Records এবং সম্মেলনের Executive Secretary মিঃ চ্যাপলিন ওঁদের Department of Oriental Printed Books and Manuscriptsএর Deputy Keeper মিঃ গার্ডনারের সঙ্গে আলোচনা ক'রে সিদ্ধান্ত করেন। Britainএর যে সব প্রতিষ্ঠান বা গ্রন্থাগারে Oriental বই আছে তাদের Catalogue প্রণয়নের নিয়মাবলী পরিবর্তনের যথেষ্ঠ অবকাশ আছে। সেই উদ্দেশ্যে এবং I. F. L. A. Working Groupএর আলোচনা সংক্ষিপ্ত করবার জন্য সম্মেলনের Chairman ও British Museumএর Director মিঃ ফ্রান্সিস-এর সভাপতিত্বে সম্মেলনের প্রাক্কালে এক ঘরোয়া বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত বৈঠকে যোগদান ক'রেছিলেন মিঃ কে, বি, গার্ডনার (British Museum এর Department of Oriental Printed books and manuscripts এর Deputy Keeper), মিঃ জে, ডি, পিয়ারসন (লণ্ডন ইউনিভার্সিটির School of Oriental and African Studiesএর Librarian) ডাঃ হেমাট্ ব্রাউন (হামবার্গ, জার্মানীর Staats—U. Universitats-bibliotekএর প্রতিনিধি) ডাঃ হেলেন লোয়েবেনস্টাইন্ (ভিয়েনার Osterreichische Nationalbibliothekএর গ্রন্থাগারিক), মিঃ কিতারো আমানো (Osakaর Kansai University Libraryর প্রতিনিধি), মিঃ মার্টিন (India

Office Library গ্রন্থাগারিক) এবং শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত (ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের Assistant Librarian).

বিতর্ক প্রসংগে ধরা হয় যে লেখক যেভাবে তাঁহার পুস্তকের আখ্যা পৃষ্ঠায় পরিচিত হতে চান তাঁকে সেইভাবে পরিচয়ের ব্যবস্থা করতে হবে entryর শিরোনামায়। ভারতীয় লেখকের নামের সমস্যা এই যে ভারতীয় ভাষায় লেখাকালীন লেখক একভাবে নিজের নাম লেখেন, কিন্তু ইংরেজীতে লেখবার সময় তিনি খুসীমত নিজের নামের বানান লেখেন। যথা, বাংলা ভাষায় লিখবার সময় লেখা হয় 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', ইংরেজীতে লিখবার সময় "Rabindranath Tagore" লেখা হয়। লেখক দুইভাবে পরিচিত বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থে। অতএব তাঁর নাম দুইভাবেই লিখতে হবে, এক নাম থেকে নামান্তরে cross reference দিয়ে।

আলোচনায় আরও স্থির হয় যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও ভাষাগোষ্ঠীর নাম সম্বন্ধে স্বতন্ত্র নিয়ম করা প্রয়োজন। একটি সাধারণ নিয়ম সমগ্র ভারতীয় নাম সম্বন্ধে করা অসুবিধাজনক। যেখানে surname ও family name প্রচলিত সেই surname বা family name entry word হিসাবে শিরোনামায় ব্যবহৃত হবে। তার anglicised form বা western transformation (মূল নামের পাশ্চাত্য ধরণের বিকৃত রূপ) এর বিভিন্ন (তিনটির অধিক) বানান থাকিলে একটি সাধারণ বানানে লেখা হবে; যদি সাধারণ বানান না থাকে তাহলে মূল ভাষায় যেভাবে লেখা তার transliterated form ব্যবহার করা যাবে। ইংরেজীতে লেখবার সময়ও যদি বিভিন্ন লেখক Vernacular form ও anglicised form যে কোনটা ব্যবহার করেন তার ক্ষেত্রে সেই formই ব্যবহৃত হবে entryর শিরোনামায়। যথা, Basu এবং Bose ; Bandyopadhyay এবং Banerjee.

Dr. Nasser Sharify ও Mr. Pearson I. F. L. A. Working Committeeর meetingএ সক্রিয়ভাবে আলোচনায় যোগদান করেন।

সিদ্ধান্ত হয় ১৯৬১ সালের I. F. L. A. Conferenceএর পূর্বে Oriental names সম্বন্ধে স্থানীয় subcommittee গঠন করে যতটা সম্ভব ঐক্য সাধনের চেষ্টা করা হবে। ঐ ঐক্য মতের ভিত্তিতে I. F. L. A. Conferenceএ সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

গ্রন্থাগার পরিষদ
দেশে ও বিদেশে
সুবোধ মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশেই নিজ নিজ গ্রন্থাগার পরিষদ আছে। যেসব দেশে গ্রন্থাগার পরিষদ নাই অচিরেই তথায় গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হইবে নিশ্চিতভাবে একথা বলা চলে। এই সব বিভিন্ন দেশীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নিজ নিজ পরিস্থিতির ভিতর বেশ সুষ্ঠুভাবে কাজ করিবার ব্যবস্থা করিয়া কিভাবে সর্বসাধারণের ভিতর জ্ঞানের আলো বিতরণ করিবার পথ পরিষ্কার করে তাহা দেখিবার জিনিস। বিদেশের এই সব গ্রন্থাগার পরিষদ সচরাচর স্বাধীনভাবে স্বাধীন দেশে কাজ করিবার যে গৌরব ও যে সুবিধা পাইয়াছে আমাদের দেশে এতাবৎকাল তাহা না থাকায় আমাদের দেশে ও বিদেশে গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মপন্থায় বিশেষ প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়।

বিদেশের বড় বড় মহাদেশের কথা বাদ দিয়া ছোট ছোট রাষ্ট্র সমূহতে ও গ্রন্থাগার পরিষদ কেমন সুষ্ঠুভাবে নিজ নিজ পরিধির ভিতর কাজ করিয়া চলে তাহারই দু'চারটির উল্লেখ করিয়া আমাদের দেশের কথা উত্থাপন করিব। নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক— এদেশের তুলনায় কি আয়তনে কি লোকসংখ্যায় নিতান্তই ক্ষুদ্র হইলেও—অন্য সব বিষয়েই ঐ তিনটি রাষ্ট্রের প্রতিটি রাষ্ট্রই আমাদের দেশের তুলনায় অনেক অধিক প্রকারে অগ্রসর। জ্ঞানবিজ্ঞান, কৃষি-শিল্প-ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি সব বিষয়েই ঐ সব দেশ আমাদের বহু শীর্ষে বিরাজমান। জনসাধারণের আয়ব্যয়ের পরিমাণ, জীবনের মান, জ্ঞানের পরিধি, কর্মক্ষমতা, দক্ষতা, শ্রমশীলতা ইত্যাদি বিষয়েও এ দেশের জনসাধারণের তুলনায় অনেক ঊর্ধ্বে। অন্যান্য বিষয় বাদ দিয়া আমরা এ স্থলে শুধু ঐ সব দেশের গ্রন্থাগার তথা গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মকুশলতার পর্যালোচনা করিলেই দেখিতে পাইব, কিরূপভাবে তাহারা নিজ নিজ দেশের ও দশের সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে।

ঐ সব দেশে জনশক্তি ও রাজশক্তি সব সব সময়েই সম্মিলিতভাবে কাজ করিয়া চলে—কাজেই বিরুদ্ধ দল বলিয়া এ দেশের মতন রাষ্ট্রের সব কাজে বাধা দেবার ও দেশের উন্নতির পথ রোধ করিবার কোন প্রশ্নই তথায় উঠে না।

আমাদের দেশে এতাবৎকাল জনসাধারণ ও দেশের রাজশক্তি দুইটি বিভিন্নমুখী হওয়ায় নানান বাধা বিপত্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। বিদেশী রাজশক্তি দেশ শাসনে ব্যস্ত ছিল—দেশের হিতের দিকে তাদের লক্ষ্য কম ছিল, কাজেই জনসাধারণ যাহা চাহিত তাহা পাইত না—দেশের সর্বব উন্নতির পথে ইহা মস্ত এক বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। গ্রন্থাগার আন্দোলন তথা গ্রন্থাগারের প্রসার তখন সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই—গ্রন্থাগার পরিষদও অতি স্বল্প পরিধির ভিতর অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে। এক্ষণে আমরা স্বাধীন হইয়াছি—আমাদের রাজশক্তি ও জনশক্তি এখন আর পৃথক নহে—কাজেই এই নূতন পরিস্থিতিতে আমাদের কাজের অনেক সুযোগ সুবিধা হইবে এই আশা করা রাষ্ট্র তথা রাজশক্তি আমাদের নিজস্ব—এমন কি আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় আমাদের গ্রন্থাগার পরিষদেরই প্রাক্তন সভাপতি, এই সব যোগাযোগের ফলে আমার বিশ্বাস যে পরিষদ যদি ইচ্ছা করে, সুষ্ঠুভাবে কাজ করিবার সুযোগ সুবিধা লাভ করা অসম্ভব হইবে না।

প্রাগ্রসর দেশের গ্রন্থাগার পরিষদ নিজ নিজ রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ ত কর... ওপরন্তু নিজ নিজ কাজের জন্য দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সমূহ হইতে নিয়মিত সাহায্য পায় বলিয়া আর তাহাদের অন্যের স্বারস্থ হইতে হয় না অথবা অর্থাভাবে পরিকল্পনানুযায়ী কাজ বন্ধ রাখতে হয় না। নরওয়ে রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিষদ দেশের সমস্ত পুস্তক প্রকাশক ও পুস্তক ব্যবসায়ীদের সহিত সহযোগিতায় কাজ করিবার সুযোগ পায় বলিয়া তাহারা নূতন নূতন যে সমস্ত বই প্রকাশিত হইতেছে তাহাদের হদিস নিয়মিতভাবে তাহাদের মুখপত্রে প্রকাশ করিতে পারে এবং ঐ সব পুস্তক ছাপিয়া বাহির হইবার পূর্বেই পুস্তকের বিষয় ও তাহার স্বল্প বিবরণাদি প্রত্যেক গ্রন্থাগার পরিষদ পত্রিকা মারফৎ পাইয়া থাকে—ইহাতে তাহাদের নূতন পুস্তক নির্বাচনে অনেক সুবিধা হয়। গ্রন্থাগার পরিষদ শুধু যে নূতন পুস্তকের বিবরণ ও তালিকাই নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে তাহা নহে—তাহারা ঐ সব পুস্তকের ক্যাটালগ কার্ডও সেই সঙ্গেই প্রণয়ণ করিয়া রাখে। কাজেই সে সব গ্রন্থাগারে পুস্তক প্রকাশিত হইলে তাহা ক্রয় করেন। তাঁহারা পরিষদ দপ্তরে অর্ডার দিলে ঐ সমস্ত পুস্তকের বিভিন্ন সূচীর জন্য বিভিন্ন কার্ডও খরিদ করিতে পারেন। ঐ সব ক্যাটালগ কার্ডে পুস্তকের বর্গীকরণ সংখ্যা তথা লেখক সংখ্যা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সব রকম তথ্যই সন্নিবেশিত হয়—

কাজেই প্রতিটি গ্রন্থাগারেই ক্যাটালগ নির্মাণে আর বিশেষ বেগ পাইতে হয় না—অতি অল্প খরচে বেশ সুন্দর আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত ভাবে গ্রন্থসূচী গড়িয়া উঠে। আমাদের পরিষদের পক্ষে এইরূপ কাজ করিবার প্রশস্ত সুযোগ রহিয়াছে, বিশেষ করিয়া আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগার-সমূহে সব সময়ে যথাযথ শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করিতে পারেন না এবং অনেক সময়ে অবৈতনিক গ্রন্থাগারিক মহাশয় নিজে সময় দিয়া পুস্তক বর্গীকরণ তথা গ্রন্থসূচী গঠন ইত্যাদি কাজে মন দিবার সুযোগ পান না। ইহাব্যতীত বিভিন্ন ব্যক্তির রচিত বর্গীকরণ তথা সূচীকরণ অনেক সময়েই বিভিন্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে; হস্তাক্ষর, মতদ্বৈত ইত্যাদির জন্য গ্রন্থসূচী বিভিন্ন গ্রন্থাগারে এবং অনেক সময়ে একই গ্রন্থাগারে বহুরূপীর আকার ধারণ করিয়া থাকে—ইহা দেখিতে দৃষ্টিকটু ত বটেই ইহার কার্যকরিতা সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠে। এই সমস্ত ব্যাপার অনায়াসেই দূর করিয়া প্রতি গ্রন্থাগারেই অতি সুষ্ঠু মনোরম গ্রন্থসূচী প্রণয়ন করা সহজ হয় যদি আমরা বিদেশী গ্রন্থাগার পরিষদের পন্থায় আমাদের দেশের নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলীর ক্যাটালগ কার্ড ছাপিয়া বা লিথো করিয়া পরিষদের কুশলী কর্মীদের সহযোগিতায় যথাযথ বৈজ্ঞানিক পন্থায় গ্রন্থসূচীর প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কার্ড বা সংলেখ সম্পাদনা করিয়া রাখিতে পারি। ইহার জন্য বেশী টাকাকড়ির প্রয়োজন হয় না পরন্তু ইহা হইতে পরিষদের কিছু আয় হইতে পারে এবং দেশের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারই নিজ নিজ প্রয়োজনে এই সব কার্ড ক্রয় করিয়া নিজ নিজ ক্যাটালগ সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তুলিতে পারিবে। অবশ্য এ বিষয়ে প্রথম প্রয়োজন বিভিন্ন পুস্তক ব্যবসায়ী তথা পুস্তক প্রকাশকের অকুণ্ঠ সহযোগিতা।

নরওয়ে রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিষদ আরো একটি কাজ করিয়া থাকেন। নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী বাহির হইবার পূর্বেই পরিষদ নিজ হিসাবমত বেশ কিছু সংখ্যক পুস্তক অবাধা অবস্থায় কম মূল্যে ক্রয় করিয়া লহেন। এইসব পুস্তক পরিষদ সুদৃঢ় ভাবে বাঁধাই করিয়া বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইহাতে বিভিন্ন গ্রন্থাগার লাভবান হয়—কারণ তাহারা সামান্য মূল্য বেশী দিয়া লাইব্রেরী বাইণ্ডিং-যুক্ত পুস্তক খরিদ করিতে পারেন—এইসব পুস্তক আর সহজে পুনর্বার বাঁধাইবার প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে আধুনিককালে প্রতি গ্রন্থাগারই এ বিষয়ে বিশেষ ভুক্তভোগী। যে সমস্ত পুস্তক প্রকাশিত হয় তাহাদের বাঁধাই এত নিকৃষ্ট যে ২।১ বার ব্যবহার করিতে

না করিতেই তাহাদের মলাট খুলিয়া যায়, বইটি অব্যবহার্য হইয়া পড়ে—যথাযথভাবে বিশেষ করিয়া গ্রন্থাগারের উপযোগী উপযুক্ত বাঁধাই পুস্তকের একান্ত প্রয়োজন, ইহাতে গ্রন্থাগারসমূহ লাভবান হইবে কারণ ২।৩ বার করিয়া একই বই অল্পদিন অন্তর আর বাঁধাই করিতে হয় না—পুস্তকের পরমায়ুও বাড়ে। জানি না আমাদের দেশের গ্রন্থাগার পরিষদ এ বিষয়ে কতটা অগ্রসর হইতে পারিবে কারণ শেষোক্ত কাজটিতে কিছু অর্থের প্রয়োজন—নিজ নিজ দেশের গ্রন্থাগারের চাহিদা বুঝিয়া সেই পরিমাণ বা সেই সংখ্যক অবাঁধা পুস্তক ক্রয় করিয়া ভালভাবে বাঁধাই করিয়া রাখিতে হইবে এবং পরে তাহা অর্ডার অনুযায়ী সরবরাহ করিতে হইবে।

এ দেশের গ্রন্থাগার পরিষদের আরো কয়েকটি কাজ করিবার আছে—ভিন্ন ভিন্ন কাজ সমূহের নিজ নিজ ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের আলোচনা—তথা পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশ। আমাদের দেশের প্রয়োজনানুযায়ী সূচী লিখনের মূল সূত্রাদি তথা বিষয়ানুগ আক্ষ্যা তালিকার (Subject headings) ইত্যাদির সঙ্কলন—গ্রন্থাগার বিদ্যার অনুশীলন তথা শিক্ষণ শিবির ও শিক্ষাকেন্দ্রের সম্যক পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়েও অনেক কিছু করিবার আছে। এ সমস্ত ব্যাপারে রাষ্ট্রের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন—তদ্ব্যতিরেকে আমাদের দেশের ন্যায় গরীব দেশে অর্থানুকুল্যের অভাবে কোনো কাজই সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় না। এ বিষয়ে পরিষদের সকলকেই অবহিত হইতে অনুরোধ জানাই।

নরওয়ে সুইডেন ও ডেনমার্ক দেশের গ্রন্থাগার পরিষদ প্রায় একই পন্থায় নিজ নিজ কার্যসূচী পালন করে। তবে ডেনমার্ক দেশের গ্রন্থাগার পরিষদ গত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে নবভাবে গঠিত হইবার পর নিম্ন লিখিত ৫টি বিভিন্ন ভাগে কাজ করিয়া যান। প্রথম (ক) ভাগ দেশের বৃহৎ গ্রন্থাগারসমূহকে লইয়া গঠিত, 'খ' ভাগ ছোট গ্রন্থাগার সমূহ, 'গ' ভাগ সাধারণ গ্রন্থাগারকর্মীদের লইয়া গঠিত সংস্থা, 'ঘ' ভাগ টেক্‌নিক্যাল ও অনুশীলন গ্রন্থাগারাদি লইয়া গঠিত ও 'ঙ' ভাগ শেষোক্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের সংস্থা হিসাবে কাজ করে। গ্রন্থাগার পরিষদের নিজ বিভাগানুযায়ী প্রতি জেলায় স্থানীয় সংস্থা আছে। পরিষদ প্রতি জেলায় সুষ্ঠু প্রচার কার্যের মারফৎ গ্রন্থাগার স্থাপনার আন্দোলন পরিচালনা করেন। এইজন্য বক্তৃতাবলী, মিটিং ও শিক্ষণকেন্দ্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হয়। এই সমস্ত কাজের খবর ইত্যাদির জন্য মূল পরিষদ স্থানীয়

গ্রন্থাগার সমূহের চাঁদার শতকরা কুড়ি ভাগ স্থানীয় সংস্থার হস্তে প্রদান করেন। ডেনমার্কের গ্রন্থাগার পরিষদের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। পরিষদের নিজস্ব দপ্তর ও গৃহ থাকায় কাজকর্ম পরিচালনায় অসুবিধা হয় না। গ্রন্থাগার পরিষদের চেষ্টায় সমস্ত গ্রন্থাগারই নূতন পুস্তক ক্রয় করিতে হইলে শতকরা ১৫ ভাগ দাম কমিশন বাবদ পাইয়া থাকেন। প্রকাশক তথা পুস্তক ব্যবসায়ী সকলেই পরিষদের এই ব্যবস্থা সানন্দে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। Library Year Book ও World of the Book এই দুইটি বিরাট গ্রন্থ গ্রন্থাগার পরিষদ সম্পাদন করিয়া থাকেন। দেশের সমস্ত গ্রন্থাগারের যাবতীয় তথ্যাদি ইহাতে সন্নিবিষ্ট হয়। ইহাব্যতীত গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখাও ইহাতে থাকে। গ্রন্থাগার পরিষদের কাজের জন্য নানা ছোট বড় কমিটি গঠিত হইয়া থাকে এবং গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কাজের জন্য এই সব কমিটি অতিসুন্দর ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

পরিষদের কাজের জন্য টাকাকড়ির ব্যবস্থা চাঁদার মাধ্যমে জোগাড় করা হয়। ব্যক্তি বিশেষের চাঁদা সকলের পক্ষেই সমান, গ্রন্থাগারসমূহের চাঁদার হার প্রতি গ্রন্থাগারের আয় ব্যয়ের অথবা বাৎসরিক বাজেটের উপর নির্ভর করে। গ্রন্থাগারাদির নিত্য নৈমিত্তিক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্রাদিও Stationery forms ইত্যাদি পরিষদের standardisation কমিটি কর্তৃক মুদ্রিত হইয়া থাকে এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগার নিজ নিজ প্রয়োজনানুযায়ী তাহা ক্রয় করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত গ্রন্থাগার পরিষদ ঐ দেশে প্রকাশিত দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রয়োজনীয় সমস্ত লেখার একটি নির্ঘণ্ট প্রণয়ন করিয়া থাকেন। জনসাধারণের নানান কাজে এই নির্ঘণ্ট বিশেষ কাজ দেয়। ডেনমার্ক রাষ্ট্রে গ্রন্থাগারসমূহের পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয় পরিদর্শন বিভাগ বর্তমান—এই বিভাগ গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে কাজ করিয়া থাকেন বলিয়া বিভিন্ন গ্রন্থাগারাদির সুবিধা হইয়া থাকে।

বিলাতের গ্রন্থাগার পরিষদ সম্বন্ধে ২।৪টি কথা বলিয়াই আজকের এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। ইংলণ্ডের গ্রন্থাগার পরিষদ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় charter দ্বারা সন্নিবদ্ধ হইয়া গ্রন্থাগার কর্মী তথা গ্রন্থাগারাদির মুখপত্র সংস্থা হিসাবে কাজ করিতেছে। কেবল যে গ্রন্থাগার কর্মীদের মিলন ক্ষেত্র ও তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য এই সংস্থা কাজ করে তাহা নয়—দেশের ও দশের

উপকারার্থ সুষ্ঠু গ্রন্থাগার সেবার ব্যবস্থা পরিষদ করিয়া থাকেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৮০টি বিভিন্ন সংস্থার মিলনক্ষেত্র হিসাবে পরিষদ গঠিত হয়—এবং কুড়ি বৎসরের ভিতরই দুই শতের অধিক বিভিন্ন গ্রন্থাগার সংস্থা পরিষদে যোগদান করে। এই সংখ্যা ক্রমশ বাড়িতে থাকে। Royal Charterএ পরিষদের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইভাবে লিখিত হইয়াছে—

১। গ্রন্থাগার অনুরাগী সকল ব্যক্তিদের মিলন ক্ষেত্র—সভাসমিতি সম্মেলনাদির মাধ্যমে এই যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন রাখা।

২। গ্রন্থাগারাদির পরিচালনার উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করা।

৩। গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষা ও তাহাদের জাগতিক উন্নতি বিধান করা।

৪। সাধারণ গ্রন্থাগারাদির জন্য আইন প্রণয়নাদি কার্যে নজর রাখা।

৫। বিবলিওগ্রাফীক্যাল রিসার্চ ও অনুশীলন ইত্যাদির উন্নতি সাধন করা।

৬। গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণ দান ও পরীক্ষা গ্রহণ করা ও উপযুক্ত সনদাদি প্রদান করা।

বিলাতে সাধারণ গ্রন্থাগারের জীবন এক শতাব্দীর অধিক হইয়া গিয়াছে। পরিষদের সভ্য সংখ্যাও প্রায় দশ হাজারের কাছাকাছি হইয়াছে। গ্রন্থাগার পরিচালনার সুষ্ঠু ব্যবস্থার কাজে Anglo American Code of cataloging rules, subject index to periodicals এবং অন্যান্য নানান গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক পুস্তিকাদি প্রণয়ন করিয়াছে। গ্রন্থাগার সমূহের উন্নতির জন্য বিভিন্ন সময়ে নানাতথ্য বহুল পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়াছে। ব্রিটিশ ন্যাশানাল বিবলিওগ্রাফীর কার্যের উন্নতি সাধন করিয়াছে। গত ১৯৩৩ সালে Carnegie United Kingdom Trustএর অর্থানুকুল্যে নিজ বাসভবন নির্মাণ করিয়াছে। এই বাসভবন আগামী কয়েক বৎসরের ভিতর আরো বৃহৎ ও উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সম্মত বিরাট ভবনে স্থানান্তরিত করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে।

ব্রিটিশ গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মকর্তারা গ্রন্থাগার বিদ্যার যথাযথ প্রসার ও উপযুক্ত মান বজায় রাখিবার জন্য আমাদের পরিষদ কর্মীদের নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়াছিলেন : পরিষদ যাহাতে উপযুক্ত শিক্ষার মান বজায় রাখিতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। পরিষদ পক্ষে নিজস্ব কোনো শিক্ষাশিবির পরিচালনা না করিলেও চলিবে—তবে উপযুক্ত পরীক্ষা গ্রহণ ও তাহার মান যাহাতে যথাযথভাবে বজায় থাকে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। ঐ দেশের

ন্যায় পরিষদের সদস্য না হইলে ও উপযুক্ত গ্রন্থাগারে অন্ততঃ তিন বৎসর কাজ না করিলে কেহ পরীক্ষায় বসিতে পারে না। গ্রন্থাগার পরিষদ কেবলমাত্র পাঠ্য তালিকা তথা Syllabus ও পুস্তকের তালিকা মনোনয়ন করিয়া দিবে। তাহা পাঠ করা ও হাতে কলমে কাজ করিয়া নিজেকে পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত করিয়া তুলা প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর উপর ছাড়িয়া দিয়া—কেবলমাত্র পরীক্ষাটি যাহাতে যথাযথভাবে করা হয় সেই ব্যবস্থার জন্য পরিষদ দায়ী থাকিবে—এই ব্যবস্থায় কাজ করিবার ইঙ্গিত বিলাতের গ্রন্থাগার পরিষদের শিক্ষা আধিকারিক পামার সাহেব বলিয়াছিলেন। এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা আমাদের দেশে হয়ত হইতে পারে—তাহাতে গ্রন্থাগার কর্ম্মীদের হয়ত কিছুটা সুবিধা হইবে। শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান করিবার জন্য ছুটির প্রয়োজন হইবে না, গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিতে হইবে না। তবে আমাদের দেশে উপযুক্ত গ্রন্থাগার তথা উপযুক্ত পুস্তক পুস্তিকার অভাব অদ্যাপিও বর্ত্তমান—কাজেই পরীক্ষার যথাযথ মান নির্দ্দেশ করা তথা ঐ মান রক্ষা করা সময়সাপেক্ষ।

পরীক্ষার ব্যাপারেও আদ্য মধ্য ও ফাইনাল পরীক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করা যায়। তবে বিলাতের মতন রাষ্ট্রীয় অনুমোদন না পাওয়া অবধি এবিষয়ে বিশেষ কিছু করা যাইবে না। এ যাবৎ কাল আমাদের গ্রন্থাগার পরিষদ নিয়মিত ভাবে গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষার সাধ্যমত ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে—কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ১০।১৫ জন ছাত্র লইয়া গঠিত প্রথম শিক্ষা শিবির এক্ষণে একটি বিরাট ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে—৩।৪ শত ছাত্র-ছাত্রী এই শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য প্রতি বৎসর আবেদন করিয়া থাকেন—কিন্তু ৮০।৯০টির বেশী স্থান সংকুলান করা সম্ভব হয় না। এ বিষয়ে Palmer সাহেবের উপদেশ আমাদের গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত বলিয়া মনে করি।

কোষ গ্রন্থপঞ্জী

তারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও সুরজ কুমার মণ্ডল

জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা

বাংলা ভাষায় জ্ঞান কোষ (এনসাইক্লোপিডিয়া), অভিধান এবং বিষয়ানুগ অনুরূপ কোষ ও আভিধানিক গ্রন্থাদির এক বর্গীকৃত সূচী বর্তমান প্রবন্ধে সন্ধানীজনের নিকট উপস্থাপিত করা যাইতেছে। এই পঞ্জিকা প্রণয়নে নিম্নোক্ত সূচীর সাহায্য লওয়া হইয়াছে :

ব্লুমহার্ডট, জে. এফ. : ক্যাটালগ অব্ বেংগলী প্রিন্টেড্ বুক্স্ ইন্ দি লাইব্রেরি অব্ দি ব্রিটিশ মিউজিয়াম। লণ্ডন, ১৮৮৬

: —(সাপ্লিমেণ্টারি)। লণ্ডন, ১৯১০.

ব্লুমহার্ডট, জে. এফ. : ও উইলকিনসন, জে. ভি. এস. : সেকেণ্ড সাপ্লিমেণ্টারী……। লণ্ডন, ১৯৩৯.

ক্যাটালগ অব দি লাইব্রেরি অব দি ইণ্ডিয়া অফিস, ভলিউম্ ২, পার্ট ৪ : বেংগলী, ওড়িয়া অ্যাণ্ড আসামিজ বুক্স্। লণ্ডন, ১৯০৫.

লঙ, জে. : এ ডেস্ক্রিপটিভ ক্যাটালগ অব বেংগলী ওয়ার্ক্স্ (১৪,০০০ বাংগালা পুস্তক পুস্তিকার সূচী) কলিকাতা, স্যাণ্ডার্স, কোনস্ অ্যাণ্ড কোং, ১৮৫৫.

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি : অথর ক্যাটালগ অব্ প্রিন্টেড্ বুক্স ইন বেংগলী ল্যাংগুয়েজ, ১ম খণ্ড—এ-এফ, ২য় খণ্ড—জি-এল্। কলিকাতা, ১৯৪১।

রজনীকান্ত গুপ্ত মেমোরিয়াল লাইব্রেরি (কলিকাতা)—বাংগালা পুস্তকের তালিকা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ পুস্তকালয়—পুস্তক তালিকা, ১ম খণ্ড, ১৩৪৮.

ডিউই বর্গীকৃত বিষয় রূপের বঙ্গভাষায় কোন স্বীকৃত পরিভাষা হয় নাই। এ বিষয়ে সর্বশ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমীল চন্দ্র বসু ও সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় আদি পথিকৃৎগণের ঋণ সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি।

ডিউই ডেসিমেল ক্লাশিফিকেশন, ১৬শ সং অনুসারে বর্গীকৃত।

০০০ সাধারণ জ্ঞান

জ্ঞান কোষ

অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ :

বঙ্গীয় মহাকোষ। কলিকাতা, ১৯৩৫—খঃ ১।

ইংরাজি-বাঙ্গালা

এনসাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গলেন সিস। কে, এম, ব্যানার্জি সম্পাদিত। কলিকাতা, ১৮৪৬-৫১ খ : ১—১৩.

ন্যা. লা.

জ্ঞান কোষ সার্বজ্ঞান—

তিনকড়ি স্মৃতিরত্ন :

শাস্ত্রার্থ সার সংগ্রহ। ১ম ভাগ হাওড়া, ১৯১১ ৮

৪০ পৃঃ।

বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, শিল্পাভিধান

জ্ঞান কোষ

বিশ্বকোষ : বিশ্বকোষ। ১ম ভাগ : রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায় এবং ২য়—২২শ খণ্ড নগেন্দ্র নাথ বসু সম্পাদিত। রাহতা এবং কলিকাতা, বিশ্বকোষ প্রেস, ১৮৮৬—১৯১১

২২ খণ্ড। ২৬ সে

শিশুভারতী : শিশুভারতী। যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত সম্পাদিত। খ.১—১০. কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৫৭।

১৩৩·৫ ফলিত জ্যোতিষ

বাঙ্গালা

১৩৩·৫০৩ জ্যোতিষ—অভিধান

গ্রহকোষ : গ্রহকোষ। [গোপীরমণ তর্কালংকারের কোষ চন্দ্রিকার পৃঃ ৪৬—৪৮.] ঢাকা, ১৮৯৩।

(ব্রি.মি.)

১৩৩·৫০৩ জ্যোতিষ—অভিধান

নক্ষত্র কোষ : নক্ষত্র কোষ। [গোপী রমণ তর্করত্ন কৃত কোষ চন্দ্রিকার পৃঃ ৪০—৪১.] ঢাকা ১৮৯৩.

(ব্রি.মি.)

১৩৩·৫০৩ জ্যোতিষ, ফলিত—কোষ

রাশি কোষ : অথ রাশি কোষ। [পদ্যে, গোপীরমণ তর্করত্ন কৃত কোষচন্দ্রিকার, পৃঃ ৩৮—৩৯] ঢাকা ১৮৯৩. ব্রিটিশ মিউজিয়াম

২২০ বাইবেল

২২০·০৩ খৃষ্ট ধর্ম—কোষ

ভোকাবুলারি অব স্ক্রিপচার্স প্রোপার নেমস, কলিকাতা, বি. এম. পি.

২০০ পৃঃ

আরবীয় পদ্ধতিতে নাম, হিব্রীয় পদ্ধতি নহে। লণ্ড

২৯৪ তন্ত্র ও তান্ত্রিক ধর্ম

২৯৪·০৩ তন্ত্র—অভিধান
সচ্চিদানন্দ নাথ স্বামী :
তান্ত্রিক অভিধান
ভবানীপুর, ১৯১০
৷১০, ⁄০, ১৩২ পৃঃ　　(ব্রি.মি.)

২৯৪·৫ হিন্দু ধর্ম (সাধারণ)

২৯৪·৫০৩　　পুরাণ—কোষ
আনন্দমোহন সরকার :
প্রাচীন আখ্যাবলী।
মুর্শিদাবাদ, ১৮৭১
৩৮৪ পৃঃ　　ইণ্ডিয়া অফিস

২৯৪·৫০৩　　ধর্ম—কোষ
থিয়োলোজিক্যাল টার্মস্, মিলস্,
ভোকাবুলারি অব্ বি. সি. পি.
ইংরাজি সংস্কৃত, কলিকাতা
রোজারিও অ্যাণ্ড কোং

২৯৪·৫০৩　　সরস্বতী—কোষ
সারস্বাভিধান : সারস্বাভিধান।
[সংস্কৃত বাংলা সরস্বতী বিষয়ক পদ্য কোষ। গোপীরমণ তর্করত্নকৃত কোষ চন্দ্রিকায় পৃঃ ২১ ২৪]
ঢাকা, ১৮৯২　　ব্রিটিশ মিউজিয়ম

২৯৪·৫৫৪ বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও ধর্ম

২৯৪·৫৮৪০৩　　বৈষ্ণব—অভিধান
অমূল্যধন রায় ভট্ট :
বৃহৎ শ্রীবৈষ্ণব চরিতাভিধান।
১ম ভাগ। কলিকাতা, ১৯২৫
১৬০ পৃঃ　　(ব্রি.মি.)

৩১৫·৪ ভারতীয় সংখ্যা তত্ত্ব

৩১৫ ৪　　ভারত—জ্ঞান কোষ
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
ভারত পরিচয়।
কলিকাতা, ১৯২১
(হৃষীকেশ সিরিজ, নং ৩)
—২য় সং ২৸, ৯৫১ পৃঃ, ১৯২৭

৩১৫ ৪　　ভারত—জ্ঞান কোষ
রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায় :
এনসাইক্লোপিডিয়া অব্ ইণ্ডিয়া ইন বেংগলি।
ভারত দর্পণ, কলিকাতা,
১৮৯৫।　　ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৩৪০ আইন

৩৪০·০৩　　আইন—কোষ
ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় :
(দি) ট্রান্স্লেটর'স্ ফ্রেণ্ড অর, ডিকশনারি অব্ ল টার্মস্।
পূর্ণচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সংশোধিত।
কলিকাতা, ১৮৯৮।
৯৪,৮,৬২,১৯ পৃঃ (ব্রিটিশ মিউজিয়াম)

৩৪০·০৩　　আইন—অভিধান
গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় :
(এ) বেংগলী ডিকশনারি অব কোর্ট টার্মস্।　　কলিকাতা, ১৯০২।
৩৮ পৃঃ　　ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৩৪০·০৩ আইন—কোষ
প্রসন্নকুমার সেন
(এ) ডিকশনারি অব্ কোর্ট টার্মস্।
শ্রীরামপুর, ১৮৮৩, ২১সেঃ
২৬ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৩৮১ ব্যবসা ও বাণিজ্য

৩৮১·০৩ অর্থনীতি—পরিভাষা
বিনয় সরকার ঃ
স্টাডি অব্ কমার্শিয়াল বেঙ্গলী।
কলিকাতা, বুক এক্সচেঞ্জ, ১৯৪৫,
/০, ১৪৪ পৃঃ ১৮ সেঃ।

৩৯৮ উপকথা, প্রবাদ

৩৯৮·৯ প্রবাদ
লঙ (জেম্স্), রেভা ঃ
টু থাউজেণ্ড বেংগলী প্রোভার্বস্।
কলিকাতা, ১৮৬৮
১৩৮ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৩৯৮·৯ প্রবাদ
লঙ (জেমস্), রেভা ঃ
দৃষ্টান্ত সংগ্রহ। ২য় সং।
কলিকাতা, ১৮৫৭
৯৯ পৃঃ
৩৬৫ শাস্ত্রোক্ত প্রতীক। (ব্রি.মি.)

৩৯৮·৯ প্রবাদ
লঙ (জেম্স্), রেভা ঃ
থ্রি থাউজেণ্ড বেংগলী প্রোভার্বস্…
কলিকাতা, ১৮৭২
২০০০ বাঙ্গালা প্রবাদ সঙ্কলনের বৃহত্তর সংকলন। (ব্রি.মি.)

৩৯৮·৯ প্রবাদ—ইংরাজি-বাঙ্গালা
লঙ (জেম্স্), রেভা ঃ
প্রোভার্বস অব্ ইয়োরোপ অ্যাণ্ড এসিয়া। রংগলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত।
খঃ ২, কলিকাতা, ১৮৬৯
৯৬ পৃঃ
১ম খণ্ড—বাঙ্গালা প্রবাদ। (ব্রি.মি.)

৩৯৮·৮ প্রবাদ
সত্যরঞ্জন সেন ঃ
প্রবাদ রত্নাকর। কলিকাতা, মণ্ডল প্রেস, ১৯৫৭, ২ খণ্ড

৩৯৮·৯ প্রবাদ
সুশীলকুমার দে ঃ
বাংলা প্রবাদ। ২য় সং।
এ. মুখার্জি এণ্ড কোং লিঃ,
১২, ৯৮৭ পৃঃ ২২সেঃ

৪৭৩ ল্যাটিন-ইংরাজি (কোষ)

৪৭৩·২ ইংরাজি-বাঙ্গালা-ল্যাটিন
জনসন, সামুয়েল ঃ
জনসন'স ডিকশনারি এব্রিজড্ বাই ল্যাভেনডিয়ার। কলিকাতা, স্যানসক্রিট প্রেস, ১৮৩০
৩০৫ পৃঃ

৪৭৩·৯১৪৪ ল্যাটিন বাঙ্গালা কোষ

৪৭৩·৯১৪৪ ইংরাজি ল্যাটিন—বাঙ্গালা
রামকিসেন ঃ ভোকাবুলারি।
কলিকাতা, ১৮২১ লঙ্

৪৯১'২০৩২ সংস্কৃত—ইংরাজি কোষ

৪৯১'২০৩২　　সংস্কৃত—ইংরাজি—বাংলা

অমর সিংহ : সরলামর কোষ। কলিকাতা, ১৯১৫। ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'২০৩২　　ইংরাজি—সংস্কৃত—বাংলা

প্রভাতচন্দ্র কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ : অনুবাদ চন্দ্রিকা। ঢাকা, ১৮৯৩। ৪০ পৃঃ　ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'২০৩২　　বাংলা—সংস্কৃত—ইংরাজি

হটন (স্যার জি. সি.) : ডিকশনারি। লণ্ডন, ১৮৩৩,　২৫ সেঃ ২৮৫১ পৃঃ

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোং ব্যবহারের জন্য

ইণ্ডিয়া অফিস

ন্যাশনাল লাইব্রেরি

৪৯১'২০৩৯১৪৪ সংস্কৃত—বাংলা কোষ

৪৯১'২০৩৯১৪৪　　সংস্কৃত—বাংলা

অমর সিংহ : সানুবাদ বৃহৎ অমরার্থ চন্দ্রিকা। ৩য় সং। কলিকাতা, ১৯১১

বৃটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'২০৩৯১৪৪　　সংস্কৃত—বাংলা

অমর সিংহ : স্যানসক্রিট এণ্ড বেঙ্গলী ডিকশনারি। অমর কোষ। কলিকাতা, স্যানসক্রিট প্রেস, ১৮৫৪ ১০৮ পৃঃ

বাঙ্গালার জনসন, ১০০০ বৎসর পূর্বে জনৈক বৌদ্ধ কর্তৃকসংকলিত। কোলব্রুক ১৮৪৩ সালে ইংরেজি অনুবাদ করেন। ১৮৩১ সনে জরিবার জগন্নাথ মল্লিক নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করেন।　লণ্ডং

৪৯১'২০৩৯১৪৪　　সংস্কৃত—বাংলা

গদা সিংহ : নানার্থ মঞ্জরী। [গোপী-রমণ তর্করত্নকৃত কোষচন্দ্রিকার পৃঃ ১-২০] ঢাকা, ১৮৯৩।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'২০৩৯১৪৪　　সংস্কৃত—বাংলা

গোপীরমণ, তর্করত্ন : কোষচন্দ্রিকা। আটটি শব্দকোষ। ঢাকা, ১৮৯৩। ৬০ পৃঃ　ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'২০৩৯১৪৪　　সংস্কৃত—বাংলা

জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক : শব্দকল্প-লতিকা। শ্রীরামপুর, ১৮৩২। ৪,৩৮৭পৃঃ অমরকোষের অনুবাদ—২য় সং, ১৮৫৩।　ইণ্ডিয়া অফিস

৪৯১'২০৩৯১৪৪　　সংস্কৃত—বাংলা

ন্যায়রত্ন হালদার : বঙ্গাভিধান। শ্রীরামপুর, ১৮৩৯। /০, ১০, ১০ পৃঃ　৬২৬৪ শব্দ

ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'২০৩৯১৪৪　　সংস্কৃত—বাংলা

(গোপীরমণ তর্করত্নকৃত কোষ-চন্দ্রিকার পৃঃ ২৫-৩৭) ঢাকা, ১৮৯৩।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১·২০৩৯১৪৪ সংস্কৃত—বাংগালা
বলরাম পাল অ্যান্ড কোং : প্রকৃতি বিবেক অভিধান। কলিকাতা, ১৮৯২।
১৮৬০ পৃঃ, ৮ ও, ব্রি. মি.

৪৯১·২০৩৯১৪৪ সংস্কৃত—বাংগালা
মদন পাল : মদন পাল—নির্ঘণ্ট। কলিকাতা, ১৯১৪।
৵০, ১৵১০, ৫৩৪.৬ পৃঃ
ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১·২০৩৯১৪৪ সংস্কৃত—বাংগালা
রামকমল বিদ্যালঙ্কার : প্রকৃতিবাদ। শ্যামাচরণ কর্মকার কর্তৃক পরিবর্ধিত সংস্করণ। ৫ম সং। কলিকাতা, বি, ব্যানার্জি এণ্ড কোং, ১৯১১।
২২ সেঃ ন্যাশনাল লাইব্রেরী

৪৯১·২০৩৯১৪৪ সংস্কৃত—বাংগালা
লঙ্ (জেমস্), রেভাঃ ধাতুমালা। ২য় সং। কলিকাতা, ১৮৫৭।
৯৯ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১·২০৩৯১৪৪ সংস্কৃত—বাংগালা
বেণীমাধব দেবদাস ও নন্দকুমার, কবিরত্ন : শব্দমুক্তাবলী। কলিকাতা,
১৮৬৬ পৃঃ
১৯, ১৫, ১৫৫৬ পৃঃ ব্রিঃ মিঃ

৪৯১·২০৩৯১৪৪ সংস্কৃত—বাংগালা
শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় : শব্দদীধিতি। ঢাকা, ১৮৬৪।
১৬, ৭০৮ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১·২০৩৯১৪৪ সংস্কৃত—বাংগালা
হেমচন্দ্র, দেবচন্দ্র—শিষ্য : সানুবাদ অভিধান চিন্তামণি : কলিকাতা, ১৯০৭।
১০, ১০, ৭৪৭ ব্রিঃ মিঃ

৪৯১·৩৭০১ পালি-বাঙ্গালা কোষ

৪৯১·৩৭০১০৩৯১৪৪ পালি-বাংগালা
মোগ্গল্লান : অভিধানপ্পদীপিকা বা পালি শব্দ কোষ। জ্ঞানানন্দ স্বামী অনূদিত। কলিকাতা, ১৯১৩।
৵৫, ৩৩৭ পৃঃ ব্রিঃ মিঃ

৪৯১·৪৩... উর্দু-বাঙ্গালা কোষ

৪৯১·৪৩০০৩৯১৪৪ উর্দু-বাংগালা
কুলচন্দ্র গুপ্ত : সংক্ষিপ্ত উর্দো-ভাষাভিধান। ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৮৯৪। বংগাক্ষরে উর্দু ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১·৪৩০০৩৯১৪৪ বাংলা-উর্দু-হিন্দী
রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ : বংগীয় শব্দ সিন্ধু। কলিকাতা, ১৯০৭।
১৫, ৪৭৪ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১·৪৪০৩ বাঙ্গালা-বাঙ্গালা কোষ

৪৯১·৪৪০৩ বাংগালা-বাংগালা অভিধান। কলিকাতা, ১৮৫৭।
২২৮ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১·৪৪০৩ বাংগালা-বাংগালা
অভিধান : বেংগলী ডিকশনারি ফর দি ইউজ অব স্কুলস্। কলিকাতা, ১৮৪৫. 12m°
২০৪ পৃঃ ইণ্ডিয়া অফিস

৪৯১'৪৪০৩　　　বাঙ্গালা-বাঙ্গালা
অভিধান : সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান। কলিকাতা, ১৯০২।
২৭৩ পৃঃ　　　ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩　　　বাংলা-বাংলা
আবদুল ওদুদ, কাজী : ব্যবহারিক শব্দ কোষ। কলিকাতা, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরি, ১৯৫৩।
৴০, ১০৩১ পৃঃ　১৯'৫ সেঃ

৪৯১'৪৪০৩　　　বাংলা-বাংলা
আবদুল রসিদ সিদ্দিকি
চট্টগ্রামী ভাষাতত্ত্ব। চকরিয়া (চট্টগ্রাম), কলিকাতা (মুদ্রণ), ১৯২৯।　　　বঃ. নি.

৪৯১'৪৪০৩　　　বাংলা-বাংলা
আশুতোষ ধর : আশুতোষ অভিধান। ৪র্থ সং। ঢাকা, ১৯১২। ৮ফেঃ।
ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩　　　বাংলা-বাংলা
আশুতোষ ধর : আশুবোধ অভিধান। ২ খঃ কলিকাতা, ১৯১৬। ৪ভো　　　ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩　　　বাংলা-বাংলা
আশুতোষ দেব : নূতন বাংলা অভিধান। পরিবর্দ্ধিত—২য় সং। কলিকাতা, গ্রন্থকার, ১৯৫৪।
১৲, ১৬০৬ পৃঃ　২৫ সেঃ

৪৯১'৪৪০৩　　　বাংলা-বাংলা
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : শব্দমঞ্জরী। কলিকাতা, ১৮৬৪.　　ব. সা. পরিষৎ

৪৯১'৪৪০৩　　　বাংলা-বাংলা (?)
ওয়াকার : ওয়াকার্স ডিকশনারি। এব্রিজ্‌ড্‌ বাই সুইফ্‌ট্‌। কলিকাতা, ১৮৩১।
৩৭৬ পৃঃ
২৪,০০০ শব্দ　　　লণ্ড.

৪৯১'৪৪০৩　　　বাংলা-বাংলা
কাশীনাথ ভট্টাচার্য : বংগভাষাভিধান। কলিকাতা, ১৮৫৫।
৩৯৫ পৃঃ　　　ইণ্ডিয়া অফিস

৪৯১'৪৪০৩　　　ময়মনসিংহ
কৃষ্ণনাথ সেন : ময়মনসিংহের অন্তর্গত টাংগাইল অঞ্চলের গ্রাম্যভাষার অভিধান [সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৯ বর্ষ, সংখ্যা, ৩, ১৮৯৪।]

৪৯১'৪৪০৩ E　　　বাংলা-বাংলা
কেদার নাথ রায় : সচিত্র পকেট অভিধান। কলিকাতা, ১৮৭৯।
৻১০, ২২৪ পৃঃ　চিত্র।　ব্রি. মি.

৪৯১'৪৪০৩　　　বাংলা-বাংলা
কেরি, রেভা, উইলিয়ম
(কেরি'জ ডিকশনারি।) শ্রীরামপুর ১৮১৫-২৫. ৪ঢ়।
৩ খণ্ড　　৮০,০০০ শব্দ　লণ্ড.

৪৯১'৪৪০৩　　　বাংলা-বাংলা
কেরি, রেভা, উইলিয়ম : (এ) ডিকশনারি অব দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ। ২য় সং। শ্রীরামপুর, ১৮১৮ (-১৮২৫)
২৭ সেঃ
ন্যাশনাল লাইব্রেরী

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
কেশব চন্দ্র রায় : শব্দাবলী। কলিকাতা, ১৮৬৭।
৪৩২ পৃঃ ইণ্ডিয়া অফিস

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
কেশব চন্দ্র রায় কর্মকার : শব্দার্থ প্রকাশ। কলিকাতা, ১৮৮৭।
৵০, ৬৫৮ পৃঃ ব্রিঃ মিঃ
১ম সং ১৮৬৮ }
৭ম ১৮৭৬ } ইণ্ডিয়া অফিস
৯ম ১৮৭৭ }

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
কৈলাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : শব্দার্থ প্রচারিকা। কলিকাতা, ১৮৬৬।
৫,৮৬৮,৪ পৃঃ ইণ্ডিয়া অফিস

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা বাংলা
গিরিশ চন্দ্র, বিদ্যারত্ন : ডিক্শনারি অব্ স্যান্স্ক্রিট অ্যান্ড বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজেজ। শব্দসার। কলিকাতা, ১৮৬১।
৷১০, ২২৮ পৃঃ ব্রিঃ মিঃ

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
গিরিশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন : শব্দসার। ৩য় সং। পরিবর্দ্ধিত সং। কলিকাতা, ১৮৮০।
৵১০, ৫৫০ পৃঃ ব্রিঃ মিঃ

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
জগদীশ চন্দ্র ঘোষ ও অখিল চন্দ্র সেন : সাহিত্যবোধ অভিধান। ঢাকা, ১৯১৩।
৷৫, ৵০, ৬৬৮, ৬০ পৃঃ ব্রিঃ মিঃ

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
জগনারায়ণ মুখোপাধ্যায় : (এ ডিকশনারি)। কলিকাতা, পি.সি.পি., ১৮৪০।
১২০ পৃঃ
বিদেশী শব্দবাদ, ১২,০০০ শব্দ লণ্ডঃ

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
জগনারায়ণ মুখোপাধ্যায় : নূতন অভিধান। কলিকাতা, ১৮৩৮।
৪৩৫ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
জগনারায়ণ শর্ম্মা : (এ ডিক্শনারি)। কলিকাতা, ১৮৩৪।
১৬০০০ শব্দ, বিদেশী শব্দ বাদ।
লণ্ডঃ

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
জগন্নাথ মল্লিক, জমিদার : শব্দকল্প তরঙ্গিনী। কলিকাতা, বি. এম. পি. ১৮৩৪। লণ্ডঃ

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস : বাংলা ভাষার অভিধান। ইলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস, ১৯১৬।
৵১০, ২৪, ১৫৭৭ পৃঃ ২৪ সেঃ

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
দিগম্বর ভট্টাচার্য : শব্দার্থ প্রকাশাভিধান। কলিকাতা, কমলালয় প্রেস, তা. নাই. ২১৬ পৃঃ ৷৵০
৯০০ শব্দ লণ্ডঃ

৪৯১'৪৪০৩ ✓E বাংলা-বাংলা
দুর্গাচরণ গুপ্ত : গুপ্ত প্রেস অভিধান। কলিকাতা, ১৮৭৯।
১২০৫ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩ E বাংলা-বাংলা
দুর্গাচরণ গুপ্ত : পকেট অভিধান। ২য় সং। কলিকাতা, ১৮৭৭।
৩৫১ পৃঃ ✓
—৫ম সং, ১৮৮৩ ৪৫২ পৃঃ
ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩✓ E বাংলা-বাংলা
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। (অ্যান) ইলাস্ট্রেটেড অ্যান্ড কম্প্রিহেনসিভ ডিকশনারি অব দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ কলিকাতা, ১৮৮০।
ইন্ডিয়া অফিস

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
ধীরানন্দ ঠাকুর : বাংলা উচ্চারণ কোষ। কলিকাতা, বুকল্যান্ড, ১৯৫৪
১৮০, ১৬০ পৃঃ ১৮ সেঃ

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া নিবাসী : শব্দ সিন্ধু। ১৮০৯ লঙ

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক : (এ) ক্লাসিক্যাল ডিকশনারি অব সিনোনিমস্। কলিকাতা, ১৮৫৬।
১১৫, ১৯০ পৃঃ ইন্ডিয়া অফিস

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
প্রাণতোষ ঘটক : রত্নমালা (সমার্থাভিধান)। কলিকাতা, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং,
/১০, ২৪৮ পৃঃ ১৬ সেঃ

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
ভোকাবুলারি অব এলিগেন্ট ওয়ার্ডস্। বর্ণমালা অভিধান। ৩য় ভাগ। কলিকাতা, তাং. নাই.
৫২ পৃঃ, ১,২০০ শব্দ লঙ

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
মথুরানাথ তর্করত্ন : শব্দ সন্দর্ভ সিন্ধু। খঃ ১. কলিকাতা, ১৮৬২।
৩১৬ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা বাংলা
মানিক-অল দিন আহমদ : বাঙ্গালা শব্দ কোষ বা ছাত্র সহচর অভিধান। কলিকাতা, ১৯১৪।
৩৬ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
মার্শম্যান, জে. সি : ডিকশনারি অব দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ...২য় খণ্ড। শ্রীরামপুর, ১৮২৭ ২৮, ১৮৬৯-৭১।
৫৩০ পৃঃ ২০ সেঃ
ন্যাশনাল লাইব্রেরি

★ ৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
✓ মিলার : মিলারস্ ডিকশনারি। কলিকাতা, ১৮০১।
৫৫ পৃঃ

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ : শব্দাম্বুধি। ৪র্থ সং। কলিকাতা, ১৮৬৬।
১০, ৬১৫ পৃঃ ব্রিঃ মিঃ ইণ্ডিয়া অফিস

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য : যশোহরের গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহ। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়, খঃ ১৫, সং ২, ১৯০৮।
ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি : বাঙ্গালা ভাষা। ২য় ভাগ। কলিকাতা ১৯০৮-১৫।

প্রথম ভাগ দুই অংশে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৫শ ও ১৭শ বর্ষে প্রকাশিত হয়।

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
রমেশচন্দ্র দাস : সুলভ ছাত্র সহচর অভিধান। কলিকাতা, ১৮৯৫।
১১৫ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
রসিকচন্দ্র কাবারত্ন : ভাষাশিক্ষা অভিধান। ঢাকা, ১৯১২।
৩৮৮ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
রাজশেখর বসু : চলন্তিকা। ৭ম সং। কলিকাতা, এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স, ১৯৫১।
৶০, ৩৭২ পৃঃ ১৮ সেঃ

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
রাধাগোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায় : বাঙ্গালা শব্দ সাগর। অভিধান। কলিকাতা, ১৯২৩।
৫, ১০৫৪ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
রাধামোহন দেববর্মা : ত্রৈপুর ভাষাভিধান। কলিকাতা, ১৯০৯।
১৫, ১৪২ পৃঃ
ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
রামকমল বিদ্যালঙ্কার : (দি) প্রকৃতিবোধ। ৩য় সং। কলিকাতা, ১৮৮০।
১০, ১০, ১১৪৭ পৃঃ ব্রিঃ মিঃ

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-গারো
রাম খে (এম্), রেভা : বাঙ্গালা গারো অভিধান। কলিকাতা, ১৮৩০ ?
৪৭৩ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
রামচন্দ্র : রামচন্দ্র'জ ভোকাবুলারি। কলিকাতা, স্কুল বুক সোসাইটী, ১৮১৮।
—১৮৫২ ১৪১ পৃঃ ।।০

লণ্ডের অনুসারে প্রথম দেশীয় জন কর্তৃক সংকলিত অভিধান। লঙ্

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ : (এ) ভোকাবুলারি অব্ দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ। (বঙ্গভাষাভিধান)। কলিকাতা, ১৮২০।
/০, ৫১৬ পৃঃ
'কলাম' অনুযায়ী পৃষ্ঠার সংখ্যা। প্রতি পাতায় দুই। ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
রামেশ্বর তর্কালঙ্কার : বঙ্গভাষাভিধান। কলিকাতা, ১৮৩৯।
৪৭৩ পৃঃ
১৮,০০০ শব্দ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
বঙ্গকোষ : বঙ্গকোষ অভিধান। কলিকাতা, ১৮৯৯।
৩৩ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১ ৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
বরদাপ্রসাদ মজুমদার : (অ্যান) এব্রিজ্‌ড্ অ্যান্ড ইলাস্টেটেড্ প্রকৃতিবোধ অভিধান। কলিকাতা, ১৮৮৭।
৻১০, ১৶০, ১২০২ পৃঃ ব্রি. মি.

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
বিনোদবিহারী শীল : পকেট অভিধান। কলিকাতা, ১৮৮৬।
৩৯৬ পৃঃ ইন্ডিয়া অফিস

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
বিহারীলাল নন্দী : শব্দার্থ রত্নাকর। খঃ ১, ভাগ ২—বাঙ্গালা এনসাইক্লোপিডিয়া—অভিধান। কলিকাতা, ১৮৮১ ইন্ডিয়া অফিস

৪৯১ ৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
বিহারীলাল রায় চৌধুরী : সচিত্র পকেট প্রকৃতিবোধ অভিধান। কলিকাতা, ১৮৮১।
৻১০, ৪৭৬ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
বেণীমাধব দাস : শব্দার্থ মুক্তাবলী। ২য় খঃ কলিকাতা, ১৮৬৪-৬৬। ই. অ.

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
বেণীমাধব দে অ্যান্ড কোং : নূতন শব্দার্থ প্রকাশিকা। কলিকাতা, ১৮৭৪।
৬৮৮ পৃঃ ইন্ডিয়া অফিস

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী : সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধান। পরিশিষ্ট ভাগ। কলিকাতা, বি. ব্যানার্জি অ্যান্ড কোং, ১৯১৫।
/০, ৪২৮ পৃঃ, ২৩'৫ সেঃ
ন্যাশনাল লাইব্রেরী

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় : সরল অভিধান। কলিকাতা, ১৮৮০।
৻১০, ২৫২ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১ ৪৪০৩ বাংলা-বাংলা
সত্যকিঙ্কর বিশ্বাস : শব্দরত্নাবলী বা বাংলা অমর কোষ। ৩য় সং। কলিকাতা, ১৯২৭
৻১, ১০০ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩ বিভাগ—বগুড়া

সুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত : বগুড়া জেলায় প্রচলিত কতিপয় প্রাদেশিক শব্দ। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৯ বর্ষ। সংখ্যা ৩, ১৮৯৪।

৪৯১ ৪৪০৩ বাংলা বাংলা

সুবলচন্দ্র মিত্র : আদর্শ বাংলা অভিধান। কলিকাতা, ১৯২৬

১০, ১৬০৪ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা

সুবলচন্দ্র মিত্র : (এ) কম্প্রেহেন্সিভ্ বেঙ্গলী ডিকশনারি। ২য় সং। কলিকাতা, ১৯০৯।

১৮০, ১৮০৭ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা বাংলা

স্কুল বুক সোসাইটি'জ বেঙ্গলী ডিকশনারি। ৩য় সং। কলিকাতা, ১৮৫২।

২৩৪ পৃঃ ৷০ লণ্ড্

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় শব্দকোষ। ৫ম খঃ শান্তিনিকেতন, ১৯৫১ ২৭ সেঃ ৫ম খঃ ১১০৲ সর্বোত্তম ন্যাশনাল লাইব্রেরী

৪৯১'৪৪০৩ বাংলা-বাংলা

হরিরাম ধর : ছাত্রবোধ অভিধান। ঢাকা, ১৯০৭।

৪৪৯ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩২ বাংলা-ইংরাজি কোষ

৪৯১'৪৪০৩২ ইংরাজি-বাংলা-হিন্দুস্থানী

আশুতোষ দেব : জুয়েল ডিকশনারি অব্ ইংলিশ, বেঙ্গলী এণ্ড হিন্দুস্থানী। কলিকাতা, ১৯৩০।

১০, ১১৯৫ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩২ ইংরাজি-বাংলা

আশুতোষ দেব : দেব'জ কয়েন সাইজ ডিকশনারি। ইংলিশ-বেঙ্গলী। কলিকাতা, ওয়ার্ল্ড্ পাবলিশিং কোং, ১৯৪২-৪৫।

৭৯২ পৃঃ ২০ সেঃ

পারিভাষিক শব্দ, নূতন মুদ্রামাপ, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, ক্লাশিকাল বিষয়। ন্যাশনাল লাইব্রেরী

৪৯১'৪৪০৩২ ইংরাজি-বাংলা

আশুতোষ দেব : স্টুডেন্টস্ ফেবারিট ডিক্শনারি। ১৫শ সং। কলিকাতা, এন্. সি. মজুমদার, ১৯৫৮।

৶১০, ১৫৮৬,৬ পৃঃ ১৮ সেঃ

৪৯১'৪৪০৩২ ইংরাজি-বাংলা

অ্যাংলো-বেঙ্গলী ডিক্শনারি। ইংরাজ বাংলা অভিধান। কলিকাতা, এস. বি. এস., ১৮৫৩।

২৫৬ পৃঃ লণ্ড্

৪৯১'৪৪০৩২ বাংলা-ইংরাজি
অ্যাংগলো বেংগলী ভোকাবুলারি। খঃ ২। কলিকাতা,
চন্দ্রিকা প্রেস, ১৮৫০
৪৮ পৃঃ লণ্ড্

৪৯১'৪৪০৩২ ইংরাজি-বাংলা
উইলিয়াম : অ্যাংগলো স্যান্স্ক্রিট ডিকশনারি। ১৮৩০ ?
অনুবাদকের পক্ষে অতুলনীয় লণ্ড

৪৯১'৪৪০৩২ ইংরাজি-বাংলা
উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য : ভোকাবুলারি ইন ইংলিশ অ্যান্ড বেংগলী। কলিকাতা, ১৮৭৭.
২য় সং, ৭৬ পৃঃ ১৮৭৭.
ইন্ডিয়া অফিস

৪৯১ ৪৪০৩২ E ইংরাজি-বাংলা
এদিয়া : এদিয়া'স এংগলো-বেংগলী ডিকশনারি। কলিকাতা, রোজারিও এন্ড কোং, ১৮৫৪।
৭৬১ পৃঃ, ২৩,০০০ শব্দ লণ্ড্

৪৯১'৪৪০৩২ ইংরাজি-বাংলা
এদিয়া : এদিয়া'জ বেংগলী ডিকশনারি। কলিকাতা, রোজারিও এন্ড কোং, ১৮৫৪।
৬০৪ পৃঃ

২৮০০০ শব্দ। মর্টন, ক্যারি, রাধা কান্ত দেব ও রামচন্দ্রের অভিধান হইতে সংকলিত। লণ্ড্

৪৯১'৪৪০৩২ বাংলা ইংরাজি
কেরি, উইলিয়ম : (এ) ডিকশনারি অব্ দি বেংগলী ল্যাংগুয়েজ। খঃ ১। বাংলা-ইংরাজি। রসময় মিত্র এবং ব্রজেন্দ্র নাথ ঘোষাল সম্পাদিত। ১২শ সং। কলিকাতা, ১৯০২.
৬৪৮ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩২ বাংলা ইংরাজি
কেরি উইলিয়ম : (এ) ডিকশনারি অব্ দি বেংগলী ল্যাংগুয়েজ। খঃ ১। বাংলা-ইংরাজি। কেরীর কোয়ার্টো ডিকশনারি হইতে ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষাল কর্তৃক সম্পাদিত। ১১শ সং। কলিকাতা, ১৮৯০.
৬৩৭ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩২ G বাংলা-ইংরাজি
গোপাল চন্দ্র মিত্র : (এ) ডিকশনারি ইন্ বেংগলী অ্যান্ড ইংলিশ। কলিকাতা, শশীভূষণ ঘোষ অ্যান্ড ব্রাদার্স, ১৮৮১.
৩৭১ পৃঃ ন্যা. লা.

৪৯১'৪৪০৩২ G ইংরাজি-বাংলা
গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : (এ) ডিকশনারি, ইংলিশ অ্যান্ড বেংগলী। (কলিকাতা), ১৮৮০.
৫২৬ পৃঃ ২১ সেঃ ন্যা. লা.

৪৯১'৪৪০৩২ ইংরাজি-বাংলা
গোবিন্দ গোপাল বৈশাখ : (অ্যান) ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গলী ভোকাবুলারি। নূতন সং। শ্রীরামপুর, ১৮৫৮.
১৫৭ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩২ বাংলা-বাংলা—ইংরাজি
গোঁসাই, এইচ. এম : (অ্যান) আন-এব্রিজড্ ডিকশনারি ফ্রম বেঙ্গলী টু বেঙ্গলী অ্যান্ড ইংলিশ। কলিকাতা, হরিমোহন লাইব্রেরি, ১৯১২.
৵০, ১০০২ পৃঃ ১৯ সেঃ ন্যা, লা,

৪৯১'৪৪০৩২ বাংলা-ইংরাজি
গ্লোসারি, বেঙ্গলি অ্যান্ড ইংলিশ… টু এক্সপ্লেন তোতা ইতিহাস, বত্রিশ সিংহাসন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, পুরুষ পরীক্ষা, হিতোপদেশ। অনু : মৃত্যুঞ্জয়। ভূমিকা : জি. সি. হটন। লণ্ডন, ১৮২৫. ন্যা, লা,

৪৯১'৪৪০৩২ ইংরাজি-বাংলা
চন্দ্রনাথ : অ্যাঙ্গলো-বেঙ্গলী ডিকশনারি। কলিকাতা, চন্দ্রিকা প্রেস, ১৮৫০.
৯০ পৃঃ
ইংরাজি শব্দের বাঙ্গালা অক্ষরে উচ্চারণ দেওয়া আছে লণ্ড

৪৯১'৪৪০৩২ বাংলা-ইংরাজি
চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় : (এ) ডিকশনারি অব্ ইডিওমেটিক ট্রান্সেলশন, বেঙ্গলি অ্যান্ড ইংলিশ। কলিকাতা, ১৯১৪. ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩২ ইংরাজি-বাংলা
চারুচন্দ্র গুহ : মডার্ণ অ্যাঙ্গলো-বেঙ্গলী ডিকশনারি। ৩ খণ্ড। ঢাকা, গ্রন্থকার, ১৯১৬-১৯.
২০ সেঃ ন্যাশনাল লাইব্রেরি

৪৯১'৪৪০৩২ ইংরাজি-বাংলা
জনসন, এস. : এব্রিজমেণ্ট অব্ জনসন'স ডিকশনারি · জে. মেনডিস-এর সংস্করণ। শ্রীরামপুর, ১৮২২. ন্যাশনাল লাইব্রেরি
—১৮৭২. ৩৯০ পৃঃ ইণ্ডিয়া অফিস

৪৯১'৪৪০৩২ বাংলা-ইংরাজী
জনসন, স্যামুয়েল : মেনডি'স এব্রিজমেণ্ট অব্ জনসন'স্ ডিকশনারি। কলিকাতা, ১৮২২—১৮৫১, রোজারিও কোং, পৃঃ ৩৮৬
৩০,০০০ শব্দ। পারসী ও আরবী শব্দ তারকা চিহ্নিত উদ্ভিদ বিদ্যা ও জীববিদ্যার শব্দাবলী। লণ্ড

৪৯১'৪৪০৩২ ইংরাজি-বাংলা
জনসন, স্যামুয়েল : মেনডি'স এব্রিজমেণ্ট অব্ জনসন'স ডিকশনারি। কলিকাতা, ১৮২৮.
—রব অ্যান্ড কোং, ১৮৫১.
৩৯০ পৃঃ, ২৮০০০ শব্দ।

লেখক শ্রীরামপুর প্রেসে ৪০ বৎসর করেক্টর ছিলেন। এবং এই সংগ্রহে প্রভূত পাণ্ডিত্য আছে। লণ্ড

৪৯১'৪৪০৩৩ বাংলা-ইংরাজি
ইংরাজি বাংলা

জীবনকৃষ্ণ সেন : সমর্থ কোষ। কলিকাতা, ১৮৮৪,……

মেটিরিয়া মেডিকা কোষ ও পৌরাণিক কোষ সমেত। ব্রিঃ মিঃ

৪৯১'৪৪০৩২ বাংলা-ইংরাজি
ঠাকুর

ঠাকুর'স বেংগলী অ্যাণ্ড ইংলিশ ভোকাবুলারি। ৩য় সং। কলিকাতা, স্যানডার্স, কোনস্ কোং, ১৮৫২।
১৬৬ পৃঃ

কেরীর পরামর্শে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য করা হয়। রোমক অক্ষরে দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা… ইত্যাদি কোষ। লণ্ডঃ

৪৯১'৪৪০৩২ ইংরাজি-বাংলা-
হিন্দুস্থানী

(এ) ডিকশনারী অব দি প্রিনসিপ্যাল ল্যাংগুয়েজেস্ স্পোকেন ইন দি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী…ইংলিশ, বেংগলী হিন্দুস্থানী (পি. এস. ডি' রোজারিও কর্তৃক), কলিকাতা, কমার্শিয়াল প্রেস, ১৮৩৭। ৫২৫ পৃঃ, ৪°. ২০সেঃ ন্যা,লা,

৪৯১'৪৪০৩২ ইংরাজি-বাংলা-
মণিপুরী

ডিকশনারি ইন্ ইংলিশ, বেংগলী অ্যাণ্ড মণিপুরী। কলিকাতা, ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস, ১৮৩৭।
১০, ৩৪১ পৃঃ ২০ সেঃ
রোমীয় অক্ষরে ন্যাশনাল লাইব্রেরী

৪৯১'৪৪০৩২ ইংরাজি-বাংলা

তারাচাঁদ চক্রবর্তী : (অ্যান) অ্যাংগলো-বেংগলী ডিকশনারি)
২৫ পৃঃ, ৭,৫০০০ পৃঃ। লণ্ডঃ

৪৯১'৪৪০৩২ ইংরাজি বাংলা

ত্রৈলোক্য নাথ ব রা ট : (এ) প্রোণাউন্সিং, ইটিমোলোজিক্যাল অ্যাণ্ড পিক্টোরিয়াল ডিকশনারি… ইংরাজি-বাংলা। কলিকাতা, ১৮৮১, ইত্যাদি।
'বরাট-এর ডিকশিনারী হইতে'
ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩২ বাংলা-ইংরাজি

দে, আর. পি. এবং দেব, এ. টি,
(এ) বেংগলী ইংলিশ ডিক্শনারি অব্ কলোকিয়াল এক্সপ্রেশন্স্। কলিকাতা, লেখকদ্বয় ১৯২৭.
/১০, ৩০৯ পৃঃ, ১৯ সেঃ, ন্যা, লা,

৪৯১'৪৪০৩২ ইংরাজি-বাংলা

পিয়ার্সন, জে : (এ) স্কুল ডিকশনারি ইংরাজি-বাংলা। কলিকাতা, স্কুল বুক সোসাইটি, ১৮২৯. লণ্ডঃ

৪৯১'৪৪০৩২ ইংরাজি-বাংলা
বাংলা-ইংরাজি

ফস্টার (এইচ. পি.) : ভোকাবুলারি…ইংরাজি ও বাঙ্গালা এবং বাংলা-ইংরাজি। ২ ভাগ। কলিকাতা, ১৭৯৯।
৪২১, ৪৪৩ পৃঃ ন্যা, লা,

৪৯১'৪৪০৩২ বাংলা-ইংরাজি
ফস্টার এইচ. পি. : (বেঙ্গলী ডিকশনারি) ২ খঃ কলিকাতা, ১৭৯৯। ১৮,০০০ শব্দ।
প্রথম বাঙ্গালা অভিধান [লঙের, সূচী অনুসারে] (১৮৫৫) লঙ্

৪৯১'৪৪০৩২ ইংরাজি-বাংলা
ভোকাবুলারি ইন্ ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গলী। ২য় সং। কলিকাতা, ১৮৬৯।
৮৬ পৃঃ ইণ্ডিয়া অফিস

৪৯১'৪৪০৩২ বাংলা-ইংরাজি
মর্টন, ডব্লিউ. (ডিকশনারি)। কলিকাতা, ১৮২৮।
৬০০ পৃঃ ১০,৭০০ শব্দ লঙ্

৪৯১'৪৪০৩২ ইংরাজি-বাংলা
মর্টন, ডব্লিউ : (এ) বিব্লিক্যাল থিওলোজিক্যাল ভোকাবুলারি। কলিকাতা, ১৮৪৫।
৮০০ বাংলা পারিভাষিক শব্দ লঙ্

৪৯১'৪৪০৩২ ইং-বাং, বাং-ইং
মল্লিক :
মল্লিক'স্ অ্যাঙ্গলো-বেঙ্গলী ভোকাবুলারি অব্ দি ইংলিশ রিডার নং ৩ কলিকাতা, অ্যাঙ্গলো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন প্রেস, ১৮৫২।
১১৫ পৃঃ লঙ্

৪৯১.৪৪০৩২ বাংলা-ইংরাজি
মার্শম্যান, জে. সি. :
(এ) ডিকশনারি অব্ দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ। খঃ ১ বাংলা-ইংরাজি। ডক্টর কেরীর কোয়ার্টো অভিধান হইতে সংক্ষেপিত সংস্করণ।
খঃ ২ ইংরাজি-বাংলা। শ্রীরামপুর। ১৮২৭। ৫০২ পৃঃ ২১'৫ সেঃ
ন্যাশনাল লাইব্রেরী

৪৯১.৪৪০৩২ ইংরাজি-বাংলা
মার্শম্যান (জন ক্লার্ক) : (এ) ডিকশনারি অব্ দি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ… খঃ ২, ইংরাজি-বাংলা। অভয় চরণ পাল ও ব্রজেন্দ্র নাথ ঘোষাল কর্তৃক সংশোধিত সংস্করণ। ১২শ সং। কলিকাতা, ১৯০৪। ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩২ ইংরাজি-বাংলা
মিলিয়াস : স্কুল ডিকশনারি। ল্যাভেন্ডিয়ার কর্তৃক অনূদিত। কলিকাতা, ১৮২৪।
৩০০ পৃঃ লঙ্

৪৯১'৪৪০৩২ ইংরাজি-বাংলা
মুখোপাধ্যায় : মুখার্জি'স অ্যাঙ্গলো বেঙ্গলী ভোকাবুলারি। কলিকাতা, পি. সি. পি., ১৮৫১।
১৮ পৃঃ

পোয়েটিক্যাল রিডার, নং ২ ইংরাজি ও বাঙ্গালাতে ব্যাখ্যা। লঙ্

৪৯১'৪৪০৩২ বাংলা-ইংরাজি
মেন্ডিস্, জে. : কম্পেনিয়ান টু জনসন্'স ডিকশনারি—বাংলা-ইংরাজি। কলিকাতা, ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস, ১৮৭৬। ২১'৫ সেঃ
৪০৬ পৃঃ ন্যাশনাল লাইব্রেরি

৪৯১'৪৪০৩২ বাংলা-ইংরাজি
যোগীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় : শব্দসার মহানিধি। বাংলা-ইংরাজি। যোগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ও অম্বিকা চরণ বিশ্বাস কর্তৃক সংকলিত। কলিকাতা, মজুমদার ডিপোজিটরীতে প্রাপ্তব্য, ১৮৭৬।
২১ সেঃ ন্যাশনাল লাইব্রেরি

৪৯১'৪৪০৩২ ইংরাজি-বাংলা
রবিনসন্ : রবিনসন্স্ ডিকশনারি অব্ ল টার্মস্। শ্রীরামপুর, শ্রীরামপুর প্রেস, ১৮৫৪। লণ্ডু

৪৯১.৪৪০৩২ ইংরাজী বাংলা
রাধানাথ দে অ্যান্ড কোং :
অ্যাংগলো বেংগলী ডিকশনারি। কলিকাতা, রা. না. দে. অ্যান্ড কোং ১৮৫০। ১৮৫ পৃঃ

ব্যাকরণ, স্বর্গ, মর্ত, শরীর, প্রাকৃতিকী, ফল, পোষাক, খনিজ, কৃষি শব্দের বংগার্থ। বানান বংগাক্ষরে। লণ্ড

৪৯১.৪৪০৩২ ইংরাজি-বাংলা
রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় :
(দি) ফার্স্ট কলেকসন অব ইংলিশ সিনোনিমস্···ইন্ বেংগলী। গংগাধর ব্যানার্জি সংশোধিত। কলিকাতা, ১৯০২।
১৫, ৮৫ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১.৪৪০৩২ ইংরাজি-বাংলা
রামকমল সেন :
(এ ট্রানস্লেশন অব্ টড্ অ্যান্ড জনসন···) কলিকাতা, ১৮৩৪।
৫৮,০০০ শব্দ। লণ্ড

৪৯১.৪৪০৩২ ইং-বাং-হিন্দুস্থানী
রোজারিও :
রোজারিও'জ ইংলিশ, বেংগলী অ্যান্ড হিন্দুস্থানী ডিকশনারি। কলিকাতা, ১৮৩৭।
৫২৫ পৃঃ ৬
রোমান হরফে। বাংলা অংশ মেজা ডব্লিউ মর্টন এবং উর্দু অংশ মৌলবী হাসেন। ২০,০০০ শব্দ লণ্ড

৪৯১.৪৪০৩২ ইং-বাং, বাং-ইং
বরাট :
প্রোনাউন্সিং ইটিমোলোজিক্যাল অ্যান্ড পিক্টোরিয়াল ডিকশনারি অব দি ইংলিশ অ্যান্ড দি বেংগলী ল্যাংগুয়েজ। ইংরাজি-বাংলা, বাংলা-ইংরাজি। কলিকাতা, বরাট প্রেস, ১৮৮৭।

৬ খণ্ড
প্রতি পৃষ্ঠার তলদেশে একটি ইংরেজী প্রবাদ। ন্যাশনাল লাইব্রেরী

৪৯১.৪৪০৩২ বাংলা-ইংরাজি
বেঙ্গলী অ্যাণ্ড ইংলিশ ডিকশনারি। কলিকাতা, স্কুল বুক সোসাইটী, ২য় সং। ১৮৫২। লণ্ডু

৪৯১.৪৪০৩২ ইংরাজি-বাংলা
বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়:
বিগিনার্স ডিকশনারী অব ইংলিশ ওয়ার্ডস্ ... । ৩য় সং। কলিকাতা, ১৯০১।
৴০, ৮৫১, ২১ পৃঃ ব্রিঃ মিঃ

৪৯১.৪৪০৩২ বাংলা-ইংরাজি
বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়:
দি স্টুডেন্টস্ ডিকশনারি অব বেঙ্গলী ওয়ার্ডস্... । কলিকাতা, ১৯০৩। ৶০, ৮২৯, ৶০ ব্রিঃ মিঃ

৪৯১.৪৪০৩২ বাংলা-ইংরাজি
বেণীমাধব ভট্টাচার্য:
প্রকৃতি ও প্রত্যয় সহিত বৃহৎ বাংলা অভিধান। কলিকাতা, ১৮৮৮।
৭০০ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১.৪৪০৩২ ইংরাজি-বাংলা
ব্রজেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য:
অ্যাঙ্গলো ইলাসস্ট্রেটেড, সিলেবিক্যালী ডিভাইডেড অ্যাণ্ড প্রোনাউন্সিং ডিকশনারি অব দি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। কলিকাতা ১৯০২।
৮০১ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১.৪৪০৩২ বাঙ্গালা-ইংরাজি
শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়: ওয়ার্ড বুক। বেঙ্গলী-ইংলিশ। ৩য় সং। কলিকাতা, ১৮৮৪।
১৲ ৮৬ পৃঃ ব্রিঃ মিঃ

৪৯১.৪৪০৩২ বাংলা-বাংলা-ইংরাজি
সতীশকুমার বন্দোপাধ্যায়: (অ্যান্) আপ-টু-ডেট বেঙ্গলী-বেঙ্গলী অ্যাণ্ড ইংলিশ ডিকশনারি......প্রোভার্বস। কলিকাতা, ১৯০৮।
৴১৫, ৬১৪ পৃঃ ব্রিঃ মিঃ

৪৯১.৪৪০৩২ বাংলা-ইংরাজি
সুবলচন্দ্র মিত্র: পকেট বেঙ্গলী-ইংলিশ ডিকশনারি। কলিকাতা, নিউ বেঙ্গল প্রেস, ১৯৫৮।
৶০, ৬৯২, ৴০ পৃঃ ১৮.৫ সেঃ

৪৯১.৪৪০৩২ বাংলা-ইংরাজি
সুবলচন্দ্র মিত্র: বিগিনার্স বেঙ্গলী-ইংলিশ ডিকশনারি। ১০ম সং। কলিকাতা, নিউ বেঙ্গল প্রেস, ১৯৫৪।
৴০, ১৩৯৬ পৃঃ, ১৮ সেঃ

৪৯১.৪৪০৩২ ইংরাজী-বাংলা
সুবল চন্দ্র মিত্র: (দি) স্টুডেন্টস কনস্ট্যান্ট কম্পেনিয়ান। ৪র্থ সং। কলিকাতা, ১৯১৪।
৲১৫, ১৫৫৪ পৃঃ ব্রিঃ মিঃ

৪৯১'৪৪০৩২　　ইংরাজি-বাংলা
সুবল চন্দ্র মিত্র : স্টুডেন্টস্ কম্প্রেন সাইজ অ্যাংগলো-বেংগলী ডিকশনারী। ৯ম সং। কলিকাতা, নিউ বেংগল প্রেস, ১৯৫১।
/০, ১৫৯৮ পৃঃ ১৮ সেঃ

৪৯১'৪৪০৩২　　বাংলা-ইংরাজি
সুবল চন্দ্র মিত্র : (দি) স্টুডেন্টস্ বেংগলী-ইংলিশ ডিকশনারি। ২য় সং। কলিকাতা, ১৯২৩　　ব্রিঃ মিঃ

৪৯১'৪৪০৩২　　বাংলা-ইংরাজি
হটন (স্যার গ্রেভস্ চ্যামনি): গ্লোসারি। কলিকাতা, ১৮২৫।
বত্রিশ সিংহাসন, কৃষ্ণ রায় চরিত, পুরুষ পরীক্ষা ও হিতোপদেশের শব্দাবলী।　　লণ্ড

৪৯১'৪৪০৩২　　ইংরাজি-বাংলা
হটন (স্যার গ্রেভস্ চ্যামনি) দি বেংগলি রিডার। ডি, ফরবেশ কর্তৃক সংশোধিত। লণ্ডন, হার্টফোর্ড (ছাপা), ১৮৬২　　ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩২　　ইংরাজি-বাংলা
হালদার'স ডিকশনারি। কলিকাতা, ১৯১০।
১০,১৬২৭,৬৩ পৃঃ　　ব্রিঃ মিঃ

৪৯১'৪৪০৩২　　ইংরাজি-বাংলা
হেমচন্দ্র সুর : কম্প্রিহেনসিভ্ ইংলিশ-বেংগলী ডিকশনারি। কলিকাতা, এস, কে, লাহিড়ী অ্যাণ্ড কোং, ১৮৯৬।
৮৫৪ পৃঃ ২২ সেঃ ন্যাশনাল লাইব্রেরী
—৮ম সং, ১৯২৩　　ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৪৯১'৪৪০৩৯ বাঙালা-হিন্দী কোষ

৪৯১'৪৪০৩৯১৪৩　　বাংলা-হিন্দী
গোপাল চন্দ্র চক্রবর্তী : বাংগালা-হিন্দী-শব্দকোষ। কলিকাতা, বেংগল মাস এডুকেশন সোসাইটী, ১৯৫৮ (রাষ্ট্রভাষা পরিচয়, নং ১০)
৵০, ৩৬১, ২২ পৃঃ ২২'৫ সেঃ

৪৯১'৪৪০৩৯১৪৩　　হিন্দী-বাংলা
গোপাল চন্দ্র চক্রবর্তী : হিন্দী-বাংলা অভিধান। কলিকাতা, বেংগল মাস এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৫৮ (রাষ্ট্রভাষা পরিচয়; সং ৯)
৵০, ৩৫০, ১০ পৃঃ ২২'৫ সেঃ

৪৯১'৪৪০৩৯১৪৩　　বাংলা-হিন্দী
পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় : সহজ স্বরলিপিজ্ঞান। ৩ ভাগ। কলিকাতা, ১৯৩১। ২১ সেঃ

৪৯১'৫৫০৩২ পার্শী-ইংরাজি কোষ

৪৯১'৫৫০৩২　　ইংরাজি-পার্শী-হিন্দী-হিন্দুস্থানী-বাংলা
দেবীপ্রসাদ রায় : পলিগট মুন্সী। কলিকাতা, ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস, ১৮৪১, ২১ সেঃ　　ন্যাশনাল লাইব্রেরী

৪৯১'৫৫০৩ পার্শী-বাঙ্গালা কোষ

৪৯১'৫৫০৩৯১৪৪ পার্শী-বাংলা
জয়গোপাল, তর্কালঙ্কার : পার্শিয়ান অ্যাণ্ড বেঙ্গলী ডিক্‌শনারি। শ্রীরামপুর, শ্রীরামপুর প্রেস, ১৮৪০।
৮৪ পৃঃ ২,৫০০ শব্দ লণ্ড্

৪৯১'৫৫০৩৯১৪৪ পার্শী-বাংলা
জয়গোপাল, তর্কালংকার : পারসিক অভিধান। শ্রীরামপুর, ১৮৩৮।
৬,৮৪ পৃঃ ইণ্ডিয়া অফিস

৪৯১'৫৫০৩৯১৪৪ পার্শী-বাংলা
নীলকমল মুস্তফি : পার্শিয়ান অ্যাণ্ড বেঙ্গলী ডিকশনারি। পার্শী অভিধান। কলিকাতা, পি, জি, পি, ১৮৩৩
৭৬ পৃঃ
ব্যবসায় ও আদালতে ব্যবহৃত ২,৮০০ পার্শী শব্দ। লণ্ড্

৪৯১'৫৫০৩৯১৪৪ পার্শী-বাংলা
লক্ষ্মীনারায়ণ : (পার্শিয়ান-বেঙ্গলী ডিকশনারি) কলিকাতা, ১৮৩৮।
গভর্ণমেণ্টকে ২০০ কপি জিলাগুলিতে বিতরণের জন্য দেওয়া হয়। কিন্তু পার্শীর প্রভাব কমিয়া যাওয়াতে আদালতের শব্দাবলী ব্যতীত এর মূল্য নামিয়া গিয়াছে। লণ্ড

৪৯১'৭৩৯১৪৪ রুশ-বাঙ্গালা কোষ

৪৯১'৭৩৯১৪৪ বাংলা-রুশ
বিকোভা, এ, এম, এলিজারোভা এবং কলোবকোভ, ই, এস : বেঙ্গাল'সকো-রুস্‌সকি স্লোভার। বাংলা-রুশ অভিধান। মস্কোভা, ইনোস্ট্যানিখ ইন্যাশনালনিখ স্লোভারেই, ১৯৫৭।
৯০৮, ৪৬ (পরিশিষ্ট) ন্যাঃ লাঃ

৪৯২'৭০৩৯ আরবী-বাঙ্গালা কোষ

৪৯২'৭০৩৯১৪৪ আরবী-বাংলা
ওয়ায়েজুদ্দীন আহমদ : মকুব অভিধান। ঢাকা, হরিপদ সেনগুপ্ত ১৯২৩। ন্যাশনাল লাইব্রেরী

৫০০ বিজ্ঞান শাস্ত্র

৫০৩ বিজ্ঞান-কোষ
দেবেন্দ্র নাথ বিশ্বাস : বিজ্ঞান ভারতী। কলিকাতা, এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সনস্, ১৯৫৪।
১০,৩৩৫ পৃঃ ১৮ সেঃ

৫১১ পাটীগণিত

৫১১'০৩ অঙ্ক-অভিধান
অঙ্কাভিধান : অথ অংকাভিধান গোপীরমণ তর্করত্নকৃত কোষ চন্দ্রিকার পৃঃ ৪৯-৫৭, ঢাকা, ১৮৯৩। ক্লি মিঃ

৬০০ শিল্পকলা

৬০৩　　কৃষিশিল্প—কোষ
মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় : শিল্পরত্ন। ৩য় সং। কলিকাতা, ১৯১৩।
/০, ৯০ পৃঃ
রান্না, কৃষি, গোপালন,…　　ব্রিঃ মিঃ

৬১০ চিকিৎসা শাস্ত্র

৬১০.০৩　　চিকিৎসা—কোষ
গণেশ চন্দ্র শীল : (দি) ইণ্ডিয়ান পকেট মেডিক্যাল ডিকশনারি…বি, দত্ত কর্তৃক সংশোধিত। ইংরাজি-বাংলা। কলিকাতা, ১৯২৯।
৫, ২,১৯২ পৃঃ　　ব্রিঃ মিঃ

৬১০.০৩　　চিকিৎসা—অভিধান
প্রসাদ কুমার মুখোপাধ্যায় : চিকিৎসা কোষ। কলিকাতা, ১৮৯৪।
১০, ৬২৮ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

বাঙ্গালা

৬১০.০৩　　চিকিৎসা—অভিধান
যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ : (এ) ডিক্‌-শনারি অব্ মেডিকেল টার্ম'স্ ইন ইংলিশ অ্যাণ্ড বেঙ্গলি। কলিকাতা, ১৮৮৭।
১০, ৩০৪ পৃঃ
—২য় সং, ১৯০৪. —৪র্থ সং, ১৯২৭.
ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৬১০.০৩　　চিকিৎসা—কোষ
রাজেন্দ্র লাল সুর : (এ) মেডিক্যাল ডিক্‌শনারি উইথ ল্যাটিন-বেঙ্গলী অ্যাণ্ড বেঙ্গলী-ইংলিশ। কলিকাতা, ১৮৯৭।
১২০ পৃঃ

৬১০.০৩　　ডাক্তারি—অভিধান
হরিপ্রসাদ চক্রবর্তী : ডাক্তারি অভিধান। ঢাকা, ১৮৯০, ৮ ভোঃ।
২০৪,৬৭ পৃঃ
—২য় সং, ১৫, ২৭৪ পৃঃ, ১৯০১।
ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৬১৩.২ খাদ্য ও স্বাস্থ্য

৬১৩.২০৩　　খাদ্য—কোষ
ভাষাদ্রব্যগুণ :
ভাষাদ্রব্যগুণ। কলিকাতা, ১৮৬৫
/০, ৬৯ পৃঃ　　ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৬১৫ ভৈষজ্য বিজ্ঞান

৬১৫.০৩　　আয়ুর্বেদ—অভিধান
উমেশ চন্দ্র গুপ্ত, কবিরত্ন : বৈদ্যক শব্দ সিন্ধু। কলিকাতা, ১৮৯৪।
৪৮,১১১২ পৃঃ　　ব্রি. মি.

ল্যাটিন-সংস্কৃত-হিন্দী,
তেলুগু-বাংলা।

৬১৫.০৩　　আয়ুর্বেদ—অভিধান
মহেন্দ্র নাথ ঘোষাল : আয়ুর্বেদোক্ত দ্রব্যগুণাভিধান। কলিকাতা, ১৮৮২
১৯৪ পৃঃ　　ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৬১৫.০৩ আয়ুর্বেদ—কোষ
বিনোদলাল সেনগুপ্ত : আয়ুর্বেদীয় দ্রব্যাভিধান। কলিকাতা, ১৮৭৬।
২৪৪ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৬১৫.০৩ আয়ুর্বেদ—অভিধান
হরলাল গুপ্ত, কবিরত্ন, কবিরাজ : আয়ুর্বেদ-ভাষাভিধান। ৭ম সং। কলিকাতা, ১৯১১। ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৬১৫.০৩ আয়ুর্বেদ—অভিধান
হরিলাল গুপ্ত, কবিরত্ন : আয়ুর্বেদ চন্দ্রিকা। কলিকাতা, ১৯০৬।
৶০, ৮৫৬ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৬১৫.০৩ আয়ুর্বেদ—কোষ
শরচ্চন্দ্র শীল : আয়ুর্বেদীয় দ্রব্যাভিধান। নূতন সং। কলিকাতা, ১৯১৮। ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৬১৫.০৩ চিকিৎসা—অভিধান
সিদ্ধেশ্বর গুপ্ত, কবিরাজ : দ্রব্যার্থ চন্দ্রিকা। কলিকাতা, ১৮৮০।
৭,৫৫৮ পৃঃ ইণ্ডিয়া অফিস

৮৯১.৭৪১ বৈষ্ণব সাহিত্য

হরিদাস দাস বাবাজী
শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, নবদ্বীপ, মুকুন্দ দাস, ১৩৬৫।
৪ খণ্ড।

৮৯১.৪৪১০৩ বিদ্যাপতি—শব্দকোষ
সংস্কৃত-মৈথিলি-বাংলা-অবহট্ট
বিদ্যাপতি : বিদ্যাপতি শব্দের তালিকা। [সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২য় বর্ষ, সংখ্যা ৪, ৩য় বর্ষ, সংখ্যা ১-২। কলিকাতা, ১৮৯৪।

৮৯১.২১ রামায়ণ

৮৯১.২১০৩ রামায়ণ—জ্ঞানকোষ
রামায়ণ : রামায়ণ-তত্ত্ব। আর. এস. ত্রিবেদী সম্পাদিত। [সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, খঃ ৯.] কলিকাতা। ১৮৯৪. ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৯০২ হস্ত পুস্তিকা ও সনতারিখী তথ্য পঞ্জী

৯০২ ৩ ঘটনা বাংলা-বাংলা
বিপিন মোহন সেনগুপ্ত : লিস্ট অব ওয়ার্ডস্ এমপ্লয়েড ইন এক্সপ্রেসিং ডেটস্…কলিকাতা, ১৮৬১।
২,৬৪ পৃঃ ইণ্ডিয়া অফিস

৯১০ ভূগোল

৯১০.০৩ ভূগোল—অভিধান
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় : নবজ্ঞান ভারতী। কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১৯৫৮।
৶১০. ৬১২ পৃঃ, ২৪.৫ সেঃ
ন্যাশনাল লাইব্রেরি

৯২০ জীবনী

৯২০.০৩ চরিত—অভিধান
উপেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় : চরিতাভিধান। ২য় সং। কলিকাতা, ভট্টাচার্য অ্যাণ্ড সন্স্, ১৯১১।
৶০,৫৩৬ পৃঃ, ২৪ সেঃ ন্যাঃ লাঃ

৯২০.০৩ চরিত—কোষ
দ্বারকানাথ বসু : জীবনী কোষ। কলিকাতা, ১৮৯৪।
৩১৬ পৃঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম

১২০'০৩ চরিত—কোষ

শশীভূষণ বিদ্যালংকার : জীবনী কোষ। খঃ ১-৫ (অ-বিশ্বসিংহ)। কলিকাতা, দেবব্রত চক্রবর্তী, জীবনী কোষ প্রেস, ১৯৩৬—১৯৪০।

৫ ভাগ, ১৭১২ পৃঃ ৫ ভাগ—২৫৲

আর প্রকাশ হয় নাই। ন্যা. লা.

৯২৮ সাহিত্যিক জীবনী

৯২৮'০৩ চরিত—অভিধান

শিবরতন মিত্র : বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক। জীবনী-অভিধান। কলিকাতা, ১৯০৬,...... ব্রিটিশ মিউজিয়াম

৯২৮ ০৩ চরিত—অভিধান

সুবল চন্দ্র মিত্র : জীবন চরিত সংকলন [সাহিত্য সংহিতা, খ ৭। সংখ্যা ২—কলিকাতা, ১৯০০। ত্রি.মি.

বার্তা বিচিত্রা

শ্রীরাখাল চন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাসের বিদেশ যাত্রা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সচিব শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস গ্রন্থাগার বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে গত ২৭শে জুলাই নিউ ইয়র্কের পথে রওনা হয়েছেন। আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের অন্তর্ভুক্ত মেডিক্যাল লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের একটি বৃত্তি তাঁকে দেওয়া হয়েছে। পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী তিনি নিউ ইয়র্কে অবস্থান করে কলম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করবেন। বৎসর কালীন শিক্ষণ সময়ে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থাগার কেন্দ্র ভ্রমণ করবেন ও গ্রন্থাগার বিষয়ক সম্মেলনাদিতে যোগদান করবেন। সাধারণ গ্রন্থাগার ছাড়াও মেডিক্যাল লাইব্রেরী সম্পর্কে তিনি বিশেষ শিক্ষণ গ্রহণ করবেন। শিক্ষণ সমাপনান্তে ফিরিবার পথে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পর্যটন তাঁহার ভ্রমণ ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট আছে। গত ২৫শে জুলাই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংসদ এক চা-চক্রে রাখাল বাবুকে সম্বর্ধনা জানান।

অন্ধ্রে গ্রন্থাগার আইন

ভারতের মাদ্রাজ রাজ্যে ১৯৪৮ সালে সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়। মাদ্রাজ থেকে অন্ধ্র বিভক্ত হয়ে যাবার পর মাদ্রাজের আইনই তথায় চালু থাকে। কিন্তু হায়দ্রাবাদের সঙ্গে অন্ধ্রের সংযুক্ত হওয়ার ফলে এক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। কারণ ১৯৫৫ সালে হায়দ্রাবাদ গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করেছিল। এখন দুইটি ভিন্ন আইনের সমন্বয় সাধন করে একটি নতুন আইনের জন্যে অন্ধ্র রাজ্য সরকার একটি বিল প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছেন। খসড়া প্রণয়নের কাজে অন্ধ্র সরকার ডক্টর রঙ্গনাথনের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা :

বেলগাছিয়া বান্ধব সমিতি ও পাঠাগারে শিশু বিভাগের উদ্বোধন

শহর কলকাতার উত্তর-পূর্ব প্রান্তের একটি প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠান বেলগাছিয়া বান্ধব সমিতি। অনুন্নত এই অঞ্চলের অধিবাসীদের পাঠস্পৃহা বৃদ্ধি ও গ্রন্থমুখী করে তোলার উদ্দেশ্যে পাঠাগারের নানাবিধ কার্যাবলী উল্লেখযোগ্য। এতদঞ্চলে একটি কিশোর গ্রন্থাগারের অভাব বহুদিন থেকে অনুভূত হচ্ছিল। সম্প্রতি পাঠাগারের জনৈক শুভানুধ্যায়ী শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মল্লিকের অর্থানুকূল্যে কিশোর বিভাগ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে। তিনি তাঁর স্বর্গতা মাতামহী ভগবতী দেবীর স্মৃতি রক্ষার্থে পাঠাগারকে সম্প্রতি আঠার শ' টাকা দান করেছেন। গত ৯ই আগষ্ট উক্ত 'ভগবতী স্মৃতি শিশু বিভাগের' আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পৌরোহিত্য করেন। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ভাষণ ও স্থানীয় কুশলী শিল্পীদের সাংগীতিক অনুষ্ঠানাদির পর শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী পরিচালিত পুতুল নাচ সমবেত সকলকে আনন্দ দান করে।

ভারতী পরিষদে (শ্যামবাজার) বর্ষামঙ্গল উৎসব

পরিষদ গৃহে গত ৮ই শ্রাবণ উজ্জয়িনী সাহিত্য সভার পরিচালনায় বর্ষামঙ্গল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী। অনুষ্ঠানে সর্বশ্রী অবিনাশ সাহা, কৃতান্ত বাগচী, গৌরাঙ্গ পণ্ডিত, বীরেন্দ্র মল্লিক, সত্যপ্রিয় মল্লিক ও সভাপতি মহাশয় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। স্বরচিত গল্প পাঠ করেন শ্রীবৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। সভায় বাংলা সাহিত্যের গতি ও সাহিত্যিকদের সমস্যা সম্পর্কে এক আলোচনা হয়। সভায় উজ্জয়িনী সাহিত্য সভার উদ্যোগে লেখকদের সুবিধার্থে একটি সমবায় সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্তের কথা জানা যায়।

পরিতোষ স্মৃতি পাঠাগারের (চেতলা) বার্ষিক সভা

পৌর-প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় প্রতিনিধি শ্রীমণি সান্যালের সভাপতিত্বে পরিতোষ স্মৃতি পাঠাগারের দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা গত ১৯শে জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। সীমিত সংগতি ও ক্ষুদ্র আয়তন সত্বেও পাঠাগারের নিরলস কর্মীদের নানাবিধ প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া গেল বিগত বার্ষিক কার্যবিবরণীতে। দু'বছরের কার্যকালে পাঠাগার ২০৪৩ খানি পুস্তক সংগ্রহ করেছে। পাঠাগারের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ৭৪ জন। ঐ দিন পাঠাগারের পরবর্তী বছরের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়।

বর্ধমান :

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

গত ৪ঠা জুলাই জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের ৩৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। প্রাতে পাঠাগার গৃহ সুসজ্জিত করা হয়। অপরাহ্নে শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় ও সেখ মহম্মদ আয়ুব আলির পরিচালনায় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। তৎপরে শ্রীপান্নালাল বসুর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভায় সম্পাদক পাঠাগারের ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে বলেন যে স্বর্গত মাখনলাল দে মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁর গ্রামবাসীগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি অর্থাভাবজনিত বহু বাধা বিঘ্নর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ৩৬ বৎসর কাল গ্রামে সর্বজনের উন্নতিকল্পে নানান জনকল্যাণমূলক কাজ করে আসছে এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। পাঠাগারটি বর্তমানে সরকারী পরিকল্পনাক্রমে 'পল্লী পাঠাগার' হিসাবে পরিণত হয়েছে। পাঠাগারে একটি মিউজিয়মে বহু প্রাচীন নিদর্শন সংরক্ষিত আছে।

পথের দাবী পাঠাগারের (মশাগ্রাম) দ্বাদশ বার্ষিক জন্মোৎসব

গত ১৫ই আগষ্ট পাঠাগারের দ্বাদশ বার্ষিক উৎসবে সভাপতিত্ব করেন শ্রীকার্তিক চন্দ্র ঘোষ। প্রাতে তিনি পাঠাগার প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। অপরাহ্নে পাঠাগারের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করেন। সম্পাদক শ্রীআবদুর রশিদ পাঠাগারের ভূমিকা প্রসঙ্গে স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীগদাধর গ্রন্থাগারের (বহরকুলি) উদ্যোগে বন-মহোৎসব

পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবারও গত ২৬শে জুলাই সকাল ৮ ঘটিকায় গ্রন্থাগারের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে শ্রীগদাধর গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দের ও শ্রীগদাধর নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের উদ্যোগে বনমহোৎসব পালন করা হয়। স্থানীয় শ্রীগদাধর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অনন্তলাল কোলে মহাশয় প্রথমে একটি বৃক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে রোপণ করিয়া উৎসব সূচীত করেন এবং পরে আরও কতকগুলি মূল্যবান বৃক্ষ রোপণ করা হয়। বৃক্ষ রোপণ করিবার পর সমবেত নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গ ও শ্রীগদাধর বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের এক সভায় গ্রন্থাগারের সহ-সভাপতি শ্রীযুত অনাথবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় বন-মহোৎসব পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

বাঁকুড়া ঃ

ধ্রুব সংহতি (বালসী) ভবনে স্বাধীনতা দিবস উৎসব

স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে ১৫ই আগষ্ট সংহতি প্রাঙ্গণে এক সভায় পাত্রসায়েরের ব্লকের ব্লক ডেভেলাপমেন্ট অফিসার শ্রীযশোদাগোপাল পান্ডে সভাপতিত্ব করেন। ব্লকের সোস্যাল এডুকেশন অর্গেনাইজার শ্রীহরিপদ দাসও উপস্থিত ছিলেন। সভায় শ্রীগোপালচন্দ্র পাল, শ্রীকৃষ্ণদাস বটব্যাল, শ্রীহরিপদ দাস এবং সভাপতির ভাষণের পর কৃতী ছাত্রছাত্রী ও গুণীজনকে পুরস্কৃত করা হয়। এই অঞ্চলের যে সকল ছাত্রছাত্রী প্রাইমারী পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদিগকে পুরস্কৃত করা হয় এবং উপস্থিত সকল বালককে একখানি করিয়া খাতা বিতরণ করা হয়। পাত্রসায়রের শ্রীশিবনাথ দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এ, পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র রৌপ্য পদক লাভের জন্য এবং বালসী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান পন্ডিত শ্রীমদনমোহন লাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এ, পরীক্ষায় সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য যথাক্রমে 'পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি' ও 'পৌরাণিক অভিধান' পুস্তক দুইখানি পুরস্কার হিসাবে লাভ করেন। ধ্রুব সংহতির প্রতিষ্ঠাতা ৺ধ্রুবলোচন অধিকারীর সহধর্মিণীকে ধর্মালোচনার জন্য একটি 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' প্রদান করিয়া প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশে সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

মহেশপুর রামকৃষ্ণ পাঠাগারের বার্ষিক সভা ও নির্বাচন

গত ২রা আগস্ট স্বামী সত্যানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে পাঠাগারের বার্ষিক সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০শে আগস্ট অনুষ্ঠিত এক সাধারণ সভায় সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই পল্লী পাঠাগারটি অবহেলিত হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয়। জনশিক্ষার প্রসারকল্পে রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনে সরকার সচেষ্ট হওয়ায় আনন্দ জানানো হয় এবং পল্লীগ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সাহায্য দানের জন্যে অনুরোধ করা হয়। গত ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পাঠাগার গৃহ সুসজ্জিত করা হয় এবং পুস্তক সংগ্রহ করা হয়।

সহৃদয় নেতাজী গ্রন্থাগারে (পাত্রসায়েরের) স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও গ্রন্থাগারে বিপুল উদ্দীপনার সহিত স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। প্রত্যুষে প্রভাত ফেরী ও পরে পতাকা উত্তোলন করা হয়। সন্ধ্যায় আলোক সজ্জিত গ্রন্থাগার ভবনে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

হাওড়া ঃ

ঘোড়াদহ পল্লীমঙ্গল সমিতি (আমতা) প্রাঙ্গণে স্বাধীনতা দিবস পালন

ঘোড়াদহ পল্লীমঙ্গল সমিতি পরিচালিত সাধারণ পাঠাগার প্রাঙ্গণে দ্বাদশ বার্ষিক স্বাধীনতা দিবস বিশেষ আড়ম্বরের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। পাঠাগার গৃহে পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সভাপতি আব্দুলসামাদ মল্লিক। সভায় পৌরোহিত্য করেন পাঠাগারের সহঃ সভাপতি শ্রীবিজয়কৃষ্ণ প্রামানিক মহাশয়, স্বাধীনতার তাৎপর্য্য লইয়া বক্তৃতা করেন স্কুলের শিক্ষক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় এবং সেখ সোহরাব আলি।

রাজগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরীর চত্বারিংশতম সাধারণ সভা

গত ২৮শে জুন রাজগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরীর ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদক শ্রীসলিলকুমার পাল বিগত বৎসরের কার্য-বিবরণী সভায় উপস্থাপিত করেন। বিবরণীতে প্রকাশ যে গ্রন্থাগারটি এতদঞ্চলের

পল্লী-গ্রন্থাগার হিসাবে মনোনীত হয়েছে এবং জেলা গ্রন্থাগারের শাখা হিসাবে গ্রন্থাগারটি অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে গ্রন্থ বণ্টন দানের কেন্দ্র রূপে কাজ করছে। গ্রন্থাগারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৩০ ও পুস্তক সংখ্যা ৪৪২৭। গ্রন্থাগারের নিজস্ব গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা শীঘ্রই রূপায়িত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। গ্রন্থাগারে নিয়মিত আলোচনা সভা, কথিকা, উৎসবানুষ্ঠানাদি হয়ে থাকে। গ্রন্থাগারটি এতদঞ্চলে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

হুগলী :

মগরা সাধারণ পাঠাগারের ত্রৈবার্ষিক সাধারণ সভা

মগরা সাধারণ পাঠাগারের দ্বিতীয় ত্রৈবার্ষিক সাধারণ সভা গত ৫ই আগষ্ঠ স্থানীয় বারোয়ারী তলায় অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীতাপসেন্দ্র সেনগুপ্ত সভাপতিত্ব করেন। ১৪ই জুন তারিখে অনুষ্ঠিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রতিযোগীগণ এই অনুষ্ঠানে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। সংগীতানুষ্ঠানে স্থানীয় কুশলী শিল্পীরা সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। শ্রীরতন মনি শেঠকে সভাপতি ও শ্রীগোবর্ধন দাসকে সম্পাদক পদে নির্বাচিত করে পাঠাগারের আগামী তিন বৎসরের কার্য নির্বাহক সমিতি গঠিত হয়।

পহলামপুর প্রগতি পাঠাগারের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন

গত ১৭ই জুন পাঠাগারের নবনির্মিত গৃহের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্রীতাপসেন্দ্র সেনগুপ্ত সভাপতিত্ব ও দ্বারোদ্ঘাটন করেন। শ্রীপান্নালাল মাইতি ও শ্রীসুধীরচন্দ্র দাশ প্রধান ও বিশিষ্ট অতিথির আসন অলংকৃত করেন। পাঠাগারের কর্মী শ্রীরজনী-কান্ত পাত্র পাঠাগার ভবন নির্মানকল্পে জমি ও অর্থ সংগ্রহের এক সুন্দর বিবরণ দেন। কোষাধ্যক্ষ শ্রীঅরুণ কুমার সোম তাঁহার ভাষণে সকলের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্যে আবেদন জানান। শ্রীপান্নালাল মাইতি গ্রন্থাগার বিষয়ে লিখিত স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রী সেনগুপ্ত পাঠাগার কর্তৃপক্ষের কর্মতৎপরতার প্রশংসা করেন এবং একটি মহিলা বিভাগ ও প্রাচীর পত্র প্রকাশ করবার জন্যে পরামর্শ দেন।

মনোহরপুর পাবলিক লাইব্রেরীর (ডানকুনি) উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস পালন

গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে গ্রন্থাগারে এক সাংগীতিক অনুষ্ঠান হয়। প্রাতে পতাকা উত্তোলন করেন শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ। সকালের অনুষ্ঠানে পাঠাগারের শিশু ও কিশোর সদস্যদের এক আসর বসে। সন্ধ্যায় পাঠাগার ভবন আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

অন্যান্য রাজ্যের খবর

একত্রিংশতম অন্ধ্রদেশ গ্রন্থাগার সম্মেলন

অন্ধ্রদেশ গ্রন্থাগার সম্মেলনের একত্রিংশতম অধিবেশনের খবর পাওয়া গেল। অন্ধ্রের শিক্ষা মন্ত্রী পট্টভি রামা রাও সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। মূল কার্যকরী অধিবেশন তিনটি বিভাগীয় অধিবেশন ও একটি সমাজ শিক্ষা বিষয়ক প্রদর্শনী হয়। তিনটি বিভাগীয় অধিবেশনের মধ্যে (১) জনসংযোগ বিভাগে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে সহযোগিতা ও জেলা গ্রন্থাগার গুলির পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয়; (২) গ্রন্থাগার পরিচালনা বিষয়ক অধিবেশনে সংযোগ ও সহযোগিতা এবং অবাধ অধিগম্য ব্যবস্থা আলোচিত হয়। (৩) বয়স্ক শিক্ষা বিভাগে সদ্য সাক্ষরদের পাঠ্যবস্তু সম্পর্কে আলোচনাদি হয়।

উত্তর প্রদেশ বিধানসভা গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন

উত্তর প্রদেশ বিধান সভায় সম্প্রতি ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়েছে। লক্ষ্ণৌতে অবস্থিত সেক্রেটারিয়েট ভবনের পাশেই নবনির্মিত গ্রন্থাগার ভবনটির পাঁচটি তলা আছে। গ্রন্থাগারটি জনসাধারণ ব্যবহার করতে পারে।

দিল্লীর আরউইন হাঁসপাতালে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

দিল্লীর আরউইন হাঁসপাতালের এক সহস্র রোগীর ব্যবহারের জন্যে একটি গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকের জন্যে সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার উপদেষ্টা সমিতির রিপোর্ট

গ্রন্থাগার-উপদেষ্টা সমিতির রিপোর্টের প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি আমরা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি। বস্তুতঃ এই রিপোর্ট নানাকারণে আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এই কমিটি সংগঠন করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার এক বিশেষ প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরবর্তী কয়েক বৎসর যাবৎ আমাদের সরকার নানাবিধ প্রগতিমূলক প্রচেষ্টায় রত থাকিলেও এবং গ্রন্থাগার-উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট আগ্রহ প্রদর্শন করিলেও এই কমিটি নিয়োগ করিবার পূর্ব পর্যন্ত বিশেষ করিয়া গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কিছু পৃথকভাবে বলিবার চেষ্টা করেন নাই। আশা করা যায় উপদেষ্টা কমিটির এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের মনোভাব গঠন ও প্রকাশ করিবেন।

সামাজিক শিক্ষা সংক্রান্ত এক সেমিনারে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী এই কমিটি গঠিত হইলেও, এই কমিটির কার্যকলাপ কেবলমাত্র সামাজিক শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া সাধারণ গ্রন্থাগারের অন্যান্য সমস্যায়ও প্রসারিত করা হইয়াছে। আমাদের সমস্ত রকম শিক্ষা ব্যবস্থায়ই গ্রন্থাগারের বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ স্থান থাকিলেও গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য পৃথক প্রাধিকারিক না থাকায়, গ্রন্থাগার-সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করিবার কেহ নাই। এমতাবস্থায় সামাজিক শিক্ষার দিক হইতে প্রশ্নটি উঠিলেও গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার সমস্ত দিকই যে আলোচনার অপেক্ষা রাখে সরকারের এই মনোভাব কমিটি নিয়োগের terms of reference এর মধ্যে ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য আমরা ইহাকে সহানুভূতি-সম্পন্ন মনোভাব বলিয়া মনে করি ও অভিনন্দিত করি।

যে কমিটিকে সরকার নিযুক্ত করিয়াছেন তাহাও তাঁহাদের উপর প্রদত্ত দায়িত্ব অতিশয় নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়াছেন। বস্তুতঃ সমস্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচয় গ্রহণ পূর্বক, দেশের প্রধান চিন্তানায়কদের সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা করিয়া কমিটি যে অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাদের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাদের ঐকান্তিকতা প্রমাণিত হইয়াছে।

ইহা সুবিদিত যে গ্রন্থাগার সংগঠনের বিভিন্ন বিষয়ে কর্মীদিগের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। সুতরাং কমিটির রিপোর্টের সমস্ত অংশ সর্বজনমনোমত হইবে ইহা একরূপ অসম্ভব। তথাপি যেহেতু কমিটির রিপোর্ট মাত্র সদস্যদের ইচ্ছানুযায়ী রচিত হয় নাই, রচিত হইয়াছে গ্রন্থাগার-বিশেষজ্ঞদের সহিত পরামর্শ করিয়া সেই হেতু এই রিপোর্ট যথেষ্ট ধীর ও স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখা

প্রয়োজন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে আমাদের অভিমত এই যে কমিটির নিকট সাক্ষ্য প্রদানকালে বিভিন্ন ব্যক্তি আপনাদের মতের অনুকূলে যে সমস্ত যুক্তির উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহা অবিকল (minutes of evidence) প্রচারিত হওয়া উচিত। ইহাতে আমাদের পক্ষে এই রিপোর্টটির বিচার করা সুবিধা হইবে।

কমিটির প্রধান দুইটি সুপারিশ সর্বত্র সমস্ত গ্রন্থাগার-কর্মী কর্তৃক অভিনন্দিত হইবে সমস্ত দেশের সর্বত্র নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিবার এবং গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করিয়া এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করিবার সুপারিশ বস্তুতঃ গ্রন্থাগার কর্মীমাত্রেরই অন্তরের দাবীকে প্রকাশ করিয়াছে। কমিটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এই দাবী উত্থাপন করিয়া গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন।

কমিটির রিপোর্টে বুক ব্যুরো, মিত্র মণ্ডল, সহযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতির বিষয়ে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে তাহাও সকলেরই সমর্থন লাভ করিবে।

কমিটির রিপোর্টের উল্লিখিত মূল বক্তব্যগুলিকে অভিনন্দিত করিলেও অনেক বিষয়ে আমরা কমিটির সহিত একমত হইতে পারি নাই। সরকার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের বিবেচনার জন্য আমরা সংক্ষেপে সেইগুলির উল্লেখ করিতেছি—

১। কমিটির রিপোর্টের অনেক স্থলে আমাদের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের মধ্যে গণ্ডগোল দেখা যায়। জাতীয় গ্রন্থাগার ও আঞ্চলিক জাতীয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টের ৪৬ পৃষ্ঠার শেষ সন্দর্ভে বলিয়াছেন। "We feel three or four National Libraries are necessory for so large a country as India, but under the existing circumstances, when the Library movement has not caught momentum, one National Library would suffice for the present." প্রথম অংশটির সহিত পরবর্তী অংশের বিরোধ স্পষ্টই বোঝা যায়। বস্তুতঃ Delivery of Books Act অনুযায়ী ভারতের চারিটি বিভিন্ন অঞ্চলে যে বিরাট পুস্তক সংগ্রহ একত্র হইবে তাহাকে সংগঠন করিয়া প্রকৃত গ্রন্থাগারে পরিণত না করা অনেকের নিকটই জাতীয় শক্তির অপচয় ও অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইবে। কমিটী নিজেও তাহা প্রণিধান করিয়াছেন। 'for the present" বলিয়া তাঁহারা নিজদিগকে যুক্তি জাল হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু এই পরিচ্ছেদের পরিশেষে যে খরচের ফিরিস্তি দেখান হইয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে কখনও যে এই জাতীয় পুস্তক সংগ্রহগুলি আঞ্চলিক জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিণত হইতে পারিবে তাহার আভাস নাই।

(২) গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা কাহাদের অধীন হইবে এ বিষয়ে কমিটি দৃঢ় ও নিশ্চিতভাবে মত দিতে পারেন নাই। কমিটি অবশ্য রাজ্য সরকারগুলির হাতে গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব দিবার পক্ষপাতী—জাতীয় স্বায়ত্বশাসন পরিচালন প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে নহে। এ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও, আমরা ইহার তাদৃশ বিরোধী নহি। বস্তুতঃ রাজ্যসরকারের হাতে গ্রন্থাগার পরিচালনের ভার থাকার কতকগুলি বিশেষ সুবিধাও আছে। কিন্তু কমিটি আবার অন্য পরিচ্ছেদে Library Authority স্থাপনের কথা বলিয়াছেন। রাজ্য গ্রন্থাগার হইতে পঞ্চায়েৎ গ্রন্থাগার পর্যন্ত প্রতি স্তরে কমিটি একটি করিয়া পরিচালন সভা গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন। Library Authorityর স্থান এই সমস্ত পরিচালন সভা ও সরকারের মধ্যে কোথায় কিভাবে হইবে কমিটি ভাল করিয়া বলেন নাই। এ বিষয়ে আরও ব্যাখ্যার অবকাশ আছে।

রাজ্য সরকার গ্রন্থাগারগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করিলেও জেলা বা পঞ্চায়েৎ পর্যায়ের কমিটির পুস্তক নির্বাচন বা স্থানীয় বিষয় সম্বন্ধে পুস্তক ও অন্যান্য নথিপত্রাদি সংগ্রহের দায়িত্ব থাকিবে একথাও রিপোর্টের কোথাও স্পষ্টভাবে বলা নাই। অবশ্য আমরা আশা করি কমিটির এবিষয়ে অনুমোদন আছে এবং সরকার তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৩) গ্রন্থাগার পরিচালনের ব্যয় নির্বাহের জন্য কমিটি ১০৯ পৃষ্ঠায় ৩' অঙ্কিত অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন, "To each Block or Municipal or Corporation Library Fund the State Government will add *an amount equal to the cess collected* either in cash or in the form of provision of staff or both" আবার ১০৪ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, By then, an income of Rs. 6½ to 7 crores from the cess could be expected. With the same amount from the Government of India and about *thrice the amount* from state revenues, the target of 33 crores that will be needed for a base-level country-wide library service could be reached." রাজ্য সরকারের প্রদেয় অংশ কমিটির মতে কত? ১০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আদায়ীকৃত অর্থের সমপরিমাণ, না ১০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আদায়ীকৃত অর্থের তিন গুণ।

আমাদের বিবেচনায় Municipal Library Fund or Corporation Library Fund বলিয়া কিছু গঠন নিষ্প্রয়োজন। এক একটি এলাকার জন্য Library Authority গঠন করিয়া তাহাদের হাতেই সমস্ত fund দেওয়া

উচিত। এই authorityর মধ্যেই পৌর-সভা বা পঞ্চায়েৎ-সভার স্থান থাকা উচিত।

(৪) রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় State Librarianএর স্থান সম্বন্ধেও আমাদের কিছু আশঙ্কা আছে। যদিও যোগ্যতার ক্ষেত্রে Library Director-এর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জ্ঞান ও গ্রন্থাগার পরিচালনার অভিজ্ঞতার উল্লেখ করা হইয়াছে, তথাপি আমাদের বিশ্বাস State Librarian, State Library Director-এর বৃত্তিবিষয়ক প্রধান উপদেশক হইবেন, এই বিধানের মধ্যে বিভিন্ন সরকার Director-এর বৃত্তি বিষয়ক অভিজ্ঞতার অপ্রয়োজনীয়তা খুঁজিয়া পাইবেন ও State Library Director পদে অগ্রন্থাগারিকগণই নিযুক্ত হইবেন। বস্তুতঃ স্বতন্ত্র State Library Director নিযুক্ত না করিয়া State Librarian-কেই এই পদের দায়িত্ব দেওয়া উচিত। তাঁহার দুইজন deputy স্বতন্ত্রভাবে State Libraryর বিভিন্ন বিভাগের ভার গ্রহণ করিবেন। এই দুইটি পদও Class I এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে State Library Councilএ State Librarianকে বাদ দিবার মত অযৌক্তিক ও অত্যন্ত দৃষ্টিকটু সুপারিশ করার প্রয়োজন হইবে না।

বস্তুতঃ সমস্ত রাজ্যের গ্রন্থাগার যোজনায়, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকেই নায়কের স্থান গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং State Librarian এর উপর রাজ্যের যাবতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দায়িত্ব দিলে আমাদের সুবিধা ছাড়া অসুবিধার কোন কারণ থাকিবে না।

(৫) লাইব্রেরীয়ানদের মর্যাদা আলোচনা প্রসঙ্গে কমিটি এক বৎসরের শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকগণকে Professional-এর মর্যাদা দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ জানেন যে B. T. পরীক্ষোত্তীর্ণ শিক্ষকগণ এক বৎসরের শিক্ষার পরই Professional এর মর্যাদা পাইয়া থাকেন। বিলাতের Associate-গণ গ্রাজুয়েট হইলে এক বৎসরেই Registration পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া Chartered Librarian বলিয়া পরিগণিত হইয়া পৃথিবীর সর্বত্র Professional-এর মর্যাদা পাইয়া থাকেন। এ কথা বলা বাহুল্য যে দুই বৎসর শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃই এক—বৎসর—শিক্ষিতগণ অপেক্ষা অধিক মর্যাদা পাইবেন। কিন্তু তাই বলিয়া ইঁহাদের Semi-professional বলিয়া মনে করা অন্যায় বলিয়াই আমাদের দৃঢ় অভিমত।

(৬) উচ্চতর গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাদানের অধিকার আমাদের মতে কেবল-মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ও Library Association এর থাকা উচিত। আমাদের

জাতীয় গ্রন্থাগার এখনও প্রাথমিক অবস্থা অতিক্রম করিতে পারে নাই। ইহার এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে যে ইহার পক্ষে এ দায়িত্ব গ্রহণ উচিত বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ Diploma পরীক্ষার পর গ্রন্থাগারিকগণ Indian Library Association কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চতর মর্যাদার দাবীদার হইতে পারিবেন এই ব্যবস্থাই আমাদের বিবেচনায় সর্বোত্তম। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ ব্যবস্থার ও পরীক্ষাগ্রহণের মানের যে তারতম্য দেখা যায় এবং তাহার ফলে শিক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে যে অসুবিধা হয় এই ব্যবস্থায় তাহা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইবে। Diploma পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর একজন গ্রন্থাগারিক অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আপন চেষ্টায় ও Indian Library Association পরিচালিত পাঠন ব্যবস্থায় উচ্চতর জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন, ইহা কি দুরাশা? এই ব্যবস্থায় সমস্ত গ্রন্থাগারিক আপন আপন জ্ঞান, মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির সমান সুযোগ পাইবেন বলিয়াও আমরা মনে করি।

(৭) Table of Library Posts, Qualifications প্রভৃতিতে কয়েকটি অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যাইবে। ৭৫ পৃষ্ঠায় Small City Libraryর Librarian এর জন্য Higher Start in the same grade as Headmaster of a High School সুপারিশ করা হইয়াছে। ৭৬ পৃষ্ঠায় City Libraryর Librarian এর জন্য Junior Class II (Education) Service এর সমান বেতন সুপারিশ করা হইয়াছে। যেহেতু গ্রন্থাগার পরিচালন রাজ্যসরকারের দায়িত্ব সেইহেতু এই বেতন ক্রমগুলিও রাজ্য প্রচলিত বেতনক্রমের সমান হইবে। এক্ষণে পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যে High School-এর Headmaster B. E. S. মর্যাদার অধিকারী। Small City Libraryর Librarian, B. E. S. এর অন্তর্ভুক্ত হইবেন অথচ City Libraryর Librarian Junior Service এর অন্তর্ভুক্ত হইবেন—ইহা নিশ্চয়ই কমিটির অভিমত নয়।

কমিটির সহিত আমাদের মতভেদের কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয়ের উল্লেখ উপরে করা হইল। কিন্তু কমিটি District Library Committee তে District Librarian কে সচিব নিযুক্ত করিবার, অগ্রন্থাগারিকের নিকট হইতে গ্রন্থাগারিক কে বৃত্তি বিষয়ক নির্দেশ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন না ঘটাইবার, গ্রন্থাগারিককে অনাদায়ী পুস্তকাদির জন্য দায়ী না করিবার এবং অন্যান্য আরও অনেক বিষয়ের সুপারিশ দান করিয়া গ্রন্থাগারিক বৃত্তিকে যে প্রচলিত অসুবিধা হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ভাদ্র ১৩৬৬

লিখন পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তন

প্রমীলচন্দ্র বসু

মানুষের মনের কথা দূরবর্তী স্থানের লোককে জানাবার অথবা পরবর্তী যুগের লোকের গোচরে আনার আগ্রহের তাগিদে উৎপত্তি হয়েছে লিখন পদ্ধতির। অক্ষরের সমাবেশে গঠিত হয় কথা; আর কথার জালে আবদ্ধ হ'য়ে মানুষের জ্ঞান, চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা আশ্রয় লাভ করে গ্রন্থের পৃষ্ঠায়। এই গ্রন্থ আজ স্থান ও কালের দূরত্বকে উপেক্ষা ক'রে সভ্যজগতের সর্বত্র বহন করে এবং অবাধে বিতরণ করে মানুষের জ্ঞান ও ধ্যান ধারণাকে সর্বজনের মধ্যে। গ্রন্থের কৃপায় মানুষের ধ্যান ও জ্ঞানের ফল আজ সর্বত্র সর্বলোকের সহজ লভ্য হ'য়েছে। কিন্তু বর্তমানের এই সুযোগের ব্যবস্থা একদিনে হয়নি। কত শত সহস্র বৎসরের অবিরাম অগ্রগতির প্রচেষ্টার ফলে আজকের এই ব্যবস্থা। আজকের গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য যত উপাদান, যত আয়োজন, যত ব্যবস্থার প্রয়োজন তার প্রত্যেকটির পশ্চাতে আছে দীর্ঘদিনের ইতিহাস। গ্রন্থ প্রণয়নের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে লিখন পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তন সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রাচীন ঘটনা।

অনুমান বিশ হাজার বৎসর পূর্বে গুহাবাসী মানুষ যে সকল জীবজন্তু শিকার ক'রে জীবনধারণ ক'রতো অথবা যে সকল জীবজন্তু বনে জংগলে তাদের চারিদিকে ঘুরে বেড়াত, রঙিন মাটি অথবা গাছপালা থেকে সংগৃহীত রং দিয়ে গুহার অভ্যন্তরে দেয়ালের গায়ে সেই সব মানুষ তাদের ছবি আঁকতো। দক্ষিণ ফ্রান্স এবং স্পেনের প্রাচীন গুহাবাসীদের পরিত্যক্ত যে সকল চিত্র ও অঙ্কন কার্য আবিষ্কৃত হ'য়েছে সেগুলি মানুষের লিপি চর্চার অতি প্রাচীন

নিদর্শন ব'লে মনে করা হয়। সে যুগের গুহাবাসী মানুষেরা শিকার করা জন্তুর হাড় অথবা শিংএর উপরও কারুকার্য অথবা চিত্র অংকন ক'রতো। এই সকল চিত্র বা অংকন কার্য সে সময়ে মানুষের মনের কথা অথবা চিন্তাধারার বাহকের কাজ ক'রবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়তো, অথবা তখনকার মানুষের অবসর সময় যাপনের জন্য শিল্পচর্চা হিসেবে করা হ'তো সেবিষয়ে এখনও পন্ডিতেরা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারেন নি। অনেকে মনে করেন যে এক শ্রেণী বা জাতির প্রধান ব্যক্তি কর্তৃক অন্য এক শ্রেণী বা জাতির প্রধান ব্যক্তির কাছে এই সকল হাড় বা শিংএর নক্সার কাজে উপহার হিসাবে প্রেরিত হ'তো এবং এই সকল বস্তুর অংকিত চিত্রকে বাণীর সংকেত হিসেবে ব্যবহার করা হ'তো। এই পন্থায় বিভিন্ন জাতি বা বিভিন্ন দেশের প্রধানদের মধ্যে বাণী বিনিময় হ'তো। চিত্রের সর্বজন গ্রাহ্য কোন নির্দিষ্ট অর্থ নির্ধারিত না থাকায় অনেক সময়ে প্রেরিত বাণীর ভুল অর্থ যে না করা হ'তো এমন নয়। হয়তো যে চিত্র বন্ধুত্বের বা নিমন্ত্রণের বাণী বহন ক'রে এনেছে তাকে ভুল ক'রে যুদ্ধের আহ্বান বলে মনে করা হ'ল। পক্ষান্তরে আবার হয়তো যুদ্ধের আহ্বানকে বন্ধুত্বের বাণী মনে ক'রে যুদ্ধে আহুত পক্ষ নিরুদ্বেগে নিশ্চেষ্ট রইল। এই ভুল শুধরাবার জন্যে শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশ, বিশেষ উদ্ভিদ বা বিশেষ জীবজন্তুর চিত্রে কার কি অর্থ হবে সে বিষয়ে ক্রমে মোটামুটি একটা সাধারণভাবে গ্রাহ্য নির্দিষ্ট ধারণা স্থির ক'রে দেওয়া হ'ল। এইভাবেই হ'ল লিখন পদ্ধতির প্রথম সূচনা বা উৎপত্তি।

গুহাবাসী মানুষের কথা বাদ দিলেও প্রাচীন যুগের মানুষ তার মনের কথা ধ'রে রাখবার জন্যে অথবা তা' একের কাছ থেকে অপরের কাছে বহনের জন্যে সাহায্য নিত আরও নানা ধরণের উপায়ের। ছোট ছোট যষ্টির গায়ে বহু রকমের দাগ বা ভাঁজ কেটে, নানা মাপের নানা রঙের সুতোর সাহায্যে, সুতোয় বিভিন্ন সংখ্যায় অথবা বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থি বন্ধন ক'রে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অথবা বিভিন্ন উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করার প্রথা প্রচলিত ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আদিম যুগের মানুষদের মধ্যে। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (Herodotus), সিথিয়ান (Scythian) জাতি কর্তৃক পারস্যরাজ দারায়ুস (Darius)কে প্রেরিত এক বার্তার বিচিত্র বিবরণ দিয়ে গেছেন। একটি পাখী, একটি ইঁদুর, একটি ব্যাঙ, এবং পাঁচটি তীরের সমন্বয়ে গঠিত ছিল এই বার্তা। বার্তার উপাদান বিশ্লেষণে বার্তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে সিথিয়ানরা

পারস্যবাসীদের বলছে : 'হে পারস্য জাতি, তোমরা কি পাখীর মত দ্রুত ধাবমান হ'তে পার, ইঁদুর যেমন মাটির মধ্যে আত্মগোপন ক'রতে পারে তোমরা কি সেইরকম সুনিপুণভাবে আত্মগোপন ক'রতে পার ব্যাঙের মত তোমরা কি জলাভূমির মধ্যে লাফিয়ে চ'লতে পার? তা' যদি তোমরা না পার তা' হ'লে আমাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার চেষ্টা ক'রো না—ক'রলে আমরা তীরদ্বারা তোমাদের পরাভূত ক'রবো।'

মনের কথা প্রকাশের পূর্ববর্ণিত উপায়সমূহ আসল লিখন পদ্ধতি অবলম্বনের পূর্ব ইতিহাস। এখনও আফ্রিকা এবং অন্যান্য অনেক স্থানে কোন কোন আদিম জাতিদের মধ্যে এইসব পদ্ধতির কোন কোনটি প্রচলিত আছে। এই সকল পদ্ধতির মধ্যে চিত্রলিপিকেই লিখন পদ্ধতির সত্যাকারের প্রথম ধাপ বলা যেতে পারে। এই প্রথম ধাপের যুগে মনের কথা প্রকাশের জন্য অংকিত চিত্রের কোন নাম ছিল না। কোন বস্তুর চিত্র এঁকে সেই বস্তুকে বা সেই বস্তুর শ্রেণীকে বোঝান হ'তো। যেমন একটা ফুলের চিত্র দ্বারা ফুলকে, পাখীর চিত্রদ্বারা পাখীকে, গাছের চিত্রে গাছকে বোঝাত। এই ধরণের চিত্রের সাহায্যে কোন চলমান বা গতিশীল বিষয়বস্তু না বুঝিয়ে স্থির ও অচঞ্চল কোন বস্তুকে মাত্র বোঝান হ'তো। এই লিপিকে চিত্র লিপি (pictogram) বলা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে আবির্ভাব হ'ল সেই ধরণের চিত্র যা ইঙ্গিতে কোন বিষয় বা ঘটনা প্রবাহ বুঝিয়ে দিত। এই পদ্ধতিতে যে বস্তুর চিত্র আঁকা হ'তো সাধারণতঃ সেই বস্তুকে বোঝাবার জন্য চিত্রটি আঁকা হ'তো না। চিত্র আঁকা হ'তো এইজন্য যে এই দেখে মানুষ তার ধারণা শক্তির সাহায্যে চিত্রের নির্দেশিত ইঙ্গিতের বিশ্লেষণ দ্বারা বক্তব্য বিষয় বুঝবার চেষ্টা ক'রবে। যেমন ধরুন হাড়কঙ্কাল সার একটা লোকের চিত্র হাড় বা কঙ্কাল বা ক্ষীণকায় লোক বোঝাবার জন্য আঁকা হ'তো না, আঁকা হ'তো দুর্ভিক্ষ বোঝাবার জন্য। আবার নিঃসৃত অশ্রু বিশিষ্ট চোখের চিত্র, অশ্রু বা চোখ না বুঝিয়ে ইঙ্গিতে জানাত দুঃখের ধারণাকে। আজকের দিনেও বিশেষ ধারণাজ্ঞাপক ইঙ্গিতের নানা চিত্র ব্যবহৃত হয় সভ্য সমাজে। যেমন ভূমির সাথে সমান্তরালভাবে প্রসারিত তর্জনী সহ মুষ্টিবদ্ধ হাতের চিত্র এই ধারণার সৃষ্টি ক'রে যে তর্জনী নির্দেশিত দিকে যেতে হবে অথবা সেইদিকে লক্ষ্য ক'রতে হবে। এখানে হাত, মুষ্টি, তর্জনী এসবের নিজস্ব কোন অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে না; ইঙ্গিতে প্রকাশ পাচ্ছে মনের এক বিশেষ ধারণা,

যথা 'এই দিকে চাও' বা 'এখানে দেখ' ইত্যাদি ! এই পদ্ধতিকে ভাবজ্ঞাপক চিত্রলিপি (Ideograms) পদ্ধতি বলা হয় ।

স্থির চিত্র এবং ভাবজ্ঞাপক (Ideographic or synthetic) চিত্রের পরবর্তী অধ্যায়ে উদ্ভাবিত হ'ল বিশ্লেষণাত্মক লিখন (Analytic writing) । এই পদ্ধতিতে অভিজ্ঞতা ও বহুলভাবে ব্যবহারের ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ চিত্র বা চিহ্নের স্থায়ী অর্থ নির্ধারিত হ'ল এবং ঐ সকল চিত্র চিহ্ন নির্দিষ্ট অর্থে সদা সর্বদা ব্যবহৃত হতে লাগলো। এই প্রণালী থেকে তীরের মাথার মত অথবা কীলকের আকৃতির মত এক ধরণের লিপি প্রণালী প্রচলিত হ'ল মধ্যপ্রাচ্যের সুমেরিয়ান জাতির মধ্যে এবং সেখান থেকে এসিরিয়া, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশে। এই লিপির আকৃতি কীলকের মত ব'লে এর নাম 'কীলক লিপি' (cuneiform writing) । ইতিপূর্বে চিত্র লিপি সাধারণতঃ পাথর বা কোন শক্ত বস্তুর উপর খোদাই ক'রে অঙ্কিত হ'ত। 'কীলক লিপি' কাঁচা মাটির ইট বা অন্য আকারের মৃত্তিকা খণ্ডের উপর তীক্ষাগ্র কলমের অগ্রভাগ দিয়ে অঙ্কিত হ'ত এবং পরে ঐ মাটি পুড়িয়ে শক্ত করা হ'ত।

এই পদ্ধতিতে মানুষের শব্দ উচ্চারণের এক এক অংশকে বিভিন্ন ধরণের কীলক চিত্রে বা চিহ্নে রূপদান করা হ'ল। খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বৎসর পূর্বে মিশর দেশের লোকেরা এক ধরণের লিপি উদ্ভাবন ক'রলেন যার নাম হাইরোগ্লিফিক (hieroglyphic) লিপি। এই পদ্ধতিতে নানা চিত্রে এবং চিহ্নের দ্বারা সাধারণ চিত্রলিপি ভাবজ্ঞাপক চিত্রলিপি এবং ধ্বনি জ্ঞাপক চিত্রলিপির সমাবেশ ঘটলো। মিশর দেশে এই লিখন ব্যাপারকে অতি পবিত্র ধর্মীয় ব্যাপার ব'লে গণ্য করা হ'তো। পরে এই পদ্ধতি থেকে আরও দু'টি পদ্ধতির উদ্ভব হয়। একটি হাইরোগ্লিফিক পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত ও সহজ সংস্করণ। এটির নাম হায়রেটিক (Heiratic) লিখন বা পবিত্র ধর্ম সংক্রান্ত লিখন। এই লিখন পদ্ধতি প্রধানতঃ যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই পদ্ধতি থেকে সহজতর আর এক পদ্ধতি প্রচলিত হ'ল ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজকর্ম চালাবার জন্যে এবং সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্যে – যার নাম 'ডিমোটিক' (Demotic) লিখন বা জনসাধারণের লিপি। হায়রেটিক ও ডেমোটিক লিপি সাধারণতঃ প্যাপিরাসের উপর লিখিত হ'ত। লিখন পদ্ধতির চিত্রলিপি থেকে ধ্বনি 'জ্ঞাপক লিপিতে বিবর্তনের পথে 'কীলকলিপি', হাইরোগ্লিফিক লিপি ও তা'থেকে উদ্ভূত অন্যান্য লিপি হ'চ্ছে মধ্যবর্তী রূপ বা ধাপ। লিখন

পদ্ধতির মধ্যবর্তী এই রূপের মধ্যে চিত্র ও ধ্বনিজ্ঞাপক চিহ্ন উভয়েরই সমাবেশ হ'য়েছে।

নামহীন সাধারণ চিত্রলিপি থেকে লিখন পদ্ধতি ধীরে ধীরে সম্পূর্ণভাবে ধ্বনিজ্ঞাপক লিপিতে রূপান্তরিত হবার পথে অগ্রসর হ'তে থাকে। এই পরিবর্তন সম্পূর্ণ হ'তে দীর্ঘ সময় লাগে। পূর্বেই উল্লেখ করা হ'য়েছে যে মধ্যপথে আবির্ভাব হয় উভয় পদ্ধতির সমাবেশে উৎপন্ন পূর্ববর্ণিত নানা লিখন পদ্ধতি। ধ্বনিজ্ঞাপক লিখন পদ্ধতির প্রথম পর্যায়ে কোন একটি কথাকে বোঝাবার জন্যে চিত্রকে ব্যবহার করা হ'ত। ঐ কথাটি উচ্চারণের ধ্বনি এবং চিত্রটির নামের উচ্চারণের ধ্বনির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে। যেমন ধরুণ 'গোপাল' নামটি বোঝাবার জন্যে হয়তো একত্রে কয়েকটি গরুর ছবি আঁকা হ'ল। গরুর দল, অর্থাৎ 'গো—পাল' এই চিত্রের নামের উচ্চারণ এবং 'গোপাল' নামক ব্যক্তিটির নামের উচ্চারণ একই হওয়ায় উচ্চারণের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে গরুর দলের চিত্র দ্বারা 'গোপাল' নামক ব্যক্তিকে বোঝাবার চেষ্টা হ'ল এখানে। এখানে চিত্রটি চিত্রের বিষয় বস্তুর অর্থ না বুঝিয়ে চিত্রের নামের উচ্চারণ ধ্বনির সাহায্যে বক্তব্য বিষয় প্রকাশ ক'রছে। এখানেও চিত্র ও ধ্বনির সমাবেশে গঠিত লিপির মাধ্যমে মনের কথা প্রকাশ করা হচ্ছে; যে বস্তুর চিত্রের সাহায্যে এই অর্থ বোঝাবার কাজ চ'লছে সে বস্তুটিকে একেবারে পরিহার বা উপেক্ষা করা সম্ভব হ'চ্ছে না। তার সম্বন্ধেও চিন্তা মনে আনতে হ'চ্ছে। কিন্তু বিশুদ্ধ ধ্বনিজ্ঞাপক লিখন পদ্ধতিতে এই অবস্থা আর থাকেনা। তখন একমাত্র ধ্বনি জ্ঞাপক বস্তু নিরপেক্ষ চিহ্নের সমাবেশেই কোন কথার লিখিতরূপ প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় ঐ চিহ্নগুলি বিশেষ বিশেষ ধ্বনির প্রতীক ব্যতীত আর কিছু নয়। বক্তব্য বিষয়ের ধ্বনির ভিত্তিতে তা'কে লিপিবদ্ধ করার প্রথম দিকে এক একটা কথার পূর্ণ অংশ উচ্চারণের ধ্বনির প্রতীক হিসাবে কোন চিত্র বা চিহ্ন ব্যবহৃত হ'ত। ক্রমে কোন একটি কথার এক কালে উচ্চারিত অংশ বিশেষের (অর্থাৎ syllable এর) ধ্বনিকে এক একটা চিহ্ন দ্বারা নির্দিষ্ট করা হ'ত—এবং যে কয়টি এককালীন উচ্চারিত পৃথক পৃথক অংশ কোন কথার মধ্যে থাকতো সেই কয়টি পৃথক অংশের নির্দেশক। পৃথক পৃথক চিহ্নের সমাবেশে সম্পূর্ণ কথাটি লিখিতভাবে গঠিত হ'ত। ধ্বনিজ্ঞাপক চিহ্ন লিপির সর্বশেষ পর্যায়ে কথার ক্ষুদ্রতম অংশের প্রতীক চিহ্নের সৃষ্টি হ'ল প্রয়োজনের তাগিদে। ক্ষুদ্রতম অংশের সমষ্টি নিয়েই এক একটি কথা গঠিত

হয়। কথার মূল ক্ষুদ্রতম অংশগুলি নির্দিষ্ট ক'রে নিতে পারলে এবং সেই ক্ষুদ্রতম অংশের প্রতিটির জন্য এক একটি চিহ্ন নির্দিষ্ট ক'রে দিতে পারলে যে কোন কথা লিখিতভাবে গঠনের আর অসুবিধা থাকেনা। এই অসুবিধা দূর করার জন্য সৃষ্টি হ'ল অক্ষর এবং অক্ষরের সাহায্যে সুরু হ'ল লেখা অক্ষর বা বর্ণভিত্তিক লিখন। কথা উচ্চারণের জন্য মানুষের গলার যে ধ্বনি তার মূল সূত্র অনুসন্ধান ক'রে বিভিন্ন ধ্বনি নির্দেশক এক একটি চিহ্ন নির্দিষ্ট হ'ল, তাদের বলা হ'ল অক্ষর। সমগ্র অক্ষরের একত্র সংগ্রহকে বলা হ'ল বর্ণ বা alphabet। প্রয়োজনমত বিভিন্ন অক্ষরের সমাবেশ দ্বারা এক একটা কথার সৃষ্টি হয় লিখিতভাবে। কথার সমষ্টি দ্বারা সৃষ্টি হয় বাক্যের। মানুষের মনের কোন ধারণার পূর্ণ প্রকাশ হয় বাক্যের সাহায্যে। কাজেই মনের কোন একটা সম্পূর্ণ ভাব এই ধ্বনি জ্ঞাপক চিহ্ন বা অক্ষরের সমাবেশে সৃষ্ট কথা ও কথার সমাবেশে সৃষ্ট বাক্য দ্বারা লিখিতভাবে প্রকাশ করার বৈজ্ঞানিক প্রথা উদ্ভাবিত হ'ল এই অক্ষর বর্ণভিত্তিক লিখন পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে। আজ সভ্যজগতের প্রায় সর্বত্র এই বর্ণভিত্তিক লিখন পদ্ধতির প্রচলন হ'য়েছে।

পণ্ডিত ব্যক্তিদের অনেকের ধারণা যে বিভিন্ন সভ্যদেশে প্রচলিত বর্ণ-ভিত্তিক লিখন পদ্ধতির সকলগুলিরই উৎপত্তি হ'য়েছে একই সাধারণ গোত্র থেকে এবং সে গোত্রটির মূল উৎস 'সেমিটিক'। বর্ণভিত্তিক লিপির সর্বপ্রাচীন নিদর্শন যা' পাওয়া গিয়াছে তা'র নাম হ'চ্ছে মেসার (Mesha) পাথর অথবা মোয়াবি (Moabite) পাথর। মোয়াবের রাজা মেসার কীর্তিকাহিনী এই প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ হ'য়েছে। পাথরটি এখন প্যারিসের বিখ্যাত সংগ্রহশালা লুভারে রক্ষিত আছে।

যীশু খৃষ্টের জন্মের এক হাজার বৎসর পূর্বে এই পাথরে লিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় ব'লে অনুমান করা হয়। ইহার বহু পূর্বেই বর্ণভিত্তিক লিখন-পদ্ধতি উদ্ভাবিত হ'য়েছে ব'লে স্থিরীকৃত হ'য়েছে।

সিরিয়ার সেমিটিক জাতির লোকেরা আদি বর্ণমালা ব্যবহার করেন এবং খৃষ্টপূর্ব এক হাজার থেকে দু'হাজার বছরের মধ্যে এই বর্ণমালার উৎপত্তি হয ব'লে অনেকে মনে করেন। এই বর্ণমালার উপর মিশরের হাইরোগ্লিফিক লেখনপদ্ধতির প্রভাব দেখা যায়। এই বর্ণমালার ২২টি অক্ষর ছিল। অতঃপর ফিনিসিয়ানরা এই বর্ণমালার কিছু পরিবর্তন সাধন ক'রে ব্যবহার করেন।

পরে প্রায় খৃষ্টপূর্ব একাদশ অব্দে গ্রীক জাতি এই বর্ণমালাকে নিজেদের উপযোগী ক'রে গ্রহণ করেন। গ্রীকদের কাছ থেকে রোমানরা খৃষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীর শেষভাগে ইহা গ্রহণ করেন এবং প্রয়োজন মত এর পরিবর্তন সাধন করেন। বর্তমানের ইংরাজী বর্ণমালা ল্যাটিন বর্ণমালা থেকেই উদ্ভূত।

চীন দেশের লিপি পদ্ধতি বহু প্রাচীন। এই পদ্ধতি পূর্ণভাবে ধ্বনির বর্ণভিত্তিক পদ্ধতি নয়; কিছুটা ধ্বনিভিত্তিক এবং কিছুটা চিত্রের ভাবজ্ঞাপক ভিত্তি অবলম্বনে গঠিত। চীনা ভাষায় ৪০ হাজার অক্ষর আছে ব'লে প্রকাশ। হরপ্পা ও মাহেঞ্জদাড়ো আবিষ্কারের ফলে প্রাক-আর্য যুগের ভারতবর্ষের যে সমৃদ্ধ সভ্যতার কথা জানা গিয়েছে সেই সভ্য সমাজে প্রচলিত লিপি পদ্ধতিও এই সাথে আবিষ্কৃত হ'য়েছে। কিন্তু ঐ লিপির উৎপত্তি বা গোত্রকথা সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্ত এ পর্যন্ত কারও পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। ফলে এ বিষয়ে যথেষ্ট মতের দ্বন্দ্ব আছে। ঐ লিপি ভারতবর্ষে উদ্ভাবিত অথবা মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের লিপি থেকে উদ্ভূত সে বিষয়ে শেষ কথা এখনও জানা যায় নি। পরবর্তী যুগের ভারতবর্ষের প্রাচীন লিপি ব্রাহ্মি ও খরোষ্টি সেমিটিক লিপি গোত্র থেকে উদ্ভূত ব'লে অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে ক'রলেও এ বিষয়েও মতদ্বৈধতা আছে। কেহ কেহ মনে করেন ভারতের একটি প্রাচীন লিপি বিশেষতঃ ব্রাহ্মি লিপি সম্ভবতঃ সেমিটিক লিপি নিরপেক্ষভাবে ভারতবর্ষে উদ্ভাবিত হ'য়েছে। তবে বর্ণভিত্তিক ভাষাসমূহের মধ্যে সংস্কৃত ভাষাই যে সর্বাপেক্ষা ত্রুটিশূন্য বৈজ্ঞানিক বর্ণভিত্তিক ভাষা এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতের পার্থক্য নেই।

গ্রন্থাগারে পোকামাকড়

চৈতালী সেন

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক জে. বি. এস. হ্যালডেন সাহেবকে কিছুকাল আগে বলতে শোনা গেছল—Try to understand the language of the insects. তাঁর মতে পোকামাকড়েরা প্রকৃতির সঙ্গে একটা ভারসাম্য রক্ষা করে; বে-পরোয়াভাবে কীটপতঙ্গ বিনষ্ট করলে প্রাকৃতিক একটা বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। হ্যালডেন সাহেবের উপদেশ কেউ মেনেছেন কি-না তা জানা যায়নি। তবে একটা কথা মনে হয় যে পোকামাকড়কে আদৌ মেরে নির্বংশ করা যায় কি-না সন্দেহ। কেন-না সম্প্রতি দেখা গেছে যে পোকামাকড়েরা নানারকম প্রতিষেধক বস্তু এমন কি ডি.ডি.টি.'র মত জিনিসের বিরুদ্ধেও এক প্রতিরোধ ক্ষমতা আয়ত্ত করেছে।

ধরার বুকে পোকামাকড়ের যখন আবির্ভাব ঘটে তখন আদম ও ইভের সৃষ্টি প্রকৃতি দেবীর কল্পনায় এসেছিল কি-না কে-জানে। প্রাণীজগতে পোকামাকড়ের মত বড় শত্রু মানুষের কাছে আর নেই। দিবানিশি মানুষের সঙ্গে তারা সর্বক্ষেত্রে বৈরিতা করে। মানুষের মত পোকামাকড়েরাও বিবর্তনের ধারায় নানারকম খাদ্য গ্রহণ ও পরিবর্তন করেছে। লক্ষ লক্ষ রকমের পোকামাকড়ের মধ্যে মাত্র গুটিকতক পোকা গ্রন্থাগারে সুখাদ্যের সন্ধান পেয়েছে। আমাদের ভাগ্য ভাল যে পোকামাকড়দের গোটা সমাজটা গ্রন্থাগার কর্মীদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়নি।

পোকামাকড়ের সমস্যা নেই এরূপ গ্রন্থাগার বিরল বললেই চলে। বিশেষ করে আমাদের মত দেশে যেখানকার জলবায়ু নানাজাতের পোকামাকড়ের উৎপত্তি ও জীবন ধারণের পক্ষে অনুকূল। আপাতদৃষ্টিতে মনে প্রশ্ন জাগে যে গ্রন্থাগারের শুষ্ক ও রুক্ষ পরিবেশে কি ভাবেই বা পোকামাকড় জন্মায় আর কি খেয়েই বা তারা বেঁচে থাকে। পোকামাকড়ের উৎপাতে সকল গ্রন্থাগার কর্মীকেই অল্পবিস্তর অতিষ্ঠ হতে দেখা যায়। পোকার অত্যাচার থেকে স্থায়ীভাবে রেহাই পেতে হলে গ্রন্থাগার কর্মীদের কীটতত্ত্বের টুকিটাকি কথা

জেনে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে শুধু যে-পোকাগুলি গ্রন্থাগারের অনিষ্ট করে সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করাই প্রাসঙ্গিক ও সমীচীন।

ভূমণ্ডলের বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু অনুযায়ী সেখানকার পোকামাকড় প্রাথমিক কালে সৃষ্ট হলেও বিবর্তনের ধারায় তারা নানা ভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন স্থানেই জল হাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়। এখন সর্বজাতের পোকাই সর্বদেশে অল্পবিস্তর বিরাজমান। তারা দেশ পর্যটন করেও বেশ স্বচ্ছন্দে। লণ্ডনের বইয়ের গুদাম থেকে কোনও আরশুলা পরিবারের বাচ্ছাকাচ্চারা বাক্সবন্দী হয়ে বেশ অনায়াসেই চলে আসতে পারে কলেজ ষ্ট্রীটের বইয়ের দোকানে। বই, ওষুধপত্র, চামড়ার জিনিষ প্রভৃতির মধ্যে থেকে তারা আন্তর্দেশিক ভ্রমণ করে। আর ধরা পড়ার আগেই জিনিষপত্র নষ্ট করে দেয়।

যে সব পোকামাকড় গ্রন্থাগারের শত্রু তাদের জীবনবৃত্তান্তের (Ecology) টুকিটাকি যেমন কোন্ আবহাওয়া তাদের জন্ম ও বৃদ্ধির অনুকূল, কোন্ খাদ্য তারা গ্রহণ করে, কোথায় বাসা বাঁধে ইত্যাদি গ্রন্থাগার কর্মীদের জানা দরকার।

কিছু পোকা আছে যা সহজে দেখা না, আবার এক জাতের পোকা আছে যা এমন জায়গায় লুকোয় যে খুঁজে বের করে মারে কার সাধ্যি! ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, গ্রন্থাগার কীট একেবারে চিরকালের মত নির্বংশ করা যায় না। দিনকতক বেশ তারা গা ঢাকা দেয়; কিন্তু আবার কোত্থেকে অলক্ষ্যে হাজির হয় তা ধরাই যায় না। গ্রন্থাগার ভবনের একদিক তাদের কবলমুক্ত করার পর দেখা যায় হয়ত আর একদিক থেকে তারা বেরুচ্ছে। খাবারের অভাবও হয় না। না খেয়েও দীর্ঘকাল অনেক পোকা স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকে। গ্রন্থাগারে দু'ধরণের পোকা দেখা যায়। এক শ্রেণীর পোকা একক ভাবে ঘুরে বেড়ায় ও বইপত্র কাটে। অন্য শ্রেণীর পোকা দল বেঁধে যা কিছু করবার করে। পোকা মারার নির্দিষ্ট কোনও প্রণালী নেই। পরীক্ষা-নিরিক্ষার মাধ্যমে উপায় উদ্ভাবন করে এবং অন্যের অভিজ্ঞতা প্রসূত প্রণালী অবলম্বন করে প্রাথমিক অবস্থায় গ্রন্থাগার কীটকে মেরে না ফেললে পরে খুব মুস্কিল হয়। তাই নিজেদের সমস্যা ও গুরুত্বপূর্ণ এক প্রয়োজনেই গ্রন্থাগার কর্মীদের পোকামাকড় সম্বন্ধে মোটামুটি অবহিত থাকা উচিত। তার জন্যে যেমন চাই নিয়ম-নিষ্ঠা, তেমনি চাই ধৈর্য ও অধ্যবসায়।

অনেকেই জানেন যে পোকামাকড় দুটি মৌলিক শ্রেণীতে বিভক্ত। উৎপত্তি ও জীবন প্রবাহ অনুধাবন করলে দেখা যায় যে প্রথম শ্রেণীর পোকাগুলি জন্মাবার পর দেহের পূর্ণ অবয়ব লাভ না করলেও পরিণত অবস্থার মতই তাদের দেখায়। তখন তাদের বলা হয় nymph। অঙ্গের বিকাশ ও পাখনা গজাতেই যা তাদের বিলম্ব ঘটে। এ শ্রেণীতে উই, আরশুলা ও এক ধরণের গ্রন্থ-কীট পড়ে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর পোকামাকড়ের জীবন বিবর্তনে একটা সুস্পষ্ট দৈহিক রূপান্তর (metamorphosis) দেখা যায়। শরীরের প্রাথমিক অপরিণত অবস্থাকালে তাদের শূককীট ও পরিণত, পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হলে তাদের মূককীট বলা হয়। বীটল নামক গ্রন্থকীঠ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বীটল নানা প্রকারের আছে।
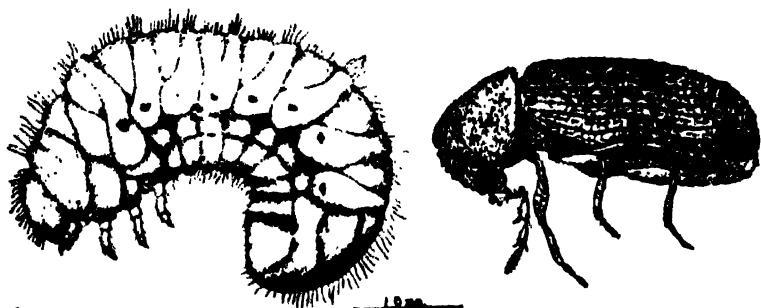
বীটলের শূক ও মূক কীট

গ্রন্থাগার-কীটদের মধ্যে গ্রন্থের অন্যতম বড় শত্রু হল এই বীটল কীট। শূক অবস্থায় এদের দেখতে সাদা এবং মাথাটি পিঙ্গল বর্ণের। সারা দেহে পিঙ্গল লোমও দেখা যায়। পূর্ণাঙ্গ দেহ প্রাপ্তির পর এদের দৈর্ঘ এক ইঞ্চির দশ ভাগের এক ভাগের মত হয়। যৌবনাবস্থার চেহারা হয় সোনালী, কিন্তু পরে খয়েরী হয়ে যায়। অন্যান্য অনেক পোকার মত এদের দুজোড়া করে পাখনা থাকে। পেছনের দুটি দিয়ে তারা ওড়ে এবং বসবার সময় সামনের শক্ত দুটির নীচে পেছনের দুটি গুটিয়ে বসে। সামনের পাখনা দুটির কাজ দেহের পেছনের অংশকে ঢেকে রাখা। এই পোকাগুলো শূক ও মূক উভয় অবস্থাতেই বইয়ের বাঁধানো অংশ বা কাগজের মধ্যে সুড়ঙ্গ করে বাসা বাঁধে। শুকনো কাঠের জিনিষেও এরা বাসা করে। এরা মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশেই

বিচিত্র ধরণের খাদ্যের ওপর নির্ভর করে। খাদ্যদ্রব্য বিনষ্ট করা ছাড়াও চামড়া, শুকনো কাঠ ও বেতের আসবাবপত্রের যথেষ্ঠ ক্ষতি সাধন করে। এমন কি বিষাক্ত ওষুধ ও গাছগাছড়া যেমন aconite, belladona প্রভৃতিও এদের খেতে দেখা গেছে। মুক কীটেরা বইয়ের ভেতর কাটা সুড়ঙ্গের ভেতর ডিম পাড়ে। তার থেকে সাদা সাদা ক্ষুদে ছানা ফুটে ওঠে, এবং এরাও পরে সুড়ঙ্গ কাটার কাজে অংশ নেয়। এই ক্ষুদে ছানা বা শুক কীটগুলোই সবচেয়ে সাংঘাতিক। বইপত্র বেশী ব্যবহৃত হলে এদের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে জায়গায় বই থাকলে এদের আক্রমণের সম্ভাবনা ঘটে। বইপত্র নিয়মিত বের করে দেখা ও পরিস্কার করাই হল এদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিকার। নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত সজাগ থাকতে হবে। আক্রান্ত বইগুলিকে অন্যান্যগুলি থেকে সরিয়ে রাখা বিধেয়। খানিকটা তুলো তারপিন তেলে ভিজিয়ে তাকের পেছনে রাখা ভাল। বেনজিনের প্রলেপ লাগালে পোকার প্রাদুর্ভাব কেটে যায়। খুব অধিক সংখ্যক বইয়ে পোকা ধরে থাকলে সেগুলোকে অবিলম্বে সরিয়ে ফেলে Carbon Sulphide কিংবা Benzene-এর ধোঁয়া প্রয়োগ করতে হবে। বইয়ের ভেতরে সর্বত্র ধোঁয়া অনুপ্রবেশ করলে পোকা নির্মূল হয়ে যাবে। এজন্যে একটা fumigation chamber-এর ব্যবস্থা করতে হবে। ছোট কাঠের বায়ুনিরোধক বাক্স কিংবা বায়ুনিরোধক লোহার আলমারির সাহায্যে উক্ত fumigation-এর কাজ করা যায়। এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভবিষ্যতে করার ইচ্ছে রইল।

বইয়ের দ্বিতীয় বড় শত্রু হল রূপোলী পোকা (Silver-fish) এদের পাখনা থাকেনা; আর বীটল-পোকার চেয়েও এরা প্রাচীন। দেখতে ছোট্ট, উজ্জ্বল আঁশাল। স্কেলে মাপলে দৈর্ঘ এদের আধ ইঞ্চির কাছাকাছি।
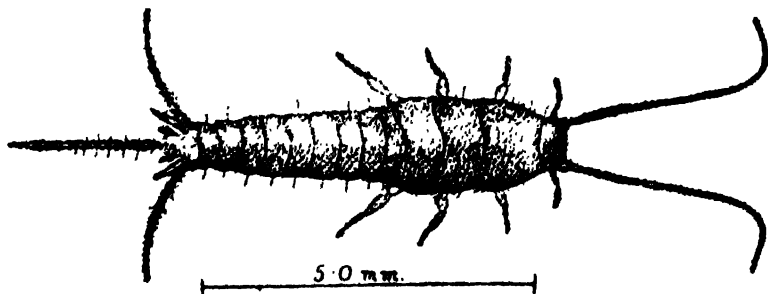
পূর্ণাঙ্গ অবস্থার রূপোলী পোকা

সামনে থাকে দুটো লম্বা শুঁড় আর পেছনে তিনটে পুচ্ছ। আঁশ থাকার দরুণ শরীর এদের রুপোর মত চকচক করে। ময়লা বা নোংরা স্থানে এদের গতিবিধি বেশী। রাত্রি বা অন্ধকারে এদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। দিনের বেলায় তাকের আনাচে-কানাচে বা ফাঁক-ফাটলে এরা আশ্রয় নেয়, তখন এদের দেখাই যায় না। নৈশবিহারে এদের ব্যাঘাত ঘটলে এরা এমন দ্রুতবেগে চম্পট দেয় যে ধরা মুস্কিল। যে-সব জিনিসে শ্বেতসারের ভাগ বেশী থাকে সেগুলিই এদের প্রধান খাদ্য, যেমন বইয়ের বাঁধানো অংশের ন্যাকড়া, আঠা রেয়ন বা মাড় দেওয়া কাপড়-চোপড় প্রভৃতি। অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে অফিস ও গ্রন্থাগার গৃহে এদের দেখা যায়। গরম জায়গার কাছেও এরা আস্তানা গাড়তে ভালবাসে। যেসব স্থানে লোকের আনাগোনা কম ও অন্ধকার বেশী সেখানেই এরা বাসা বাঁধে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের জলবায়ু অনুযায়ী রুপোলী পোকার বিভিন্ন প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়। গরম স্থান বা দেশে এরা সারা বছরই ডিম পাড়ে আর পরিণত পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পৌঁছতে এদের ন' মাসও লাগে না। শীতের দেশে এরা শুধু বসন্তকালে ডিম পাড়ে। সেখানে বাচ্চাদের বড় হতে দু' বছরও লেগে যায়। এদের বংশ বৃদ্ধি দ্রুত হয় না বটে, কিন্তু এদের নির্বংশ করাও শক্ত। কারণ এরা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, বহুদিন বেঁচে থাকতে পারে—দরকার হলে আট ন' মাস না খেয়েও। তাকেতে ন্যাপথালিন রেখে দেওয়া প্রতিকার হিসেবে ফলপ্রদ। বাঁধাছাঁদা জিনিষের ভেতর paradichlorobenzene-এর ব্যবহার কার্যকরী হবে। খোলা তাকে যেখানে বই রাখা হয় সেখানে তাদের প্রিয় খাদ্যে বিষ মিশিয়ে রাখা যেতে পারে, যেমন ১০০ ভাগ ময়দার সঙ্গে ৮ ভাগ সেঁকো বিষ (আর্সেনিক), ৫ ভাগ দানা চিনি, আর ওজন করে ২।৷০ ভাগ নুন। প্রথমে এগুলো জলে মিশিয়ে নিতে হবে, পরে শুকিয়ে গেলে ছোট ছোট দানা করে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। দানাগুলো চ্যাপ্টা ছোট বাক্সে এক চামচের মত রেখে, জীর্ণ কাগজ দিয়ে আলুত করে ঢেকে তাকের পেছনে অন্ধকারে রেখে দিতে হয়। তবে নজর রাখতে হবে যে ছোট ছেলেমেয়ে বা পোষা কুকুর বিড়ালের নাগালের মধ্যে যেন সেগুলো না যায়, এ ছাড়া pyrethrum আর kerosine গুলে spray করলে কিংবা pyrethrum powder তাকের খাঁজে ফাটলে ছিটিয়ে দিতে পারলে কাজ হয়। এতে মানুষের ক্ষতি হয় না, তবে তাড়াতাড়ি ঝাঁঝ চলে যায় বলে এ জিনিষ বারে বারে বদলাতে হয়।

এবার আরশোলার প্রসঙ্গে আসা যাক। রূপোলী পোকার তুলনায় আরশোলা বইয়ের ক্ষতি সাধন করে অনেক কম। কাগজ যতটা না নষ্ট করে তার চেয়ে ঢের বেশী ক্ষতি করে বইয়ের বাঁধানো অংশের। কারণ বাঁধাইয়ের কাজে শ্বেতসার যুক্ত দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয়। আরশোলাই বইয়ের সৌন্দর্যহানি সবচেয়ে বেশী করে। আর আরশোলা থেকে একটা উৎকট দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয় যার রেশ সহজে কাটতে চায় না। নাদির সঙ্গে লালা মিশ্রিত হয়ে গন্ধের কারণ ঘটায়। চলাফেরার সময় সব পোকারই দেহ থেকে এক রকম লালা নির্গত হয়। গরম স্যাঁতসেতে জায়গা আরশোলার সবচেয়ে প্রিয় পরিবেশ। এর সঙ্গে গৃহস্থালী ক্ষেত্রে নানা রকম খাদ্যদ্রব্য সহজে পাওয়া যায় বলে সব বাড়ীতেই আরশোলার অল্পবিস্তর অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। আরশোলার বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। মোটামুটি জেনে রাখা ভাল যে আরশোলা ঝিঁ ঝিঁ পোকা, উচ্চিংড়ে বা ফড়িংয়ের সমগোত্রীয়। বহু প্রাচীনকালে তাদের উদ্ভব ঘটে এবং হাজার প্রকারের মধ্যে মাত্র চার পাঁচ রকম আরশোলা সচরাচর চোখে পড়ে। পৃথিবীর সব দেশেই আরশোলা আছে, তবে ট্রপিক্যাল অঞ্চলে আরশোলার উৎপাত বেশী। আরশোলা গ্রন্থাগারের প্রত্যক্ষ ক্ষতি করে কম। বাঁধাইয়ের উপাদান ক্ষয় করে বইয়ের সৌন্দর্য নষ্ট করাই তাদের কাজ। আরশুলো মারবার উপায়ও আছে অনেক। Insecticide-এর সাহায্যে, খাবারে বিশ মিশিয়ে, কৌশলে কোনও কিছুর মধ্যে আবদ্ধ করে কিংবা ধূম্রী-করণ পদ্ধতিতে আরশোলা মারা যেতে পারে। সোহাগার সঙ্গে সিরাপ জাতীয় পানীয় মিশিয়ে আলমারি বা তাকে লেপে দিলে কাজ হয়। ফসফরাস মেশানো এক রকম 'পেস্ট' পাওয়া যায়। সেটা পিচবোর্ডে মাখিয়ে নিয়ে নলের মত গুটোতে হবে। মাখানো অংশটা ভেতর দিকে থাকবে, নলাকৃতি পিচবোর্ডটিকে শক্ত করে বেঁধে আরশুলোর বাসার কাছে রাখলে ফল পাওয়া যাবে। বইয়ের তাকে আলমারির নীচে প্রভৃতি জায়গায় সোহাগা দিয়ে রাখলে আরশোলার উপদ্রব সহজে নিয়ন্ত্রণ করা চলে।

পাঠক হয়ত বিরক্ত হয়েছেন যে উইয়ের প্রসঙ্গে এখনও পর্যন্ত এলাম না কেন। কারণ অধিকাংশ গ্রন্থাগারে উইয়ের উপদ্রবই বেশী। আসলে উইপোকা বইপত্রের ভেতর পূর্বোক্ত পোকাগুলির মত জন্মায় না। উইয়ের আগমন হয় বাইরে থেকে। মেঝে, দেওয়াল ইত্যাদির অত্যন্ত অভ্যন্তরে তারা বাসা বাঁধে। উইয়ের আক্রমণ যদিও সর্বাপেক্ষা মারাত্মক, তবুও উইয়ের

উপদ্রব আয়ত্বে আনা কঠিন নয়। ইংরাজিতে উইকে বলা হয় white ant বা সাদা পিঁপড়ে। জাতবিচারে তারা আরশোলার কাছাকাছি হলেও স্বভাবের দিক থেকে পিঁপড়ের সাথেই তাদের মিল বেশী, পিঁপড়ের মত তারা দল বেঁধে উপনিবেশ তৈরী করে। দলের নেতৃত্ব করে প্রজনন ক্ষমতাসম্পন্ন রাজা ও রাণী। আর দলে থাকে প্রজনন ক্ষমতা বিহীন বিরাট এক স্ত্রী ও পুরুষ উইয়ের বাহিনী। তারাই যা কিছু কাজকর্ম করে—বাসা বাঁধে, খাবার আনে, রাজা, রাণী ও নবজাতদের খাদ্য যোগায়। ট্রপিক্যাল অঞ্চলেই উইয়ের উৎপাৎ অধিক। কাঠ, কাগজ ও কাপড়-চোপড়ই তাদের প্রধান ভোজ্যবস্তু। রাজা ও রাণী বড় একটা বেরোয় না, শ্রমিক বাহিনী যখন মাটির নীচ বা দেওয়ালের ভেতর থেকে বেরিয়ে আলোর সংস্পর্শে আসে তখন তারা একটা মাটির সুড়ংগ তৈরী করে ও তার মধ্যে বাস করে। উইয়ের উপদ্রব হতে স্থায়ীভাবে সুরাহা পেতে গেলে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে বাসা ভেংগে দেওয়াই শ্রেষ্ঠ উপায়। উই মারবার সুনির্দিষ্ট সহজ কোনও প্রণালী নেই। পরীক্ষা, নিরীক্ষা নানাজনে নানাভাবে করেছেন। সুফলও পেয়েছেন অনেকে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-প্রসূত কয়েকটি অভিমত নিম্নে বিবৃত করা গেল ঃ

১। আলমারি বা র‍্যাক দেওয়াল থেকে অন্ততঃ হাতখানেক দূরে রাখা উচিত। এতে লক্ষ্য রাখা যাবে কোনখান থেকে উইয়ের ঢিবি বেরুচ্ছে। আর দেওয়াল থেকেও সেতু করে উই তাকে পেঁছুতে পারবে না।

২। নিয়মিত লক্ষ্য রাখতে হবে উইয়ের ঢিবি বেরুচ্ছে কি না, বেরুলে সে স্থানটা জেনে রাখতে হবে।

৩। উই যে মাটির সুড়ংগ তৈরী করে সেগুলো প্রথমে না ভাঙ্গাই ভাল। বাজারে যেসব liquid insecticide পাওয়া যায় কিংবা কেরোসিনে পাঁচ ভাগ ডি. ডি. টি. মিশিয়ে অথবা শুধু কেরোসিন তেলই স্প্রেয়ার দিয়ে ঐ সুড়ংগগুলি ভিজিয়ে দিতে হবে। ফলে সুড়ংগের শ্রমিক উইগুলো মরে যাবে নয়ত আধমরা হয়ে ভেতরে ঢুকে যাবে। ভেতরে খাদ্যের অভাবে ও বাইরেরগুলির সংস্পর্শে ভেতরেরগুলো বিশেষ করে রাজা ও রাণী ক্রমে ক্রমে মরে যাবে। সম্পূর্ণরূপে মরে যদি নাও যায় তাহলে তারা অন্যপথে বেরুবার চেষ্টা করবে পুরানো পথ ত্যাগ করে।

৪। গ্রন্থাগার গৃহের লাগোয়া বাহিরের দেওয়াল বরাবর কাঁচা জমি থাকলে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে নিতে হবে। বাড়ী তৈরীর সময় damp proof দেওয়া থাকলে উইয়ের গতি কিছুটা ব্যাহত হয়। স্যাঁতসেতে পুরোণো দেওয়াল উইয়ের অনুকূল বাসস্থল। এ বিষয়ে সচেতন থাকার সময় মনে রাখতে হবে যে বর্ষাকালে উইয়ের উৎপত্তি বাড়ে। সেজন্যে সে সময় সজাগ থাকতে হবে।

৫। দেওয়ালে অনেক সময় আলকাতরা মাখাতে দেখা যায়। সেটা ঠিক নয়, সাময়িক ফল পাওয়া গেলেও ভবিষ্যতে তার ওপর দিয়েই উইয়ের সুড়ঙ্গ চলে যেতে দেখা গেছে। মাঝখান থেকে দেওয়ালটার সৌন্দর্যহানি ঘটে। কাজেই আলকাতরা কিংবা crude creosote দেওয়ালে না লাগিয়ে কাঠের জিনিষের গায়ে লাগানো যেতে পারে। গ্রন্থাগার গৃহের মেঝে সপ্তাহে তিনদিন ফিনাইল অথবা কেরোসিন মিশ্রিত জলে মোছা দরকার।

উপরিউক্ত অভিমতগুলি ছাড়াও আর একটা সাধারণ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে ধৈর্য, অধ্যবসায় ও নিয়মনিষ্ঠা থাকলে উইয়ের উৎপাত থেকে স্থায়ীভাবে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

উকুন-সদৃশ গ্রন্থকীট। ডানদিকে কীটের বাচ্চা ডিম ফুটে বেরুচ্ছে
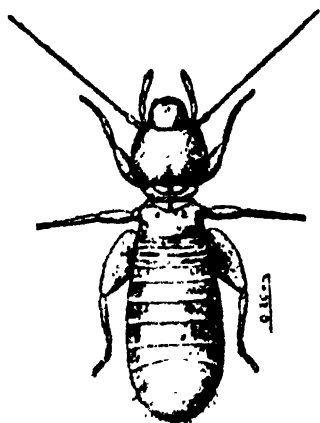
আর এক রকম গ্রন্থকীট দেখতে পাওয়া যায় দেখতে সেগুলো উকুনের মত (book-louse)। বই পড়বার সময় অনেকেই এদের লক্ষ্য করে থাকবেন। বইপত্র নষ্ট না করলেও মনে অত্যন্ত বিরক্তি ও অস্বস্তির সৃষ্টি করে। গ্রন্থাগার ছাড়াও, বাসগৃহেও এদের যথেষ্ঠ গতিবিধি দেখা যায়। ধূলো-পড়া তাক, আলমারি ও

বইপত্রে এরা জন্মায়। স্যাঁতসেতে ও ছাতাপড়া জায়গাই এদের পক্ষে অনুকূল স্থান। আসবাবপত্র ও বইয়ে যে ছাতা (fungus) ধরে সেটাই এদের খাদ্য। কিছুক্ষণ রোদে রাখলে এগুলি মরে যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে রোদে বেশীক্ষণ বইপত্র রাখতে নেই।

ইঁদুর সম্বন্ধে আলোচনা থাকলে হয়ত অনেকে খুসী হতেন। কিন্তু পোকামাকড় প্রসঙ্গে ইঁদুর সম্পর্কে আলোচনা আপ্রাসঙ্গিক হবে।

গ্রন্থাগার সংরক্ষণ সম্পর্কিত গ্রন্থকীট বিষয়ক এই ক্ষুদ্র আলোচনার শেষে কয়েকটি কথার পুনরুক্তি করি যে ধুলো, অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ পোকামাকড়ের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির সহায়ক। বইপত্র ব্যবহার না হলেও সেগুলোর ওপর হাত পড়া দরকার এবং স্মরণ রাখতে হবে যে প্রতিটি বই নিয়মিত ঝাড়ামোছা করলে সহজে বইয়ে পোকা ধরে না। প্রতিষেধক বস্তু সাধ্যানুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। বইতে পোকা ধরলে কর্ত্রীদের টনক নড়ে, কাজেই তা যাতে নিবারণ করা যায় আগে থেকে সে-সম্বন্ধে হুঁশিয়ার থাকা উচিত নয় কি ?

পাঠ্য-নির্দেশিকা

Broadhead, Edward	The book louse and other Library pests (British Book News, 1946.)
Basu, M. N.	Library & Preservation.
Blades, W.	Enemies of books.
Chakravorty, S. C.	Preservation of books affected with drug-store and beetle mildew. Science & culture, 1942.
বসু ও পাকড়াশী	লাইব্রেরী সংরক্ষণ (ব. গ্র. প. কর্তৃক প্রকাশিত)

কুমার মুনীন্দ্র দেবের ষড়শীতিতম জন্মদিনে

এস. আর. রঙ্গনাথন

[গত ২৬শে আগষ্ট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কার্যালয়ে বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের ষড়শীতিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীতিনকড়ি দত্ত। ডক্টর রঙ্গনাথনের এতদুপলক্ষে প্রেরিত এই প্রবন্ধটি সভায় পঠিত হয়।]

বাংলার কোন গ্রন্থাগারিকের পক্ষ হইতে গ্রন্থাগার পরিচালনের একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রবর্তন সম্পর্কে কোন চাহিদা আসিবার অনেক আগেই কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় আইন সভার ভিতরে ও বাহিরে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমি তাঁহাকে প্রথম দেখি। বাঁশবেড়িয়া-রাজ কথাটি শুনিয়া ভাবিয়াছিলাম যে কলিকাতাস্থ তাঁহার রাণী শঙ্কর লেনের বাড়ীতে দূর হইতে একটা শুষ্ক আপ্যায়নই পাইব। কিন্তু শ্রীঘোষ* আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া গেলে দেখিলাম গ্রন্থাগার সম্পর্কে তাঁহার আন্তরিক আগ্রহ থাকাতেই তিনি তাঁহার আভিজাত্যের সবকিছু বিসর্জন দিয়াছিলেন। কলেজ স্কোয়ারের বৌদ্ধ হলের সভায় যোগদান করিতে একসঙ্গে রওনা হইলাম। তিনি জনসভায় নিবিষ্টচিত্তে আমার বক্তৃতা শুনিলেন। গ্রন্থাগার আইনই আমার বক্তৃতার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল।

প্রথম গ্রন্থাগার আইনের খসড়া

সেদিন রাত্রিতে নিখিল এশিয়া শিক্ষা সম্মেলনের গ্রন্থাগার পরিচালন শাখার আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য আমরা একসঙ্গে বারাণসী গেলাম। তাঁহার প্রথম প্রশ্নই ছিল, 'বাংলার প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া আপনি একটি আদর্শ গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ণ করিতে পারেন কি?' বারাণসী হইতে ফিরিবার পর প্রথম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আইনের খসড়া প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি আমাকে কলিকাতায় দুই দিন থাকিবার জন্য বলিলেন। তারপর বাংলা সরকারের কর্মসচিব উডসওয়ার্থ সাহেবের নিকট আমাকে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে তিনি আইন সভার গ্রন্থাগার আইনের খসড়াটা উপস্থিত করিবেন।

*শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ। নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষৎ-এর প্রথম সম্পাদক।

অবিরাম কর্মপ্রচেষ্টা

রায় মহাশয়ের গ্রন্থাগার সম্পর্কে আগ্রহ এরূপ ছিল যে বিদ্যালয়িক গ্রন্থাগারের কার্য বিষয়ক আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাবলী শুনিবার জন্য তিনি মাদ্রাজে পর্যন্ত গিয়াছিলেন। সেখানে আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি ইউরোপে যান। একজন জমিদার হইয়াও তিনি গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বক্তৃতায় এবং গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগ দিতেছিলেন। বঙ্গীয় আইন সভায় গ্রন্থাগার সম্পর্কে অনবরত যে সকল প্রশ্ন তুলিতেন, প্রস্তাব পেশ করিতেন এবং বক্তৃতা দিতেন তাহা নিয়মিতভাবে তিনি আমাকে পাঠাইতেন।

গ্রন্থাগার আইন কবে হইবে ?

তখন থেকে ত্রিশ বৎসর চলিয়া গেল। এখন আর গ্রন্থাগার আইনের খসড়া উপস্থিত করার ব্যাপারে অনুমতি দেওয়ার বিরোধী বিদেশী সরকার নাই। জনগণের সরকার আমাদের সকল দায়িত্বভার হাতে লইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্র গঠনই ইহার উদ্দেশ্য। এই সরকার ক্ষমতা পাইবার পরও বার বৎসর কাটিয়া গেল। গ্রন্থাগার আইন কবে হইবে রায় মহাশয়ের আত্মার এই জিজ্ঞাসার জবাব আজও মিলে নাই।

১৯৫৮ সালের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আইনের খসড়া ও শিক্ষামন্ত্রী

পরে আমি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে যে খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলাম তাহা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে গ্রহণ করে। ইহা যাহাতে আইনে পরিণত হয় তাহার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সরকারকে আবেদন জানাইয়াছে। আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচৌধুরী ঐ খসড়া গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রন্থাগার বিষয়ক কার্যাবলীতে তাঁহার আস্থা আছে। তাঁহার নিজের জিলায় তিনি বহু গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার তাৎপর্য ও মূল্য কি তাহা তিনি জানেন। কাজেই তিনি বিচক্ষণতার সহিত আমার খসড়া আইনের কতিপয় ধারার বাঁধনকষণকে আরও শিথিল করার পরামর্শ দেন। তাহা করাও হইয়াছে।

লাল ফিতার জাল

কিন্তু অতঃপরম্ ? খসড়াটি লাল ফিতার জালে জড়াইয়া পড়িল। আজও পর্যন্ত ইহা এই জাল হইতে নিজকে উদ্ধার করিতে পারে নাই। কে ইহাকে

ঠেকাইয়া রাখিতেছে ? এবং কেন ঠেকাইতেছে ? ইহার পরিবর্তে আমলাতন্ত্র নিজেই একটা খসড়া প্রস্তুত করিবে এই জনাই কি এই অপেক্ষা ? ভগবান করুন তাহা যেন না হয়। ধর্মের ব্যাপারে ভগবান ও জনগণের মধ্যে থাকে যাজকতন্ত্র। আর রাষ্ট্রের ব্যাপারে মন্ত্রিমণ্ডলী ও জনগণের মধ্যে থাকে আমলাতন্ত্র।

আত্মার শান্তি হউক

জনগণের চাহিদা আছে। মন্ত্রী মহোদয়েরও ইচ্ছা আছে। আবার রায় মহাশয়ের আত্মারও আন্তরিক আকুতি আছে। এই ত্রিশক্তির সম্মিলিত চাপে লাল ফিতার বন্ধন ছিঁড়িয়া যাওয়াই সমীচীন। আইন সভায় এই খসড়াটার প্রবেশাধিকার লাভ করাই উচিত। বাংলার আইনের পুস্তকে ইহার স্থান পাওয়াই সংগত। তাহা হইলে রায় মহাশয়ের আত্মা শান্তি পাইবে। ভগবান তাঁহাকে সেই শান্তি দিন।

[ইংরাজি হইতে শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত ।

রবার্টস কমিটির রিপোর্ট

ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা সমিতির রিপোর্ট প্রকাশের কিছু আগে ব্রিটিশ সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার সম্পর্কিত রবার্টস কমিটির প্রকাশিত রিপোর্ট গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। ব্রিটেনের শিক্ষামন্ত্রী রিপোর্টটি গত ফেব্রুয়ারী মাসে পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করেছিলেন।

ব্রিটেনে গ্রন্থাগার আইন ১৮৫০ সালে বিধিবদ্ধ হয়েছিল। তারপর উদ্ভূত নানারূপ সমস্যা ও প্রয়োজনের তাগিদে বারকয়েক উক্ত আইনের সংশোধন ও পরিবর্তন করা হয়। ১৯৫৭ সালে গ্রন্থাগার পরিষদের পরামর্শক্রমে ব্রিটিশ সরকার 'সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা'র সাংগঠনিক উন্নতি ও সর্বস্তরের গ্রন্থাগারের মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতা বর্ধনের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি নিয়োগ

করেন। ব্রিটিশ গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি স্যার সিডনী রবার্টসকে উক্ত কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে থেকে এবং আঞ্চলিক গ্রন্থাগার অধিকারগুলি থেকে ১৫ জন প্রতিনিধি ও সরকারের পক্ষ থেকে তিন জনকে নিয়ে কমিটি গঠিত হয়েছিল।

কমিটি বিশেষ যত্নসহকারে তাঁদের রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। কমিটির ২০টি সভা হয়। ৭১টি সংস্থার সংগে সাক্ষাৎকার ছাড়াও কমিটি বিভিন্ন স্থান হতে সংগৃহীত নানারূপ তথ্য সম্বলিত রিপোর্ট পেশ করেছেন। সরকার রিপোর্টে প্রদত্ত কমিটির সুপারিশগুলি সম্পর্কে জনমত আহ্বান করেছেন।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সুপারিশ

ব্রিটেনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রশাসনে যথেষ্ট ত্রুটি আছে এবং বিভিন্ন স্থানের ব্যবস্থার মানে তারতম্য রয়েছে—এর সম্পূর্ণ সংশোধন আবশ্যক।

স্থানীয় গ্রন্থাগার অধিকারগুলিকে স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে হলে সারা বছর কমপক্ষে ৫০০০ পাউন্ড গ্রন্থ-ক্রয়ে ব্যয় করতে হবে, অথবা জনসংখ্যার মাথাপিছু ২ শিলিং; এর মধ্যে যেটা বেশী।

সন্তোষজনক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু রাখা অধিকারগুলির একটি statutory দায়িত্ব হওয়া উচিত।

জনসংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের অধিক হওয়া সত্ত্বেও যে সমস্ত Burough অথবা Urban District-এর নিজস্ব Library authority নেই, তাদের উক্ত অধিকারের ব্যবস্থা করতে হবে।

বর্তমানের ৩,৫০০ কুশলী কর্মীর সংখ্যা ৬,০০০ সংখ্যক কর্মীতে বৃদ্ধি করতে হবে এবং তার জন্যে উপযুক্ত বেতন দিতে হবে। বর্তমানে নিযুক্ত কর্মীদের শতকরা ষাটজন বছরে ৭২৫ পাউণ্ডের ঊর্ধ্বে বেতন পান।

গৃহ ও সরঞ্জামের নিদারুণ সমস্যা থাকায় এ বিষয়ে অধিক অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন আছে।

দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সর্বাত্মক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব ও কর্তব্য শিক্ষা মন্ত্রীর। তাঁকেই এ বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা ঃ

শান্তি ইনষ্টিটিউটে (বেবুতলা) সাহিত্য সভা

বিগত ২৩শে আগষ্ট শান্তি ইনষ্টিটিউট ভবনে শান্তি ইনষ্টিটিউট ও সাহিত্য সংস্থার সম্মিলিত উদ্যোগে "আধুনিক বাংলা আবৃত্তির ধারা" সম্পর্কে এক অভিনব আলোচনার সূত্রপাত করা হয়। আলোচনা করেন ডঃ ইন্দুভূষণ রায়, ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য এবং আবদুল কাশেম রহিমুদ্দিন। আবৃত্তি করেন শ্রীঅশোক গোস্বামী, শ্রীবিদ্যুৎ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুমিত্রা দাস, শ্রীস্বর্ণা মিত্র ও শ্রীরাধেশ্যাম সেন। আবৃত্তি সম্পর্কে এই আলোচনা ধারাবাহিকভাবে চলিবে। প্রতি মাসে একটি সভার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আবৃত্তি অনুরাগীদের এই সম্পর্কে যোগাযোগ করিতে আহ্বান জানান হইতেছে।

চব্বিশ পরগণা ঃ

গোবিন্দকাটি সাধারণ পাঠাগারে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও পাঠাগারে গ্রামবাসীগণ বিপুল উদ্দীপনার সহিত স্বাধীনতা দিবস পালন করেন। প্রাতে পাঠাগার গৃহ সুসজ্জিত করিয়া জাতীয় নেতা ও মনীষীদের চিত্রে মালা দান করা হয়। পরে সমবেত সকলে আয়োজিত এক প্রভাত ফেরীতে যোগদান করিয়া বিভিন্ন গ্রাম পর্যটন করেন। সায়াহ্নে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় ও রাত্রে আলোক সজ্জায় পাঠাগার গৃহ সজ্জিত করা হয়।

বর্ধমান ঃ

করঞ্জা ভারতী পাঠাগারে স্বাধীনতা দিবসোৎসব

প্রত্যুষে শিশু ও কিশোরদের এক প্রভাত ফেরীর অনুষ্ঠানের দ্বারা করঞ্জা ভারতী পাঠাগারের স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠান সূচিত হয়। গ্রাম্য যুবকেরা পাঠাগার প্রাঙ্গনে সমবেত হইয়া জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অভিবাদন করে। অতঃপর পাঠাগারের কর্মীরা গৃহে গৃহে যাইয়া আর্ত ও পীড়িতদের ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ করেন। অপরাহ্ণে পাঠাগার ভবনে এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বীরভূম ঃ

জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের উদ্বোধন

বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদের সম্পাদিকা শ্রীমতী চারুশীলা বোলার জানাইয়াছেন যে গত ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে একটি একমাস কালীন গ্রন্থাগারিক শিক্ষণপর্ব সুরু হইয়াছে। শিক্ষণের উদ্বোধন করেন জেলা সমাহর্তা শ্রীমনোরঞ্জন সরকার। শিক্ষণকেন্দ্র পরিচালনা করিতেছেন গ্রন্থাগারিক শ্রীনির্মল চৌধুরী অন্যান্যদের সাহায্যে।

হুগলী ঃ

মগরা শঙ্কর লাইব্রেরীর দশম বার্ষিক উৎসব

মগরা শঙ্কর লাইব্রেরীর দশম বার্ষিক উৎসবের খবর পাওয়া গিয়াছে। সাহিত্যিক সুধাংশু কুমার রায়চৌধুরী পৌরোহিত্য করেন। অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারের সদস্যেরা একটি যাত্রাভিনয় করেন। বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু ব্যক্তি ও মহিলা উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। গ্রন্থাগারের কার্যবিবরণে প্রকাশ যে গ্রন্থাগার সরকারের নিকট হইতে দুই শত টাকা গ্রন্থ-ক্রয় বাবত সাহায্য পাইয়াছেন। গ্রন্থাগারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮৫ ও পুস্তক সংখ্যা প্রায় ৬০০।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৬শে জুলাই সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিগত বৎসরের হিসাবপত্রে সমিতির আয়ব্যয়ের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কার্য-বিবরণীতে দেখা যায় যে সমিতির কয়েকজন সদস্য পাঠাগারে নিয়মিত কয়েকটি পত্রপত্রিকা দান করে থাকেন। সমিতির বর্তমান পুস্তক সংখ্যা ৩১১৬। বিগত বৎসরে পৌরসভা গৃহ নির্মাণের জন্য ৬০০৲ শত টাকা ও গ্রন্থ-ক্রয়ের জন্যে ২০০৲ শত টাকা সাহায্য দান করেছেন। পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি স্বর্গত বিষ্ণুচরণ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে সাড়ে ছয় হাজার টাকার অধিক অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। সমিতি এতদঞ্চলে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ইহার সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদের গত নির্বাচনে কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

অন্যান্য রাজ্যের খবর ঃ

বিদর্ভে গ্রামীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

রাজ্য পুনর্গঠনের পর বিদর্ভ মধ্যপ্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বোম্বাইয়ের সংগে সংযুক্ত হয়েছে। নাগপুর, ওয়ার্ধা, ভাণ্ডারা, চন্দা, অমরাবতী, ইয়োৎমল, আকোলা ও বুলধানা—এই আটটি জেলা নিয়ে গঠিত বোম্বাইয়ের পূর্বাঞ্চল বিদর্ভ নামে পরিচিত। বিদর্ভে শহর বলতে এক নাগপুর, আর বাকি সবই ছোট ছোট জনপদ ও গ্রাম। কৃষিজীবী গ্রামীন জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা সত্তর জন সাক্ষর। সমাজশিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছুকাল নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান আশাতীতভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে বলে প্রকাশ। লোকের মধ্যে গ্রন্থপাঠের স্পৃহা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কাজে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এক সুন্দর ভূমিকায় অংশ নিয়েছে। গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলি পঞ্চায়েতের কর্তৃত্বে ও শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রামসেবকদের সাহায্যে পরিচালিত হচ্ছে। সারা বিদর্ভের ৮০০ গ্রামে একটি করে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় একটি সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংযোগ, সহযোগিতা ও পুস্তকের লেনদেন হয়ে থাকে। মাস দুয়েকের জন্যে এক একটি গ্রন্থাগারকে একটি বাক্সে ১২৫ খানি করে গ্রন্থ ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়, এবং বাক্সগুলি ক্রমে এক স্থান হতে অপর স্থানে প্রেরিত হয়। নবসাক্ষরদের গ্রন্থ সরবরাহ গ্রন্থাগারগুলির এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। মানুষের মনে গ্রন্থাগারগুলি যথেষ্ট বৈচিত্র ও প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর অভাব দূরীকরণের জন্য বিদর্ভ গ্রন্থাগার পরিষদ একটি গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের প্রবর্তন করেছেন। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও গত দু বছর ধরে একটি শিক্ষণ পরিচালনা করে। বিদর্ভ গ্রন্থাগার পরিষদ 'গ্রন্থপাল' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরিষদের উদ্যোগে গত ফেব্রুয়ারী মাসে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

[গ্রন্থপাল, জানুয়ারী - মার্চ, ১৯৫৯]

বোম্বাইতে গ্রন্থাগার কর্মী সম্মেলন

গত মে মাসে বোম্বে লাইব্রেরী ষ্টাফ ইউনিয়নের দশম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারিক বৃত্তির উন্নতি ও গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন প্রয়োজনের

উদ্দেশ্য নিয়ে ইউনিয়নটি ন' বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে রাজ্য সরকারকে রাজ্যের জনসাধারণের সুবিধার্থে বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিবর্তন ও উন্নতি সাধনের জন্যে অনুরোধ করা হয়। প্রস্তাবে গ্রন্থাগার কর্মীদের ন্যায্য বেতন ও বৃত্তির প্রতি উপযুক্ত স্বীকৃতি দানের কথাও বলা হয়।

কেরালায় বাৎসরিক গ্রন্থাগার-গ্রান্ট বণ্টনে বিরোধ

বার্ষিক অর্থ সাহায্য দানের সুবিধার্থে কেরালার শিক্ষা দপ্তর রাজ্যের ২,০০০ গ্রন্থাগারকে ১৬টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এবং এই শ্রেণী বিভাগ গ্রন্থাগারগুলির সদস্য সংখ্যা, গ্রন্থ সংখ্যা ও বার্ষিক আয় ব্যয়ের ভিত্তিতে করা হয়েছে। যে সব গ্রন্থাগার ৭টি দৈনিক, ২৫টি সাময়িক পত্রিকা রাখে এবং যার গ্রন্থ সংখ্যা ১০,০০০ হাজারের অধিক এবং তারা যদি গ্রন্থ-ক্রয় ও কর্মীদের বেতন বাবত বছরে ষোল শ' টাকা নিজস্ব তহবিল হতে খরচ করে তাদের প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগার হিসেবে গণ্য করে ১০০০, টাকা অর্থ সাহায্য করা হয়েছে। এইভাবে সর্বনিম্ন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানকে ১০০৲ টাকা দেওয়া হয়েছে।

এতাবৎকাল কেরালা গ্রন্থশালা সঙ্ঘের (Kerala Library Association) মাধ্যমে ও সঙ্ঘের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলিকেই কেবলমাত্র অর্থ সাহায্য দেওয়া হত। কিন্তু এ বছরে সরকার সঙ্ঘের পরামর্শ ও অনুমোদন ব্যতীত একটি নিজস্ব রচিত তালিকানুযায়ী গ্রান্ট-বণ্টন করেছেন। এর প্রতিবাদ হিসাবে সঙ্ঘ রাজ্যের গ্রন্থাগার উপদেষ্টা পরিষদ (State Library Board) থেকে নিজেদের পাঁচটি প্রতিনিধিকে ফিরিয়ে এনেছেন। গ্রান্ট সংক্রান্ত ব্যাপারে K.L.A. সরকারের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ করেন। অভিযোগে বলা হয়েছে যে অনুমোদিত বহু গ্রন্থাগারের গ্রান্ট বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ও অনুমোদিত না হওয়া সত্বেও অনেক গ্রন্থাগারকে গ্রান্ট দেওয়া হয়েছে।

সঙ্ঘ গ্রন্থ ক্রয়ের সুবিধার্থে একটি সমবায় সংস্থা গঠন করেছেন। কেবলমাত্র গ্রন্থাগারগুলিই ২০ টাকার শেয়ার কিনে সদস্য হতে পারবে। কেরালায় ইতিমধ্যে ৭টি সমবায় প্রকাশন সমিতি গঠিত হয়েছে। রাজ্যের প্রকাশিত শতকরা ৬০ ভাগ পুস্তক এই সমিতিগুলি প্রকাশ করে থাকে।

[গ্রন্থলোকম, মে : ১৯৫৯]

বার্তা বিচিত্রা

পূর্ব জার্মানীর গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় নববিধান

সম্প্রতি এক খবরে প্রকাশ যে পূর্ব জার্মান সরকার দেশের গ্রন্থাগারগুলিকে এক নির্দেশনামায় জানিয়েছেন যে জনসাধারণের সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাদীক্ষায় গ্রন্থাগারকে অংশ গ্রহণ করতে হবে। "বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ" সম্পর্কিত কোনও বইপত্র রাখা চলবে না। সমাজতান্ত্রিক গঠনের বিরোধী মতবাদের কোনও বইপত্র রাখাও বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে। Private Lending Libraryগুলি কেবলমাত্র আঠার বছরের উর্দ্ধের লোকেদের বই সরবরাহ করতে পারবে। আইন না মেনে চললে সরকার গ্রন্থাগারগুলির সমাজতন্ত্র বিরোধী বইপত্র বাজেয়াপ্ত করে বিনষ্ট করে দেবেন। এবং গ্রন্থাগারগুলিকেও উঠিয়ে দেওয়া হবে।

ব্রিটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগারে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা

দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিল কয়েকটি Textbook Lending Libraries-এর পরিকল্পনা করেছেন। একটি পুরো বছরের জন্যে ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি প্রভৃতির মূল্যবান পুস্তকাদি ঋণ হিসেবে দেওয়া হবে। ব্রিটিশ কাউন্সিলের লণ্ডন অফিসে সস্তায় পাঠ্যপুস্তক ও বিখ্যাত গ্রন্থাদি উৎপাদনের এক পরিকল্পনা বিবেচনাধীনে রয়েছে। অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধ্যে ভারতে আরও চারটি গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা, অধিকতর সংখ্যায় গ্রন্থ-ঋণ-দান; অধিকতর শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী নিয়োগ ও ডাকযোগে বাইরের পাঠকদের কাছে পুস্তক প্রেরণের সিদ্ধান্তও করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেও অধিক সংখ্যায় গ্রন্থ-ঋণ দেওয়া হবে। ব্রিটিশ কাউন্সিল বর্তমানে বোম্বাই, কলকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজে একটি করে গ্রন্থাগার পরিচালনা করে থাকেন।

ব্রিটিশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলন

টরকে শহরের কর্পোরেশন ও মেয়রের আমন্ত্রণে ব্রিটিশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের ১৯৫৯ সালের বার্ষিক সম্মেলন আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে পাঁচদিন যাবৎ টরকে শহরে অনুষ্ঠিত হবে। আর্ল এটলী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদির একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পর্যালোচনা

প্রায় চার বছর আগে পশ্চিম বাংলা সরকার জেলা গ্রন্থাগার পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নেমেছিলেন। এই চার বছর ধ'রে আমরা এই জেলা গ্রন্থাগার পরিকল্পনা বিশেষ ঔৎসুক্য নিয়ে দেখেছি। পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগারগুলো সহায়-সম্বলহীন আদর্শবাদী বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো ছেলেদের দিয়েই পরিচালিত হ'চ্ছিল। পৌর প্রতিষ্ঠানের ছিটেফোঁটা করুণা বঞ্চিত হলেও, ইংরেজ আমলে সরকারের কাছ থেকে এরা রোষ-দৃষ্টি আর ঔদাসীন্য ছাড়া আর কিছুই পায় নি'। এমন অবস্থায় স্বয়ং সরকারের আগ্রহে, পরিকল্পনায় ও পরিচালনায় যখন জেলা গ্রন্থাগারগুলো প্রতিষ্ঠিত হ'লো, আমরা অনেক আশায় এগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

জেলা গ্রন্থাগারগুলো প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই UNESCO'র সহযোগিতায় দিল্লীর সাধারণ গ্রন্থাগার Pilot Project হিসাবে চালু হয়েছিল। সুতরাং দিল্লীতে আমরা সাধারণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে যে নীতিগুলো মেনে নিয়েছিলাম, আমাদের জেলা গ্রন্থাগারগুলোতেও সেই নীতিগুলো মানা হবে এ আশা আমাদের খুবই ছিল। কেননা আমাদের এই জেলা গ্রন্থাগারগুলোই হবে ভাবীকালের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলোর পথ প্রদর্শক।

আজ চার পাঁচ বছর এই জেলা গ্রন্থাগারগুলো কাজ ক'রেছে। সুতরাং আজ হয়ত সময় হয়েছে বিচার করে দেখার, এরা আমাদের আশাকে কতটা সফল করতে পেরেছে, এবং কতটা পারে নি'।

জেলা গ্রন্থাগারগুলো Improvement of Library Service Scheme-এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং জেলা গ্রন্থাগারগুলো আমাদের দেশের সমস্ত অঞ্চলের আপামর সাধারণের গ্রন্থাগার প্রয়োজন মেটাবে এতটা আমরা নিশ্চয়ই আশা করি না। তবে দিল্লী সাধারণ গ্রন্থাগার আপন এলাকার জনসেবার যে আদর্শ স্থাপন করেছে জেলা গ্রন্থাগারগুলো সেটাকে আপন লক্ষ্য মনে করে চলবে এটুকু আমরা অবশ্যই চেয়েছি।

জেলা গ্রন্থাগারের কাছ থেকে আমরা যে সাহায্য পেয়েছি তার গুরুত্ব কম নয়। প্রত্যেক জেলার বড় শহরে একটা ক'রে ভাল গ্রন্থাগার গ'ড়ে উঠেছে এই পরিকল্পনায়। দূর পল্লী অঞ্চলের ছোট্ট গ্রন্থাগারগুলোর সামান্য সংগতিকে পরিপুষ্ট করার চেষ্টা হ'য়েছে জেলা গ্রন্থাগারের ভ্রাম্যমান বিভাগের মাধ্যমে। ছোট ছোট গ্রন্থাগারকে বই দিয়ে সাহায্য করার গুরুত্ব শুধু বই দেবার মধ্যে নয়—এতে ক'রে ভবিষ্যতে সমস্ত গ্রন্থাগারগুলোকে এক সূত্রে গাঁথার যে নতুন পথ বাঁধা হ'চ্ছে তার মূল্যও আমাদের কাছে অনেক।

জেলা গ্রন্থাগারগুলোর কাজের গুরুত্ব প্রণিধান করেও কিন্তু আমরা মোটের উপর এদের কাজে সন্তুষ্ট হতে পারছি না। দিল্লী সাধারণ গ্রন্থাগারে যে সব নীতি নির্ণীত হয়েছে তার কোনটাই এখানে প্রতিপালিত হচ্ছে না।

প্রথমতঃ পশ্চিম বঙ্গের জেলা গ্রন্থাগারগুলো নিঃশুল্ক নয়। সাধারণ লোক বিনা পয়সায় এখান থেকে বই বাড়ীতে নিয়ে পড়তে পার না। তারপরে সাধারণ লোককে পড়ার দিকে আকৃষ্ট করবার জন্য যে সব প্রক্রিয়া অবলম্বন করা দরকার—অর্থাৎ যাকে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ কার্য (extension work) বলে তার কিছুই এখানে হয় না। গ্রন্থাগারগুলোয় মোটামুটি পাঠককে সাহায্য করার ব্যবস্থাও কিছুই হয়নি। অনেক গ্রন্থাগারের বইগুলোকেও ঠিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাজিয়ে তোলা পর্যন্ত সম্ভব হয়ে ওঠেনি। জেলা গ্রন্থাগারগুলোর নিজেরই যেখানে এই অবস্থা সেখানে জেলার গ্রন্থাগার সংগঠনে এরা যে নেতৃত্ব নিয়ে কিছু করে উঠতে পারছে না, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। জেলা গ্রন্থাগারের সম্পর্কে আসার পরও পল্লী-অঞ্চলের গ্রন্থাগার পরিকল্পনার ব্যবস্থার লক্ষনীয় উন্নতি হয়নি।

জেলা গ্রন্থাগারগুলোর এই সমস্ত অসুবিধার কারণ কী আমাদের ভেবে দেখতে হবে। প্রথমতঃ জেলা গ্রন্থাগারগুলোতে উপযুক্ত কর্মী নিযুক্ত করা হয়নি। দু'জন attendant আর দু'জন assistant নিয়ে গ্রন্থাগারিককে জেলা গ্রন্থাগারের ঠাট বজায় রাখতে হয়। এঁদের নিয়েই তাঁর সমস্ত বইয়ের বর্গ-বিভাগ, সূচীনির্মাণ, আদান-প্রদান, উৎসব-ব্যবস্থা, ভ্রাম্যমাণ বিভাগ পরিচালনা সব কিছু করতে হয়। বলা বাহুল্য, এ ব্যবস্থা হওয়া প্রায় অসম্ভব। তারপরে এঁদের যা বেতন দেওয়া হয় তাতে কোন কুশলী কর্মী পাওয়া অসম্ভব। নানা রকম কায়দা করে যদিওবা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ এঁদের কাজ শিখিয়ে নেন, তবুও সব সময়ই আশংকা থাকে, এঁদের গ্রন্থাগার ছেড়ে অন্য

কাজে চলে যাবার। সাকুল্যে ৬০ৎ বা ৭০ৎ টাকা মাত্র বেতন পেয়ে কোন উৎসাহী যুবক ছেলেই কখনও সন্তুষ্ট মনে দীর্ঘকাল গ্রন্থাগারের কাজে লেগে থাকতে পারে না। ফলে গ্রন্থাগারে শিক্ষিত কর্মীর অভাব প্রায় চিরন্তন ব্যাপার হয়ে ওঠে।

কর্মীদের বেতন এত কম হওয়ায় আমরা লক্ষ্য করেছি, অনেক গ্রন্থাগারেই কর্মীরা এই চাকরীর পরোয়া করেন না? প্রায় সব গ্রন্থাগারেই তাই কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদলের মধ্যে অসন্তোষ ও ভুল বোঝাবুঝি দেখা যায়। এমন অবস্থায় যদি কোন জায়গায় সামান্য কিছু বিসম্বাদ বা আশ্রয় দানের আগ্রহ দেখা যায় তা'হলে অসন্তোষের বারুদে আগুন লাগতে দেরী হয় না। প্রথম যখন জেলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন কর্মীরা দেশের কাজ করার উন্মাদনায় বেতনের কথা না ভেবে অনেকটা প্রাণ দিয়েই কাজ করেছিল। তাই সব জেলা গ্রন্থাগারই কাজ আরম্ভ করার পর বেশ খানিকটা অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পেরেছিল। কিন্তু কম মাইনের চাকরির কঠিন পাথরের ঘায়ে তাদের এই আবেগময় কর্মোন্মাদনা ভেঙে যেতে দেরী হয় নি। ফলে প্রথমে যে অনুকূল অবস্থা লক্ষ্য করে আমরা আশ্বস্ত হয়েছিলাম, আজ দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক গ্রন্থাগারেই তার একান্ত অভাব দেখা যাচ্ছে।

জেলা গ্রন্থাগারের দ্বিতীয় অসুবিধা গ্রন্থাগারিককে এখানে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয় নি। জেলা গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য যে সংস্থা গঠিত হয়েছে, গ্রন্থাগারিককে তার সচিব করা দূরের কথা, অনেক জায়গায় সভ্য পর্যন্ত করা হয় নি। ফলে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগারিকের যে স্বাতন্ত্র্য বা দায়িত্ব থাকা উচিত তার কিছুই গ্রন্থাগারিক পান না। তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের নিয়োগ করা দূরের কথা, তাদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা পর্যন্ত তাঁর নেই। অনেক গ্রন্থাগারেই অনুষ্ঠেয় কর্মের পৌর্বাপর্য নির্ণয়ে গ্রন্থাগারিক ও পরিচালক সংস্থার মধ্যে যথেষ্ট মতের পার্থক্য দেখা যায়। এমতাবস্থায় গ্রন্থাগার পরিচালনায় প্রচুর ত্রুটি দেখা না গেলেই আশ্চর্যের বিষয় হ'ত।

আমরা আগেই বলেছি, জেলা গ্রন্থাগার থেকে জেলার ছোট ছোট গ্রন্থাগারে বই পৌঁছে দেবার ব্যবস্থায় সমস্ত জেলায় গ্রন্থাগার সহযোগ গড়ে তোলবার এক বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে—আর জেলা গ্রন্থাগারের কাঁধেই এই কাজের নেতৃত্ব ভার এসে পড়েছে। কিন্তু জেলা গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য যে সমিতি গঠিত হয়েছে তাঁদের বেশীর ভাগেরই দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কাজের ভার থাকায়,

তাদের পক্ষে এই সংগঠনের কাজে যে সময় দেওয়া দরকার, যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দরকার, যে চিন্তা দেওয়ার দরকার, যে যোগাযোগ রাখা দরকার তা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে এক বিপুল সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

বস্তুতঃ বাংলা দেশের গ্রন্থাগার অগ্রগতির পথে বেসরকারী মানুষের দান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। সরকারী উৎসাহ ও সাহায্য পেলে তাঁরা যে তাঁদের আগ্রহ ও কর্মশক্তিকে আরও ফলপ্রসূ করে তুলতে পারতেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। জেলা গ্রন্থাগার পরিচালনার কাজে উপদেশ দেবার বা পন্থা নির্ণয়ের জন্য একটা সমিতি গঠন ক'রে যদি তাতে বেসরকারী উৎসাহী লোকদের বেশী ক'রে স্থান দেওয়া যেত তাতে জনসমাজের সহযোগিতা বেশী পাওয়া যেত ব'লেই মনে হয়।

বস্তুতঃ Library Advisory Committeeর উপদেশ অনুযায়ী District Library Committee গঠন করে তাদের উপর জেলা-গ্রন্থাগার গঠনের ভার দিলে এ বিষয়ে সুফল পাওয়া যাবে বলে আমাদের মনে হয়। ঐ উপদেশের যে অংশে নিম্নতন সংস্থাগুলোর প্রতিনিধি হিসাবে তাদের Chairmanকে গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে আমরা মাত্র সে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করি। আমাদের বিবেচনায় Committeeর সভ্যদের মধ্য থেকে সবচেয়ে উৎসাহী ও যোগ্য লোককে প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার ঐ সব সংস্থার থাকা উচিত। এই Committeeর পরিচালনায় জেলা গ্রন্থাগার সমস্ত জেলার এক আদর্শ গ্রন্থাগার সহযোগ গড়ে তোলবার মনোভাব সৃষ্টি করতে পারবে এটা আমরা জোর করে বলতে পারি। এখন সরকারী প্রচেষ্টায় গঠিত গ্রন্থাগার সমিতিগুলো জেলা গ্রন্থাগার পরিচালনা করে থাকেন। সরকারের বিপুল অর্থ এই সমিতির হাত দিয়ে ব্যয় হয় বলেই হয়ত এই সমিতিতে সরকারী কর্মচারীর এত আধিক্য হয়েছে। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি এর ফলে গ্রন্থাগার অগ্রগতি আশানুরূপ হতে পারে নি। জনসমাজের সহযোগিতাই সব রকম সরকারী পরিকল্পনার সাফল্যের মূল। সুতরাং গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার তাঁদের নীতি পরিবর্তন করুন আমরা এইটুকুই অনুরোধ করব।

আর এক কথা। সমাজ শিক্ষা অধিকারের শাখা হিসাবে জেলা গ্রন্থাগারগুলো পরিচালিত হওয়ায় এর উদ্দেশ্য ও কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধেও লোকের মনে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মান কঠিন হয়ে উঠেছে। এতেও লোকের কাছ থেকে আশানুরূপ সহানুভূতি পাওয়া যাচ্ছে না।

এখন সরকারী প্রচেষ্টায় গঠিত গ্রন্থাগার সমিতিগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমেই ভাবতে হবে এই সমিতিগুলোর উদ্দেশ্য কী। আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের এখনও যে অবস্থা তাতে জেলায় জেলায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান অনভিজ্ঞদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত করার আয়োজনের প্রচেষ্টা মঙ্গল গ্রহে পৌঁছানর চেষ্টা মাত্র। তাই এই সমিতি প্রত্যেক জেলায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শেখাবার পৃথক ব্যবস্থা করবে এটা সত্যি সত্যি কেউই আশা করে না। অথচ এদের স্বতন্ত্র সমিতির মর্যাদা দেওয়ায় এদের সুসংহত করে সারা বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে একমুখী করার পথে বাধাই সৃষ্টি করা হয়েছে। বস্তুতঃ বিলাত আমেরিকার মত অগ্রগামী দেশেও প্রতি কাউন্টি বা জনপদে পৃথক গ্রন্থাগার সমিতি গঠন করার চেষ্টা হয় নি। সমস্ত দেশের গ্রন্থাগার অনুরাগীদের মূল সভার বিভিন্ন শাখাই সে সব দেশে বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রন্থাগারের বিশেষ প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে থাকে। এতে সহযোগ ও সংযোগ সহজ হয়। পরস্পরের মধ্যে জ্ঞানের আদান প্রদানও হতে পারে।

আমাদের রাজ্যে জেলা গ্রন্থাগার সমিতিগুলো স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হবার ফলে তারা একমাত্র জেলা গ্রন্থাগারগুলোকে যেমন তেমন করে পরিচালনা করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারছে না। জেলা গ্রন্থাগারগুলোর পরিচালনার অনাবশ্যক দায়িত্ব এদের উপর দেওয়ায় জেলা গ্রন্থাগারের সম্যক উন্নতির পথে অন্তরায় হয়েছে কিনা তাও আমাদের ভেবে দেখা দরকার।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আশ্বিন ১৩৬৬

বাংলা বই ও গ্রন্থাগার

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন এবং পরিমার্জনের সংগে সংগে নূতন নূতন বইএর সরবরাহ এবং গ্রন্থাগারের প্রসারের প্রয়োজন হয়েছে। এই সূত্রে সরকার নানারকম পরিকল্পনা প্রস্তুত করছেন। কোনো কোনো পুস্তক প্রকাশের জন্য সরকারী অর্থসাহায্য, ভাল বইএর জন্য নানারকম পুরস্কার (বেশির ভাগই অবশ্য বেসরকারী), সাহিত্য আকাদেমি, জাতীয় পুস্তক সংস্থা ইত্যাদি অনেক কিছুরই সূত্রপাত হয়েছে। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কাজও ব্যাপক ভাবে শুরু হয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে লেখক, পাঠক, প্রকাশক ও গ্রন্থাগার-গুলিকেও এবিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। একপক্ষ অপর পক্ষের উপরে ভরসা করে বা দোষারোপ করে বসে থাকলে চলবেনা। আজকালকার দিনে এদের একের সংগে অন্যের এমন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, এবং একটার উপরে আরেকটা এমনভাবে নির্ভরশীল যে মিলেমিশে চিন্তা না করলে, কিম্বা যৌথভাবে কাজ না করলে স্থিতিশীল কিছু গড়ে উঠবে না। শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা যত বাড়ছে, নানান শ্রেণীর পাঠকের সংখ্যাও বাড়ছে, আর তেমনি বাড়ছে লেখকদের সংখ্যা, প্রকাশকদের সংখ্যা। অন্যান্য দেশের সংগে, বিশেষ করে য়োরোপ এবং আমেরিকার মতো অগ্রসর দেশগুলির সংগে আমাদের তুলনা করবার সময় এখনো আসেনি। সুতরাং তাদের বাজারের সংগে আমাদের বাজারের তুলনা টেনে এনে কিছু লাভ নেই।

এই ধরণের সমস্যা নিয়ে কিছুকালের মধ্যে লেখা কয়েকটি প্রবন্ধের এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন 'দেশ' পত্রিকার ১৩৬৬ বঙ্গাব্দের সাহিত্য

সংখ্যায় প্রকাশিত রাজশেখর বসু মহাশয়ের প্রবন্ধ 'পরিপূর্ণ সাহিত্য'; Indian Librarian পত্রিকায় December, 1958, সংখ্যায় P. K. Banerjee লিখিত 'The Problem of book-production in India ; 'সাহিত্যের খবর', আষাঢ়, ১৩৬৬, সংখ্যায় চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ 'বাংলা বইয়ের ভবিষ্যৎ' এবং শ্রীযুক্ত মুরারি মোহন ঘোষ লিখিত 'গ্রন্থাগারিক বনাম প্রকাশক'।

তাহলে একটু ভেবে দেখা দরকার আমাদের শিক্ষাদীক্ষার গতি কোন পথে, বইএর বাজারেরই বা কী হাল। রাজশেখর বাবুর হিসেব থেকে মনে হয় আমাদের জ্ঞানকাণ্ডের ভবিষ্যৎ আশংকাজনক। কর্মকাণ্ডে অনেকে এদেশে বিদেশের ব্যুৎপত্তি লাভ করে কাজে লেগেছে এবং দেশের শিল্পবাণিজ্যের দুঃখ দূর করছে। কিন্তু সাহিত্য বলতে বাজারে যা বেরুচ্ছে তার প্রায় সবই উপন্যাস জাতীয়। এবং সাহিত্যিক তাঁকেই বলি যিনি ঔপন্যাসিক। এতে অবশ্য অবাক হবার কিছু নেই। দুনিয়ারই এই হালচাল। সাহিত্য জগতে প্রবন্ধকারদের স্বীকৃতি আছে, প্রচুর মর্যাদাও আছে, তবু সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য যাঁরা রচনা করেন তাঁরাই সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন বেশী। আসলে মানুষের জীবনের খুব কাছাকাছি এসে কথা বলেন যিনি তিনিই সাহিত্যিক। প্রবন্ধকারও যে তা বলেন না তা নয়, কিন্তু নতুন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অন্তরঙ্গ সুরে একেবারে ঘরের কথা ঘরোয়াভাবে বলেন না। সাহিত্যিকের সমাদর এবং সাহিত্যের পাঠক সর্বদেশে ঐ একই রকমের। য়োরোপ, আমেরিকায় অধিকাংশ পাঠকই উপন্যাস, বৈজ্ঞানিক গল্প, ডিটেকটিভ কাহিনী পড়েন। তবে এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে প্রবন্ধের পাঠক ও লেখকের সংখ্যার বৃদ্ধি হওয়া উচিত। উপন্যাস পাঠে যে চিন্তার বীজ মনে জন্মায়, প্রবন্ধ পাঠে তা দানা বাঁধে, সুসংহত অঙ্কুরে পরিণত হয়। সেই রচনাই সার্থক যেখানে প্রবন্ধের মধ্যে ঔপন্যাসিক উঁকি মারেন, উপন্যাসের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করেন প্রবন্ধকার।

কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা কদাচিৎ এই সামঞ্জস্য রাখতে পারি। প্রবন্ধ আর গল্প, সংবাদ ও সাহিত্য প্রায়ই একাকার করে ফেলি আমরা। বিদেশে জার্ণালিজম আর লিটারেচার—এ দু'য়ের সীমারেখা মাঝে মাঝে কাছাকাছি হয়ে এলেও কখনো এক হয়ে যায়নি। সাংবাদিকতা সাহিত্যের আসরে এসে কলমকে কেড়ে নিতে চেষ্টা করেনি। সাধারণ চিত্তবিনোদনের গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকে খোশগল্পের সুরটাই বজায় রেখেছে। কিন্তু আমরা এ দুটোকে

এক করে ফেলছি। গজিয়ে উঠছে সংবাদ-সাহিত্য। প্রবন্ধ এসে উপন্যাসের টুঁটি চেপে ধরছে, কিম্বা উপন্যাস গিয়ে প্রবন্ধকে শুষ্ক পাণ্ডিত্যের দ্বীপান্তরে পাঠাচ্ছে। সাহিত্য জগৎ জুড়ে শুধু রম্যরচনার সুর। রম্যরচনাকে ফরাসী 'বেলে লেত্‌র্‌' গোত্রভুক্ত করা হলেও সেই ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রবন্ধের ক্ষেত্রকে লঙ্ঘন করে সাহিত্যের এবং বিশিষ্ট জ্ঞানের আঙিনায় তার আনাগোনার চটুল প্রয়াস। সাহিত্যের সঙ্গে সাংবাদিকতার উদ্বাহ দ্বারা রম্যরচনার সংসার জমজমাট। আড্ডা, গালগল্প, ভ্রমণকাহিনী থেকে শুরু করে ইতিহাস, বিজ্ঞান পর্যন্ত এর সীমা বিস্তৃত। এত ব্যাপক ক্ষেত্রে এর বিচরণ যে অনেক ভাল রচনাও এই শ্রেণী বিভাগের হিড়িকে হারিয়ে যাচ্ছে। তাহলে সাংবাদিকতা-মার্কা সাহিত্য কি অপাংক্তেয় ? রম্যরচনার গুণ অনেক, সুবিধে প্রচুর। এর ভাষা আর ভাবের অবাধ বিচরণ-ক্ষেত্র, এর বিষয়-বৈচিত্র্য, এক কথা বলতে গিয়ে সেই সূত্রে অন্য কথা টেনে এনে মধু ঢালবার বা হুল ফোটাবার সুবিধে,—এ-সমস্তই রম্যরচনাকে একটা বিশেষত্ব দান করেছে। উপন্যাস বা গল্পের মতো নিছক সৃষ্টির কষ্ট বা প্রবন্ধের মতো নির্দিষ্ট মালমশলা নিয়ে মাথা ঘামাবার শ্রম কোনোটাই এতে নেই, দায় আছে কিন্তু সেই পরিমাণে দায়িত্ব নেই,—অথচ কর্ণরোচক করে বক্তব্য পরিবেষণ করা যায়। কিন্তু রম্যরচনাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় তাহলে ভাববার কথা বই কি। কারণ চটুল ভঙ্গীর রস চিন্তাস্রোতকে শৈবালাচ্ছন্ন করে। আজকালকার দিনে পাঠকদের সময় কম, অথচ যদি সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক থাকে তাহলে মনকে চোখ ঠারার মতো কিছু করা দরকার। সারাজীবন মুনাফাখোরের কর্ম করে শেষে কোনো কৈবল্যানন্দ গুরুজী পাকড়ে দর্শনী দিয়ে পুণ্য অর্জনের মতো যেন। তবু একথা অনস্বীকার্য যে রম্যরচনা একদিকে যেমন কিছু পরিমাণে সাহিত্যামোদীর তৃষ্ণা মেটাচ্ছে অন্যদিকে তেমনি কিছু কিছু পাঠকের মধ্যে জ্ঞানার্জনের ঝোঁক তৈরী করছে।

নিজের অভিজ্ঞতার এবং রসবিচারের ভিত্তিতে মনে যেসব চিন্তার উদয় হয় তারই ছিটেফোঁটা অন্যকে বিতরণ করবার জন্যে লেখক কলম ধরেন। অর্থাৎ বাস্তবে কল্পনায় মিলিয়ে তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে পাঠকদের একটা যোগসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। প্রকাশক বাজার বুঝে, অর্থাৎ পাঠকদের চাহিদা বা প্রবণতা লক্ষ্য করে সেটিকে প্রকাশ করেন। সুতরাং পাঠকই আসল। পাঠকের অপ্রকাশিত দাবী উপলব্ধি করে প্রকাশক হাজির হন লেখকের দরবারে। লেখকও

হয়ত প্রকাশকের দরবারে হাজির হতে পারেন, তবু পাঠকের দাবীটাই প্রধান। কিন্তু তা হলেও সবটই পাঠকের ওপর নির্ভর করে না। বরঞ্চ প্রকাশকেরা কিছু পরিমাণে পাঠক তৈরী করেন। অর্থাৎ পাঠকদের দরবারে নানাবিধ মালমশলা হাজির করে দিয়ে একটা চাহিদা বা বাজার সৃষ্টি করেন। সুতরাং পাঠকের রুচি তৈরী করবার ব্যাপারে প্রকাশকদের কিছুটা কৃতিত্ব আছে বলে মনে হয়। লেখক তাঁর ইচ্ছেমতো লিখতে পারেন এবং প্রকাশকও তাঁর খুশিমতো বই ছাপতে পারেন, কিন্তু পাঠক সে বই পড়বেন কি পড়বেন না সেটা সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব রুচি বা মেজাজের ব্যাপার। পাঠকও ইচ্ছে করলে যেমন খুশি বইএর জন্যে বায়না ধরতে পারেন, কিন্তু তেমন বই লেখা হবে কিনা বা প্রকাশিত হবে কিনা সেটা তাঁর ইচ্ছের উপরে নির্ভর করেনা। আসলে এই তিনজনের মিলিত ইচ্ছায় আপনা থেকেই, এমন কি পরস্পরের অজ্ঞাতসারেই একটা মান তৈরী হয়ে যায়, এবং সেই মান অনুযায়ী সাহিত্য রচিত হয়। লেখক এবং পাঠক উভয়কে প্রকাশক নিয়ন্ত্রিত করলেও পাঠক তৈরী করা তাঁর কাজ নয়।

যেমন গ্রন্থাগারিকেরও কাজ নয় পাঠক তৈরী করা। অথচ পাঠকদের হাতে তাঁদের খুশিমত যে কোন বই তুলে দেবার আগেও গ্রন্থাগারিককে বিবেচনা করে দেখতে হয়। পাঠকদের দাবী বা ইচ্ছাপূরণ করাই গ্রন্থাগারিকের একমাত্র কাজ বা প্রধান কর্তব্য হলেও সমাজ-মন বা সমাজ-বোধের ক্ষতিকর বিষয় তাঁকে এড়িয়ে চলতে হবে। সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব বা দায় গ্রন্থাগারিকের নয়, তবু সমাজ সেবাই তাঁর কাজ এবং এ দিকে লক্ষ্য রেখে একই বিষয়ের বিভিন্ন বই বা নানা জাতীয় বই পাঠকের হাতে তুলে দিয়ে তাঁর ঝোঁক তৈরী করতে হয় গ্রন্থাগারিককে। সুতরাং গ্রন্থাগারও এক হিসেবে প্রকাশকের কাজ করে। এখানে গ্রন্থাগারের সঙ্গে প্রকাশকের কোন বিরোধ নেই, বরঞ্চ সাধারণের মনকে পাঠানুরাগী করে তুলে পরোক্ষভাবে বই-এর বাজারকে সাহায্যই করা হয়। অথচ আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে গ্রন্থাগার প্রকাশকের ব্যবসা খর্ব করে দিচ্ছে। গ্রন্থাগারে একখানা বই কেনা হলে দশজনে পড়বে, প্রকাশক সেজন্য ক্রেতা হারাবেন। আসলে তা হয় না। বরঞ্চ গ্রন্থাগারের কল্যাণে পুস্তকের প্রচার বেশি হয়, বিজ্ঞাপনের কাজ হয়—নিখরচায় বিজ্ঞাপন। এমন কি সাময়িক পত্র-পত্রিকার সমালোচনাতে যে কাজ হয় তার চেয়েও বেশি হয় গ্রন্থাগারের মধ্যস্থতায়। এখানে পাঠক পুরো বইটা দেখতে এবং পড়তে পান, পাঁচটা বইএর সঙ্গে মিলিয়ে এবং পাঁচজনের সঙ্গে আলোচনা করে ও পুস্তকের

মূল্য যাচাই করতে পারেন। তারপরে দু'দশজন বন্ধুবান্ধবকে স্বভাবতই বইটির কথা বলেন। তাছাড়া, যারা কেবলমাত্র পড়তে জানে অথচ বই কেনবার সামর্থ নেই তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া গ্রন্থাগারের দায়িত্ব এবং প্রকাশকের বা লেখকের সার্থকতা।

কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে চাহিদা অনুযায়ী বই সরবরাহ করা নিয়ে। বাংলা বইএর বাজার এমনিতেই সীমাবদ্ধ, দেশ বিভাগের ফলে আরো খর্ব হয়েছে। এককালে ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি বই লেখা এবং ছাপা হত বাংলায়। এখনো সে গৌরব কমে যায় নি। হিন্দি বইএর বাজার এখন বাড়তির দিকে। অনুবাদে এবং নানাবিধ বিষয়ের মৌলিক গ্রন্থ রচনায় হিন্দি ভাষার লেখকদল এখন অগ্রণী। সরকারী উৎসাহ এবং সাহায্যও এই প্রচেষ্টার পিছনে নগণ্য নয়। আমাদের সর্বাঙ্গীন শিক্ষার যে পরিকল্পনা গৃহীত বা স্বীকৃত হয়েছে তাতে সমগ্র শিক্ষাকল্পের সর্ববিধ পুস্তক যদি মাতৃভাষায় না পাওয়া যায় তাহলে যে কী ধরণের বিপদ ভবিষ্যতে আমাদের হতে পারে তার কিছু আভাস মদুল্লিখিত লেখকদের প্রবন্ধগুলির মধ্যে আছে। এ বিষয়ে কার মনে সন্দেহ আছে যে মাতৃভাষায় সহজ করে শিখবার সুযোগ না পেলে পূর্ণ বিদ্যার্জন তথা জ্ঞানের পূর্ণ প্রয়োগ একান্তই দুরূহ হয়ে ওঠে? আজকাল আবার এখানকার বাজারে বিদেশী বই পাওয়াও কঠিন হয়ে উঠেছে। শুধু সরবরাহের অভাবই নয়, মূল্যাধিক্যও এই মন্দা বাজারের কারণ। দেশের ছেলেমেয়েরা সরকারী বৃত্তি নিয়ে হোক বা অন্যভাবে হোক বিদেশে শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছেন এবং বিশ্বান বা উচ্চশ্রেণীর কারিগর হয়ে আসছেন। কিন্তু উক্ত শিক্ষালাভ তথা বিদেশের মতো বইপত্র পাবার সুযোগ এখানে নেই। তাহলে কি এখানকার শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত থেকে যাবেন? বিদেশী ভাষাতে এবং যথাসম্ভব দেশী ভাষায় অনুবাদে তাঁরা যাতে বই পেতে পারেন সে ব্যবস্থা অবিলম্বে করা প্রয়োজন। আজকাল বিদেশী ওষুধ-পত্তর, কলকব্জা, সিগারেট প্রভৃতির বিদেশী প্রতিষ্ঠান-গুলির ভারতে ব্যবসা বজায় রাখতে হলে এদেশেই উৎপাদনের কারখানা তৈরী করতে হয়। বইএর বেলাতে ও ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা করা দরকার। কিছু কিছু নামকরা বা মাৎকরা বইএর ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে কোনো কোনো উৎসাহী প্রকাশক এগিয়ে আসেন, কিন্তু তার পিছনে কোনো সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা থাকেনা। ভারত সরকার যদি এ বিষয়ে অবহিত হন এবং গ্রন্থাগার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবে বইএর বাজার প্রসারিত

করবার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তবে ইস্কুল-কলেজ, ছাত্রছাত্রী এবং জনসাধারণের অনেক উপকার হয়। শুধু বিদেশী পুস্তকের এদেশে প্রকাশের ব্যবস্থাই নয়, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতায় যদি ভারতীয় ভাষাগুলিতে বিদেশী বইএর বহুল অনুবাদের আয়োজন করা হয় তবে আর সমস্যা এত জটিল থাকেনা। সাধারণত প্রকাশকেরা জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদির প্রকাশে খুব বেশি আগ্রহশীল থাকেন না, কারন বিক্রি সীমাবদ্ধ—আস্তে আস্তে বিক্রি হতে থাকে বলে অনেক টাকা আটকে থাকে। সরকারী সহায়তা পেলে এবং বিশেষ বিশেষ পুস্তকের অনুবাদের নির্দিষ্ট প্রত্যাদেশ পেলে প্রকাশকদেরও একাজে এগিয়ে আসতে কোনো বাধা বা দ্বিধা থাকবেনা।

কিন্তু শুধু পুস্তক-কেন্দ্রিক শিক্ষার পরিকল্পনাই সব নয়, এর সংগে তাল রেখে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অন্যান্য দিকগুলির প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া দরকার। শিক্ষনীয় বিষয় স্থির করবার সংগে সংগে বইএর বাজারের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া বাঞ্চনীয়। প্রকাশকদের খুশি এবং ফরমায়েস মতো বই বেরোচ্ছে, বাজার সরগরম হচ্ছে। এর ফলেও দেশের অনেক টাকা আবদ্ধ থাকে এবং প্রয়োজনীয় বই প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। বই এবং শিক্ষা উভয়ের একই ব্যবসায়ী ধরণ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। একদিকে যেমন শুনি বইএর বাজার বড় খারাপ, অন্যদিকে তেমনি শুনি শিক্ষা সমস্যার কথা। অথচ রাস্তায় রাস্তায় বই-এর দোকান এবং পরীক্ষা পাশের নোট পুস্তকের ছড়াছড়ি, সস্তা নীচু দরের বইএর গড়াগড়ি। আবার অন্যদিকে টাইপরাইটিঙের দোকানের মতো পরীক্ষার পড়া তৈরীর অনেক দোকান গজিয়ে উঠেছে। কৃষ্টির অপরাপর অংশগুলিতে একটা সস্তা মনোভাব রয়েছে, এবং তা রয়েছে বলেই হয়ত বই এর বাজারেও সস্তা জিনিসই কিস্তি মাৎ করছে। তার উপরে রয়েছে নানান নিম্নরুচির সাময়িক পত্রিকা। চারদিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নাম করে নাচ গান প্রভৃতির মারফৎ যে জিনিস পরিবেষিত হয় তার গতি কোন দিকে এবং পরিণতি কী তা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। একদিকে যেমন তৃতীয় শ্রেণীর সিনেমাগুলি হাজার হাজার দর্শক আকৃষ্ট করছে, অন্যদিকে তেমনি চটুল গানে বাজার সরগরম। রচনা প্রকাশের ব্যাপারে লেখকদের যেমন স্বাধীনতা নেই, তেমনি ভাল গান বা ভাল ছবির রচয়িতাদেরও নেই স্বাধীনতা। ব্যবসায়ীদের হাতেই এখন কৃষ্টি-সংস্কৃতির ভার; অর্থোপার্জনই মূল লক্ষ্য। হালকা বিনোদনের মধ্যে অবসর যাপনের প্রয়োজনীয়তা আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সস্তা বা বিকৃত রুচি সংকুচিকে

সহজেই গ্রাস করে ফেলে। সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে সহজ লভ্যের প্রতি। সুতরাং পরিণামে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ খর্ব হবার ভয় থাকে। হালকা রুচি এবং চটুল সামগ্রী সব দেশেই আছে একথা সত্য। কিন্তু এখন আমাদের অন্যদের সংগে তুলনা করবার সময় নয়। ভারতে অধিকাংশই অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত। অধিকাংশ লোকই দরিদ্র। এদের অর্থ এবং শিক্ষা কোনো দিকেই ফেলে ছড়িয়ে চলবার মতো অবস্থা আমাদের নয়। সুতরাং সংগঠনের কালটুকু আমাদের নানাদিক বিবেচনা করেই চলতে হবে। যা কিছু আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির বা অগ্রগতির অন্তরায় বলে মনে হবে তাই আমাদের নির্মমভাবে বাদ দিতে হবে। সামগ্রিক কল্যাণের জন্য প্রয়োজন হলে দল বেঁধে হোক আইন করে হোক যা করণীয় তা করতে দ্বিধা করলে চলবে না। বই বা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকাশকের অভাব পূরণ করতে গ্রন্থাগারকেই প্রয়োজন হলে এগিয়ে আসতে হবে। প্রকাশক বা গ্রন্থাগারের উপরে শিক্ষার ভার যদিও নেই তবুও শিক্ষার আদর্শ সামনে রেখেই তাদের চলতে হয়।

কিন্তু গ্রন্থাগারগুলি পুস্তক সরবরাহ ছাড়া এ ব্যাপারে স্বতন্ত্রভাবে কতদূর কী করতে পারে? সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়েও এতকাল ধরে এদেশের গ্রন্থাগারগুলি সমাজ সেবার কাজ যে ভাবে করে এসেছে তাতে এমন আশা করা অন্যায় হবে না যে ভবিষ্যতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাদের দান উল্লেখযোগ্য হবে। বিদেশী সরকার যখন আমাদের সমস্যাগুলির প্রতি উদাসীন ছিল এবং উন্নতির পরিপন্থী ছিল তখন অগুনতি পাঠাগারকে কেন্দ্র করে দেশসেবার যাবতীয় কাজ চলে এসেছে। এখনও গ্রন্থাগারগুলি বই এবং পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে নিজেদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করতে পারে। ভালো ভালো গানের রেকর্ড সংগ্রহ এবং তা শোনবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা, নানান ভাষাশিক্ষার রেকর্ড রাখা এবং সেইসূত্রে ভাষা শেখবার ব্যবস্থা করা, বিশেষ বিশেষ জিনিসের টেপরেকর্ডের সংগ্রহ এবং টেপ-রেকর্ড করবার ব্যবস্থা গ্রন্থাগারের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ভালো ভালো শিল্পীদের আঁকা বাঁধানো ছবির সংগ্রহই শুধু নয়, সেই ছবি যাতে বইএর মতোই ধার করে নিয়ে গিয়ে বাড়ি সাজাতে পারে সেদিকে নজর দিলে রুচি সৃষ্টির কাজ হতে পারে। রুচি তৈরীর সহায়ক হিসেবে সিনেমার ছবির সংগ্রহ এবং তা দেখাবার বন্দোবস্ত থাকা নিশ্চয় দরকার। তাছাড়া বক্তৃতাদির আয়োজন, নৃত্যগীত প্রভৃতি নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মাঝে মাঝে নাটক মঞ্চস্থ করার বিশেষ

ব্যবস্থা গ্রন্থাগারগুলিতে থাকা বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থাগার পরিচালনার মধ্যে ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির স্থান নেই বলেই সবের মধ্যে দিয়ে রুচিপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ রচনা এবং সুশিক্ষার প্রচার সম্ভব হতে পারে।

আমি গ্রন্থাগারগুলিকে এর চেয়েও বেশি দায়িত্ব নেবার কথা বলি। পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারেও যদি গ্রন্থাগার অগ্রণী হয় তবে জনসাধারণের প্রভূত উপকার হতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আপাতদৃষ্টিতে এটা একটু বাড়াবাড়ি বলে হয়ত মনে হতে পারে, কিন্তু একটু বিবেচনা করে দেখলেই এর যৌক্তিকতা সম্পর্কে সংশয় থাকে না। প্রকাশককে নানান দিক ভেবে চলতে হয়, তাই অনেক বই তার পক্ষে ছাপানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। পাঁচ রকমের পাঁচটা বই বার করা এবং একটা বইএর তেলে আরেকটা বইএর মাছ ভাজাই তাদের কাজ। কিন্তু গ্রন্থাগার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নয়। তাই অতিরিক্ত মুনাফার দিকে যেমন তাকে নজর দিতে হবে না, তেমনি বাজার মাৎ করবার জন্যে পাঁচমিশেলি বইও তাকে বার করতে হবে না। বিশেষ বিশেষ বই গ্রন্থাগার থেকে প্রকাশিত হলে সাধারণে তা স্বল্পমূল্যে সংগ্রহ করতে পারবে, এমনকি গ্রাহকদের পক্ষে কিস্তিবন্দীতে টাকাটা দেবার সুবিধেও করে দেওয়া সম্ভব। বাংলাদেশে যত গ্রন্থাগার আছে সেগুলির থেকে যদি কয়েখানা করেও মূল্যবান মৌলিক এবং অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের বইএর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে—দেশটাও ভালো বইএর দুর্ভিক্ষ থেকে কিছু পরিমাণে রক্ষা পাবে।

গ্রন্থাগারের হিসাব-রক্ষণ

সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

আর্থিক আদান-প্রদান ঘটলেই হিসাব-রক্ষণের প্রয়োজন দেখা দেয়। টাকাকড়ির সংগে সংবাদ নেই এরূপ গ্রন্থাগার একপ্রকার বিরল। ছোট ও মাঝারি আকারের গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে হিসাবনিকাশের প্রশ্ন অন্য যে-কোনও বিষয়ের চেয়ে যে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ তা বলার প্রয়োজন করে না। যে-সব গ্রন্থাগার কর্মীর দৈনন্দিন কাজকর্মে হিসাবনিকাশের প্রশ্ন দেখা দেয় না, তাঁদেরও মোটামুটি হিসাব-রক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত থাকা উচিত। অনেক প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সভায় প্রশ্ন করতে শোনা যায় যে Income & Expenditure হিসাবে বই কেনার খরচ ধরা হয়নি কেন,—জমাখরচ হিসাবের বাঁদিকেতো জমা লেখা হয় কিন্তু উক্ত হিসাবে ডানদিকে আয় আর বাঁদিকে ব্যয় লেখা হয়েছে কেন ইত্যাদি। হিসাব রক্ষণের রীতিগুলি জানা থাকলে হিসাব পত্র বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না। গ্রন্থাগারিক শিক্ষণে প্রশাসন ও সংগঠন বিষয়ে হিসাব রক্ষণের অন্তর্ভুক্তি বিবেচনার প্রয়োজন রাখে।

কোলকাতার বিভিন্ন সাধারণ গ্রন্থাগার পরিদর্শনকালে বহুক্ষেত্রে হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিতে যথেষ্ট গলদ প্রত্যক্ষ করে থাকি। পরিষদ কার্যালয়ে প্রেরিত কোনও কোনও গ্রন্থাগারের বার্ষিক হিসাবপত্রেও যথেষ্ট ত্রুটি দেখা যায়। কর্মীরা নিজেরাও বহু সময় হিসাবের ব্যাপারে খুবই অসুবিধা ভোগ করেন। তাই গ্রন্থাগার পরিচালনের সংগে জড়িত সমস্যা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিজ্ঞানসম্মত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি অনুসৃত হওয়া উচিত।

বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে হিসাব রক্ষণের বিস্তৃত আলোচনায় আগে পরিষ্কার হওয়া দরকার যে গ্রন্থাগারের হিসাব-রক্ষণের প্রয়োজন ও বৈশিষ্ট্য কোথায় :

১। কোন খাতে কত আয় ও কোন খাতে কত ব্যয় হয় তা জানা ও সে সম্বন্ধে প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা ;

২। সরকার, পৌর-প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য সংস্থার নিকট নির্দিষ্ট প্রণালীতে হিসাবপত্র দাখিল করা ;

৩। হিসাবের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নির্ধারণ ও বাজেট প্রণয়ণ এবং বাজেট অনুসারে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করা ;

৪। গ্রন্থাগারের আর্থিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা ;

৫। গ্রন্থাগারের দায়দেনা ও সম্পত্তি কি আছে তা জানা ;

৬। সদস্যদের নিকট উপস্থাপন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত তুলনামূলক পর্যালোচনা করা।

বুঝবার ও বুঝাবার সুবিধার জন্যে এখানে হিসাব-রক্ষণ পদ্ধতির উদাহরণগুলি ইংরাজিতে দেখানো হোল ; বলা বাহুল্য বাংলাতে রাখাও চলে, এবং অনেক প্রতিষ্ঠান একাজে উপযুক্ত পরিভাষার সাহায্য নেন।

গ্রন্থাগারের হিসাব রক্ষণে প্রযোজ্য সর্বাপেক্ষা সরল, সুবিধাজনক ও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী হোল Double Entry System. এই পদ্ধতির মূল কথা এই যে যখনই কোনও টাকাকড়ির লেনদেন ঘটে তখন একজন দেয় অন্যজন নেয়। যে নেয় সে Debtor ও যে দেয় সে Creditor ; সংক্ষেপে লেখা হয় Dr. ও Cr. হিসাব বহিতে সেজন্যে কোনও জমা বা খরচ বিপরীত দু' জায়গায় লিখতে হয়। এর জন্যে মোটামুটি দুটি খাতা রাখলেই চলবে। একটিকে বলা হয় Cash Book, অপরটির নাম Ledger।

ক্যাশ বুকে দৈনিক যা আদায় ও খরচ হয় তা বিষয় নির্বিশেষে বিস্তারিত রূপে লিখে যেতে হয়। বাঁদিকে জমা, (Dr.) ডানদিকে খরচ (Cr.) :

32 — **Cash Book** — 32

Dr.					Cr.				
Date		Pariticulars of transactions	Fol	Amt.	Date		Particulars of transactions	Fol	Amt.
1959 Oct.	20	To Subscription a c Receipt No. 18-25	3	4 00	Oct.	15	By Books a/c value of books purchased from xyz Co. voucher 10	22	100 00
	23	,, Donation a/c Receipt No. 26	44	15 00		30	,, Rent a/c House rent for Oct. paid to landlord Mr. A Voucher—11	28	45 00

Ledger :

3			Subscription a/c						3
					1959				
					Oct.	20 By Cash	32	4	00

22			Books a/c					
1959								
Oct.	15	To Cash	32	100				

ক্যাশবুকে লিখিত জমা ও খরচগুলি লেজার বইতে বিভিন্ন পৃষ্ঠায় বিষয়ানুযায়ী স্বতন্ত্র ও নির্দিষ্ট খাতে তুলতে হবে। তখন আর ক্যাশ বুকের মত বিশদ না লিখিলেও চলে। লেজারে জমা ও খরচগুলি নিজ নিজ বিষয়ের খাতে বর্গীকৃত হয়ে যায়। লেজার থেকে এক নজরে বই কিনতে কবে কত খরচ হয়েছে তা বলে দেওয়া যায়। মোট কত টাকা চাঁদা পাওয়া গেছে তাও দেখে বলা যায়। মনে রাখা চাই যে ক্যাশ বুকে যেটা Dr. দিকে লেখা হয় লেজারে তা Cr. দিকে তুলতে হবে। এবং ক্যাশ বুকে Cr. দিকে লিখিত অংকগুলি লেজারের Dr. দিকে তুলতে হবে। বছরের শেষে লেজারের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিখিত বিভিন্ন ধরণের জমা ও খরচের স্বতন্ত্র যোগফলগুলি একত্র করে বার্ষিক হিসাবপত্র তৈরী করা হয়।

বার্ষিক হিসাবপত্রে সাধারণতঃ দুটি দিক দেখানো হয়। একটিতে থাকে সারা বছরে কত আয় ও ব্যয় হয়েছে। এর নাম Income & Expenditure Account ; এতে বই, আসবাবপত্র ও গৃহ বাবত খরচাদি ধরা হয় না ; কেন হয় না সে কথায় পরে আসছি। বার্ষিক হিসাবপত্রের দ্বিতীয়টিতে থাকে প্রতিষ্ঠানের দায়দেনা (liabilities) ও সম্পত্তির (assets) হিসাব। তাকে বলা হয় উদ্বর্তপত্র (Balance Sheet).

বার্ষিক হিসাবপত্র তৈরীর আগে মোটামুটি জেনে রাখতে হবে যে খরচ দু'রকমের হয়। একটিকে বলা হয় Revenue Expenditure ও অপরটিকে বলা হয় Capital Expenditure। প্রথমটিতে পড়ে সেইসব খরচ যেগুলোর ফলে কোনও কিছু স্থায়ীভাবে থেকে যায় না, যেমন বেতন, ইলেকট্রিকের বিল, বাড়ীভাড়া ইত্যাদি। দ্বিতীয় শ্রেণীর খরচ হোল সেইগুলো যার ফলে স্থায়ী কিছু থেকে যায় যেমন বইপত্র (সংবাদপত্র ন আসবাবপত্র, জমি ও বাড়ী ঘরদোর ইত্যাদি।

বার্ষিক হিসাবপত্রের Income & Expenditure অংশে কেবলমাত্র Revenue Expenditureগুলি ধরা হয়। দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ Balance Sheetএ Capital Expenditureগুলি পূর্বেকার দায়দেনা ও সম্পত্তির সঙ্গে লিখতে হয়।

বছরের শেষে লেজারের বিভিন্ন জমা ও খরচগুলির জের (Balance) বার্ষিক হিসাবপত্রে নিয়ে যাওয়া হয়। Revenue Expenditureগুলির সেইখানেই (I. & E. a/c) সমাপ্তি ঘটে এবং নতুন বছরের নতুন খাতায় নতুন করে আবার আরম্ভ করতে হয়। কিন্তু Capital Expenditure খাতের যে জের থেকে যায় তা পরবর্তী বছরের খাতায় বহন (Carry forward) করে নিয়ে যেতে হবে। এবং পরবর্তী বছরের খরচগুলি পূর্ববর্তী জেরের সঙ্গে যুক্ত হবে। ফলে বই আসবাবপত্র ইত্যাদির ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে হিসাব বইতেও তার বর্ধিত পূর্ণ মূল্য পাওয়া যাবে। তবে শেষোক্ত জিনিষপত্রের একটা স্বাভাবিক ক্ষয়ের দরুণ সেগুলির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অঙ্কের মূল্যহ্রাস (depreciation) করা যেতে পারে। সে বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে। দু' ধরণের খরচের দুটি উদাহরণ দর্শানো গেল :

Electric Charges a/c

1958			Fol.							
		B F.		51	00	Dec	31	By Amount transferred to Income & Expenditure a/c	107	00
July	22	To Cash	26	10	50					
Aug	28	,, ,,	30	11	00					
Sept	30	,, ,,	37	10	00					
Oct	28	,, ,,	41	9	00					
Nov	30	,, ,,	45	8	50					
Dec	24	,, ,,	50	7	00					
				107	00				107	00

Furniture a/c

1958					1958					
May	15	To Cash	500	00	Dec	31	By Depreciation	J.1	25	00
							,, Balance c/f		475	00
			500	00					500	
1959										
Jan	1	To Balance b/f	475	00						

বার্ষিক হিসাবপত্র রচনার আগে দেখা উচিত খাতাপত্র ঠিকমত (গাণিতিক) লেখা হয়েছে কিনা। তারজন্যে যে উপায় অবলম্বন করা হয় তাকে বলে Trial Balance। লেজারের বিভিন্ন খাতের জের (balance) একটি আলাদা কাগজে সেগুলির অবস্থান অর্থাৎ Dr. ও Cr. অনুযায়ী লিখে যোগ দিলে যদি মিলে যায় তবে বুঝতে হবে যে খাতাপত্রে গাণিতিক কোনও গণ্ডগোল নেই। উক্ত পত্রে ক্যাশবুকের জের যা থাকে সেটাও নিতে হবে। উপরের হিসাব দুটিরই Dr. balance ; সেজন্যে T. B.তে বাঁদিকে বসবে। একটি উদাহরণের সাহায্যে প্রণালীটি বুঝানো হোল :

Trial Balance

	Dr.	Cr.
Subscription		1,285 86
Donation		400 00
Wages & Salary	600 00	
Electric Charges	107 00	
Sale of old newspapers		25 00
Furniture & Equipment	800 00	
Books	1,000 00	
Newspapers	80 00	
Grants in aid		300 00
Book Binding	50 60	
General Fund		3,000 00
Cash in hand	50 00	
Bank	323 26	
Reserve Fund	2,000 00	
	5,010 86	5,010 86

Trial Balance-এর দুদিক মিলে গেলে তা থেকেই বার্ষিক হিসাবপত্রের খসড়া তৈরী করা সুবিধাজনক। এই সময় সতর্ক থাকতে হবে কোন্ অঙ্কটি I. & E. a/c যাবে এবং কোন্ অঙ্কটি B. S.-এ যাবে।

হিসাবপত্র প্রস্তুত করার সময় মনে রাখতে হবে যে Income & Expenditure a/cএর উদ্বৃত্ত অঙ্কটি Balance Sheetএর বাঁদিকে Liabilitiesএর নীচে General Fundএর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। General Fund কথাটি অনেকটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের Capitalএর সঙ্গে তুলনীয়। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে General Fund গড়ে ওঠে আয়ব্যয়ের উদ্বৃত্ত ও প্রথম বছরের ক্রীত সম্পত্তির সমষ্টির ফলে। I. & E. a/c তৈরীর পর B. S. প্রস্তুত করতে হয়। B. S.এর দুদিক আপনা আপনি না মিলে গেলে বুঝতে হবে কোথাও কোনও ভুল আছে।

কোন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা জানবার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম তার Balance Sheet. হিসাবপত্রের এই অংশেই পাওয়া যায় প্রতিষ্ঠানের কোনও ধারদেনা আছে কিনা, কি ধরণের কত মূল্যের সম্পত্তি আছে, নগদ টাকাকড়িই বা কি আছে।

কোলকাতার কোনও একটি সুবৃহৎ গ্রন্থাগারে দেখেছি যে তাদের বার্ষিক হিসাবপত্রে কোনও Balance Sheet প্রস্তুত করা হয় না। আয়ব্যয় সব বছরে বছরে Income & Expenditureএ ধরা হয় এবং নগদ টাকা ছাড়া কোনও কিছুর জের পরবর্তী বছরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় না। এরূপ পদ্ধতি যে কত ক্ষতিকর তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই ব্যাঙ্কে বা পোষ্ট অফিসে তহবিলের টাকা রাখা উচিত, Petty Expense-এর জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা হাতে রেখে বাকি ব্যাঙ্কে জমা রাখার যৌক্তিকতা না বললেও চলবে। ব্যাঙ্ক বা পোষ্ট অফিসে যাঁরা টাকা রাখেন, তাদের তিন Column-এর ক্যাশ বুক কিনতে হবে। একটি কলমে নগদ লেনদেনগুলি লেখা হবে। অন্য দুটির একটিতে ব্যাঙ্কের লেন-দেনগুলি লিখতে হবে। ক্যাশ বুকে ব্যাঙ্কের হিসাব ও নগদ হিসাব স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে চলবে। কেবল টাকা তোলবার বা জমা দেবার সময় ক্যাশ Dr ও Cr উভয় দিকে দুটি বিপরীত জমা-খরচ লিখতে হবে। Folio (পত্রাঙ্ক) Column-এ এক্ষেত্রে লেজারের পৃষ্ঠার পরিবর্তে Contra বা শুধু C লিখতে হবে। প্রথম কলমে জমাখরচের analysis দেওয়া হয়।

Cash & Bank Book-এর **Dr. side** দেখানো হোল ঃ

Dr.

						Cash		Bank	
1958		B. F.	L/F			23	14	1,212	75
Oct.	12	To Subscription a/c Mr. X Receipt 317 Mr. Y ,, 318 Mr. Z ,, 319	11	1	50 00 50	2	00		
		Grant in aid a/c Corporation grant for 1955-56 received per chaque No. CZH 32596 on State Bank of India.	32					500	00
	13	Cash a/c Amount deposited in Bank	C					10	00
	14	Bank a/c Amount withdrawn for purchase of Furniture	C			200	00		

Cash & Bank Book-এর **Cr. Side** দেখানো হোল ঃ

Cr.

			L.F		Cash		Bank	
Oct	5	Books a/c Value of books purchased from ABC Co. by cheque No. PBR 3898 vouchher No. 70	27				250	00
	13	Bank a/c Amount deposited	C		10	00		
	13	Cash a/c Amount withdrawn	C				200	00

উপরের ক্যাশ বুকের দুটি দিকের উদাহরণে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে টাকা তোলা ও জমা দেওয়ার কোনও Ledger entry-র প্রয়োজন ঘটে না। কারণ এ শুধু এক দিক থেকে আর দিকে স্থানান্তরিত করা মাত্র—জমা বা খরচ নয়। ব্যাঙ্ক অবশ্য কোনও কমিশন বা ঐ ধরণের কিছু কেটে নিলে Cr-এর দিকে সেটা

খরচ হিসেবে লিখতে হয়। কিংবা যদি কোন সুদ পাওয়া যায় তাহলে ব্যাঙ্ক কলমে প্রদত্ত সুদ আয় হিসেবে জমা করতে হবে।

উপরে তিন কলম ক্যাশ বুকের প্রথম কলমটিকে inner column বলা হয়। এতে ক্যাশ বা ব্যাঙ্কের জমা-খরচ বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়। কিন্তু যে সব গ্রন্থাগারে সদস্যের সংখ্যা অধিক সেক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র চাঁদার বই (Subscription Day book) রাখলে ভাল হয়। এজন্যে এক রকম সরু খাতা কিনতে পাওয়া যায়। তাতে দৈনিক যা আদায় হয় তা সবিস্তারে লিখে প্রতিদিনকার যোগফল ক্যাশ বুকে তোলা যেতে পারে। লেখবার সময় ক্যাশ বুকে কেবল কোন্ রসিদ থেকে কোন্ রসিদ পর্যন্ত কাটা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে। ব্যাঙ্ক বা ক্যাশের যে দুটি outer column থাকে তার অংকগুলিই লেজারে তোলা হয়। প্রতিটি অংকের আগে লেজার ও ক্যাশ বুকে পারস্পরিক পত্রাংকটি (Folio No) চটপট খোঁজার (cross reference) সুবিধের জন্যে টুকতে যেন ভুল না হয়।

জের টানা (balancing) সম্বন্ধে আগে একবার উল্লেখ করেছি। লেজারের প্রতিটি খাতের নির্দিষ্ট সময়ান্তে যে দিকটা গরিষ্ট তার থেকে উল্টো দিকের লঘিষ্ট অংকটি বাদ দিয়ে জের টানতে হয়। তখন সেই বিয়োগ ফলটিকে গরিষ্ট দিকের জের বলা হয়। উল্টো দিকে যদি কোন অংক না থাকে তাহলে যে দিকটায় আছে সেই দিককারই জের হয়।

এতক্ষণ শুধু নগদ জমা খরচের হিসাব রাখা সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করা হোল। কিন্তু অনেক সময় কয়েক ধরণের হিসাব লিখতে হয় যার কোন নগদ লেনদেন ঘটে না। যেমন খাতা লিখতে যদি কোন ভুল হয়ে থাকে তাহলে তা খাতায় কাটাকুটি না করে ভুল জায়গা থেকে ঠিক জায়গায় স্থানান্তরিত করতে হয়; দ্বিতীয়তঃ ধারে যদি কোন মাল পাওয়া গিয়ে থাকে; তৃতীয়তঃ বই, আসবাবপত্র ইত্যাদির depreciation ও পাওনা টাকা আদায়ের সম্ভাবনা না থাকলে bad debt হিসাবে সেই টাকা write off করবার প্রয়োজনে এবং চতুর্থতঃ বৎসরান্তে বিভিন্ন খাতের জের Income & Expenditure a/c-এ স্থানান্তরিত করবার জন্যে একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়—তাকে Journalising বলা হয়ে থাকে। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র জার্নাল বই না রাখলেও চলে। একটা ছোট খাতায় লাইন টেনে নিয়ে কাজ চালানো যায়। জার্নাল রাখার পদ্ধতি নীচে দেখানো হোল:

Date Column			Led Fol Col	Dr. Rs.	nP.	Cr. Rs.	nP.
June	5	Books a/c Dr.	44	100	00		
		To Newspaper a/c	56			100	00
		(cost of books purchased on 23.4.58 wrongly debited to the latter a/c now corrected)					
	10	Furniture & Equipment a/c Dr.	23	150	00		
		To XYZ Co. a c	18			150	00
		(Value of 12 chairs purchased on credit)					
Dec.	31	Depreciation a/c Dr.	75	30	00		
		To furniture a/c	23			30	00
		(Depreciation @ 5% made on total value of furniture & Equipment)					

জার্নালে কিছু লেখবার আগে মনে রাখতে হবে যে জার্নাল থেকে লেজারের কোন দুটি খতিয়ানে অংকটি উঠবে, এবং সংশ্লিষ্ট খতিয়ানের বাঁদিকে না ডানদিকে। গ্রন্থাগারের হিসাব রক্ষণে লেজারের প্রয়োজন নিয়মিত না থাকলেও সময়বিশেষে তা এড়ানো যায় না।

বছরের শেষে লেজারের বিভিন্ন খতিয়ান থেকে সেগুলির জের I & E a/c-এ নিম্নলিখিত প্রণালীতে স্থানান্তরিত করতে হয়:

Subscription a/c

			Rs.	nP.				Rs.	nP.
Dec	31	To Balance transferred to I. & E. a/c	185	86	Dec	31	B. F.	1285	86
			1285	86				1285	86

Rent a/c

			Rs.	nP.				Rs.	nP.
Dec	31	B. F.	360	00	Dec	31	By Balance transfured to I. & E. a/c	360	00
			360	00				360	00

পূর্বোক্ত Double Entry System অনুযায়ী উপরে প্রদত্ত জের দুটি I & E a/c-এর বিপরীত অর্থাৎ প্রথমটি ডানদিকে ও দ্বিতীয়টি বাঁদিকে লেখা হবে।

EXPENDITURE			INCOME		
Wages & Salary	600	00	Subscription	1285	86
Electric charges	107	00	Donation	400	00
News papers	80	00	Sale of Newspapers	25	00
Book Binding	50	00	Grants in aid	300	00
Depreciation	150	00			
	987	00			
Income over Expenditure transfered to General fund a/c	1023	86			
	2010	86		2010	86

লেজারের যে খতিয়ানগুলি Revenue Expenditure-এর সেগুলিই কেবল উপরিউক্ত হিসাবে স্থান পাবে। পূর্ব বৎসরের শেষে যেসব সম্পত্তি ও দায়দেনা এ বৎসরে জের হিসেবে টেনে আনা হয়েছে, সেগুলির সংগে বর্তমান বছরের খরচগুলি (Capital Expenditure) ক্রমান্বয়ে যুক্ত হয়ে বৎসরান্তে হিসাবপত্রের ব্যালান্স সীট অংশে প্রদর্শিত হবে এবং পূর্বের মত পরবর্তী বৎসরে জের হিসেবে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। উপরে প্রদত্ত I & E a/c-এ অন্তর্ভুক্ত ও লুপ্ত হয়ে যাবে না :

LIABILITIES					ASSET				
General Fund					Cash & Bank				
as per last Account	3,150	00			Cash in hand	50	60		
					United Bank of India	2,323	26	2,373	86
add income over expenditure of the current year	1,023	86	4,173	86	Furniture & Equipment				
					as per last Account	500	00		
					Since added	150	00		
						650	00		
					Less depreciation	30		620	00
XYZ Co.									
Bill payable for furniture purchased on credit			150	00	BOOKS				
					As per last Account	800	00		
					Since added	400	00		
						1200	00		
					Less depreciation	120	00	1080	00
					National Savings Certificate			250	00
			4323	86				4323	86

গ্রন্থাগারের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখার জন্যে হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির যতটুকু প্রয়োগ ও প্রয়োজন ঘটে তার মোটামুটি আলোচনা করা গেল। সবশেষে বাজেট সম্পর্কে কিছু বলা দরকার।

বছরের গোড়াতে প্রায় সব প্রতিষ্ঠানই সারা বছরের একটা কার্যসূচী গ্রহণ করেন। কত টাকার নতুন বই কেনা হবে, তার মধ্যে কত অংশ পুরোণো বাতিল বইপত্র পুনরায় সংগ্রহের জন্যে নির্দিষ্ট থাকবে, আসবাবপত্র কি কি কেনা হবে, কতগুলি বই বাঁধাই করা হবে, গৃহ মেরামত, অনুষ্ঠানাদি কি হবে ইত্যাদি আগে থেকেই ঠিক করে নেওয়া হয়। পূর্ব নির্ধারিত কার্যসূচী রূপায়িত করতে হলে যে অর্থের প্রয়োজন হবে বলা বাহুল্য তা আয় অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। বিগত তিন চার বছরের আয়ের গড় অনুযায়ী অর্থাগম আশা করা হয়ে থাকে। তখন কর্মকর্তাদের বিবেচনা করতে হয় কিভাবে আয় বাড়ানো যায় যাতে ঈপ্সিত কার্যসূচী অটুট থাকে। সদস্য বৃদ্ধি, দান-সংগ্রহ সাহায্য-প্রদর্শনী অনুষ্ঠানাদি ছাড়া আর কি-ই বা অর্থাগমের উপায় আছে। কাজেই আগে থেকে চিন্তা ও দূরদৃষ্টির সঙ্গে বাজেট প্রস্তুত করা চাই। ফলে কার্যকালে কোনও বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে না। বছর শেষ হবার আগে একবার পর্যালোচনা করা উচিত যে প্রকৃতই কত আদায় ও খরচ হয়েছে। নির্ধারিত অঙ্কের অতিরিক্ত খরচ হয়ে গেছে কিনা এবং আয়ের পরিমাণ আশানুরূপ হয়েছে কিনা তা দেখা দরকার।

নবদ্বীপ পুস্তক বিনিময় সমিতি

শ্যামসুন্দর সাহা

ছোট কিংবা মাঝারি গ্রন্থাগারগুলি সম্পূর্ণ নির্ভর করে পাঠক-পাঠিকাদের চাঁদার উপর। অবশ্য মাঝে মাঝে সরকার কিংবা অন্যান্য স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান থেকে এক সাথে কিছু টাকা বই কেনার জন্য পাওয়া যায়; কিন্তু তা অনেক জায়গায় অনিয়মিত এবং অনেক গ্রন্থাগারই এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত কিংবা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। কাজেই পাঠক-পাঠিকাদের চাঁদা সর্বস্ব গ্রন্থাগারগুলিতে মাসের শেষে সব খরচ মিটিয়ে বই কেনার খাতে বিশেষ কিছুই থাকে না।

এই অবস্থা থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়ার জন্য আজ থেকে প্রায় দু' বছর আগে ১৯৫৭ সনের আগষ্ট মাসে স্থানীয় সারস্বত মন্দির স্কুলের তদানীন্তন শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিক শ্রীনির্মল চৌধুরীর উৎসাহে অরুণোদয় পাঠাগার ও প্রগতি পরিষদের যুগ্ম আহ্বানে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সভা ডাকা হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল—গ্রন্থাগারে নতুন পুস্তকের তীব্র চাহিদার কিছুটা লাঘবের জন্য প্রত্যেক গ্রন্থাগারের মধ্যে নিয়মিত পুস্তক বিনিময় করা যায় কিনা। প্রথমে অনেকেরই মনে এই প্রশ্ন জাগে—এই পরিকল্পনা কি সার্থক হবে? তাই প্রথমে ঠিক হল প্রত্যেক গ্রন্থাগার পরস্পরের কাছ থেকে পাঁচ টাকা দামের বই নেবে এবং তিন সপ্তাহ পর সেই বই পাল্টে আবার নতুন বই নিতে পারবে, অর্থাৎ নিজের গ্রন্থাগারের পাঠকদের পড়ানোর জন্য তিন সপ্তাহ সময় পাওয়া যাবে। তবে কোন গ্রন্থাগার ইচ্ছে করলে বই রিনিউও করতে পারবে। পাঁচটি গ্রন্থাগার এতে সম্মতি জানায় এবং এই পাঁচটি গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সমিতি গঠন করে—অরুণোদয় পাঠাগারের পক্ষ থেকে শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবনাথ ও প্রগতি পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীঅমল ভট্টাচার্যকে যুগ্ম-সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই সমিতির অফিস খোলা হয় অরুণোদয় পাঠাগারে। এবং সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই পাঁচটি গ্রন্থাগারের মধ্যে নিয়মিত পুস্তক বিনিময় চলতে থাকে।

কয়েক মাস খুবই উৎসাহের সাথে এই কাজ চলতে থাকে। কিন্তু কয়েকটি ছোটখাট অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ায় পরবর্তী অধিবেশনে সময়টা তিন সপ্তাহ থেকে বাড়িয়ে একমাস এবং বিনিময়ের পুস্তকের মূল্য পাঁচ টাকা থেকে বাড়িয়ে দশ টাকা করা হয়।

পুস্তক ঋণ দিয়ে ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলির উন্নতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গত ১৯৫৮ সনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনে— নবদ্বীপের সাধারণ গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ছোট গ্রন্থাগারগুলিকে পুস্তক ঋণ দিয়ে সাহায্য করার এক প্রস্তাব ঘোষণা করা হয়। পরে সরকারী সহায়তায় গ্রন্থাগারের Rural Area বিভাগ থেকে স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দশটি গ্রন্থাগারের প্রত্যেকটিকে মাসে ৩০ খানা করে বই দেওয়া আরম্ভ হয়।

যাক আমরা আবার পুস্তক বিনিময় সমিতির কথায় ফিরে আসি। গত দু' বছরে এই সমিতি বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে প্রায় ৯০০ শত পুস্তক বিনিময় করে পাঠকদের সাহিত্য-প্রীতিকে আরও বর্দ্ধিত করেছে। এ ছাড়া সমিতি আরেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগারগুলি নতুন বই কেনার সময় সম্ভব হলে এই সমিতির সাথে পরামর্শ করে কিনবে, যাতে একই বই এই গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে একাধিক বার কেনা না হয়। এছাড়াও সমিতি বিভিন্ন অধিবেশনে গ্রন্থাগারগুলির পরিস্থিতি আলোচনা করে নবদ্বীপের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলে।

গত দু'বছরের সকলে উৎসাহিত হয়ে গত ১লা আগষ্ট, ১৯৫৯ তারিখে সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে আরও দুটি গ্রন্থাগারকে পুস্তক বিনিময় সমিতির অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং নতুন কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করে শ্যামসুন্দর সাহা ও বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের হাতে যুগ্মভাবে সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। আশা করা যায় এই নতুন কার্যনির্বাহক সমিতি সুষ্ঠুভাবে তাঁদের কর্তব্য পালন করে নবদ্বীপের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তুলবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার যে কোন কলেজী শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হইতেছে গ্রন্থাগার। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসারের সংগে সংগে সেখানে গ্রন্থাগারেরও প্রসার হইয়াছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটি মাত্র ৩৭০ খানি পুস্তক লইয়া সুরু হইয়াছিল। বর্তমানে ইহার পুস্তকের সংখ্যা ৬০ লক্ষেতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐ ৩৭০ খানি পুস্তক দান করিয়াছিলেন জন হার্ভার্ড, তাঁহার নামেই এই বিশ্ববিদ্যালয়েরও নামকরণ করা হইয়াছে। সাধারণতঃ প্রতি সতর বৎসরে আমেরিকার যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকের সংখ্যা দ্বিগুণিত হইয়া থাকে।

কালের দাবী ও প্রয়োজনানুসারে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ উভয়েরই পাঠ্যক্রম ও গবেষণা পরিকল্পনার পরিবর্তন করিতে হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তনের সংগে সংগে গ্রন্থাগারেরও পরিবর্তন হইয়া থাকে।

আয়তনের দিক হইতে অন্যান্য বিষয়ে সাময়িক পরিবর্তন হইলেও গ্রন্থাগারের কাজকর্মের ধরণের কোন পরিবর্তন হয় না। গ্রন্থাগার হইল জ্ঞানভাণ্ডার ভাবাদর্শের প্রচারে, শিক্ষার প্রসারে, গবেষণার ব্যাপারে এবং পুস্তক প্রকাশনে ইহা সাহায্য করিয়া থাকে। গ্রন্থাগার সমূহ একসটেনশন সার্ভিস গড়িয়া তোলে। এই সকল কাজে উৎসাহ ও সাহায্যদানের উদ্দেশ্যই পুস্তক সংগ্রহ করা হয়।

পূর্বে সাধারণতঃ যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার একটি সাধারণ পাঠাগার, পাঠ্যপুস্তক রাখিবার জন্য রিজার্ভ বা সংরক্ষিত গ্রন্থশালা, কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থশালা ও সাময়িক সংবাদপত্র ও পত্রিকাগার এবং সরকারী পুস্তকের আগার, এই কয়েকটি গ্রন্থশালা ও পাঠাগার লইয়া গঠিত হইত। পুস্তক সমূহ জমা করিয়া রাখার জন্য থাকিত একটি গুদামঘর।

১৯৪০ সাল হইতে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন দেখা যায় এবং ঐ সময় হইতে গ্রন্থাগার সংগঠন সম্পর্কে ভিন্ন ধারা বিকাশ লাভ করিতে থাকে। প্রভিডেন্স এর ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে, বোল্ডারের কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং লিঙ্কনের নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠকবর্গকে গ্রন্থাগারের অধিকতর সুযোগ সুবিধানের উদ্দেশ্যে নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

এই সকল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে উন্নততর ব্যবস্থাধীনে পড়িবার ঘর সমূহকে প্রধানতঃ সাহিত্যাদি বিষয়, সমাজ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান, এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। এই সকল ঘরে অভিধান প্রভৃতি পুস্তক, গ্রন্থবিবরণী, পত্র পত্রিকার ফাইল এবং সংরক্ষিত বা রিজার্ভ-করা পুস্তক সমূহ রাখার ব্যবস্থা হয়। ইহাতে যে কোন বিষয়, যেমন অর্থনীতির কোন ছাত্রের তাঁহার পাঠ্য বিষয় সংক্রান্ত সকল রকম উপকরণ একই স্থানে বসিয়া পাওয়ার সুবিধা হইয়া থাকে।

আর অপেক্ষাকৃত নূতন গ্রন্থাগার সমূহে যাহারা কোন রকম বৃত্তি শিক্ষার অথবা কোন বিশেষ বিষয়ে বুৎপত্তি লাভের চেষ্টা করিতেছেন না অর্থাৎ যাহাদের গবেষণা মূলক সংগ্রহ পাবার সাহায্য লইতে হয় না, সেই জুনিয়র ছাত্রছাত্রীদের জন্য পৃথক বিভাগ থাকাই হইল সাধারণরীতি। ফেডারেল বা কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও স্থানীয় এবং কাউন্টি সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক এবং রাষ্ট্রসংঘ হইতে প্রকাশিত পুস্তকের প্রচুর সংগ্রহ অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারেই আছে।

সরকারী পুস্তক পুস্তিকা সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের একটি আইনে বিশেষ করিয়া এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, "ল্যাণ্ডগ্র্যাণ্ট কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সমূহেই এই সকল পুস্তক মজুত রাখিতেই হইবে।" যুক্তরাষ্ট্রের ৫৫৬টি গ্রন্থাগারে বর্তমানে সরকারী পুস্তক পুস্তিকা রহিয়াছে।

জ্ঞান ভাণ্ডার সংরক্ষণও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কাজ। এই কাজের কতকাংশ তাহারা দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহের মাধ্যমে সম্পন্ন করিয়া থাকে। ব্যক্তিগত সংগ্রহ পাওয়ার পরই বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। তবে ইহার প্রসার নির্ভর করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্মের এবং পুস্তক ক্রয় ক্ষমতার উপরে। বিশ্ববিদ্যালয় যে ধরণের গবেষণা কার্যে ব্রতী হইয়া থাকে সেই কাজ অনুসারেই এবং আর্থিক ক্ষমতানুযায়ী দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহ করা হইয়া থাকে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে গবেষণা এবং এ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষালাভ করিতে হইলে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহ হইতে তথ্যাদি সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে এই সকল তথ্যাদিরও প্রচুর সংগ্রহ রহিয়াছে। বিদেশস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু গ্রন্থাগারের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের বহু গ্রন্থাগারের পুস্তক বিনিময়ের চুক্তি রহিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্মের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে বলিয়া কেবলমাত্র যে বিশ্ববিদ্যালয়ের, তথা ক্যাম্পাসের

ছাত্রছাত্রীরাই উপকৃত হইয়া থাকে, তাহা নয়। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সহিত রাজ্যের এবং ঐ অঞ্চলের গ্রন্থাগারসমূহের সংযোগ রহিয়াছে। এজন্য তাঁহারাও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারদ্বারা পরোক্ষভাবে উপকৃত হইয়া থাকে। তবে বিশ্ব-বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে যে সকল বক্তৃতা, গানবাজনা ও বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়া থাকে সহরবাসীরাও তাহার সুযোগ পাইয়া থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক হইতে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারটি শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হয়। এজন্য ইহাতে চিত্র ও চিত্রের প্রতিলিপি, ফিল্ম্ ষ্ট্রীপ, স্লাইড প্রভৃতি মজুত রাখা হয় এবং শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত গ্র্যাজুয়েট ও আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক ও স্নাতক পূর্ব বিদ্যার্থীদের গ্রন্থাগারের গবেষণায় উপযোগী গ্রন্থ ও উপকরণের সহিত পরিচয় সাধনের উদ্দেশ্যে ঐ সম্পর্কে তাহাদের খোঁজখবর দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া গ্রন্থাগার সমূহ মাঝে মাঝে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং টেকনিক্যাল বিষয় সম্পর্কে চলচ্চিত্র পরিদর্শন করিয়া থাকে। পুস্তকপাঠে উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে বিদ্যার্থী-দের পুস্তক সম্পর্কে পরামর্শ দিয়া গ্রন্থাগারসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বুকষ্টোর বা পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের সহযোগিতা করিয়া থাকে।

গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ বিভাগ বা লাইব্রেরী এক্সটেনশন সার্ভিস বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের একই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এই বিভাগের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ বিভাগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে সহযোগিতা শুরু হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে গ্রন্থাগারসমূহকে লইয়া বর্তমানে সমবায়মূলক চল্লিশটি ইউনিট গড়িয়া উঠিয়াছে। এক একটি ইউনিটে যে সকল গ্রন্থাগার রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে পুস্তকের লেনদেন হয়, তাহারা সকলে মিলিয়া সকলের গ্রন্থ সমূহের একত্রিত তালিকা প্রস্তুত করিয়া থাকে, গ্রন্থাগার সমূহের হিসাব লইয়া থাকে, আলোকচিত্রাদি সম্পর্কে সম্মিলিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রে 'ইণ্টার আমেরিকান লাইব্রেরী কনফারেন্স', 'এসেম্বলী অফ লাইব্রেরীয়ান অফ আমেরিকা', প্রিন্সটন কনফারেন্স প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং পুস্তক বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইয়া থাকে।

পরিষদ কথা

পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ পরীক্ষার ফলাফল

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত সার্ট-লিব শিক্ষণের পরীক্ষা গত আগষ্ট মাসে গৃহীত হয়। সপ্তাহান্তিক ও গ্রীষ্মকালীন সেসনের মোট ১৪০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১১৯ জন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন; তার মধ্যে নিম্নলিখিত ৬২ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এঁদের মধ্যে প্রথম তিনজন Distinction পেয়েছেন।

১ম বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় (৭৫)
২য় তারকদাস সুর (১১৬)
৩য় সত্যেন্দ্রনাথ সুর (১১৫)

রোল নম্বর অনুযায়ী বিন্যস্ত

৫ রথীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৭ অজন্তা বসু
১৪ বিজয় কুমার ভট্টাচার্য
১৭ অর্চনা বিশ্বাস
১৯ প্রবোধ কৃষ্ণ বিশ্বাস
২৩ দীপেন্দ্র কুমার চন্দ
২৫ লক্ষ্মী চারী
২৭ দিলীপ কুমার চট্টোপাধ্যায়
৩৫ বীণা দাশগুপ্ত
৩৬ কৃষ্ণকলি দাসগুপ্ত
৪২ সুবিমল চন্দ্র দে
৪৪ উমা দেবী
৪৫ অনিমা ধর
৪৬ হিমানি ধর
৪৮ বাণী গঙ্গোপাধ্যায়
৪৯ প্রতীতি ঘটক
৫০ অনিমা ঘোষ
৫৩ ধীরা ঘোষ
৫৪ গৌরী ঘোষ
৫৫ মীরা ঘোষ
৫৬ নিতাই চাঁদ ঘোষ
৬১ মঞ্জু গুহঠাকুরতা
৬৫ আজাহারুদ্দিন খান
৬৭ ইলা মৈত্র
৬৮ হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার
৬৯ ইন্দিরা মজুমদার
৭০ ভবেশচন্দ্র মাল
৭১ অনন্ত কুমার মারিক
৭৩ নমিতা মিত্র
৭৪ জোতওয়ানি মোহন
৭৬ ভানু মুখোপাধ্যায়
৭৭ ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়
৭৮ মীরা মুখোপাধ্যায়
৭৯ শান্তনু কুমার মুখোপাধ্যায়

৮১ অবনী রঞ্জন পাত্র
৮৩ মদন মোহন প্রধান
৮৫ গোপা রাহা
৮৬ এডিথ এম রাও
৮৭ আরতি রায়
৯৫ ইভা সমাদ্দার
৯৭ নীহার সরকার
১০০ সুনীল চন্দ্র সেন
১০৫ মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত
১০৬ ফুলরাণী সেনগুপ্ত
১০৯ এম আনন্দ মোহন সিং
১১০ রাজবল্লভ সিং
১১১ এস মণি সিং
১১২ সুনির্মল কুমার সিংহ
১২০ শ্যামসুন্দর সাহা
১২১ শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য
১২৩ তরুণ কুমার দাস
১২৪ কামাক্ষ্যা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
১২৫ গোপাল কুমার মজুমদার

এন ৩ ইলা ভৌমিক
এন ৪ সুরেন্দ্র কুমার ভৌমিক
এন ৫ তপতী বিশ্বাস
এন ৮ অভয়া দাশগুপ্ত
এন ১২ মঞ্জুলা পাল
এন ১৫ নিলীমা রায়চৌধুরী

লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিতব্য লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীর কথা বহুদিন থেকে শোনা যাচ্ছে কিন্তু প্রকাশে এত বিলম্ব ঘটছে কেন—এ প্রশ্ন অনেকে বহু সময়েই করে থাকেন। তাঁদের অবগতির জন্য ডাইরেক্টরী উপ-সমিতির আহ্বায়ক শ্রীগনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য জানিয়েছেন যে বিভিন্নসূত্রে প্রাপ্ত পশ্চিম বাংলার ২৪৪১ টি লাইব্রেরীর নিকট তথ্যাদির জন্য একাধিকবার ফর্ম ও এমন কি Reply Post Card পর্যন্ত পাঠানো হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তার মধ্যে থেকে মাত্র ৯২৫ টি লাইব্রেরীর কাছ থেকে জবাব পাওয়া গেছে। শহর কলকাতার ২৮৭ টি লাইব্রেরীর মধ্যে মাত্র ১০০ টি ফর্ম ফেরৎ পাঠিয়েছেন। গৃহীত ফর্মগুলিও বহু গ্রন্থাগার ঠিকমত পূরণ করেন নি বলে প্রকাশ। পূর্ণ তথ্যাদিসহ যতগুলি সম্ভব গ্রন্থাগারের নাম ও বিবরণ ও অন্যান্যদের শুধুমাত্র নাম ঠিকানা সম্বলিত করে ডাইরেক্টরীটি মুদ্রণের শীঘ্রই ব্যবস্থা করা হবে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

কিশোর গ্রন্থালয়ের (বিডন স্ট্রীট) পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

গত ২রা অক্টোবর মহালয়ার দিন গ্রন্থালয়ের পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করা হয় রবীন্দ্র ভারতী ভবনে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শিশু সাহিত্যিক শ্রীখগেন্দ্র নাথ মিত্র এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক হরিপদ ভারতী। গ্রন্থালয়ের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন শ্রীরণজিৎ শেখর চন্দ্র, শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ ও গ্রন্থালয়ের সভাপতি শ্রীঅনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। গ্রন্থালয়ের সভাগণ কর্তৃক বিচিত্রানুষ্ঠানে—সঙ্গীতাংশে অংশ গ্রহণ করেন কুমারী মহুয়া ব্যানার্জী, চন্দ্রশেখর দাস, সেতারে কৃষ্ণা দাস, নৃত্যে মঞ্জুলবীথির ছাত্রীবৃন্দ—তৃপ্তি, রমা, শুভ্রা ও শিখা। এবং রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' গীতিনাট্য পরিবেশন করেন 'মৈত্রী'র শিল্পী গোষ্ঠী। পাঁচ শতাধিক ব্যক্তি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

দমদম কিশোর মহলে গল্প-বলা প্রতিযোগিতা

দমদম জংসনস্থিত কিশোর মহলের সভ্য ও সভ্যাদের মধ্যে গত ২রা অক্টোবর (১৯৫৯) তারিখে এক গল্প বলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় 'ক' বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে শ্রীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'খ' বিভাগে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে শ্রীঅনিল রায় চৌধুরী ও শ্রীঅমিতাভ ভট্টাচার্য। স্বরচিত গল্প পাঠ করে শ্রীঅমর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅমিতাভ মিত্র। এদেরকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে। অনেকেই এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।

নারী শিল্প নিকেতনের (মেছুয়াবাজার) অষ্টম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস

গত জুলাই মাসের ২২ তারিখে প্রবীন দেশনেত্রী শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবীর পৌরোহিত্যে নারী শিল্প নিকেতন ও গ্রন্থাগারের অষ্টম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস

পালিত হয়। সাধারণ সম্পাদিকার বার্ষিক বিবরণীতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত সমাজ-শিক্ষা বিভাগ, শিল্প বিভাগ, রাষ্ট্রভাষা বিভাগ, বিশ্বভারতী লোক শিক্ষা সংসদ, সংস্কৃত শিক্ষা ও শিশু ও কিশোর বিভাগের কার্যাবলীর বিবরণ প্রদত্ত হয়। আলোচ্য বছরে গোবরডাঙ্গা ও উত্তর দমদমে দুটি শাখা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আলোচনা সভা, ছায়াচিত্র অনুষ্ঠানাদি ছাড়াও বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও স্বাস্বতী নামে একটি হস্তলিখিত পত্রিকার দুটি সংখ্যা প্রকাশেরও বিবরণ সম্পাদিকা কর্তৃক প্রদত্ত হয়।

পূজা উপলক্ষে চাকুরিয়া বাপুজী স্মৃতি সঙ্ঘ কর্তৃক প্রদর্শনীর আয়োজন

গত পূজা উপলক্ষে বাপুজী স্মৃতি সংঘ কর্তৃক ৪র্থ বার্ষিকী শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ইহাতে দেশ বিদেশের নানারূপ তথ্যমূলক চিত্র, সংঘের শিল্পীদের দ্বারা হাতে আঁকা ছবিতে বিজ্ঞানের অভিযান, ৭৭ পল্লীতে খেলার মাঠের সমস্যা, গ্রন্থাগারের ভূমিকা প্রভৃতি তথ্য পরিবেশিত হয়। এ ছাড়াও এর বিশেষ আকর্ষণ ছিল কিশোর সভ্য-সভ্যাদের হাতের কাজ বিজ্ঞানের যাদুঘর, অঙ্কণ শিল্প প্রভৃতি। প্রদর্শনীর নানা বিষয়ে প্রতিযোগিতার জন্য বহু প্রতিযোগী যোগদান করেন এবং অসংখ্যদর্শক এইরূপ শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার জন্য উচ্ছ্বসিত প্রশংসা জ্ঞাপন করেন। ঐ সময় সংঘের সদস্যেরা রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বন্যা ত্রাণের জন্যে চাল, অর্থ ও বস্ত্র সংগ্রহ করে হালতু ইউনিয়ন বোর্ডে জমা দিয়েছেন।

চব্বিশ পরগণা

টাকী সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠাগারের একচত্বারিংশতম বার্ষিক সভা

গত ৮ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার টাকী সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠাগারের একচত্বারিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা গ্রন্থাগারের হীরেন্দ্র-স্মৃতি-ভবনে গ্রন্থাগারের কর্মপরিষদের কার্যকরী সভাপতি শ্রীনিমাইদাস রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদক বার্ষিক কার্য বিবরণী সভায় পেশ করেন। বিবরণীতে প্রকাশ গ্রন্থাগারের আয় ৪৫৪৫.৪৮, ব্যয় ৪৪৬৯.১৭। বাংলা পুস্তকের সংখ্যা :—সাধারণ বিভাগে—৩৪১৭, কিশোর বিভাগে—২৭০। ইংরাজী পুস্তক সংখ্যা—১১৫৬। বার্ষিক লেনদেন (Issue) সাধারণ বিভাগে—৭২৪৮।

গ্রন্থাগারটি শীঘ্রই সরকারী পরিচালনাধীনে জেলা গ্রন্থাগাররূপে রূপায়িত হইবার অপেক্ষায় আছে। গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধানে একটি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। সভায় পরবর্ত্তী বছরের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়।

পূজামণ্ডপে ইছাপুর অনুশীলনীর শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর আয়োজন

গত দুর্গাপূজার সময় ইছাপুর অনুশীলনী স্থানীয় পূজা মণ্ডপে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। একটি বিভাগে উক্ত গ্রন্থাগারে যেসব পত্রপত্রিকা রাখা হয় সেগুলি প্রদর্শিত হয়। অপর বিভাগগুলির মধ্যে বাংলার চিত্রশিল্পী কবি ও সাহিত্যিকদের জীবনবিবরণীসহ চিত্র, গ্রন্থ ও সাহিত্যসম্পর্কে টুকি-টাকি তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশিত হয়। মনোরম ও অভিনব এই প্রদর্শনীটি সকলের প্রশংসা লাভ করে।

তারাগুনিয়া বীণাপাণি পাঠাগারে শরৎ জন্মবার্ষিকী

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ নাগ চৌধুরীর সভাপতিত্বে শান্ত ও মনোরম পরিবেশের মধ্যে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৮৩-তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আবৃত্তি ও গানে এই অনুষ্ঠানটি বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেন—শ্রীশচীন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীশান্তিকুমার নাগ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন—কুমারী ডলি দত্ত ও ছবি ঘোষ। সভারম্ভে গ্রন্থাগারিক শ্রীনারায়ণপ্রসাদ সুর, শরৎ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরে শরৎ সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেন—শ্রীক্ষিতিনাথ সুর, শ্রীমাখনলাল ঘোষ, শ্রীমণিমোহন সরদার ও শ্রীঅসীমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় শরৎচন্দ্রের লোকোত্তর প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিয়া সভার পরিসমাপ্তি করেন।

বেলঘরিয়া প্যারীমোহন পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা দিবস

গত ২৯শে আগস্ট বেলঘরিয়া প্যারীমোহন গ্রন্থাগারের মহিলা বিভাগের শ্রীমতী ইন্দুবালা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। মহিলা বিভাগের পক্ষ হইতে শিক্ষিকা শ্রীমতী ললিতা চক্রবর্ত্তী ও রমা বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্তারিতভাবে "গ্রন্থাগার বর্তমানে মহিলাদের একান্তই প্রয়োজনীয়" বিষয়ে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর—গ্রন্থাগারের সাধারণ বিভাগের প্রতিষ্ঠা দিবস প্রবীণ জনপ্রিয় শিক্ষক ও সাংবাদিক শ্রীহেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিন সন্ধ্যায় "আজকের বাঙলা"র উপর এক সারবান মনোজ্ঞ আলোচনা সভা হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলাংশু সেনগুপ্ত, সমর চট্টোপাধ্যায়, চঞ্চল দাশগুপ্ত। শ্রীমহেন্দ্র মোহন রায় প্রধান অতিথি হিসাবে আজকের বাঙলার নানাদিক সম্পর্কে আলোচনা করেন।

বর্ধমান

মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী কর্তৃক শরৎ জয়ন্তী অনুষ্ঠান

গত ৩১শে ভাদ্র কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিবস পালন উপলক্ষে পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী (মানকর) ভবনে ডাঃ নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে বিকাল ৫টায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। শরৎচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর শ্রীশিবশংকর মুখোপাধ্যায় উদ্বোধন সংগীত করেন। ডাঃ শ্রীকৃষ্ণপদ দাস শরৎচন্দ্রের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর সংগে নিজের ব্যক্তিগত পরিচয়সূত্রে নানান ঘটনার উল্লেখ করেন।

হুগলী

গুড়াপ সুরেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ৩০শে শ্রাবণ গুড়াপ সুরেন্দ্র-স্মৃতি পাঠাগারের চতুর্থ বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র আষ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। কর্মসচিব শ্রীঅনিলকুমার হালদার বিগত বর্ষের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও কার্যবিবরণী উপস্থাপিত করেন এবং পাঠাগারের সভাপতি শ্রীসন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায় চারি বৎসর বয়ঃক্রমকালের মধ্যে পাঠাগারের উল্লেখযোগ্য ক্রমোন্নতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন। সভায় পাঠাগারের বর্তমান 'গঠনতন্ত্র ও বিধি-নিষেধ' সম্পর্কিত কয়েকটি সংশোধন ও পরিবর্তনমূলক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুক্ত আষ অনতিক্রান্ত শৈশবকালের মধ্যেই এই পাঠাগার হুগলী জেলার অন্যতম 'সরকারী সাহায্যপুষ্ট পল্লী-পাঠাগার'রূপে উচ্চতর মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পাঠাগারের 'গৃহ-সম্প্রসারণ তহবিলে' প্রয়োজনানুরূপ অর্থসংগ্রহের জন্য প্রত্যেক সদস্যকেই আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ও তৎপর হইতে অনুরোধ করেন। সভায় পরবর্তী বৎসরের কর্মপরিষদ পুনর্গঠিত হয়।

বার্তা বিচিত্রা

হুইলার কোম্পানীর পঞ্চসপ্ততিতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

কিছুদিন আগে কলকাতায় একটি মাসিক পত্রিকার সংপাদিকা দুঃখ করছিলেন যে হুইলারের স্টলে ভালো বাংলা পত্রিকা রাখা হয় না; সিনেমার পত্রিকা ও বাজে বই হুইলারের অধিকাংশ স্টলে রাখা হয়। আসলে ট্রেণ ভ্রমণের গ্লানি কাটাবার জন্যে যাঁরা হুইলারের স্টলে ভিড় করেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা সিরিয়াস বই পড়েনও তাঁরাও হাল্কা বইপত্র খোঁজেন। যাক্, কয়েকজন সাহিত্যিক ও অধ্যাপককে নিয়ে সম্প্রতি একটা গ্রন্থ নির্বাচন কমিটি গঠিত হয়েছে রেলের স্টলে বইপত্র নির্বাচনের জন্যে।

১৮৮৫ সালের কথা। নিজের লাইব্রেরীর কিছু বই বেচে দেবার উদ্দেশ্যে এলাহাবাদ ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ই. ই. মোরা নামক জনৈক ফরাসী ভদ্রলোক একটা ছোট কাঠের আলমারি সাজিয়ে বসেছিলেন। হুইলারের এই হোল সূত্রপাত। এখন হুইলারের স্টল সারা ভারতে ছড়িয়ে আছে; নিদেন পক্ষে হাজার পাঁচেক লোক এর সংগে জীবিকাসূত্রে জড়িত। ১৯৩৭ সালে ইউরোপীয়ান মালিকের কাছ থেকে কোম্পানীটি কি. কে. বন্দোপাধ্যায় মহাশয় কিনে নেন। তাঁর দুই ছেলে এখন এ প্রতিষ্ঠানের মালিক। সম্প্রতি হুইলার কোম্পানীর পঞ্চসপ্ততিতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়।

বান বন্যায় গ্রন্থাগারের ক্ষতি

পশ্চিমবংগে গত মাসের প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা ও বানবন্যার বহু গ্রন্থাগারের অল্পবিস্তর ক্ষয়ক্ষতির খবর বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া গেছে। বন্যার ক্ষতিগ্রস্থ বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে নিজেদের ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করলে তিনি তা রাজ্য সরকারের গোচরে এনে সরকারী অর্থ সাহায্যের জন্যে আবেদন জানাবেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রাজ্য সরকার সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষকে তাঁদের ক্ষতির পরিমাণ জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের ফলাফল

গত আগষ্ট মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ-লিব শিক্ষণের পরীক্ষা গৃহীত হয়। ফলাফল গুনানুসারে নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

প্রথম বিভাগ

১ প্রবীর রায় চৌধুরী
২ কৃষ্ণা দত্ত
৩ অশোক কুমার বিশ্বাস
৪ সুনীত কুমার বসু
৫ আনন্দ কুমারী আনন্দ
৬ ঠাকোর আর শা
৭ রঞ্জন কুমার সেন
৮ কুঞ্জবালা নরোত্তমদাস কাপাদিয়া
৯ বাসন্তী চৌধুরী
১০ খড়্গ বাহাদুর ঘোষে
১১ সন্তোষ কুমার ঘোষ
অজ. কুমার রায়
১৩ দেবব্রত মিত্র
১৪ দুর্গাপ্রসাদ মিত্র
১৫ জগদীশ প্রসাদ
১৬ নিরঞ্জন সান্যাল
১৭ শম্ভুনাথ দত্ত
১৮ নারিন্দার সিং বাওয়া
১৯ আর সত্যনারায়ণ

দ্বিতীয় বিভাগ

১ ননীগোপাল রায়চৌধুরী
২ কুলনাথ গোগোই
৩ পংকজ কুমার গুপ্ত
৪ হরিমাধুরী বিশ্বাস
৫ মিহির কুমার ভট্টাচার্য
নৃসিংহলাল মুখোপাধ্যায়
৭ শান্তিপ্রিয় রায়
৮. নকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৯ চিন্ময় দত্ত
১০ অমূল্য রঞ্জন সেনগুপ্ত
১১ হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী
১২ রসিকচন্দ্র চক্রবর্তী
১৩ প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়
১৪ নিরঞ্জন বিকাশ দে
যোগেশচন্দ্র গোস্বামী
১৬ বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়
১৭ রাধিকা প্রসাদ দত্ত
১৮ স্বদেশ রঞ্জন হালদার
১৯ অজিত কুমার চক্রবর্তী
২০ সান্তনা হক
২১ অমূল্য রতন চক্রবর্তী
২২ শ্যামাপদ দাস
২৩ মায়া মিত্র
২৪ কামিনীকান্ত ভট্টাচার্য
২৫ শোভা ঘোষ
২৬ প্রণব কুমার কুণ্ডু
২৭ রবীন্দ্র নাথ বসু

তৃতীয় বিভাগ

১ বিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায়
২ হাদি হাসান
৩ সলিল কুমার সরকার
৪ নির্মল রঞ্জন বসু রায়
৫ মহম্মদ ইয়াসিন
৬ তপন কুমার সরকার
৭ উষা চট্টোপাধ্যায়
৮ পুতুল রায়

গ্রন্থ সমালোচনা

গ্রন্থাগার পরিচালনা ও পুস্তকের যত্ন। শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়। শ্রীগুরু লাইব্রেরী। ২.৫০। পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ। পৃঃ ১৩৮।

গ্রন্থাগার প্রচার। শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থভবন। ১৩৬৬। ২৲। পৃঃ ৬৮।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ক্রমবর্ধমান রূপে দেখা দিয়েছে। সরকারী সচেতনতাও যথেষ্ট লক্ষিত হচ্ছে। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সংগে গ্রন্থাগার পরিচালনার কথা আবশ্যিকভাবে এসে পড়ে। গ্রন্থাগার পরিচালনা আজকাল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিদেশের গ্রন্থাগারগুলিতে অনুসৃত এই পদ্ধতির প্রতি আমরাও আকৃষ্ট; বস্তুত, এই পদ্ধতি গ্রহণ করা ছাড়া অন্য গতিও নেই। শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষায়তন পরিচালনা ক্ষেত্রে যেমন বিদেশী পদ্ধতির অনুসৃতি করছি, তেমনি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাই করতে হবে।

আমাদের গ্রন্থাগারগুলি এখনও নিতান্ত প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে। তাদের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে গ্রন্থাগার পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান-লাভের আশু প্রয়োজন। বিদেশী বই অনেক আছে, কিন্তু সে সব বই সহজভাবে পাবার অসুবিধা আছে, ভাষার বাধাও স্বীকার্য। সুতরাং এ দেশের ভাষায় লেখা বইয়ের একান্ত প্রয়োজন। সুখের বিষয় শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বই বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকটা লিখেছেন এবং এজন্যে তিনি অসংখ্য সাধুবাদের অধিকারী।

গ্রন্থাগার পরিচালনায় মোটামুটিভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার সকল প্রাথমিক দিকগুলি সহজভাবে বিবৃত হয়েছে। সন্নিবেশিত চিত্রগুলি বিষয়বস্তু হৃদয়ংগম করার পক্ষে সুন্দর সহায়তা করেছে। বইটি যে আমাদের গ্রন্থাগারিকগণ ব্যবহার করছেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল বইটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায়।

যতদিন আমাদের জনসাধারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ও উপযোগিতা সম্যক-ভাবে না বুঝতে পারছে ততদিন গ্রন্থাগার প্রচারের সার্থকতা রয়েছে। এই

প্রচারের কাজ কীভাবে সফলতার সঙ্গে করা যেতে পারে তা প্রাঞ্জলভাবে দ্বিতীয় বইটিতে লেখক বিবৃত করেছেন। এখানেও বস্তুভাষণের সঙ্গে চিত্র দেওয়া আছে। যে উদ্দেশ্যে বইটি লেখা সে উদ্দেশ্য যথেষ্ট ফলবতী হবে বলে মনে করি।

এ দুটি বইতে রাজকুমার বাবু যে সব তথ্য ও পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে আমাদের বলবার কিছু নেই, কারণ সে সব জিনিষ বহু প্রচারিত ও বহুপরীক্ষিত। তিনি তাদের সতর্কতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু যেখানে তিনি নিজের কথা বলবার চেষ্টা করেছেন সেখানে কিছু অসতর্কতা দেখা দিয়েছে। যেমন, প্রথম বইতে এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'যদি কেউ মনে করে থাকেন গ্রন্থাগারে কাজ করে বড়লোক হবেন, সাধারণের কাছে নাম কিনবেন তা হলে তাঁকে গোড়াতেই জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন—এ পথে সুবিধা হবে না, কারণ এখানে আছে পরিশ্রমের পরিবর্তে দারিদ্র্য, এখানে আছে সুনামের পরিবর্তে কুনাম।– (পৃঃ ১৮-১৯)। গ্রন্থাগারে কাজ করে কেউ বড়লোক অর্থাৎ ধনী না হতে পারেন, কিন্তু সাধারণের কাছে নাম কিনতে বাধা তো দেখি না। কুনাম কুড়ুবার জন্যেই গ্রন্থাগার কর্মীদের গোড়া থেকে এত সাবধান করার প্রয়োজন কেন ?

দ্বিতীয় বইতে এক স্থানে বলেছেন, "জনসাধারণের গ্রন্থাগারে যারা যুগোপযোগী বই না রেখে পুরাণো বইয়ের জঞ্জালে ভরে রেখে আত্মপ্রসাদে বিভোর হয়ে থাকে তারা, সত্য কথা বলতে কি, গ্রন্থাগার কি তা জানে না।" (পৃঃ ৬)। এখানে পুরণো বই বলতে লেখক কী ধরণের বই বোঝাতে চেয়েছেন ? বই পুরণো হলেই কি জঞ্জাল ? তাহলে তো পুরণো বঙ্গ-দর্শনের ফাইল কিংবা শ্রীরামপুরস্থ কেরীসাহেবের প্রেস থেকে প্রকাশিত পুরণো বইগুলিকেও জঞ্জাল বলতে হয়। রাজকুমার বাবু নিজে একজন অভিজ্ঞ গ্রন্থাগার কর্মী, তিনি এমনভাবে এক কথায় পুরণো বইকে জঞ্জাল বলে বেঁটিয়ে দিতে চাইলেন কী ক'রে ? আর একটা কথা। লেখক বলেছেন যে গ্রন্থাগার প্রচার সম্পর্কে ইংরেজি ভাষায় লেখা বইপত্র কিছু নেই, একমাত্র McColvin-এর বই ছাড়া। কিন্তু এ বিষয়ে কয়েকখানি ভালো বই অনেক দিন ধরেই প্রচলিত আছে। যথা—Loizeaux, Publicity Primer ; Ward, Publicity for Public Libraries ; Wheeler, The Library and the Community. তাছাড়া অন্যান্য গ্রন্থে Library Extension work নামে যে সব অধ্যায় আছে তাও তো গ্রন্থাগার প্রচার সম্পর্কিত।

(আ, ও,)

সম্পাদকীয়

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগারগুলির প্রতি রাজ্য সরকারের কর্তব্য

সাম্প্রতিক সর্বনেশে বান বন্যায় পশ্চিম বাংলায় যেসব বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের সাহায্যার্থে রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষদের ক্ষতির বিবরণ জানাবার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। সরকারের এ উদ্যোগ প্রশংসনীয়। রাজ্যের বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ই সাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যম ও অর্থানুকূল্যেই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। বড়বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলির কোনটিরই পক্ষে নিজস্ব তহবিলের জোরে এ ধাক্কা সামলে ওঠা যে শক্ত তা বলাই বাহুল্য। বিদ্যালয়গুলির চেয়ে আরও শোচনীয় অবস্থা বন্যাবিধ্বস্ত গ্রন্থাগারগুলির। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের স্থান নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথমে। তাই বিদ্যালয় স্থাপনে সাধারণ লোকের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও সরকারী দাক্ষিণ্যও অল্পাধিক মেলে। কিন্তু গ্রন্থাগার সমাজজীবনে এখনও তেমন প্রতিষ্ঠা পায় নি। কারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ও শিক্ষাক্রমে গ্রন্থাগারের স্থান এখনও জনমনে সুচিহ্নিত ও স্পষ্ট নয়। স্বল্প লোকের সীমিত সাহায্য ও সহানুভূতিই গ্রন্থাগারের মূলধন। সংগঠনের পেছনে স্বেচ্ছাসেবা-কর্মীদের নিরঙ্কুশ উৎসাহ থাকলেও বহু কষ্টে গড়া গ্রন্থাগার অপ্রত্যাশিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে সে ধাক্কা কাটিয়ে ওঠা তাদের পক্ষে যথেষ্ট দুরূহ। বহুদিনের বহুজনের শ্রমদানে ক্রমবর্ধিত গ্রন্থাগারের আকস্মিক বিপর্যয় কর্মীদের কাছে একদিকে যেমন দুঃসহ, সংগ্রহাদির অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি সমাজের দিক থেকেও এক বিরাট লোকসান। বিভিন্ন জেলায় বহু গ্রন্থাগারের অল্প-বিস্তর ক্ষতির সংবাদ নানাসূত্রে পাওয়া গেছে। সেগুলির সাহায্যের দায়িত্ব রাজ্য সরকার ছাড়া আর কে নেবে? সারা রাজ্যের জনসংখ্যার একটা মোটা অংশ বন্যায় প্রপীড়িত—কারুর ঘরের চাল উড়ে গেছে—কারুর ভেসে গেছে ক্ষেতের পাকা ধান—কারুর বা দুইই গেছে—বন্যাত্রাণে প্রদত্ত সাহায্যই এখন তাদের ভরসা। এমতাবস্থায় সাধারণ লোকের কাছ থেকে গ্রন্থাগারের জন্যে সাহায্যের আশা অসঙ্গত। সরকারেরই সেজন্যে বন্যাবিধ্বস্ত গ্রন্থাগারগুলির সাহায্যের জন্যে অনতিবিলম্বে উদ্যোগী হওয়া উচিত। বিদ্যালয়গুলির মত গ্রন্থাগারগুলিকেও সরকার অনুরূপ সাহায্যদান করবেন বলে আমরা মনে করি। বন্যায় বিনষ্ট গ্রন্থাগারগুলির ক্ষতির বিবরণ সরকার জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষের

মারফৎ অনায়াসেই সংগ্রহ করতে পারেন। সরকার অবিলম্বে এবিষয়ে যত্নবান হোন আমরা এই অনুরোধ জানাই।

কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হয় কেন তা প্রায়ই অনেকে জিগ্যেস করে থাকেন। পত্রিকা প্রকাশনে স্বাভাবিক নানা ঝামেলা ও অসুবিধার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা। শুধু গ্রন্থাগার নয় সারা দেশের মুদ্রণ ও প্রকাশন সংস্থাগুলি আজ এক অচল অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছে।

কালোবাজারী মূল্যে কাগজ সংগ্রহ গ্রন্থাগার পত্রিকাকে এই প্রথম করতে হোল। সারা চীনে-বাজার ও কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলের দোকানে দোকানে ঘুরেও প্রয়োজনীয় কাগজ সংগ্রহ করা যায় না। নানাজনে নানা উপদেশ দেন; কেউ বলেন সহজতর লভ্য কাগজের সাইজ অনুযায়ী পত্রিকার সাইজ বদলে ফেলুন, কেউ বলেন নিউজ প্রিন্টে ছাপান। নিজেদের ইচ্ছে ও নীতির বিনিময়ে তাতেও যে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না—উত্তরে সেই কথাই বলে থাকি।

ক্রেতার প্রয়োজন মত কাগজ এখন পাওয়া যায় না; ব্যবহারের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে এখন আর কাগজ তৈরী হয় না। উৎপাদন যে কিছু কমেছে তা নয়, হাল্কার জায়গায় বেশী দামের ভারী কাগজ তৈরী করা হয় ক্রেতাদের কিঁনতে বাধ্য করার জন্যে। বিনিময় মুদ্রার অভাবে কাগজের আমদানি কমে গেছে এবং দেশের চাহিদা মেটানো ভারতের বর্তমান উৎপাদন শক্তির অতীত। এ অবস্থায় উৎপাদন আরও সুপরিকল্পিত ও বণ্টন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সুনির্ধারিত হোলে সমস্যার সুরাহা হোত। বই ও পত্রপত্রিকার চাহিদার অগ্রাধিকার অনস্বীকার্য। কাজেই সিনেমার পোস্টার ও হ্যাণ্ডবিল, সরকারী কাজকর্মে কাগজের অপচয় ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের আশু প্রয়োজন। মিল মালিকদের মুনাফা মাফিক কাগজ উৎপাদন হোতে থাকলে ও অপ্রয়োজনীয় কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশনের কাজ আরও সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে। দেশে নতুন কলকারখানা অনতিবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত না হলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হবে। কাগজ সমস্যার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের যথোপযুক্ত দৃষ্টিদান অত্যাবশ্যক।

গ্রন্থাগার দিবসের কর্মসূচী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আবেদন

২০শে ডিসেম্বর তারিখটি বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও স্মরণীয় দিন। চৌত্রিশ বৎসর পূর্বে ঐ দিনটিতে বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন সুসংগঠিত রূপ প্রাপ্ত হয়,—প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। গ্রন্থাগার দিবস বিগত দিনের কর্মধারার বিচার-বিশ্লেষণের, বর্তমান কার্যকলাপের পর্যালোচনা ও আগামী দিনের কর্মপন্থা নির্ধারণ ও সংকল্প গ্রহণের এক বিশেষ দিন।

এই বৎসর গ্রন্থাগার দিবস নানা কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার জন্য দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে (নবদ্বীপ—১৯৫৮) একটি খসড়া গ্রন্থাগার আইন রচিত হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ উক্ত গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্য ব্যাপক চেষ্টা করিতেছে। সম্প্রতি ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা সমিতির রিপোর্টেও গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থাগার আইন এখনও প্রবর্তন করা হয় নাই। তাই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মনে করে যে এই বৎসর গ্রন্থাগার দিবসের প্রতিটি সভা হইতে গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই প্রস্তাবের অনুলিপি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্থানীয় সদস্য, মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে

রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার আইনের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করার সঙ্গে স্থানীয়ভাবে কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করারও প্রয়োজন আছে। সেই কর্মসূচী নিয়ে দেওয়া হইল :

- নিজ নিজ গ্রন্থাগারের পরিচ্ছন্নতা বিধান
- সর্বস্তরের মানুষের গ্রন্থাগারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ
- স্থানীয় পুঁথি, গ্রন্থ, গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস, গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির উপর প্রদর্শনীর আয়োজন
- সমাজসেবী ও গ্রন্থাগার কর্মীদের বৈঠকে আগামী দিনের কর্মসূচী প্রণয়ন
- জনসভার আয়োজন
- নিজ গ্রন্থাগারের উন্নতি তথা স্থানীয় জনসাধারণকে গ্রন্থাগার-মনা করিয়া তোলার জন্য যথাযথ কর্মসূচী পালন ও গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা।

২০শে ডিসেম্বর হইতে শুরু করিয়া এক সপ্তাহকাল গ্রন্থাগার দিবস ও আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলি পালন করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কার্তিক ১৩৬৬

জাতীয় উন্নয়ন ও পল্লী গ্রন্থাগার

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

মানুষের চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে নানারূপে যুগযুগান্তের প্রবাহ ধরে। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আবিষ্কৃত হয়েছে চিন্তার ক্রমবিবর্তনের বিবিধ নিদর্শন। ঈশ্বর চিন্তা, দার্শনিক তত্ত্ব, রাজ্য পরিচালনার বিবরণ ইত্যাদি কোথাও পর্বত গাত্রে, কোথাও বৃক্ষপত্রে, কোথাও বা শিলাস্তম্ভে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। আদিকালের চিন্তাধারার এইসব নিদর্শন পরবর্তী যুগের মানুষের মনে জাগায় জ্ঞানানুশীলনের অনুপ্রেরণা ও অনুসন্ধিৎসা। প্রাচীনকালের আসুর বাণী পালের গ্রন্থাগারে রক্ষিত ইষ্টক খণ্ডে খোদিত গ্রন্থরাজি সে যুগের সংস্কৃতি ও সভ্যতার অন্যতম প্রতীক। সংস্কৃতি ও সভ্যতা নির্ভর করে মানবমনের চিন্তাধারার নিদর্শনগুলির যথাযোগ্য সংরক্ষণে এবং সদ্ব্যবহারে। সুগঠিত গ্রন্থাগার মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভাবের আদানপ্রদানের সেতুরূপে মানব সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারে। কত মনের কত ভাব, কত চিন্তার কত গূঢ় বিশ্লেষণ,—সব কিছুরই সন্ধান দিতে পারে সুপরিকল্পিত ও সুপরিচালিত গ্রন্থাগার।

গ্রন্থ রচিত হয় তার যথাযোগ্য সদ্ব্যবহারের জন্যে। গ্রন্থকার গ্রন্থ রচনা করেন এই আশাতেই যে কেউ না কেউ তাঁর মনের কথা শুনবে। অনুসন্ধিৎসু মনও খোঁজে তার আত্মিক চাহিদার উপযোগী খোরাক। গ্রন্থাগার এই দুইএর মিলন ঘটিয়ে দেবার প্রকৃষ্ট সহায়ক।

গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য চাই গ্রন্থাগারিকের গ্রন্থবোধ এবং অনুসন্ধিৎসু মনের চাহিদা উপলব্ধি করা। এর জন্যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর অনুশীলন প্রত্যেক গ্রন্থাগারিকের পক্ষে একান্তই আবশ্যক। গ্রন্থ জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকা,

গ্রন্থের গুণাগুণ নিরূপণ, উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য যথোপযুক্ত গ্রন্থ সরবরাহ, জ্ঞানরাজ্যের অলিগলি খুঁজে আকাঙ্খিত বস্তুটি যথাসময়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়ে দেওয়া কুশলী গ্রন্থাগারিকের কর্মসাধনার প্রকৃত মন্ত্রের সাধন।

আজ আমাদের দেশে সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ হবার প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানান গবেষণা এবং বিবিধ পরিকল্পনা দেশকে বহুমুখী অগ্রগতির পথে নিয়ে চলেছে। পাশ্চাত্য দেশ সম্বন্ধে আমরা জানি যে সে দেশের জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার কাজে গ্রন্থাগারগুলির কত গভীর সহায়তা থাকে। পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য যে নানাবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যের প্রয়োজন সেগুলি সুষ্ঠুভাবে সরবরাহ করতে পারে গ্রন্থাগার। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু প্রয়োজনীয় তথ্য লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকে। এইসব বিচ্ছিন্ন তথ্যের সুসংবদ্ধ সমাবেশ একান্ত প্রয়োজন হয় কোনো বিশেষ তাত্ত্বিক অথবা ফলিত গবেষণার জন্যে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি নানা বিষয়ে গবেষণা চলছে সরকারী, বেসরকারী এবং ব্যক্তিগতভাবে। এইসব ক্ষেত্রে সুসংবদ্ধ তথ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী যথাযথ সন্ধান মিলতে পারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুপরিচালিত গ্রন্থাগারে। বর্তমানকালে গ্রন্থাগারের অপর নাম তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র বা Information Centre. এখানে বলা আবশ্যক যে কেবল নানাবিধ বিষয়ের প্রামাণিক গ্রন্থই গ্রন্থাগারের একমাত্র সম্পদরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত নয়। বর্তমান Specialisationএর যুগে গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক প্রয়োজন সাময়িক পত্রিকার। গ্রন্থে যে সকল তথ্য থাকে সেই সব মালমশলার চেয়ে আধুনিকতম বা সাম্প্রতিক তথ্যের সন্ধান মেলে সাময়িক পত্রিকাগুলির প্রবন্ধ বা সমালোচনা প্রসঙ্গ প্রভৃতির মধ্যে। কিন্তু কেবলমাত্র পত্রিকাগুলিই গবেষকদের সম্পূর্ণ চাহিদা মেটাতে পারে না। দলিল, পুঁথি ও চিঠিপত্রাদির মধ্যে এমন বিষয়বস্তু থাকে যা ঐ সকল পত্রিকালব্ধ তথ্যাদির চেয়েও অধিক মূল্যবান। আমাদের দেশের গ্রামগুলিতে বহু প্রাচীন দলিল ও পুঁথিপত্রাদি আছে। এর থেকেই বলা চলতে পারে যে মৌলিক গবেষণার উপযোগী তথ্যবহুল মূল নথি শহরের চেয়ে গ্রামেই অধিক পরিমাণে পাওয়া সম্ভব। গ্রামের গ্রন্থাগার-গুলিতে আঞ্চলিক বিবিধ বিষয়ের যাবতীয় তথ্যগুলি সুসংবদ্ধভাবে সংরক্ষা করা কর্তব্য। লোকচক্ষুর অন্তরালে যে মহামূল্য সম্পদ অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে, সেইসব বস্তুগুলিকে বৃহত্তর গবেষণার ক্ষেত্রে উপস্থিত করার

দায়িত্ব রয়েছে পল্লী অঞ্চলের গ্রন্থাগারিকবৃন্দের। এক একটি স্থানের বৈশিষ্ট্য থাকে এক অথবা একাধিক বিষয়ে। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সে অঞ্চলের বিশেষ রূপটির সংগে পরিচিত হতে পারে অন্যান্য স্থানের জনসাধারণ। অতএব তথ্যের আকর হিসাবে আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলির দায়িত্ব শহরের গ্রন্থাগার অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক। বর্তমানে ভারতের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এবং জাতীয় কর্মপ্রণালীর বিবিধ বিষয়ে গ্রামের গ্রন্থাগার মূল তথ্য সরবরাহ কেন্দ্ররূপে এক বিশেষ স্থান অধিকার করতে পারে।

আঞ্চলিক তথ্যগুলিকে বিষয়ানুযায়ী ভাগ করে তথ্যগুলির পরিচ্ছন্ন বিবরণ বর্ণানুক্রমিক ধারায় সজ্জিতও যথাযথ Subject heading-এর দ্বারা চিহ্নিত করে পরিবেশিত করা চলতে পারে। যথা—

অনুষ্ঠান—সামাজিক

পৌষ পার্বণ, চৈত্র সংক্রান্তি, নবান্ন ইত্যাদি।	স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে অনুষ্ঠিত এই সকল উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ এবং ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ।

শিল্প

কারুশিল্প, চারুশিল্প, মৃৎশিল্প ইত্যাদি	ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলির এই সকল শিল্পকলার বিশেষরূপ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা।

সংগীত—লোক

কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি প্রভৃতি	স্থানীয় গায়ক সম্প্রদায় এবং তাদের সংগীত সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা।

যে মূল তথ্যগুলি সংগৃহীত হয়েছে সেগুলি যথাযথভাবে বর্গীকৃত হয়ে সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। যে সকল তথ্য সম্বন্ধে কেবলমাত্র সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু যেগুলি গ্রন্থাগারে রাখা সম্ভব হয়নি সেইসব ব্যক্তিগত অথবা স্থানীয় নথিপত্রাদি প্রাপ্তিস্থানের বিশদ নির্দেশিকা রাখা কর্তব্য। একটি বিষয়ের যেমন গ্রন্থপঞ্জী থাকে তেমনি এক্ষেত্রে স্থানীয় জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির পূর্ণাংগ তথ্যপঞ্জী সমূহ প্রস্তুত করা থাকবে। মোট কথা একটি সুপরিকল্পিত

সূচীর অথবা পঞ্জীর সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান গবেষকবৃন্দের কাছে সরবরাহ করা অসম্ভব নয়।

উপসংহারে এইটুকুই আমার বক্তব্য যে পল্লী অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলি কেবলমাত্র স্থানীয় জনসাধারণেরই চাহিদা মেটাবে না; বৃহত্তর গবেষণার ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে পারবে। এই ভাবেই পল্লী অঞ্চল ও বহির্জগতের মধ্যে ভাবের ও তথ্যের আদান-প্রদান সম্ভব হবে স্থানীয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে। আশা করা যায় সমগ্র দেশে একটি অখণ্ড প্রাণশক্তি জাতীয় উন্নয়নের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারবে এবং এই সমবেত প্রচেষ্টা অনেক পরিমাণে উৎসারিত হবে সমাজ দেহের প্রাণকেন্দ্র গ্রন্থাগার সমূহ থেকে।

ইস্রায়েলের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

বিজলী রায়

যুদ্ধোত্তর বিশ্বে যে কয়েকটি নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের ইস্রায়েল তার মধ্যে একটি। বিরাট মরুপ্রধান দেশ আরব, যুদ্ধ শেষে মিত্ররাষ্ট্র জোটের সুবিধানুযায়ী খণ্ড খণ্ড রূপ লাভ করে। ইহুদীরা তাদের বহুযুগের স্বপ্ন নিজস্ব ভূমি হিসাবে পেল এরই একটি খণ্ড—ইস্রায়েল রাষ্ট্র। তার পরের দিনের ইস্রায়েলের ইতিহাস একদিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সংঘর্ষের ইতিহাস অন্যদিকে গড়ার ইতিহাস। ধীরে ধীরে শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে দেশটি অগ্রসর হয়ে চলেছে। এবং জাতীয় জীবনের উন্নয়নে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি অনুভূত হয়েছে তার পরিচয় এদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় পাওয়া যায়। তাই যে কোন দেশের সঙ্গে সে আজ পাল্লা দিতে চলেছে তার জ্ঞান বিজ্ঞানের সম্ভার নিয়ে, এবং তার একটি মাধ্যম হচ্ছে গ্রন্থাগার।

গ্রন্থাগারকে বড় করে তুলতে হলে, সর্বজনের ব্যবহারের উপযোগী করতে হলে কয়েকটি দিকের প্রতি যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া দরকার। যেমন—প্রথমেই

ধরা যাক গ্রন্থাগারিকের কথা। গ্রন্থাগারিকই গ্রন্থাগারটিকে সর্বদিক দিয়ে করে তুলবেন সার্থক ও উপযোগী। তারপর আসে গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলিকে বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে সাজিয়ে রাখার কথা। দেখতে হবে মানুষ যত বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে চাইছে, সেই সর্ববিষয়েরই পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রন্থ আছে কি না।—এই সব দিক দিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে আমরা ইস্রায়েলের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি ধারার পরিচয় পাই।

ইস্রায়েলের জন্ম ও ক্রমোন্নতির এই স্বল্পকালের মধ্যেই এর জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং এই বিশাল জনসংখ্যার শিক্ষার জন্য যে একটি বিরাট গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজন, তা এর নেতৃস্থানীয় লোকেরা ভালভাবেই বুঝেছিলেন। বর্তমানে ইস্রায়েল জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অধীনে সাত শতাধিক গ্রন্থাগার ও পাঁচ কোটির অধিক পুস্তক আছে। এদেশের সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা হিব্রু। হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় এই গ্রন্থাগারগুলিকে পরিচালনা করবার জন্য ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে একটি সমিতি (The Israel Librarians Association) গঠন করেন। এর অধীনে একটি School of Librarianship বা গ্রন্থাগারিক শিক্ষালয় আছে। এই শিক্ষালয়টির অধিকর্তা ডাঃ সি, ওয়ারমান (Dr. C. Wormanu)। ইনিই ইহুদী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার (Jewish National and University Library)-এর পরিচালক। এই সমিতির মাধ্যমেই মূলতঃ সাধারণের মধ্যে গ্রন্থ প্রীতি, গ্রন্থাগারের প্রতি অনুরাগ ও গ্রন্থগারিকতা বৃত্তি হিসাবে গ্রহণের সূচনা হয়। স্নাতকোত্তর সম্মান, অষ্টাদশ বর্ষাধিক বয়স এবং অন্ততঃ এক বৎসরের গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা থাকলে এই সমিতির সভ্যপদ লাভ করা যায়। এই সমিতি কয়েকটি সাহায্যকারী শাখা সমিতি দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সমিতির কার্যক্রম ত্রিবিধ—১। গঠন, ২। সংস্কৃতি ও উচ্চ শিক্ষা বিস্তার ও ৩। 'য়াদ্-লাকোরে' (Yad Lakoreh) নামক রীডার্স গাইড প্রকাশ করা। এখন পর্যন্ত এই পত্রিকাটির পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়াও এই কয়বৎসরের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় ও পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহু পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে।

ইহুদী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে নয় লক্ষাধিক পুস্তক বর্তমান। এছাড়াও আছে ইহুদী শ্রমিকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, সাধারণ লোক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ছোটবড় গ্রন্থাগার। জেরুজালেমে ইহুদীজাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এবং বর্তমানরূপে এটি সংস্কৃত হয়েছিল ১৯২৫-এ।

তখন থেকে এটি তিনটি দায়িত্ব পালন করে চলেছে—১। ইস্রায়েল রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় জাতীয় গ্রন্থাগার রূপে, ২। নিখিল ইহুদী সমাজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার রূপে ও ৩। হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হিসেবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ইস্রায়েল রাষ্ট্রের সীমান্তে অবস্থিতির জন্য দীর্ঘকাল হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বন্ধ ছিল। কিন্তু শিগ্‌গিরই এটি নিজ অবস্থায় উন্নতি করেছে এবং ইস্রায়েলের বন্ধু রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে ও বহু প্রকাশকের কাছ থেকে প্রচুর গ্রন্থ উপহার পেয়েছে। তাছাড়াও "কিরজাথ-সেফার" (Kirjath-Sepher) নামে যে পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি এখান থেকে প্রকাশিত হয় তাতে সমালোচনার জন্যও বহু গ্রন্থ পাওয়া যায়।

ইহুদী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলি ডিউই প্রণালীতে সাজানো। এই গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহেও বৈশিষ্ট্য আছে। কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে এর সংগ্রহ কতখানি বিস্তৃত ও ব্যাপক ঃ—

পাণ্ডুলিপি—মোট সংগ্রহ ৪,২৬৯টি। (হিব্রু ৩,৭১৬, প্রাচ্যদেশীয় ভাষায় ৩২৫, অন্যান্য ভাষায় ২২৮)।

সঙ্গীত ও বাদ্যবিষয়ক—২০,০০০। এর মধ্যে আছে পিয়ানো, বেহালা, অভিনয়, বক্তৃতা প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থ। ইহুদী লোকসঙ্গীতও এখানে স্থান পেয়েছে।

ডঃ আব্রাহাম স্কোয়াস্ত্রনের হস্তলিখিত পুঁথি ও চিত্র প্রভৃতি সম্বন্ধীয় সংগ্রহ—২১,০০০। হস্তলিখিত পুঁথি ও ৬০০০ ছবি এখানে আছে। ষোড়শ শতাব্দীর নিদর্শনও কিছু কিছু এখানে পাওয়া যায়। আরবী গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকার সংগ্রহ—এর মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের অনুবাদ আছে। ডঃ হেরী ফ্রিডেনওয়াল্ড-এর চিকিৎসা ও ঔষধ সম্বন্ধীয় সংগ্রহ—ভেষজ বিজ্ঞানে ইহুদীদের দানের পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। ইহুদী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সর্বশ্রেণীর পাঠকের জন্য উন্মুক্ত। এখানে দুটি বড় বড় সাধারণ পাঠগৃহ আছে। আর আধুনিকতম চিকিৎসা-বিষয়ক ২০০০ পুস্তকপুস্তিকা সম্বলিত চিকিৎসা সম্পর্কীয় পাঠগৃহ আছে। সমস্ত দেশে এই বিষয়ের ২২টি শাখা গ্রন্থাগার আছে। অন্যান্য দেশের বড় বড় গ্রন্থাগারের সঙ্গেও এর যোগাযোগ আছে।

ইস্রায়েল মূলতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। তাই এই বিষয়টির প্রতি কর্তৃপক্ষের নজর আছে সজাগ। রিহোভথ্ (Rehovoth)-এর কৃষিকেন্দ্র ও জর্ডন কৃষি গ্রন্থাগার-এর নাম বিখ্যাত।

ইহুদীদের ধর্মজীবন সম্বন্ধীয় উৎসুক্যও অসীম। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তেল্-আভিভ্-এ রমবম্ গ্রন্থাগার (Rambam Library) ও রাষ্ট্রের সভাপতি দ্বারা পরিচালিত Ben-Zvi Institute. তেল-আভিভ্ মিউনিসি-প্যালিটির সহায়তায় চারু শিল্প ও সঙ্গীত শিল্প সম্বন্ধীয় পুস্তকও গ্রন্থাগারে স্থান পেয়েছে।

এ দেশের গ্রন্থাগারগুলি পাঠক অনুযায়ী নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। এখানে আলাদা আলাদা ভাবে আছে সাধারণ মানুষের গ্রন্থাগার, শিশুদের গ্রন্থাগার, সরকারী ও সামরিক বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার প্রভৃতি।

আগে ইহুদীদের মধ্যে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক খুবেশী ছিলেন না। পরে ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হবার পর গ্রন্থাগারগুলির শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ডঃ ও'রমণি প্রথম গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষায় নিমিত্ত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ই ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে এবং ইউনেস্কোর সহায়তায় স্নাতক উপাধিরও ব্যবস্থা হয়। প্রথমে স্থির করা হয়েছিল প্রতি বৎসর এই বিদ্যালয় থেকে কুড়ি জন ছাত্র ডিগ্রি লাভ করবে। পরে প্রয়োজনের তাগিদে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় সাতাশ। নবীন গ্রন্থাগারিকদের সর্ববিষয়েই সুশিক্ষিত করা হয় এখানে।

ইস্রায়েলের গ্রন্থাগারিকরাই ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে Israel Library Association প্রতিষ্ঠা করেন। এবং হিব্রু ভাষায় ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন—"যাদ্-লা-কোরে (Yad-La-Kore)।

ইউনেস্কোর অধীনে এখানে বর্তমানে পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রভৃত গবেষণা চলেছে। এ সম্বন্ধে পূর্বসূরী বিশেষ না থাকায় পরিশ্রম অনেক বেশী হচ্ছে। তা ছাড়াও আরো যতখানি সাহায্য এর দরকার, তা পাওয়া গেলে এখানকার গ্রন্থাগারের আরো বেশী উন্নতি সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার খবর

'গ্রন্থাগার'-এর ভাদ্র সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পর্যালোচনা করা হয়। সরকারী কর্তৃত্ব ও অর্থে জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে গঠিত জেলা পরিষদগুলির মধ্যে কেবল হাওড়া পাঠাগার সঙ্ঘের কার্যনির্বাহক সমিতি বেসরকারী কর্মিগণকে নিয়ে গঠিত। এ পর্যন্ত কলকাতা বাদে প্রতি জেলায় একটি করে জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার মধ্যে শুধু মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণায় দুইটি করে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও কার্যক্রম সম্পর্কে গ্রন্থাগার পত্রিকায় একাধিকবার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন জেলা পরিষদগুলিকে তাদের কার্যাবলীর খবরাখবর ও বিবরণ পাঠাবার জন্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কিছুকাল আগে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র কয়েকটি জেলা থেকে কার্যবিবরণী পাওয়া গেছে। সেগুলি থেকে তাদের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই নিবন্ধে সন্নিবেশিত হোল :

বীরভূম :

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিটি থানা এলাকায় একটি করে গ্রন্থাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বীরভূমে ১৬টি পল্লী গ্রন্থাগার গঠিত হয়েছে। আরও দুটি শীঘ্রই স্থাপিত হবে। এগুলির মধ্যে কয়েকটির কাজ বেশ এগিয়ে গেছে; বাকিগুলির কাজ সুরু হয়েছে কিংবা শীঘ্রই হবে। ছোটদের স্বতন্ত্র বিভাগ এই গ্রন্থাগারগুলিতে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। জেলা পরিষদের প্রতিষ্ঠানিক সদস্যের সংখ্যা ৮৬। তার মধ্যে ৪৭টিকে ভ্রাম্যমান বিভাগ থেকে গ্রন্থ-ঋণ দেওয়া হয়। গত বছরে ২১৫০ খানি বই উক্ত গ্রন্থাগার-গুলিকে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া পরিষদের ১ জন আজীবন সদস্য ও ৭৯ জন সাধারণ সদস্য আছেন। সিউড়িতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বিগত বছরের শেষে বইয়ের সংখ্যা ছিল ৪৪৩২ খানি। ৫ খানা খবরের কাগজ ও ৫০টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা অবধি জেলা গ্রন্থাগার খোলা থাকে। গড়ে রোজ ৫০জন লোক পাঠকক্ষ ব্যবহার করেন। ছোটদের বিভাগ

ও পাঠ্য পুস্তক বিভাগ দুটি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। গড়ে দৈনিক ৫০০ ছেলেমেয়ে ও ছাত্রছাত্রী এই বিভাগ দুটিতে এসে থাকে। গত বছরে গ্রন্থাগারের নূতন গৃহ নির্মিত হয়েছে।

নদীয়া :

বর্তমানে নদীয়ার ১৪টি পল্লী গ্রন্থাগারের মধ্যে ৭টির কার্যারম্ভ গৃহ নির্মাণ-কার্যের সমাপ্তির অপেক্ষায় রয়েছে। আরও ৬টি গ্রন্থাগারকে পল্লী গ্রন্থাগার পরিকল্পনাধীনে আনার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। জেলা পরিষদের ১২৮টি প্রতিষ্ঠানিক সদস্যের মধ্যে ১১০টি গ্রন্থ-ঋণ পেয়ে থাকে। জেলা গ্রন্থাগারের নিজস্ব গৃহ নির্মাণের তোড়জোড় চলেছে। নিজস্ব গৃহ না থাকায় পরিষদের পক্ষে স্বতন্ত্র কিশোর বিভাগ, মহিলা বিভাগ ও পাঠ্যপুস্তক বিভাগ খোলা সম্ভব হয়নি। জেলা গ্রন্থাগারটি বর্তমানে ঘূর্ণীতে দেশবন্ধু গ্রন্থাগার ভবনে অবস্থিত। জেলা গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা গত বছরের শেষে ছিল ৯৭৩৮; প্রতিষ্ঠানিক সদস্যসমেত মোট সদস্য সংখ্যা এখন ২৮৭। জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীবিশ্বনাথ সিংহ সম্প্রতি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অব লাইব্রেরী সায়েন্স থেকে তিন মাসকালীন শিক্ষণ গ্রহণ করে এসেছেন।

বর্ধমান :

জেলার তেরটি থানায় অদ্যাবধি একটি করে পল্লী গ্রন্থাগার চালু করা হয়েছে। অনুরূপ আরও ১৬টি গ্রন্থাগার স্থাপনের পরিকল্পনা অনুমোদন লাভ করেছে। জেলা গ্রন্থাগার ভবনটি প্রয়োজনের তুলনায় অপরিসর হওয়ায় ভবনটির পিছন দিকে আরও একটি গৃহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। জেলা গ্রন্থাগারের সাধারণ বিভাগে এখন ৬৭৫১ ও ভ্রাম্যমাণ বিভাগে ৩৪৬৫ খানি গ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছে। গ্রন্থাগারে গত বছরে ২৭,৩৪৬টি গ্রন্থ ইস্যু হয় ও সারা বছরে পাঠককে মোট উপস্থিতির সংখ্যা ১১,৫০০ জন। গত সালে ১২৬টির মধ্যে ১০১টি প্রতিষ্ঠানিক সদস্যকে ১৪,০৭০ খানি পুস্তক ঋণ দেওয়া হয়। বর্তমানে ১২১টি গ্রন্থাগার উক্ত ঋণ গ্রহণ ক'রে থাকেন। ৪৫ দিন অন্তর প্রতিটি সদস্য-গ্রন্থাগারকে সারা বছরে ৭ বার ঋণ দেবার নিয়ম করা হয়েছে। ছোট হলেও জেলা গ্রন্থাগারের কিশোর বিভাগটির নিয়মিত কাজকর্ম

হয়। স্থানাভাব মিটলে একটি পাঠ্য পুস্তক বিভাগ ও মহিলা বিভাগ খোলার সংকল্প জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের রয়েছে।

উত্তর চব্বিশ পরগণা

চব্বিশ পরগণায় দুটি জেলা গ্রন্থাগার আছে। একটি উত্তরে খড়দার কাছে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোমে। অপরটি দক্ষিণে ডায়মণ্ড হারবারের কাছাকাছি বিদ্যানগর নামক স্থানে। প্রথমোক্তটির ১০৭৩ জন ব্যক্তিগত সদস্য ও ৭৪টি প্রতিষ্ঠানিক সদস্যের মধ্যে ৬৩টিকে বিগত বছরে যথাক্রমে ২৬,২৪৬ এবং ১০,৩২৮ খানি গ্রন্থ-ঋণ দেওয়া হয়। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন আচার্য যদুনাথ সরকার উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। জেলা গ্রন্থাগারটি এতদঞ্চলে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। গত বছর পাঠকক্ষ ব্যবহার করেন ৫২,১৭৪ জন পাঠক। ব্যারাকপুর, বারাসাত, বনগাঁ ও বসিরহাট মহকুমাই এই গ্রন্থাগারের এলাকাভুক্ত। কিন্তু একটি গ্রন্থযান থাকার দরুণ এবং অন্যান্য অসুবিধার জন্যে জেলা গ্রন্থাগারের কর্মতৎপরতা ব্যারাকপুর মহকুমাতেই সীমাবদ্ধ।

পশ্চিম দিনাজপুর

পশ্চিম দিনাজপুরের জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করেছে। জেলা গ্রন্থাগারের নির্মীয়মান ভবনটি শীঘ্রই সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ৭২টি প্রতিষ্ঠানিক সদস্যের মধ্যে ৫২টি গ্রন্থাগার ভ্রাম্যমান বিভাগ থেকে গ্রন্থ-ঋণ পেয়ে থাকেন। গত বছরে এই বিভাগ থেকে ৬৭৫০ খানি পুস্তক সরবরাহ করা হয়। গ্রন্থাগারে মহিলা ও কিশোরদের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছাড়াও পাঠ্য পুস্তকেরও একটি বিভাগ আছে। উক্ত বিভাগ তিনটিতে গড়ে দৈনিক উপস্থিতির সংখ্যা যথাক্রমে ৩০, ৮ ও ২০। জেলায় এখন ২৩টি পল্লী গ্রন্থাগার কাজ করছে। ১৩ জন আজীবন সদস্য, ৩৩ জন সাধারণ সদস্য ও ৭২টি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠান সদস্য হিসাবে তালিকাভুক্ত। জেলা গ্রন্থাগারের মোট গ্রন্থ সংখ্যা ৭৮০৫ বেলা ১টা থেকে রাত ৮টা অবধি পাঠকক্ষ খোলা থাকে, গড়ে রোজ ১৪০ জন পাঠক পাঠকক্ষটি ব্যবহার করেন।

নিউ ইয়র্ক থেকে

রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস

[পরিষদের সুপরিচিত কর্মী ও প্রাক্তন সচিব শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিদ্যায় মেডিক্যাল লাইব্রেরী বিষয়ে গত আগস্ট মাস থেকে শিক্ষণ গ্রহণ করছেন। তাঁহার পত্রের অংশ বিশেষ প্রকাশিত হইল।]

প্রীতিভাজনেষু,

তোমার কাগজ পেয়েছি। কাগজের quality যে ক্রমেই ভাল হচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তোমায় সেজন্যে অভিনন্দিত করি। দেশে থাকতে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা হয়ত তেমন যত্ন নিয়ে পড়িনি। কিন্তু আজ বিদেশে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি পৃষ্ঠা পড়ছি। কী যে ভাল লাগছে কি বলব?

রীতিমত ছাত্র বনে গেছি। এখানকার পড়ানোর ধরণ অন্যরকমের। পরীক্ষার ধরণও স্বতন্ত্র। সবশুদ্ধ চার দফা পরীক্ষা দিতে হবে। তার প্রথম দফা গত পরশু শেষ হল। মাস্টার মহাশয়েরা নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছেন। সময় খুবই কম পাই। প্রথমে ওঁরা নিজ নিজ কোর্সের সিনোপাসিস দিয়ে দেন। Semester ধরে কাজ চলে ঘড়ির কাটায় কাটায়। কোন্ তারিখে কি পড়ানো হবে তাও গোড়াতেই ঠিক থাকে। এতটুকু নড়চড় হয় না। হুজুগ দেখিয়ে স্ট্রাইক করা নেই, ছুটি ছাটারও বালাই নেই। অতটা ধাতে সইবে কেন? প্রতিটি ক্লাস একটানা দুঘণ্টা করে। প্রথম ঘণ্টায় সপ্তাহের assignment দিয়ে দেওয়া হয়, আর দ্বিতীয় ঘণ্টায় সুরু হয় গত সপ্তাহে দেওয়া assignment-এর ওপর আলোচনা ও বিতর্ক। যখন আলোচনা চলতে থাকে বোঝা যায় না কে শিক্ষক কে ছাত্র। ছাত্র মাস্টার সবাই ক্লাসে বসেই সিগারেট ফোঁকেন। পরীক্ষাগুলো প্রায়ই objective type এর। ১০০।১৫০ ছোট ছোট প্রশ্ন, একঘণ্টা সময়। ঝড়ের বেগে উত্তর লেখ। কলম কামড়ে ধরে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে উত্তর ভাববার সময় নেই। তাছাড়া প্রায় প্রতিটি বিষয়ের জন্যে একটা করে term-paper জমা দিতে হয়। সব মিলিয়ে ছাত্রকে A B C D E

একটা গ্রেডের কোনো একটায় ফেলা হয়। F মানে ফেল। কতগুলো বিষয় আছে যার জন্যে পরীক্ষা দিতে হয় না, term-paperই শুধু জমা দিতে হয়।

এখানে আমাদের Library Schoolএর যে জিনিষটা আমার কাছে সবচেয়ে ভাল লাগে—সে হল এর লাইব্রেরীটি। শুনেছি এমন Library School Library এদেশেও আর নেই। সকাল ৮টা থেকে রাত দশটা অবধি খোলা। যতক্ষণ ইচ্ছে পড়। Open access—যতগুলো ইচ্ছে বই বাড়ী নিয়ে এসো। Reference, Bibliography কোর্সে এমন tool খুঁজে পাবে না—যা লাইব্রেরীতে গিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে পারবে না। এই লাইব্রেরীর গুণে এখানে শিক্ষকদের পরিশ্রম অনেক কম। সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম যেদিন লাইব্রেরীতে যাই—display board এ Dr. Ranganathan এর Library Personality & Library Bill for West Bengal দেখে বড় ভাল লাগল।

গত শনিবার Medical Library Association এর New York Regional Group Conference-এ যোগদান করেছিলাম। বেশ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত সম্মেলন। শুধুমাত্র medical library নিয়ে কনফারেন্স, তাতেই প্রতিনিধি এসেছিল ১৫০ এর ওপর।

Doctoral degree নিতে হলে আরও প্রায় দেড় বছর বাড়তি থাকতে হবে। রীতিমত ক্লাস করতে হয় কিনা। চাকরি এখানে ছড়িয়ে রয়েছে পথে ঘাটে। আজ বললে আজই পেতে পারি। মাইনেও মোটামুটি মন্দ হবে না। আমাদের দেশে হাঁকুপাকু করেও লোকে লাইব্রেরীতে ভাল চাকরী পায় না, আর এদেশে লাইব্রেরীগুলোর লোকাভাব নিদারুণ। আশ্চর্য বটে। ছাত্ররা কোর্সে ভর্তি হবার সঙ্গে-সঙ্গেই employer দের অনুরোধ আসতে থাকে—লোক দাও, লোক দাও। লোভনীয় সর্তে সদ্য গ্রাজুয়েটদের চাকরীতে ডাকা হয়। work-study plan. চাকরী কর, আর Library School-এ ভর্তি হও, পড়, পাশ কর। আজ এ পর্যন্ত। প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। ইতি।

তোমাদের রাখাল

পরিষদ কথা

পরিষদ কার্যালয়ে ইউনেস্কো প্রতিনিধি শ্রীফ্র্যাঙ্ক গার্ডনার

পাঠ্য-উপকরণ সম্পর্কে খোঁজখবর ও উপদেশ দানের এক পরিকল্পনা অনুযায়ী ইউনেস্কো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ পর্যটনের জন্যে খ্যাতনামা গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ শ্রী ফ্র্যাঙ্ক গার্ডনারকে নিযুক্ত করেছেন। উন্নত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বিষয়ে সুপারিশ দানও উক্ত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত আছে। শ্রী গার্ডনার ভারত ভ্রমণের কোলকাতা পর্যায়ে গত ১৪ই নভেম্বর শহরে আগমন করেন। কোলকাতায় অবস্থানকালে পশ্চিম বঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মী, প্রকাশক ও সরকারী মহলের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করেন। ১৭ই নভেম্বর সন্ধ্যায় পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয়ে তাঁকে এক চা-চক্রে আপ্যায়িত করা হয়। তিনি ঐ সময় উপস্থিত কর্মিগণের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যাদির আলোচনা ও অন্যান্য দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উল্লেখ এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ দান করেন।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পরিপূরক অর্থ সাহায্য দান

পশ্চিম বঙ্গ সরকার পরিষদকে চলতি বছরের দরুণ দেড় হাজার টাকা সাহায্য করেছিলেন। পরিষদের কাজকর্ম ও খরচের অনুপাতে ঐ অর্থ খুবই অপর্যাপ্ত হওয়ায় পরিকল্পিত অনেক কাজই স্থগিত রাখা হয়। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ও অধিকতর অর্থসাহায্যের জন্যে আবেদন জানানো হয়। রাজ্য সরকার সম্প্রতি 'সাপ্লিমেণ্টারি গ্রাণ্ট' হিসাবে পরিষদকে সাড়ে তিন হাজার টাকা দিয়েছেন। কিন্তু সর্ত বেঁধে দিয়েছেন যে ঐ টাকা গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ও পরিষদ গ্রন্থাগারের গ্রন্থ ক্রয়ের জন্যে যেন খরচ করা হয়।

সার্ট-লিব শিক্ষণের সপ্তাহান্তিক সেসনের প্রার্থী নির্বাচন

পরিষদ পরিচালিত সার্ট-লিব শিক্ষণের আগামী সপ্তাহান্তিক সেসনে ভর্তির জন্যে পাঁচ শত প্রার্থী আবেদন করেছেন। পরিষদের শিক্ষণ উপ-সমিতি একটি লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করবেন বলে স্থির করেছেন। গত কয়েক বছর 'ইণ্টারভিউ'-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন হত।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

বড়বাজার মহাবীর পুস্তকালয়ে তুলসী জয়ন্তী

রামচরিত মানসের রচয়িতা মহাকবি তুলসীদাসের জন্মোৎসব সাড়ম্বরে গত ২৩শে আগষ্ট মহাবীর পুস্তকালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বহু বিশিষ্ট হিন্দী সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। শ্রীপরমানন্দ শর্মা সভাপতিত্ব করেন। ভারতের মধ্যযুগের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে জনজীবনে ধর্ম ও সংস্কৃতির নবোজ্জীবন তুলসীদাসের লেখার মধ্যে দিয়ে কিভাবে সাধিত হয়েছিল শ্রীপরমানন্দ শর্মা তাঁর ভাষণে তা ব্যাখ্যা করেন। শ্রীক্ষিতিশমোহন বন্দোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতায় সন্ত তুলসীদাসের জীবন-দর্শন অনুধাবনের উপদেশ দেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীশর্মা বলেন যে ব্যক্তিমানুষের ভিন্নমুখী চিন্তা ও অনুভূতির সমন্বয় ও জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ধারার মধ্যে ঐক্যের আদর্শ তুলসীদাস তাঁর সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে প্রচার করেছিলেন। সরল, নিরভিমান, ও অল্প শিক্ষিত ভারতীয়দের কাছে তুলসীদাসের রামায়ণ যুগ যুগ ধরে জীবনরস সঞ্চার করে এসেছে।

ভবানীপুর ব্যায়াম সঙ্ঘ পাঠাগারের ছোটদের পাঠচক্রের অনুষ্ঠান

গত ২রা অক্টোবর শুক্রবার ভবানীপুর ব্যায়াম সংঘ পাঠাগারের ছোটদের পাঠচক্র হইতে একটি প্রাচীর পত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার কুমার বিনয়েন্দু দেবরায় মহাশয় প্রাচীর পত্রের আবরণ উম্মোচন করেন। এই উপলক্ষ্যে একটি ছোট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। আবৃত্তি ও আলোচনার মধ্য দিয়া অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি হয়। আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী প্রভাত ব্যানার্জী, সমীর মুখার্জী, প্রবীর মুখার্জী ও বিপ্রদাস ব্যানার্জী। প্রাচীর পত্রের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন প্রাচীরপত্র সম্পাদক সুধীর রঞ্জন দে ও চঞ্চলকুমার সেন।

চব্বিশ পরগণা

বনগ্রাম সাধারণ পাঠাগারের রজত জয়ন্তী উৎসব

পাঠাগারের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে গত ২৮শে আশ্বিন হতে চার দিন ব্যাপী এক রজত জয়ন্তী উৎসব বিপুল উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

মূল-সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। এতদুপলক্ষে জয়ন্তী মণ্ডপে আয়োজিত এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পৌরপতি ক্যাপ্টেন বিষ্ণুপদ বিশ্বাস। অধ্যক্ষ গোপালচন্দ্র সাধু বিগত বর্ষের কার্য-বিবরণীতে বলেন যে পাঠাগারটি নিঃশুল্ক ও পাঠাগারের সদস্য সংখ্যা সাড়ে চৌদ্দ শত, পুস্তক সংখ্যা এখন সাড়ে পাঁচ হাজার। গত বছর পাঠাগারের মোট সাড়ে চার হাজার টাকা ব্যয় হয়। জয়ন্তী উপলক্ষে প্রেরিত বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার শুভেচ্ছা বাণী গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী জ্যোৎস্নারাণী সাধু পাঠ করেন। সভাপতি শ্রীযুত মুখোপাধ্যায় এক সারগর্ভ ভাষণ দেন। সাধুজন পাঠাগার চিরকাল নিঃশুল্ক অর্থাৎ অবৈতনিক দেখে, তিনি মন্তব্য করেন, তিনি একটি প্রকৃত 'পাবলিক লাইব্রেরী'তে এলেন। দ্বিতীয় দিন প্রাতে পাঠাগারের সভ্য-সভ্যাদের এক মনোজ্ঞ পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ণে প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয় এবং শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র দাশ বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। সন্ধ্যায় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় দিন প্রাতে সাহিত্য বাসরে বাণী সাধকেরা স্বরচিত লেখা পড়েন। অপরাহ্ণে 'গুণীজন সম্বর্ধনা' অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব রেজাউল করীম। ঐ সভায় বনগ্রাম রত্ন ত্রয়ী ডক্টর মীনেন্দ্রনাথ বসু, ডক্টর করুণাময় মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ অশোকনাথ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যাসাগর, নবদ্বীপ) এবং সাহিত্যিকা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী এবং সভাপতি মহাশয়কে মানপত্র যোগে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সন্ধ্যায় এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় পাঠাগারের কৃতী সভ্যসভ্যাদের পুরস্কৃত করা হয়। চতুর্থ দিবস মহিলা দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত হয় এবং গ্রন্থপাঠ আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শ্রীমতী জ্যোৎস্নারাণী সাধু সভানেত্রীত্ব করেন। এই উপলক্ষে পাঠাগারের পঁচিশ বছরের ইতিহাস সম্বলিত "রজত-জয়ন্তী স্মরণী" প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানটি এতদঞ্চলে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

হাওড়া

বালী ফ্রি লাইব্রেরীর উদ্বোধন

বালীর হংসবাজারে গত ২৩শে নভেম্বর বালী ফ্রি লাইব্রেরী ও সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সেণ্টারের উদ্বোধন হয়। শ্রীউমাশঙ্কর চৌধুরী এম্‌-টি প্রদীপ

জেলে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন। পৌরোহিত্য করেন শ্রীতিনকড়ি দত্ত। সম্পাদক শ্রীবিক্রমপ্রসাদ মহাতো বলেন যে বিনা চাঁদায় সাধারণের ব্যবহারের জন্যে গ্রন্থাগারটি খোলা হয়েছে। এজন্যে তিনি সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। ১৭৫ খানি বই নিয়ে গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হোল। গ্রন্থাগারে বাংলা ইংরাজি ও হিন্দি ভাষার বই রাখা হবে। শ্রীমহাতো বর্তমানে ব্যবহারের জন্যে বিনা ভাড়ায় একটি ঘরের ব্যবস্থা করেছেন। স্থানীয় পৌরসভা গ্রন্থাগারটিকে সাহায্য দেবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। সভায় স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

হুগলী

কুলতেঘরী সাধারণ পাঠাগারের তৃতীয় বার্ষিক সভা

গত ৮ই নভেম্বর কুলতেঘরী সাধারণ পাঠাগারের তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন এতদঞ্চলের প্রবীন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীমন্মথনাথ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হুগলী জেলা স্কুল বোর্ডের সদস্য শ্রীকানাইলাল তা। সম্পাদক শ্রীগোপাল চন্দ্র গুপ্ত তাঁর বিবরণীতে পাঠাগারের ক্রমোন্নতির ইতিহাস বর্ণনা করেন। সভাপতি মহাশয় পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন। কোনরূপ সরকারী সাহায্য ব্যতীত এই দূর পল্লীর দরিদ্র গ্রামবাসীগণের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে পাঠাগার পরিচালনার জন্য প্রধান অতিথি মহাশয় পাঠাগারের কার্যনির্বাহক সমিতির কর্মীবৃন্দের বিশেষভাবে প্রশংসা করেন এবং পল্লীজীবনে পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রধান অতিথি মহাশয় পাঠাগারের উন্নতিকল্পে ৫১৲ টাকা দান করেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীন সংগীতজ্ঞ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত সংগীত ও আবৃত্তির অনুষ্ঠান সভাটিকে উপভোগ্য করিয়াছিল। শিক্ষা বিস্তারে পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা এবং এতদঞ্চলে এই পাঠাগারটির কর্মতৎপরতার বিষয় আলোচনা করিয়া সভায় যাঁহারা বক্তৃতা দেন তন্মধ্যে অধ্যাপক শ্রীরামসিংহ পাল, তালপুর কিশোর পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীগোবিন্দপদ খাঁ, দেউলপাড়া বিদ্যানিকেতনের শিক্ষক শ্রীনরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, শ্রীনির্মলকৃষ্ণ বসু এবং শ্রীবলাইচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এই অধিবেশনে পাঠাগারের নূতন কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়।

অন্যান্য রাজ্যের খবর

আম্বালায় গ্রন্থ-পার্বণ

আম্বালা জেলা গ্রন্থাগারের উদ্যোগে গত ৩রা অক্টোবর থেকে চারদিন ব্যাপী এক গ্রন্থ-পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়। উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর এস, রাধাকৃষ্ণণ উৎসবের উদ্বোধন করেন। উৎসবের প্রধান অংগ গ্রন্থ প্রদর্শনীটির বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিদেশের বহু বইপত্র প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীতে দেশীয় বই পত্রের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য পত্রপত্রিকা ও কিশোর গ্রন্থাদি রাখা হয়। গ্রন্থাগার বিষয়ক বইপত্র বিভাগের মধ্যে ডক্টর রংগনাথনের বইগুলি স্বতন্ত্রভাবে প্রদর্শিত হয়। এতদুপলক্ষে আয়োজিত এক গ্রন্থাগার সম্মেলনে বহু গ্রন্থাগার কর্মী যোগদান করেন। সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল 'গ্রন্থাগার ও জনসাধারণ।

কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল লাইব্রেরী

ভারত সরকারের ডাইরেক্টর জেনারেল অব হেলথ সার্ভিসেসের পরমর্শক্রমে ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীনে নয়া দিল্লীতে একটি কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল লাইব্রেরী স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। লাইব্রেরীটির কোলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে তিনটি শাখা থাকবে। লাইব্রেরীতে পাঁচ হাজার মেডিক্যাল পত্রপত্রিকা রাখা হবে। এবং গত ৩০ বছরের পুরণো পত্রিকাগুলিও সংগ্রহের চেষ্টা করা হবে। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে 'ফটোষ্ট্যাট' কপি সরবরাহের একটি বিভাগ থাকবে। মেডিক্যাল বিষয়ে যাবতীয় বইপত্রের এটিই হবে কেন্দ্রীয় গ্রন্থপঞ্জী সংস্থা। ১৫ একর জমির উপর গ্রন্থাগারের যে গৃহটি নির্মিত হবে সেখানে একসংগে ৩৫০ জনের পড়াশুনার ব্যবস্থা থাকবে। এই পরিকল্পনাটি রূপায়ণের জন্যে ৪০ লক্ষ টাকা খরচ হবে।

নৈনিতালে ফিল্ম লাইব্রেরী

শিক্ষামূলক ভালো ফিল্ম তোলা ও প্রয়োজন অনুযায়ী চটপট সরবরাহের উদ্দেশ্যে নৈনিতাল ফিল্ম সোসাইটি একটি ফিল্ম লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করেছেন। উক্ত সোসাইটি ২৫০টি ফিল্ম তুলেছেন। টেলিভিসন ও প্ল্যানেকরিয়াম সহ একটি শ্রব্য-দৃশ্য প্রদর্শনী সোসাইটি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। এ ধরণের প্রচেষ্টা এদেশের ফিল্ম সোসাইটিগুলির নিকট অভিনব।

বার্তা বিচিত্রা

বিদেশ ভ্রমনান্তে ডক্টর রঙ্গনাথনের ভারতে প্রত্যাবর্তন

সম্প্রতি ডক্টর এস আর রঙ্গনাথন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মাণী ও পোল্যাণ্ডে কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করতে গেছলেন। গত ৩রা অক্টোবর তিনি দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। ২৩শে অক্টোবর দিল্লী গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যদের এক সভায় পোল্যাণ্ড ও রাশিয়ার Documentation Activity সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন। ওয়ারশতে সেখানকার গ্রন্থাগার পরিষদের একাধিক সভা ও সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করেন। মস্কোয় গ্রন্থাগারিকদের এক বিরাট সমাবেশে তিনি রাশিয়া ও ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কিত তথ্যাদি ও বিবরণ বিনিময় করেন। মস্কোয় ভারতীয় দূতাবাসে আয়োজিত এক ভোজসভায় তিনি কোলন পদ্ধতি ও তাঁর উদ্ভাবিত অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে সমবেত রুশ গ্রন্থাগার কর্মীদের নিকট এক ভাষণ দান করেন। ডক্টর রঙ্গনাথন ওয়ারশতে আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেছিলেন।

পশ্চিম বঙ্গের সরকারী কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বেতন হারের পরিবর্তন

পশ্চিম বঙ্গের সরকারী কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বেতন বৃদ্ধি প্রশ্নটি এতদিন রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন ছিল। জানা গেল সরকার কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বেতন যোগ্যতানুসারে নিম্নলিখিত হারে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত করেছেন :

	অনুমোদিত যোগ্যতা	বেতনের হার
১	গ্র্যাজুয়েট এবং ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত	১০০-৫—২১৫—১০—২২৫ টাকা
২	অনার্স গ্র্যাজুয়েট এবং ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত	১৩০—৫—১৫০—১০—৩৫০ টাকা
৩	এম.এ./এম.এস.সি. এবং ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত	১৩০· ৫—১৫০—১০—৩৫০ টাকা (আরম্ভ ১৪০৲ টাকায়)

সরকার এই বেতনের হার চলতি বছরের ১লা জুন থেকে কার্যকরী করেছেন। যে সব গ্রন্থাগারিক উপরিউক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন নন; তাঁরা যোগ্যতা আয়ত্ত করে নিলে নতুন এই হারের অধিকারী হবেন।

সার্ট-লিব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম তিনজন

প্রথম শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

বয়স ২৩। শিল্পনগরী কুলটীর অধিবাসী। ১৯৫৬ সালে বি.এ. পাশ করে কুলটি হাইস্কুলে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। বর্তমানে উক্ত স্কুলের সহকারী শিক্ষক ও গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক।
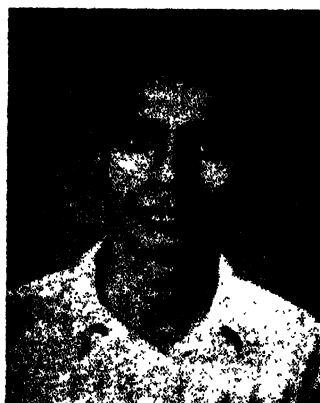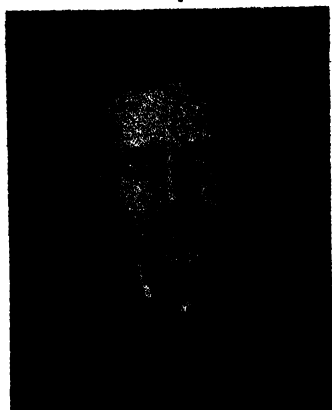
দ্বিতীয় শ্রীতারকদাস সুর

বয়স ৩০। নিবাস হুগলী জেলার তালান্ডু। সমাজসেবা ও গ্রামোন্নয়ন কার্যে দীর্ঘদিন রত। আই.এ. পাশ। বর্তমানে হুগলীর জেলা গ্রন্থাগারের এ্যাসিস্টান্টের পদে অধিষ্ঠিত।

তৃতীয় শ্রীসত্যেন্দ্র নারায়ণ সুর

বয়স ২৬। বি.এস সি পাশ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রুশ ভাষায় ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত। বর্তমানে ছাত্র।

চিঠিপত্র

[এই বিভাগে কোনও পত্র প্রকাশ সম্পাদকের ইচ্ছাধীন। মতামতের জন্য তিনি দায়ী নহেন। এই পত্রগুলি বহু পূর্বেই পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু স্থানাভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই]

গ্রন্থাগার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু--

মহাশয়,

গ্রন্থাগার পত্রিকায় শ্রাবণ সংখ্যায় (১৩৬৫) প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনামের তালিকাটি পড়ে আনন্দিত হলাম। 'গ্রন্থসূচী (catalogue) প্রণয়নের সময় এই তালিকা প্রত্যেক গ্রন্থাগারিকের পক্ষেই প্রয়োজনীয়। আমি আরো কয়েকটি নাম সংগ্রহ করে পাঠালাম। যিনি "মৃন্ময়া" নামে বই প্রকাশ করছেন—ওঁর আসল নামটা জানতে উৎসুক।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

নমস্কারান্তে ইতি
সুমিত্রা দত্ত

গ্রন্থাগারিক,
বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী
আগরতলা, ত্রিপুরা।

ছদ্মনাম	আসল নাম
অপরাজিতা দেবী	রাধারাণী দেবী
গজপতি রায়	গিরীন্দ্র কুমার দত্ত
দুর্গাদাস দাস	উপেন্দ্র নাথ দাস
ফিকির চাঁদ	হরিনাথ মজুমদার
সিদ্ধার্থ	ধ্রুব মজুমদার
চাণক্য সেন	ভবানী সেন

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত ছদ্মনামের উপর প্রকাশিত প্রবন্ধ ও ছদ্মনামের তালিকাটি যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম। আমি আরও কয়েকটি নাম পাঠালাম। এই প্রসঙ্গে জানাই যে অবধূত-এর আসল নাম কালিকানন্দ অবধূত নয়। তাঁর পদবী মুখোপাধ্যায়। ইতি।

গ্রন্থাগারিক

জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার,

চুঁচুড়া, হুগলী।

অমিল কুমার দত্ত

	ছদ্মনাম	আসল নাম
১।	আনন্দসুন্দর ঠাকুর	প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়
২।	উমাকান্ত ভট্টাচার্য	ভারত ভট্টাচার্য
৩।	এ, ডি	অরবিন্দ দত্ত
৪।	কি-কু-রা	কিরণকুমার রায়
৫।	কৃত্তিবাস ওঝা	মোহিতলাল মজুমদার
৬।	কৃত্তিবাস ভদ্র	প্রেমেন্দ্র নাথ মিত্র
৭।	গোবিন্দ দাস	গোবিন্দ কর্মকার
৮।	গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (তর্কবাগীশ)
৯।	চিরঞ্জীব শর্ম্মা	ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল
১০।	জড়ভরত	নারায়ণ চৌধুরী
১১।	দা-গোসাই	সুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১২।	দীপঙ্কর	কালিদাস নাগ
১৩।	দ্বিজতনয়া	কামিনী সুন্দরী দেবী
১৪।	নমিতা মুখোপাধ্যায়	শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়
১৫।	নিরুপম গুপ্ত	মহেন্দ্র রায়
১৬।	নিরুপমা বসু	সুনীল ঘোষ
১৭।	নীহারিকা দেবী	অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত
১৮।	পথের সাথী	প্রশান্ত চৌধুরী
১৯।	প্রচল	প্রফুল্ল চন্দ্র লাহিড়ী

ছদ্মনাম	আসল নাম
২০। প্রবুদ্ধ	প্রবোধ চন্দ্র বসু
২১। ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়	তারাদাস মুখোপাধ্যায়
২২। বলাই দেবশর্ম্মা	দেবকী বসু
২৩। বলাহক নন্দী	নীরদ চন্দ্র চৌধুরী
২৪। বাণীকুমার	বৈদ্যনাথ দে
২৫। বিষ্ণু শর্ম্মা	বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র
২৬। মানবেন্দ্র নাথ রায়	নরেন ভট্টাচার্য
২৭। যম দত্ত	যতীন্দ্র মোহন দত্ত
২৮। শেখরাজ সামন্ত	শ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায় ওরফে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
২৯। শার্ঙ্গদেব	রাজ্যেশ্বর মিত্র
৩০। শেফালিকা দেবী	সুবোধ দাসগুপ্ত
৩১। শেয়াল পণ্ডিত	হরেন ঘটক
৩২। শ্যামল রায়	বিষ্ণু দে
৩৩। শ্রীঅরূপ	স্বামী প্রেমঘনানন্দ
৩৪। শ্রীনাগরিক	কালি প্রসাদ বসু
৩৫। শ্রীপু	পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৩৬। শ্রীমতী মধ্যমা	রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর
৩৭। সঞ্জয়	নির্মল কুমার রায়
৩৮। সত্যসন্ধ সিংহ	ডাঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত
৩৯। সব্যসাচী	অজয় বসু
৪০। সেবক	রাই চরন চক্রবর্তী
৪১। হেমেন্দ্রকুমার রায়	প্রসাদ দাস রায়

সবিনয় নিবেদন,

গ্রন্থাগার পত্রিকায় শ্রীবিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনাম (মূল প্রবন্ধের পরিশিষ্ট) নামক প্রবন্ধটি পাঠ করলাম। এই ধরণের প্রচেষ্টাকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাবার সঙ্গে সঙ্গে একটি ভুলের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখের ছদ্মনাম 'রোহর'; এই ছদ্মনাম নিয়ে কোন বই লেখেননি। তিনি 'রাহুল' নাম দিয়ে একখানা বই লিখেছেন।

আর, জি. কর মেডিক্যাল কলেজ লাইব্রেরী, কলিকাতা

ভবদীয়
শ্রীরণজিৎ সেন

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগারিকের বেতন ও মর্যাদা

দেশ স্বাধীন হবার পর গ্রন্থাগারগুলোকে আমরা নতুন চোখে দেখতে সুরু ক'রেছি। গ্রন্থাগারগুলোর উপর আজ সকলেই নতুন দায়িত্ব দিতে চাইছেন। স্কুল-কলেজে, কল-কারখানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে, সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে সব জায়গায়ই আজ গ্রন্থাগারের উপর যে কাজের ভার প'ড়ছে তাকে কোনক্রমেই গতানুগতিক বলা চলে না।

কাজের গুরুত্ব বাড়ার সংগে সংগেই গ্রন্থাগারিকের বেতন ও মর্যাদা বাড়ার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আর ঠিকমত মর্যাদা দিতে না পারলে যে লোকের কাছ থেকে আশানুরূপ কাজ পাওয়া যায় না, একথা অবশ্য সবাইই মেনে নেবে। তাই গ্রন্থাগারের গুরুত্ব বাড়ার সংগে সংগে গ্রন্থাগারিকের বেতন ও মর্যাদা বাড়ানোর প্রশ্নও দেখা দিয়েছে।

বেসরকারী কলকারখানার মালিকেরা সাধারণতঃ তাঁদের গ্রন্থাগারের জন্য যে রকম লোক সংগ্রহ করেন তাঁদের বেতন বা মর্যাদা কম দেওয়া চলে না। বস্তুতঃ শিল্পের উন্নতির অন্যতম প্রধান সহায়ক হিসাবে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারিকের গুরুত্ব সমধিক। সেই জন্যই যে রকম লোক এই সহায়তা ক'রতে পারে সেই রকম লোক নিযুক্ত করা হয় এইসব প্রতিষ্ঠানে এবং তাদের বেতন ও মর্যাদা দিতে অস্বীকার করা যায় না। যদিও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অন্যবিধ কর্মীদের তুলনায় গ্রন্থাগারিকেরা সবজায়গায়ই যথোচিত মর্যাদা পাচ্ছেন না।

কিন্তু সরকারী দৃষ্টিভংগীই এবিষয়ে সবচেয়ে বেদনাদায়ক। রাষ্ট্র গ্রন্থাগার উন্নতির বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ ক'রেছে। কিন্তু গ্রন্থাগারিকের মর্যাদার দিকে যথোচিত দৃষ্টি দিচ্ছে বলে মনে হয় না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি তাঁদের অধীন কলেজগুলোর গ্রন্থাগারিকদের বেতন-মানের সংস্কার ক'রেছেন। এই পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করে তাঁরা যে সহানুভূতি সম্পন্ন মনোভাবের প্রমাণ দিয়েছেন তা নিশ্চয়ই প্রশংসার্হ। কিন্তু পরিবর্তিত বেতনে তাঁরা কি গ্রন্থাগারিকদের উপর সুবিচার করেছেন। কলেজের গ্রন্থাগারিকদের তাঁরা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমান মানে বেতন দেবার বন্দোবস্ত করেছেন।

ফলে গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে যাঁরা এম্-এ এবং বৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ তাঁরাও ছাত্রদের চোখে, শিক্ষকদের চোখে এবং সাধারণের চোখে কলেজ অধ্যাপকদের সমান মর্যাদার অধিকারী হবেন না। বলা বাহুল্য এর ফলে গ্রন্থাগারিকদের কলেজের ছেলেরা শিক্ষকদের সমান শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখ্বে না—এবং এর ফলস্বরূপ গ্রন্থাগারের যথোচিত গুরুত্বও হয়ত তারা বুঝতে পারবে না।

কলেজ গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে যাঁরা এম্-এ বা অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নন, তাঁদের বি-টি পরীক্ষোত্তীর্ণ সাধারণ গ্রাজুয়েটের সমান বেতন দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় এ ব্যবস্থাও পুরাণো যুগের মনোভাবের ফল। বস্তুতঃ গ্রন্থাগারিক পাঠকদের পাঠ্য নির্বাচন বিষয়ে সাহায্য করবেন আধুনিক গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের এই কথা মেনে নিলে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতা সম্পন্ন লোককে কম বেতনে নিযুক্ত করার কথাই উঠ্বে না। কোন শিল্প গ্রন্থাগারই অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন লোককে কম বেতনে আপন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত করতে চান না। সরকারেরও কলেজের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে এই রকম মনস্থির করে উপযুক্ত গ্রন্থাগারিককে উপযুক্ত বেতনে নিযুক্ত করা দরকার। আমাদের মনে হয় গ্রন্থাগারের গুরুত্ব রক্ষা করতে হলে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই গ্রন্থাগারিকের বেতন ও মর্যাদা সেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের চেয়ে কম করা উচিত নয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের বেতন-ক্রম এবিষয়ে আরও হাস্যকর। রাজ্য সরকার এমন কি এই বেতন-ক্রম পরিবর্তনের পূর্বেও গ্রন্থাগারিকদের করণিকদের সমান মর্যাদার অধিকারী মনে ক'র্তেন। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগারে Junior Reference Assistantদের মর্যাদা করণিকদের চেয়েও কম। হিসাব করলে দেখা যাবে এই পদের অধিকারীরা অধিকাংশই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এই পরীক্ষা দিতে হ'লে নিয়ম অনুসারে অন্ততঃ Intermediate পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হয়। পুরানো নিয়মেও এই পরীক্ষার্থীদের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হোত। কিন্তু এঁদের বেতন-ক্রম ৪৫৲ হ'তে ১০৫৲। অথচ নিম্ন শ্রেণীর করণিকদের বেতনও ৬০৲ থেকে ১৩০৲। করণিক পদের সর্বনিম্ন যোগ্যতা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। সুতরাং এই বেতন-ক্রম কি গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি চরম অবিচার ও সহানুভূতিহীনতার পরিচায়ক নয়? বেতন-ক্রম পরিবর্তন না করলে আমরা কেমন ক'রে ভাল লোককে এই বৃত্তিতে আকৃষ্ট করব, কেমন করেই বা সন্তোষজনক সেবা আশা ক'র্ব?

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

অগ্রহায়ণ ১৩৬৬

দীয়তাম্—পঠ্যতাম্

সাধন চট্টোপাধ্যায়

দান করুন।

বই দান করুন।

জ্ঞানদান শ্রেষ্ঠ দান, কিন্তু আপনি একজনকে জ্ঞান দান করছেন এ কথাটা কেমন শোনায় বলুন তো? ধৃষ্টতা বা দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় বই আর কিছু নয়। জ্ঞানদানের পরিবর্তে বই দান করছেন এটা আদৌ অপ্রীতিকর নয়।

তাই বক্তব্য বই দান করুন। আরো বই দান করুন। বই দান অর্থে বই পড়ানো। বই শুধু নিজে পড়ে তৃপ্তি পাওয়া যায়না যতক্ষণ না অন্তরঙ্গদের মধ্যে কাউকে পড়াচ্ছেন।

পড়ে পড়িয়ে তৃপ্তি।

সুতরাং বই পড়ুন এবং পড়ান।

বই পড়াকে যদি নেশাতে রূপান্তরিত করতে পারেন, উত্তম। এ-নেশা কস্মিন কালেও প্রহিবিশনের আওতায় পড়বেনা যদি না দেশে শিক্ষিত সমাজের 'মধ্যে মড়ক না লাগে। এই ডামাডোলের বাজারে 'অর্থমনর্থম' বাহ্যজ্ঞান করে বই-এর মধ্যে সমাধিস্থ হয়ে যান—দেখবেন সময় কোথেকে পালিয়ে গেছে।

বন্ধুবান্ধবদের তো বই পড়াবেনই তা ছাড়া সন্তান-সন্ততি, ভার্যা, আত্মীয় আত্মীয়ার মধ্যেও বই পাঠের নেশা সংক্রামিত করে দিন।

অধুনা ছেলেমেয়েরা লুকিয়ে কিম্বা প্রকাশ্যে যে-পরিমাণ অর্থ সিনেমা দেখায় ব্যয় করছে সেদিকটার কথা একবারটি চিন্তা করে দেখুন তো! ভালো ছবি হলে কথাই নেই—অধিকাংশ বোম্বাই মার্কা ছবিই তো অসামাজিক কেচ্ছায় পঙ্কিল হয়ে শুধু যে আমাদের কষ্টোপার্জিত অর্থ-অপহরণ করছে তাই নয় সমাজের চারিত্রিক মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙে দিচ্ছে সেদিকে খেয়াল করছেন কি?

তবে একটা বড় কথা হচ্ছে যে শুধু বই পাঠের নেশা ধরলে চলবেনা—ভালো বই, নানা বিষয়ের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই, ভ্রমণ বৃত্তান্ত জাতীয় বই পাঠে আগ্রহ জন্মানোর দিকে গোড়া থেকেই অভিভাবকদের নজর দেওয়া প্রয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে আর একটা কথা এসে যাচ্ছে—সে কথাটা হোলো এই সব অভিভাবকদের কাছে খবর পৌঁছানোর একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে আর সেটা কিভাবে এবং স্বল্প অর্থব্যয়ে সম্ভব সেটাও চিন্তনীয়।

ধরুন—প্রত্যেক অভিভাবকদের নাম তো আর পুস্তক বিক্রেতাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তবে? বই যারা বিক্রী করছেন অর্থাৎ Counter-Salesman তাঁরা যদি অনুগ্রহ করে গ্রাহকদের নামধাম জেনে রাখেন তবে এটা জানা সম্ভব যে কোন্ প্রকারের বই ও মোটামুটিভাবে কোন্ কোন্ গ্রাহকদের কাছে খবর পৌঁছে দিলে—খবর পৌঁছানোর ব্যাপারটা কার্যকরী হবে।

আর একটা পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে—পল্লীতে যে-সব বিদ্যালয় বা গ্রন্থাগার আছে সেই সব বিদ্যালয়ে আর গ্রন্থাগারে সুন্দর করে লেখা পুস্তক সমাচার পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। পল্লীতে পল্লীতে বই-এর মেলার (Book fair) আয়োজন করা বার্ষিক একবার বা একাধিকবার হলে বই-এর প্রচার উত্তমরূপে সম্পন্ন হতে পারে।

মাঝে মাঝে কিছু কিছু ভালো বই বেতারে পাঠের ব্যবস্থা করা গেলে ঐসব বই-এর প্রচার বা চাহিদা বৃদ্ধি অবশ্যই হবে।

প্রতিটি বই-এর দোকান সুন্দর করে বই সাজিয়ে প্রদর্শিত হলে প্রচারের পক্ষে সহায়ক তো হবেই অধিকন্তু দোকানের সৌন্দর্য-বৃদ্ধি এবং দোকানে যারা উপস্থিত থাকবেন তাঁদের মানসিক উৎকর্ষতাও বৃদ্ধি করতে পারে।

আবার গোড়ার কথাতেই ফিরে আসা যাক।

হ্যাঁ বই দান করুন। বই দানের সুযোগ যে কত তা বলে একরকম শেষ করা যায় না। বিয়ের উপহারে বই উপহার দেওয়া বা জন্মদিনে বই উপহার দেওয়ার কথাটা সর্বজন বিদিত। ধরুন, বিয়েতে বইদান নিরাপদ এবং শুধু নিরাপদই নয়, স্বল্প অর্থ ব্যয়েও এই উপহার দেওয়ার পর্ব সুসম্পন্ন হতে পারে। শুধু বই নির্বাচনের দিকে একটু বিশেষ নজর দেওয়ার প্রয়োজন। সেই জায়গাতে দাতার Originality'র প্রমান প্রকাশ পাবে। দেখতে হবে এমন বই দেওয়া হচ্ছে যে সে-বই আর কেউ উপহার দেবেন না। এবং যে-বই গৃহসম্পদরূপে গণ্য হবে। সে সব বই-এর কিছু ফিরিস্তি দেওয়া

যেতে পারে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণ (সংশোধিত সংস্করণ), মহাভারত, ভারতীয় চিত্রকলা সম্পর্কিত পুস্তক ; ভারতীয় বিশেষতঃ বঙ্গজ কৃষ্টিসম্পর্কিত গ্রন্থ—যেমন চিন্ময় বঙ্গ, আমাদের শান্তিনিকেতন, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের আত্মচরিত, জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় রচিত অব্যক্ত, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখিত স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্‌লার ঊনবিংশ শতাব্দী এবং শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশী……সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার রচিত বিবেকানন্দ চরিত (রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বক্তব্য নিষ্প্রয়োজন), নির্মল কুমার বসু লিখিত পরিব্রাজকের ডায়েরী ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাংলা দেশ সম্পর্কে সুলিখিত যাবতীয় বই-ই দাতব্য বলে গ্রহণযোগ্য।

সম্প্রতিকালে প্রবন্ধ সাহিত্যে কিছু উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশিত হয়েছে—যেমন, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্থাপত্য শিল্পের ভূমিকা', দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর 'চার্বাক দর্শন', অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমালোচনার কথা', সুকেন্দু ঘোষের 'শিল্প দর্শনের ভূমিকা', তপন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিম জিজ্ঞাসা', জীবেন্দ্র সিংহরায়ের 'মধুসূদনের কাব্য বস্তু' সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'আধুনিক কবিতার ভূমিকা', সনজীদা খাতুনের 'কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত', কানাই সামন্তের 'চিত্রদর্শন', অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ'…ইত্যাদি এবং কোষ-গ্রন্থ প্রকাশও সম্প্রতিকালে যা হয়েছে অভিনন্দনযোগ্য বলে বিবেচনা করি। যেমন -পৌরানিক অভিধান, পরিভাষা কোষ, উচ্চারণ কোষ প্রভৃতি।

সংকলন গ্রন্থের মধ্যে—গল্প-সংকলন গ্রন্থ 'পঞ্চাশ বছরের প্রেমের গল্প' উৎকৃষ্ট সংকলন হিসাবে অভিনন্দনযোগ্য। শিশু ও কিশোরদের জন্যে কিছু কিছু ভালো বই বেরিয়েছে বটে তবে এদিকে তেমন বিস্ময়কর রকমের ভালো বই প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

উপন্যাস প্রসঙ্গে না আসাই বাঞ্ছনীয়। প্রকাশিত হচ্ছে প্রচুর যার মধ্যে বেশ কিছু অপ্রকাশিতব্য বলে বিবেচিত হওয়া নিন্দনীয় নয়।

বই যাঁরা দান করবেন একটি বিষয়ে তাঁদের লক্ষ্য রাখা উচিত বলে বিবেচনা করি, সে হোলো কিশোর সাহিত্য। কিশোরদের হাতে তথাকথিত 'রোমাঞ্চক' সাহিত্য (?) উপহার না দেওয়াই শ্রেয়। এ সব অবিক্রীত থাকলে – প্রকাশকেরা সচেতন হবেন জ্ঞান-বিজ্ঞান জাতীয় উৎকৃষ্ট সব বই প্রকাশের দিকে।

বিদেশী ভাষায়—বিশেষ করে ইংরেজী ভাষায় শিশু ও কিশোরদের জন্যে প্রচুর উৎকৃষ্ট সব বই রয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়ের বই। এদেশে শিশু ও কিশোর-

দের Age Group—এর দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে—তাদের জন্য যে-সব বই-এর প্রয়োজন সে-সব বই-এর অপ্রতুলতা বিস্ময়কর ভাবে বর্তমান।

শিশু ও কিশোরদের জন্যে রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে (অবনীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, দক্ষিণারঞ্জনকে বাদ দিয়ে)—সে হোলো নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'দেশবন্ধু', সুনীল সরকারের 'কালোর বই', 'সুখলতা রাও-য়ের 'গল্প আর গল্প', 'আলিভুলির দেশে', প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার গল্প সিরিজ, শিবশঙ্কর মিত্রের 'সুন্দরবনে আর্জান সর্দার' প্রভৃতি। লীলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বধির বন্ধু', লীলা মজুমদারের 'হলদে পাখির পালক', মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের 'পথ চলি আনন্দে', সুশীল জানার 'গল্পের ভারত', সুকুমার দে সরকার লিখিত বইগুলিই সুলিখিত, শিবরাম চক্রবর্তীর 'আমার ভালুক শিকার', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সদাশিবের তিনকাণ্ড', বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপূর্ব-গ্রন্থ 'চাঁদের পাহাড়' 'আম আঁটির ভেঁপু' প্রভৃতি। আগেকার দিনের লেখকদের বাদ দিলে সম্প্রতিকালে তরুণ লেখকদের দৃষ্টি এদিকে একেবারেই ছড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

যাই হোক অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলা দেশে এখনও এমন সব বই ছাপা হচ্ছে যাতে মুদ্রণ ও গ্রন্থণের দিক দিয়ে চরম উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

অতএব, সর্বশেষ বক্তব্য দান করতে হলে বই দান করুন, একমাত্র বইই দান করুন।

চতুর্দশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও আগামী ইষ্টারের ছুটিতে (১৫ই ও ১৬ই এপ্রিল ১৯৬০) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। পরিষদের কার্য-নির্বাহক সমিতি শীঘ্রই সম্মেলনের স্থান ও বিষয়াদি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা নিজ অঞ্চলে সম্মেলন আমন্ত্রণ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের অবিলম্বে পরিষদের সম্পাদককে তাহা জানাইবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। সম্মেলনের স্থান, বিষয় ও ব্যবস্থাদি সম্পর্কে সদস্যদের মতামত ও পরামর্শ আহ্বান করা যাইতেছে।

সম্পাদক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

গ্রন্থাগারে মনোবীক্ষণ

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

একথা শুধু আজকের লোকই নয়, প্রাচীন যুগের মানুষও জানতো যে শুধু পুস্তক সংরক্ষণেই গ্রন্থাগারের কাজ শেষ হয়ে যায় না। যদিও অনেকে মনে করেন গ্রন্থাগার কর্মীর আসল কাজটাই হল বইএর পাহারাদারি করা, তবুও সেই সেই পাঠকেরাও পুস্তক সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রন্থাগারিকের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এককালে যখন বইয়ের সংগ্রহ এবং কেবলমাত্র বই-এরই ব্যবহার গ্রন্থাগারের প্রধান কর্ম ছিল, তখনও বিদ্যালয়গুলির মর্মস্থল ছিল গ্রন্থশালা। অর্থাৎ শিক্ষা বা সমাজের জীবনের প্রাণকেন্দ্র ছিল গ্রন্থাগার। প্রাচীন ধর্মযাজক, গির্জা, মঠ, বিহার, বিদ্যাপীঠ প্রভৃতির ইতিহাস এই সাক্ষাই দেয়। আজকের দিনেও শিক্ষা এবং সমাজের মধ্যে গ্রন্থাগারের সেই একই আসন। ক্ষেত্র যেমন বেড়েছে কর্মপদ্ধতিরও বৈচিত্র্য এসেছে তেমনি।

তাই আজকের গ্রন্থাগার কেবলমাত্র বইই যোগায় না, তা সে ইস্কুল কলেজের লাইব্রেরিই হোক বা জনসাধারণের গ্রন্থাগারই হোক। দেশজোড়া যোগাযোগ এবং জটিলতার মাঝে আজকের মানুষের জীবনও জটিল হয়ে উঠেছে। এখন শিক্ষা সংস্কৃতি বা সমাজমন গঠনের নানাবিধ মাধ্যম হয়েছে,—যেমন সিনেমা, রেডিও ইত্যাদি। সে যুগে যখন বিদ্যাপীঠগুলিকে বা ধর্মমন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করে গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল তখন সাধারণ পাঠকের সঙ্গে এগুলির তেমন যোগ ছিল না। যাঁরা বিদ্যাশিক্ষা করতে যেতেন তাঁরাই বই পড়তেন। বই-এরও অনেকগুলি করে প্রতিলিপি পাওয়া ছিল কঠিন। আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। একটা বিশিষ্ট সম্প্রদায়ই বিদ্যাচর্চ্চা এবং ধর্মচর্চ্চা করতেন। বাকি যারা সাধারণ লোক তারা গুরু বা কথকঠাকুরদের কাছে ধর্মকাহিনী শুনত। আর নিজেদের চিত্তবিনোদনের জন্য ছিল রামায়ণগান, কবিগান, তরজা ইত্যাদি। এই সব ধর্মীয়গত বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের চিত্ত বিত্তলাভ করত, তাদের সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠত, সমাজমন সচেতন হয়ে উঠত।

এখনকার দিনে সমাজমনের গতি নানাবিধ, যুক্তি বহুবিধ। শুধু বইএর বাজার নয়, সিনেমা, থিয়েটার, সঙ্গীত, রেডিও,—বহুমুখী বাজার। এর সব-

গুলিকেই ব্যক্তিমন এবং ব্যক্তিমন নিয়ে কারবার করতে হয়। এদের উদ্দেশ্য প্রচার হতে পারে, ব্যবসা হতে পারে। একমাত্র গ্রন্থাগারেরই উদ্দেশ্য নয় ব্যবসা করা। গ্রন্থাগার সমাজ সেবারই কেন্দ্র। অথচ. বড়াই করে সেকথা বলা যাবেনা। ধারে ধোরে তাকে কাজ চালাতে হবে. পাঠকের মনকে আদর্শগত মানে উন্নীত করতে হবে। গ্রন্থাগারে সবরকমের পাঠক আসেন, যে যা চান তাঁকে তাই পড়তে দেওয়াই উচিত, পাঠকদের দাবী অনুযায়ী বই রাখাই উচিত। তবু সবরকমের সব বইই রাখা চলে না। কোনো দলগত বা মতবাদমূলক বই রাখলে তার বিরুদ্ধ মতবাদের বইও রাখতে হয়। সমাজের ক্ষতিকর কোন বই, বিশেষ করে অশ্লীল সাহিত্য সম্পর্কে খুব সচেতন থাকতে হয়। অথচ পাঠকদের বিবেক জাগ্রত করা কিংবা নৈতিকতার খবরদারি করা গ্রন্থাগারিকের কাজ নয়।

সেই জন্যেই গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের সমাজমন এবং মানবমনের গতিবিধি সম্পর্কে জ্ঞান রাখা দরকার। গ্রন্থাগারে আগত প্রত্যেক পাঠককে সমাজের প্রতিভূ হিসেবে দেখতে হয়। তাঁর ইচ্ছে বৃহত্তর সমাজের ইচ্ছেরই এক অংশ। তাই একদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে পাঠক যাতে মনঃক্ষুণ্ণ না হন, অন্যদিকে দেখতে হবে সমাজের কল্যাণ যেন ক্ষুণ্ণ না হয়।

কোনো পাঠক এসে হয়তো চাইলেন মোহন সিরিজের বই, কিংবা সিনেমার পত্রিকা। এছাড়া তাঁর অন্য কোনো বইএর প্রতি আগ্রহ নেই। অথচ এই জাতীয় পুস্তকপাঠে যে ধরণের কল্পনা বিলাস বা উত্তেজনার নিবৃত্তি হয় সেটা জীবনের উচ্চতর মানে গিয়ে পৌঁছয় না। মানুষের ইচ্ছে চায় সহজ সাধারণ সুখ সুবিধে নিয়ে মশগুল থাকতে, কিন্তু মন আসলে চায় তৃপ্তি। তৃপ্ত না হলে অস্থিরতা কমে না, আকাঙ্ক্ষা বেড়েই যায় এবং মানুষ কতকগুলি সুখদায়ক ইচ্ছের বশীভূত হয়। কিন্তু একবার তৃপ্তির রাস্তাটা পেয়ে গেলে আর মন এদিকে ওদিকে হেলে না। সাধারণের ইচ্ছেটা কাজকর্মের আবর্তের মধ্যে পড়ে সাময়িক সুখ বা সহজলভ্য ফুর্তির দিকে ঝোঁকে। সুতরাং নিছক গল্পের উন্মাদনা বা সিনেমা বিলাসিতার মধ্যে যাতে পাঠক আবদ্ধ না থাকেন, সেদিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর পাঠরুচিকে উন্নততর খাতে পরিচালিত করা গ্রন্থাগার কর্মীর কর্তব্য অথচ পাঠককে উপদেশ দেওয়া বা সৎসাহিত্য বিষয়ে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করা চলবেনা। তাতে হিতে বিপরীত হবে। পাঠক ভাবতে পারেন তাঁকে হীন মনে করা হচ্ছে। ভাবতে পারেন তাঁর রুচির

প্রতি কটাক্ষ করা হচ্ছে। তাই তাঁর পাঠস্পৃহা এবং দাবীর প্রতি সম্ভ্রম দেখিয়ে তাঁকে উক্ত বইএর সংগে বা তাঁর নির্বাচিত বইয়ের বদলে ঐ বিষয় সম্পর্কিত অন্য দুচারটি বই পড়তে উৎসাহিত করতে হবে। ক্রমে তাঁর আগ্রহ জাগবে। তখন হয়তো পাঠক মোহন সিরিজ থেকে উন্নত ধরণের ডিটেকটিভ গল্প, সেই থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অপরাধ নির্ণয় সংক্রান্ত গোয়েন্দা কাহিনী এবং সেই থেকে অপরাধ তত্ত্ব সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠবেন। সিনেমার নায়ক-নায়িকা কী খান, কী পরেন, সেই সব ছবি দেখে এবং পড়ে তৃপ্ত না থেকে ক্রমে ক্রমে সিনেমার শিল্প সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য জেগে উঠবে। এইভাবে অলস কল্পনাবিলাস থেকে জন্ম নিতে পারে খাঁটি অনুসন্ধিৎসা এবং সমাজ কল্যাণের কাজে লাগতে পারে তাঁর অধীত বিদ্যা অথবা বিদ্যার প্রয়োগ।

এ সমস্তই নির্ভর করে পাঠকের মন বুঝে দেখার উপরে। শুধু তাক থেকে বই এনে দেওয়া আর তুলে রাখাই গ্রন্থাগারিকের মুখ্য কাজ নয়। বই এর দোকানে কোনো বিশেষ বই কিনতে গেলে কুশলী বিক্রেতা যেমন সেই বইটি না থাকলেও তার বদলে ঐ জাতীয় কিছু বই ক্রেতার সামনে এনে ধরেন এবং কিনতে প্রলুব্ধ করেন, গ্রন্থাগারের কর্মীও তেমনি পাঠককে অধীতব্য বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান আহরণে প্রলুব্ধ করবেন। বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সমস্যা কম। কেননা সেখানে ছাত্রছাত্রীর দল সাধারণতঃ অধ্যাপকের নির্দেশ অনুযায়ী নিজ নিজ পাঠক্রম সংক্রান্ত পুস্তকাদি পড়েন। তার বাইরে ছাত্রদের সাধারণ প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রন্থাগারিককে যৎসামান্য খবরদারি করলেই চলে। জাতি গঠন বা চরিত্রগঠনের যে সামাজিক দায়িত্ব সেটা কেবলমাত্র গ্রন্থাগারিকের উপরে থাকেনা, বেশির ভাগই থাকে শিক্ষক সম্প্রদায়ের উপরে। কিন্তু দেশ জোড়া সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে এই দায়িত্ব সর্বাংশেই গ্রন্থাগারিকের। ভালমন্দ বিচারের ভার তাঁরই এবং পুস্তক নির্বাচন থেকে সুরু করে পুস্তক বিতরণ পর্যন্ত সব দিকেই তাঁকে নজর রাখতে হয়।

শুধু পাঠকের প্রবণতা বিচার করলেই কাজ শেষ হয় না। গ্রন্থেরও একটা প্রবণতা আছে। অর্থাৎ বইটি কীভাবে লেখা হয়েছে সেইটে লক্ষণীয়। লেখকের মন প্রতিফলিত হয় পুস্তকে। প্রতিটি পাঠকের মতো প্রত্যেক লেখকও সমাজবদ্ধ; সুতরাং লেখকদেরও বিচার করে দেখতে হয়। বই-এর বিষয় নিরীহ বা গুরুত্ব যাই হোক না কেন, লেখক কীভাবে লিখছেন এবং কোন ভঙ্গিতে প্রকাশ করছেন সেইটে গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তিভঙ্গি বা প্রকাশ ভঙ্গির তারতম্যে

আপাত অশ্লীল জিনিসও সংকলিত হতে পারে। উত্তীর্ণ হতে পারে প্রশংসনীয় শিল্পকৃতিতে। আবার লেখার উদ্দেশ্য নীতিগঠন হলেও বলবার বেকায়দায় অপাঠ্য হতে পারে। নীতিকথার মোড়কে দুর্নীতি ছড়ানোর নজির খুঁজলে পাওয়া যায়। কোনো কোনো পত্রিকাতে দেখা গেছে অন্যান্য পত্র-পত্রিকার অশ্লীল সাহিত্যের নিন্দা ও সমালোচনার উদ্দেশ্যে বাছাই করা রোচক অংশগুলির উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে বহুল পরিমাণে। ফলে মুখরোচক বিষয়-গুলির জন্যে সেই সব নিন্দিত পত্রিকাটত্রিকা না কিনে উক্ত কাগজের একটি কিনলেই চলে। এই ধরণের সমালোচনায় উদ্দেশ্য মহৎ তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু পন্থাটা হয়তো রুচিপূর্ণ নয়। পত্রিকার কাটতির এটা একটা কৌশলও হতে পারে। তবে সাময়িক পত্রিকার ব্যাপার এমন পাঁচমিশেলি যে খুব সূক্ষ্ম-ভাবে বিচার করে বাছাই-এর কাজ করা যায় না। নিকৃষ্ট দরের এবং সস্তা রুচির কাগজেও টাকার মোহে পড়ে ভাল ভাল লিখিয়েরা রচনা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হননা, এবং রুচিবান পাঠক অনেক সময়ে দোটানায় পড়েন। কিন্তু গ্রন্থাদি স্থায়ী সাহিত্য। সে ক্ষেত্রে বাছবিচার করতে হয় বিবেচনা করে। গ্রন্থাগারিক লেখার মধ্য দিয়ে লেখকের মন বুঝে দেখবেন, একই বিষয়ের প্রকাশভঙ্গির তারতম্য সম্বলিত বিভিন্ন লেখকের ভিন্ন ভিন্ন বই গ্রন্থাগারে রাখবেন এবং পাঠকদের মেজাজ বা ঝোঁক বুঝে ঐ বইগুলি উল্টেপাল্টে তাঁদের পড়তে দেবেন। এতে ফল নিশ্চয় হবে। কোনো একটি বই-এর লেখবার ঢং পাঠকের ভাল লেগে যাবে, যার ফলে তিনি ঐ বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠবেন, উৎসাহিত বোধ করবেন সে বিষয়ে আরো জানাবার জন্যে। এমনি করে পাঠকের রুচির ধারা লক্ষ্য করে অবশেষে তাঁর রুচির পরিবর্তন বা বিবর্ধনও সম্ভব হবে।

কিন্তু পাঠকদের মন ফেরানো বা মন ভোলানো খুব সহজ কাজ নয় এজন্যে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকার মনের গড়ন সম্পর্কে জ্ঞান রাখা দরকার। মানুষের স্বভাবই হল নিজেকে ত্রুটিহীন মনে করা। বুদ্ধি দিয়ে নিজের ভুল-ত্রুটির বিষয়ে সচেতন থাকা যে উচিত তা মানুষ মনে মনে জানে, কিন্তু কাজের সময়ে বড় একটা স্মরণ থাকে না। তাই একজনের স্বার্থের সঙ্গে আরেকজনের স্বার্থের সংঘাত লেগেই আছে। গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ-চিন্তা বর্জন করে গ্রন্থাগারের স্বার্থ দেখা। নিজের ব্যক্তিত্বকে ব্যক্তিগঠনের কাজে লাগানো। তাই তাঁর উচিত পাঠকদের ব্যক্তিত্বকে আলাদাভাবে সম্মান করা, তাঁদের ব্যক্তিসত্তাকে মেনে নিয়ে এবং মতামতের মর্যাদা দিয়ে কাজ সুরু

করা। পাঠকদের বক্তব্য ধৈর্যসহকারে শুনে, তাঁদের সুবিধে অসুবিধের কথা বিবেচনা করে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া। অর্থাৎ অপর পক্ষের যুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে শেষে একে একে নিজের যুক্তি দিয়ে তাঁদের মতের খণ্ডন বা সমর্থন করা। এর ফলে তাঁদের অহমিকাও খর্ব হয়না, আত্মসর্বস্বতাও প্রশ্রয় পায় না। বিরুদ্ধতা করলে হয়তো তাঁদের একগুঁয়েমি আরো বেড়ে যেত, সংঘর্ষ বাধত এবং পরিনামে গ্রন্থাগারিকের বদনাম হত, গ্রন্থাগারের হত সুনামের হানি। অথচ সামান্য একটু ধৈর্যশীল বিবেচনার ফলে শুধু যে সব দিক বজায় রইল তাই নয়, একটি বিকৃত রুচি বা পথভ্রষ্ট প্রতিভা অনুশীলনের নূতন পথ পেল, সমাজের এবং দেশের হল লাভ।

গ্রন্থাগারে পাঠকও আসেন বিভিন্ন মেজাজের। রকমারি রুচির। কেউ হয়তো সবজান্তার ভান করেন এবং পাণ্ডিত্য ফলাতে চান। এঁদের ভুল ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে নেই। বাহ্বাস্ফোট মেনে নিয়ে শেষে তাঁদেরই নির্দেশিত বই এবং সেই সংগে প্রয়োজন হলে আরো দুচারটে প্রামান্য পুঁথি পাশাপাশি এনে ফেলে দিতে হয়,—যাতে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের ভুল শুধরে নিতে পারেন। এতে ভুলও ধরা পড়ে, অহমিকাতেও ঘা লাগেনা—গ্রন্থাগারের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধাও বেড়ে যায়। তাঁদের যদি সকলের সামনে এনে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা যেত তবে তাঁরা তো মর্মান্তিক চটতেনই, ভবিষ্যতেও কখনো তাঁদের ভাল কাজে পাওয়া যেত না। কোনো কোনো পাঠক আবার বদরাগী বা বদমেজাজী। পান থেকে চুনটি খসলে তাঁরা তোলপাড় করেন। এঁদের নিয়ে একটু অসুবিধে হয়, কারণ তাঁদের ধৈর্যেরও অভাব, আর বোঝাতে গেলেও বিপদ। গ্রন্থাগারকর্মী যদি তাঁর দিক থেকে কাজে কোনো ত্রুটি না রাখেন এবং কৌশলে ব্যবহার করেন তবে অনর্থক ভুল বোঝাবুঝিও হয় না এবং অপরপক্ষেও সৌজন্যবোধ আপনাথেকেই জেগে ওঠে।

আরেকধরণের পাঠক আছেন যাঁরা অতিরিক্ত বিনয়ী বা লাজুক। এঁরা নিজের প্রয়োজনের কথা মুখ ফুটে বলতে পারেন না এবং তাঁদের দরকারে অন্য কাউকে ব্যতিব্যস্ত করতে কুণ্ঠা বোধ করেন। অপরপক্ষ যে তাঁদের সাহায্য করতে আগ্রহশীল এবং তাঁদের সহায়তার জনাই যে তাঁরা রয়েছেন সেটাও তাঁরা উপলব্ধি করেন না এবং অপ্রয়োজনীয় কৃতজ্ঞতাবোধে বিনয়ে গলে যান। এই ধরনের পাঠক প্রায়ই নিজের প্রয়োজনের কথা বুঝিয়ে বলতে পারেননা বলে অনেক সময়ে প্রয়োজন না মিটিয়েই চলে যান, অনর্থক নিজের ক্ষতি করেন।

গ্রন্থাগার কর্মীর কর্তব্য হল এঁদের এই লজ্জা ভেঙে দেওয়া এবং তাঁরা কী চান তা কথায় কথায় বার করে নেওয়া। এঁরা যে ঠিক কোন জিনিসটি চান বা কোন ধরনের বই পেলে তৃপ্ত হবেন তা তাঁরা নিজেরাও বোধহয় সঠিক জানেন না।

এককথায় তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে পাঠকদের প্রবনতা কোন দিকে সেটা আবিষ্কার করে নেওয়া গ্রন্থাগারিকের প্রধান কাজ। এই প্রবণতার মধ্য দিয়ে স্থানীয় পারিপার্শ্বিক সমাজের প্রবণতার আভাসও পাওয়া যাবে ফলে সমাজ মনের একটি ছাপ গ্রন্থাগারিকের কাছে ফুটে উঠবে। তারপরে সমাজ এবং দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিদের প্রতি যথাযোগ্য নজর দেবেন তিনি।

এতক্ষণ যা বলা হল তা গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে ভীতিকর বা বাড়াবাড়ি ঠেকবার আশঙ্কা থাকতে পারে। এ যেন একটা দেশ পরিচালনার মতো ব্যাপার। তা কথাটা অংশতঃ সত্যি। এমনি খুচরো খুচরো পরিচালনারই সমষ্টি হল রাজ্য চালনা। গ্রন্থাগারে যাঁরা কাজ করতে আসবেন তাঁদের মনে রাখতে হবে যে তাঁরা সর্বসাধারণের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করছেন। যে-কোন সত্যিকারের ক্ষেত্রেই যদিও একথা খাটে, তবু কতকগুলি কাজ আছে যা আরো বেশি করে সর্বজনীন। যেমন রেডিও, হাসপাতাল, পোষ্টাপিস ইত্যাদি। এই সব প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে সাধারণের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং সকলেরই যেমন এগুলির থেকে ঠিকমত কাজ পাবার অধিকার আছে, তেমনি সর্ববিধ আগন্তুকদের খুসি করবার দায়িত্বও আছে এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের উপরে। তাই অন্যদের থেকে এই কর্মীদের একটু ভিন্ন ধরণের হতেই হবে। সাধারণকে যে সব কর্মী খুসি করতে পারেন না অথবা তাচ্ছিল্য করেন তাঁরা এই কাজের পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত নন। তৎপর ব্যবসায়ী যেমন ক্রেতারা দোকানে এলে তাঁদের সন্তুষ্টি সাধনে প্রবৃত্ত হন এবং মনোরঞ্জনের দিকে নজর দেন, এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্মীদেরও উচিত ঠিক সেইভাবে সকলের প্রতি আচরণ করা।

গ্রন্থাগারও ঐ জাতীয় একটি সংস্থা। উপরন্তু এর সঙ্গে জনসাধারণের শিক্ষাসমস্যাটিও যুক্ত। সুতরাং সমাজ সেবার সঙ্গে সঙ্গে মানবমনেরও হদিস রাখতে হব গ্রন্থাগারিককে। মানুষের চিন্তাবৃত্তিকে তিনি অবহেলা করতে পারেন না। কাউকেই পারেন না হীন বলে ভাবতে। সেইজন্য গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগারের অন্যান্য কর্মীদের কাছে আমরা উন্নত ধরণের মনোবৃত্তি আশা করতে পারি। গ্রন্থাগারে মনঃসমীক্ষণের এই হল ভিত্তি।

গ্রন্থাগারের গ্রন্থন প্রসঙ্গে

শশাঙ্ককুমার বাগচী

জীবের দেহের মত কাল প্রবাহে বইয়েরও দৈহিক রূপান্তর দেখা যায়। যে নূতন বইখানি তার ভরা যৌবনের বর্ণালী ছটায় আমাদের চোখদুটো ধাঁধিয়ে দিল, যার পরিচ্ছন্ন রূপটি তৃপ্ত করলো আমাদের তৃষিত মনকে,—সেই বইখানিই কালের পরিবর্ত্তনে জরা-জীর্ণ রূপ নিয়ে হাজির হয়। তখন সে "ছেঁড়া বই"। আরও পরে তার ধূলি মলিন রূপান্তর আমাদের মনে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যে তখন তাকে স্পর্শ করতেও গা ঘিন্ ঘিন্ করে। ফলে হল গ্রন্থসংরক্ষণ সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা। বই বাঁধাই (Book binding) হল এই সংরক্ষণ ব্যবস্থারই একটি পর্যায়। বাঁধাইয়ের মাধ্যমে জীর্ণ বইখানাকে খানিকটা শক্ত-সমর্থ করে তাকে বেশীদিন টিকিয়ে রাখা চলে। একে রুগ্ন ব্যক্তির চিকিৎসা প্রভৃতি ব্যবস্থার সাথে তুলনা করা চলে। কাজেই এব্যাপারে অবহেলা করা যে ক্ষতিকর তা অনুমেয়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যেটুকু জানি তাতে দুঃখিত ও চিন্তিত হতে হয়। কারণ আজও বই বাঁধাই ব্যাপারে প্রায় সব গ্রন্থাগারেই যথেষ্ট অবহেলা দেখেছি। বক্তব্যের সমর্থনে গ্রন্থাগার সমূহের বার্ষিক বিবরণীতে "বুক বাইন্ডিং" এ উল্লেখিত ব্যয়ের পরিমাণকে দাঁড় করাতে পারা যায়। এই অবহেলা শুধু যে অর্থসংকটযুক্ত বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিতেই বর্ত্তমান তা' নয়, সরকার পরিচালিত কয়েকটি গ্রন্থাগারেও এ অবহেলা দেখেছি।

কিন্তু প্রতিদিনের অবহেলা আগামীদিনে যে বিরাট ক্ষতি আনবে, তাতে অর্থগত ও বস্তুগতভাবে এই সব গ্রন্থাগারগুলিকে তীব্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। সে ক্ষতি তাদেরও এবং দেশেরও। তাই গ্রন্থাগারে বই কেনা ও তাকে রক্ষা করা দুটোকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এবং সেই রক্ষণের একটি পর্যায়ে কেনা বইগুলিকে বাঁধিয়েও দেওয়া দরকার।

যেসব গ্রন্থাগারে প্রয়োজনকে স্বীকার করে কিছু বই বাঁধানো হয়েছে বা হচ্ছে, সেখানকার সমস্যা আবার অন্যরূপ। তাঁরা হয়তো হঠাৎ প্রয়োজন হওয়ায় কিছু বই বাঁধিয়েছেন। কিন্তু যে বইখানির যে প্রকারের সেলাই প্রভৃতি প্রয়োজন তা না হওয়ায় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি না হয়ে কমে গিয়েছে। অর্থাৎ

ভুল ঔষধ প্রয়োগে দুর্বল—এখন বার কয়েক তেমন পাঠক (?)-এর সংস্পর্শে আসবার অপেক্ষা। অবশ্য এই ধরণের ত্রুটি আমাদের অজ্ঞাতেই ঘটে। এবং মূল কারণ হল এই বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষার অভাব। তাই যে ত্রুটি পূর্বেই ঘটে গেছে, চেষ্টা করেও তাকে ঠেকানো যাবেনা এবং আগামী দিনেও ঘটে চলবে তা মনে করা ঠিক নয়।

এখন মূল বিষয়বস্তুর আলোচনায় আসা যাক। এ পর্যন্ত বিষয় বস্তুটির প্রয়োজনীয়তা ও তার সাথে জড়িত কয়েকটি সমস্যার কথা বলেছি। এখন তার মূল কথা কয়টি আলোচনা করতে চাই। অর্থাৎ বুক বাইন্ডিং (Book Binding) সম্বন্ধে যেটুকু জানা থাকলে একজন গ্রন্থাগার কর্মী তাঁর বই-পত্রগুলি অন্ততঃ খানিকটা রীতি অনুযায়ী বাঁধিয়ে নিতে পারবেন এবং নেহাৎ অজ্ঞতাপ্রসূত ক্ষতি রোধ করতে পারবেন, এখানে তারই কিছুটা আলোচিত হবে। অবশ্য এ আলোচনা সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদেরও কিছুটা কাজে আসবে বলে মনে করি। অন্ততঃ তাঁদের অভিধানখানি কোনও Binder-এর কথামত দুখণ্ডে বাঁধানো থেকে বিরত হবেন বলে আশা করি। আমার এক বন্ধু তাঁর Students' Anglo Bengali Dictionaryকে ঐ ভাবে বাঁধিয়ে ছিলেন।

বই-বাঁধাই ব্যাপারে অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল তার সেলাই (Sewing); কারণ এক্ষেত্রে তেমন ত্রুটি ঘটলে বইখানি চিরদিনের মত অব্যবহার্য হয়ে যেতে পারে। তাই বই বাঁধানোর কাজে সেলাই সম্বন্ধে নির্দেশ দেবার আগে একটু ভেবে-চিন্তে দেখতে হবে। বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবার আগে কয়েকটি সেলাই (সাধারণতঃ চালু) ও তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি কি তা দেখা যাক :

বই প্রভৃতি বাঁধানোর কাজে চালু সেলাই (Sewing) গুলি হল— ১। লেইপেটা (Overcasting), (২) মুর (Loom) ও (৩) ফোঁড় (Machine or Stabbing) সেলাই।

বৈশিষ্ট্য :—
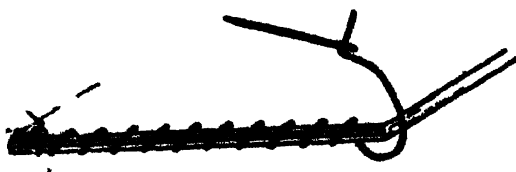
উপরে Overcasting sewing এর প্রথম পর্যায় দেখানো হয়েছে।
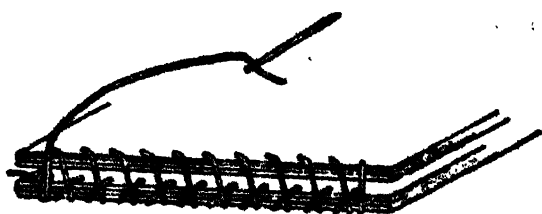
এখানে সেলাইটির ২য় পর্যায় দেখা যাচ্ছে
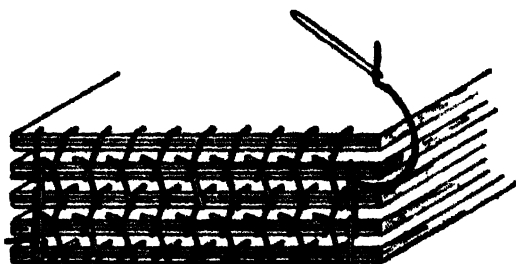
সেলাইটির আরও এগিয়ে যাওয়া অবস্থাকে কিছুটা আলাদা করে দেখানো হয়েছে

১। লেইপেটা (Overcasting) সেলাই ঃ

এই সেলাইটি-ই হল গ্রন্থাগারের বই-পত্র বাঁধাইয়ের কাজে ব্যবহৃত হবার মত সেলাই। বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ স্বল্প মার্জিনের বই ও সংগীতের স্বরলিপি-র বেলায় এর ব্যবহার অনুচিত। এবং এক ইঞ্চি পরিমাণ পুরু (thick) বই থেকে যে কোনও সংখ্যক পৃষ্ঠার বইয়েই এর প্রয়োগ চলে।
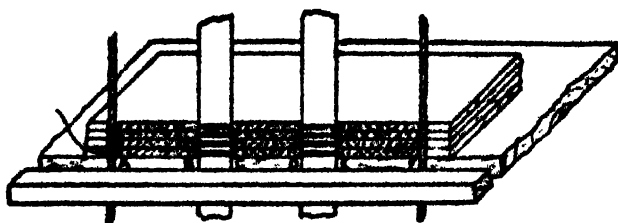
এই চিত্রটিতে Loom sewing দেখানো হয়েছে। বাঁ পাশের তীর চিহ্ন দেখে বুঝতে পারা যাচ্ছে সেলাইটির গতি এবং 'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F' একাজে সহায়তা করছে

২। বুনে ((Loom Sewing) সেলাই ঃ

এটিও প্রয়োগের উপযুক্ত। তবে এই সেলাই বই-এর 'সেকসন' (gathering) গুলির ভাঁজের (fold) মধ্য দিয়ে হয় বলে ভাঁজ (fold) গুলি শক্ত থাকা চাই। কিন্তু গ্রন্থাগারে বই বাঁধাই মানেই পুনঃ বাঁধাই (Re-binding)। কারণ প্রকৃত ও প্রথম বাঁধাই প্রকাশকদের ঘরেই হয়। তাই এই সেলাই প্রায়ই প্রয়োগ করতে পারা যায় না। (ভাঁজ দুর্বল হয়ে যায় বলে)। তবুও সঙ্গীতের স্বরলিপি ও স্বল্প মার্জিনের (Margin) বইয়ের বেলায় একেই বেছে নিতে হবে। বরং ভাঁজ শক্ত করবার জন্য bond paper সেঁটে নেওয়া চলতে পারে।
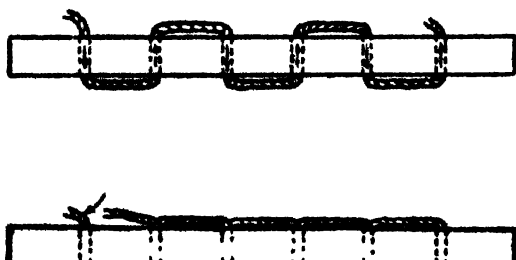
উপরের রেখা চিত্রটি Machine sewing এর চিত্র। উপরে শুরু ও তলায় সমাপ্তি দেখা যাচ্ছে। এরই নিকৃষ্ট রূপ 'ফোঁড়' সেলাই।

৩। ফোঁড় (Machine or Stabbing) ঃ

বই বাঁধাই-এর কাজে এইটিই হল মারাত্মক সেলাই। মোটা (thick) বই প্রভৃতির ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ তার জীবন হানিকর ও বলা যায়। তবে ½ ইঞ্চি (আমার মতে ১ ইঞ্চি) পর্যন্ত পুরু (thick) বইএ এর ব্যবহার চলে। কিন্তু যে কয়টি গ্রন্থাগার দেখেছি তাদের প্রায় সবকটাতেই ঢালাও ভাবে এর প্রয়োগ দেখেছি। বলা বাহুল্য পুরু বা চিকন এর বাছ বিচার কোথাও করা হয়নি।

এবার বই বাঁধাই ও তার শ্রেণী কয়েকটির আলোচনায় আসা যাক। বই বাঁধাইয়ের বিভিন্ন ধরণগুলি হল—Full binding; (পুরো বাঁধাই), Three-Quarter binding (ত্রিচতুর্থাংশ বাঁধাই), Half binding (অর্ধ বাঁধাই) Quarter binding (একচতুর্থাংশ বাঁধাই) ঃ এগুলো ছাড়া Board & cover binding নামে আরও এক শ্রেণীর বাঁধাই চালু আছে। এবং 'বাইবেল' জাতীয় বই-এ আবার বিশেষ এক ধরণের বাঁধাই দেখা হয়ে থাকে।
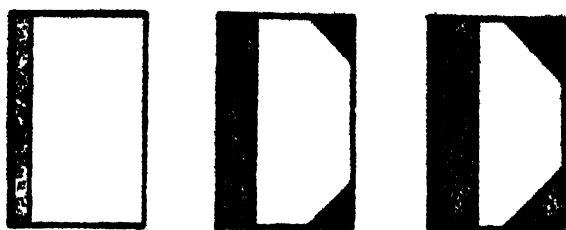
Quarter, Half ও Three quarter Binding এর ছবি উপরে (বাঁ দিক থেকে) দেওয়া হয়েছে।

এখন উল্লিখিত শ্রেণীগুলির বিশেষত্ব কোথায় তা' দেখা যাক ;

Full binding (পুরো বাঁধাই) ঃ

এই বাঁধাই-এ বই-এর মলাট (cover) হিসাবে যে বোর্ড (Board) দেওয়া হয়, সে দুটোকে একই রকম কোনও Material দিয়ে পুরোপুরি ভাবে ঢেকে দেওয়া হয়, অবশ্য এই Material চামড়া রেক্সিন, কাপড় বা অন্য কিছুও হতে পারে।

Three Quarter binding (ত্রি-চতুর্থাংশ বাঁধাই) ঃ

এতে আচ্ছাদন হিসাবে দুরকম Material ব্যবহৃত হয়। Back Material হিসাবে যা ব্যবহার করা হয়, তাই দিয়েই cover এর কোণ গুলিও মুড়ে দেওয়া এবং অবশিষ্ট অংশে (Side) অন্য কিছু ব্যবহৃত হয়। এই বাঁধাইএ Back Material cover এর বিস্তৃতির (width) এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত উভয় দিকে বিস্তৃত থাকবে।

Half binding (অর্ধ বাঁধাই) ঃ

এই বাঁধাই Three Quarter binding এর অনুরূপ। শুধু এ Back Materialএর বিস্তৃতি কমে একচতুর্থাংশ হবে। এই বাঁধাই খুব চালু এবং চলবার মতও।

Quarter binding (একচতুর্থাংশ বাঁধাই) ঃ

এই বাঁধাইএ Back Material cover এর উভয় দিকেই এক-অষ্টমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে এবং কোণগুলি "Three quarter" বা "Half binding এর মত মুড়ে দেওয়া হয় না।

Board & Cover binding :

Quarter binding এর সাথে এর তফাৎ হল যে এতে পুরোনো coverএর প্রচ্ছদ ছিঁড়ে তুলে এনে নূতন cover এ সেটে দেওয়া হয়।

এখন প্রশ্ন হল যে, কোন বই-এ কি বাঁধাই দেব ? কোনও নির্দিষ্ট সূত্র আছে কি যার সাহায্যে বাঁধাই ও সেলাইএর রকম ঠিক করে দেওয়া যায় ?

উত্তরে বলা যায় যে, তেমন কোনও পথ নেই। আর নেই বলেই সর্বত্র এক রকম নির্দেশ বা খেয়াল খুসী মত নির্দেশ দেবারও সুযোগ নেই। তাই কোনও বই বাঁধানোর প্রয়োজন দেখা দিলে আমাদের সেই বইখানি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন সৃষ্টি করে আপন মনেই তার উত্তর গুলো নেড়ে চেড়ে যাচাই করে নিতে হয়। অর্থাৎ আমাদের দেখতে হবে—বইখানি দুষ্প্রাপ্য কিনা ? তার মূল্য কি ? ব্যবহার কেমন ? ভবিষ্যতেই বা কি পরিমাণ ব্যবহার হতে পারে ? কিংবা আকৃতি (Format) গত কোন বৈশিষ্ট্য আছে কিনা (এই বেলায় Binding or inner edge এর Margin টাও লক্ষ্য করে দেখতে হবে) এবং দেখতে হবে সেই বইখানি ব্যবহৃত হবার রীতি। এই ভাবে ভেবে দেখে যদি আমরা বই বাঁধাই সম্বন্ধে নির্দেশ দিই তবে মারাত্মক রকমের ভুলগুলো ঘটবার আর সুযোগ থাকবে না। এবং গ্রন্থাগারেরও স্বার্থ হানি রোধ হবে।

এবার বই বাঁধাইএর দ্রব্য সমূহের আলোচনায় আসা যাক। বই সেলাই হয়ে যাবার পর তার আচ্ছাদনের প্রশ্ন এসে পড়ে। এবং এই ব্যাপারে সামান্যতম অবহেলা ঘটলে তার বাঁধাই করা চেহারাও দুদিন বাদেই আমাদের অশ্রদ্ধার সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ বিশেষ চাহিদাযুক্ত কোনও একখানি বই ভালভাবে সেলাই হয়ে যাবার পর তাকে যদি Back এ চামড়া এবং Sideএ কাগজ দিয়ে Half binding দিই, তবে ভেবে দেখুন Side এর কাগজ কদিন মলাটকে সুন্দর রাখতে পারবে, আর কাগজ উঠে যাওয়া (স্থানে, স্থানে হলেও), বোর্ড বেরিয়ে পড়া মলাটখানি কী পরিমাণ সুন্দর দেখাবে ? তাই এখানেও আমাদের নজর রাখতে হবে।

বই বাঁধাই-এ আচ্ছাদনরূপে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়—চামড়া, কাপড়, রেক্সিন ও কাগজ। আজকের দিনে চামড়া দিয়ে Full binding এক রকম উঠেই গেছে। তাই যে গুলোতে Full binding প্রয়োজন তাদের ভাল রেক্সিন বা কাপড় দিয়েও বাঁধানো যেতে পারে। অন্যান্য বাঁধাইএ Backএ চামড়া ও Side এ রেক্সিন বা কাপড় দেওয়া উচিত। তবে নিদান পক্ষে Back এ রেক্সিন ও Side এ কাপড় দেওয়া চলে। আর যদি Back এ কাপড় দিতে হয় সেই ক্ষেত্রেই

Side এ কাগজ দেওয়া যেতে পারে। রেক্সিন বা কাপড় Back এ দেবার অসুবিধা হবে যে, কোনটাই মলাট (Cover)কে বেশীদিন ধরে রাখতে পারে না। কিছুদিন পরেই ভাঁজে (Hinze) কেটে যায়। তাই যেহেতু স্বল্প মূল্যের বা প্রয়োজনের বই যাতে Quarter কিংবা Board & Cover binding দেওয়া হবে সেই ক্ষেত্রেই Back-এ কাপড় অনুমোদন করা যায়। তাতে ব্যয় সংক্ষেপ হবে।

Back material-এর রং সম্বন্ধেও খানিকটা বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কারণ এক একটি বিষয়ের বইগুলি যদি বাঁধাইএর সময় একই রংএর Back Material দিয়ে বাঁধানো হয় তবে গ্রন্থভাণ্ডারের (Stack) সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ঘটে। সুতরাং সতর্কতার প্রয়োজন এখানেও।

গ্রন্থাগারে বই প্রভৃতি বাঁধানোর কাজে পোস্তানী (End paper) সম্বন্ধেও খানিকটা নির্দ্দেশ দেওয়া সমীচীন। পোস্তানীই বইখানিকে তার মলাটের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে রাখে। তাই দেখা যায় অনেক বইএরই শুধুমাত্র পোস্তানী কেটে যাওয়ায় তার মলাট খানিও হারিয়ে গেছে। কাজেই এই পর্য্যায়ে যদি (পোস্তানীর মাঝে ভাঁজে) এক ফালি শক্ত কাপড় সেঁটে দিয়ে বইএর সাথে সেলাই করিয়ে দেওয়া হয় তবে বাঁধাই আরও দীর্ঘস্থায়ী হবে। বলাবাহুল্য বই-এর আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য বিভিন্ন রকমের পোস্তানী ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বই বাঁধানোর সাথে অনেকে তাতে বইএর নথি—তার লেখক এবং প্রকাশ সাল প্রভৃতিও মুদ্রিত করিয়ে নেন। এক কথায় 'লেটারিং' (Lettering)-টাও করান। লেটারিং করালে তাতে সোনালী রং-ই ব্যবহার করা উচিত। কারণ রূপালী রং পরে কালো হয়ে যায়। তাই বরং কাল (Black) লেটারিং চললেও চলতে পারে তবুও রূপালী রং ব্যবহার করা ঠিক নয়।

'লেটারিং'এ একটি নির্দ্দিষ্ট উচ্চতা যাতে রক্ষা হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। তাহলে তাকে (Shelf) বইগুলি রাখবার পর সুন্দর দেখাবে। বইএর দৈর্ঘ্য কম বেশী হলেও অন্ততঃ নীচের লাইনটা ঠিক রাখা যায়।

গ্রন্থাগারে বই বাঁধাই ও তার সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রশ্নগুলিই আমার বিষয়-বস্তু ছিল। তাই তার বাইরে যাইনি। হয় তো অনেক কিছুই বাকী রয়ে গেল তাই বারান্তরে সেগুলো আলোচনা করবার ইচ্ছা রইলো। আর সেই সাথে এই কাজের সঙ্গে জড়িত নিয়ম কানুনগুলিও উল্লেখ করা যাবে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

কিশোর মহলে বিশ্ব শিশু দিবস পালন

গত ১৪ই নভেম্বর '৫৯ দমদম ছোটরাজবাড়ী প্রাঙ্গণে শ্রীশিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে চাচা নেহেরুর জন্মদিবস ও বিশ্ব শিশু দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচশত শিশু ও কিশোর-কিশোরীর উপস্থিতিতে খেলাধূলা, সুরাঙ্গিনার প্রযোজনায় নৃত্য ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ কর্তৃক ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। বালিকাদের 'মিউজিক্যাল চেয়ারে' প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে শ্রীকাবেরী শ্যামরায়, শ্রীরমাসরকার ও শ্রীদীপ্তি রায়।

প্রোগ্রেসিভ ষ্টাডি ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৭শে ডিসেম্বর রাণী রাসমণি গার্ডেন লেনস্থ প্রোগ্রেসিভ স্টাডি ক্লাবের বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীনেপাল দেব। সভায় সম্পাদকের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী বিস্তৃত আলোচনার পর সংশোধিত আকারে গৃহীত হয়। বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষকে সভাপতি ও শ্রীসুখেন্দু দত্তকে সম্পাদক করিয়া আগামী বৎসরের জন্য পনের জনকে লইয়া একটি শক্তিশালী কমিটি নির্ব্বাচিত হয়।

বয়েজ ওন লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

গত ৬ই ডিসেম্বর হতে চারদিনব্যাপী বিপুল উদ্দীপনার সহিত বয়েজ ওন লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। পঞ্চাশটি শঙ্খের ধ্বনিতে প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান সূচিত হয়। গ্রন্থাগারটি যেখানে প্রথম স্থাপিত হয়েছিল সেখান থেকে একটি মনোরম শোভাযাত্রা বর্তমান গ্রন্থাগার গৃহের দিকে

কারণও হবে ; পুরোভাগে ছিলেন গ্রন্থাগারের প্রধান হিতকর্মী—যাঁদের উদ্যম ও উৎসাহে ও স্কুলের টিফিনের পয়সা জমানো অর্থে বিরাট মহীরুহের আকার এই গ্রন্থাগারের বীজ প্রথম উপ্ত হয়েছিল। বিশ্বরূপা প্রেক্ষাভবনে আয়োজিত বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে সভা, প্রীতি সম্মেলনী ও অভিনয় জয়ন্তীটিকে সাফল্য-মণ্ডিত করে তোলে। সাহিত্যিক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ডক্টর সুকুমার সেন, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। জয়ন্তী কমিটির তরফ থেকে প্রথম দিনের প্রধান অতিথি ডেপুটি মেয়র শ্রীকে, এল্‌ চকতনিয়াকে বন্যাত্রাণ তহবিলের জন্যে ৫০১ টাকার একটি চেক দেওয়া হয়। এতদুপলক্ষে গ্রন্থাগার গৃহ ও তার সামনের রাস্তাটিকে আলোক সজ্জিত করা হয়। জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণী পত্রটি যথোপযোগী প্রবন্ধ ও চিত্রাদিতে সমৃদ্ধ। বয়েজ ওন লাইব্রেরীর শীঘ্রই নিজস্ব গৃহ নির্মিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগারের দ্বাদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভে গ্রন্থাগারের সংগঠন-সম্পাদক শ্রীসুধাময় গুহ ঠাকুরতা প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে কার্যকরী সমিতি কর্তৃক প্রচারিত পুস্তিকা পাঠ করেন। সহ-সম্পাদক শ্রীপ্রাণকুমার দাস সম্পাদকীয় ভাষণ দেন এবং সভ্যগণ কর্তৃক দানস্বরূপ প্রদত্ত পুস্তকের তালিকা পাঠ করেন। সভায় সর্বশ্রী তারকনাথ চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ভূপেন্দ্রচন্দ্র দাস গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

সিঁথি নবজাতক পাঠাগারের কর্মতৎপরতা

কলিকাতার পৌর প্রতিষ্ঠান এলাকার উত্তর প্রান্তের সিঁথি
আগেও জনবসতি ছিল খুবই কম। সহরের দ্রুত সম্প্রসারণে দক্ষিণ সিঁথির শেষ সীমান্তে একটি মনোরম উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। তার সঙ্গে স্বভাবতই দেখা দেয় প্রীতিমূলক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক কর্মচাঞ্চল্য। তার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে সিঁথির নবজাতক পাঠাগার। সর্বদাই যা হয়ে থাকে

এক্ষেত্রেও তেমনি শ্রীঅশোক কিশোরের অদম্য উৎসাহে পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—আজ থেকে বছর আড়েক আগে। প্রারম্ভিক কালে পাঠাগারের সদস্য কিশোরদের মধ্যেই ছিল সীমিত। বইয়ের সংখ্যা ছিল ৪৫০। এর পরই সিঁথি সাধারণ পাঠাগার নামে স্থানীয় আর একটি প্রতিষ্ঠান এর সংগে অঙ্গীভূত হয়ে যায়। সর্বস্তরের মানুষকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে এবং প্রয়োজনানুযায়ী গ্রন্থাগারটিকে উন্নীত করার তাগিদে নবজাতক পাঠাগার স্থানীয় ষোলটি প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে চার মাসের জন্যে একটি কমিটি গঠন করেন। উক্ত সময়ে স্থানীয় প্রায় চার হাজার অধিবাসীর সংগে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে প্রায় ২০০ খানি বই ও ১২০৬৲ টাকা সংগ্রহ করা হয়। পাঠাগারের সদস্যসংখ্যা ৪২ থেকে দাঁড়ায় ১৬১ জনে। পাঠাগারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে মহিলা বিভাগ, কিশোর বিভাগ ও সংস্কৃতি বিভাগের কার্যাবলী উল্লেখযোগ্য। মহিলা বিভাগের হস্তশিল্প শিক্ষণ ও কিশোর বিভাগের গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতা সবিশেষ প্রশংসনীয়; সম্প্রতি একটা পাঠ্যপুস্তক বিভাগ খোলা হয়েছে। পাঠাগারের সদস্য সংখ্যা ২২৫ ও পুস্তক সংখ্যা ২৪২৩। নানাবিধ অনুষ্ঠান নিয়মিত কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

শান্তি ইনষ্টিটিউটে সমাজ শিক্ষা দিবস পালন

গত ৬ই ডিসেম্বর শান্তি ইনষ্টিটিউটে সমাজ শিক্ষা দিবস উপলক্ষে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ডক্টর অরবিন্দ বড়ুয়া। ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক শ্রীবিপ্রদাস দত্ত সমাজ শিক্ষা দিবসের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ প্রসংগে ইনষ্টিটিউটের কার্যাবলী বিবৃত করেন। সমাজ শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণে। সভার শেষে এক সাংগীতিক অনুষ্ঠান সকলকে আনন্দ দান করে।

চব্বিশ পরগনা

টাকী সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠাগারে সমাজ শিক্ষা দিবস উদ্‌যাপন

গত ১লা ডিসেম্বর হীরেন্দ্র স্মৃতি ভবনে পাঠাগারের উদ্যোগে সমাজ শিক্ষা দিবস পালিত হয়। প্রাতে পতাকা উত্তোলন এবং সন্ধ্যায় পাঠাগার

পরিচালিত বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রর ছাত্র ও স্থানীয় অধিবাসীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন টাকী রাজীর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীকালগোপাল মুখোপাধ্যায়। সভায় শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্র (ক) শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল (খ) শ্রীতরুণ কান্তি বসু (গ) শ্রীসন্তোষ কুমার ঘোষ (ঘ) শ্রীগণেশ চন্দ্র ঘোষ (ঙ) শ্রীঅশোক দত্ত (চ) শ্রীগোপাল মণ্ডল আবৃত্তি করেন ও নূতন ছাত্রেরা স্বাক্ষর করা শিক্ষা করেন। সভাপতি ও গ্রন্থাগারের সহ-সম্পাদক শ্রীসরোজ দত্ত সমাজ শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের আবশ্যকতা সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। সভার শেষে মহকুমা প্রচার অধিকারিদের সৌজন্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

পশ্চিম দিনাজপুর

কালিয়াগঞ্জ সরস্বতী গ্রন্থাগারের ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা

কালিয়াগঞ্জের রানিং বুলেট ক্লাবের সম্প্রতি নামকরণ করা হয়েছে সরস্বতী গ্রন্থাগার। রায়গঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীসরস্বতী গ্রন্থাগারকে গৃহ নির্মাণের জন্যে তিন কাঠা জমি দান করেছেন। গ্রন্থাগারের বিগত সাধারণ সভায় গৃহীত কার্য্যবিবরণীতে জানা গেল যে সরকার গ্রন্থাগারটিকে উন্নয়ন কার্য্যের জন্যে ১১৫০৲ টাকা দান করেছেন। জেলা ও ইউনিয়ন বোর্ডের কাছ থেকেও আর্থিক সাহায্য পাওয়া গেছে। বর্তমানে ৬০০ খানি বই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হয়েছে। গ্রন্থাগারের নিজস্ব গৃহে নিয়মিত নানাবিধ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। গ্রন্থাগারের উদ্যোগে শীঘ্রই একটি ছোট গল্প প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছে।

বর্ধমান

করন্দা ভারতী পাঠাগারে সমাজ শিক্ষা দিবস অনুষ্ঠান

গত ১লা ডিসেম্বর পাঠাগারে সমাজ শিক্ষা দিবস উদযাপিত হয়েছে। প্রত্যূষে একটা প্রভাত ফেরী গ্রাম পরিক্রমা করে। পরে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সমাজ শিক্ষাদিবসের তাৎপর্য্য সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা হয়েছিল। নিরক্ষর গ্রামবাসীদের অক্ষর পরিচয় করানোর এক কার্যক্রম সভায় স্থিরিকৃত হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় পাঠাগার গৃহে এক সাংগীতিক অনুষ্ঠানে গ্রামবাসীরা যোগদান করেন।

জাড়গ্রাম মাধবলাল পাঠাগার

গত ১৪ই নভেম্বর শ্রীনেহরুর জন্মদিবস উপলক্ষে বিশ্ব শিশুদিবস সারাদিনব্যাপী আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। তিনশতাধিক বালক বালিকাগণের এক বিরাট সমাবেশের মধ্যে জাড়গ্রাম ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট শ্রীসতীশচন্দ্র পাল জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ও শ্রীনেহরুর জীবনাদর্শ আলোচনা ও তাঁহার দীর্ঘায়ু কামনা করেন। বালক বালিকাগণের মধ্যে বিস্কুট বিতরণ করেন জাড়গ্রাম ইউঃ গ্রাম সেবক শ্রীনরেশচন্দ্র সাহা। বিভিন্ন প্রকার ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করেন কবিরাজ শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভাণ্ডারী।

গত ১লা ডিসেম্বর নিখিল ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে সচিত্র প্রাচীর পত্রের এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ও বহু দুঃস্থ নর নারীকে দুগ্ধ বিতরণ করা হয়। অনুন্নত সম্প্রদায়ের জনগণকে সাক্ষর হইবার জন্য অনুরোধ জানান হয় ও সভায় স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়। সমাজ শিক্ষায় গ্রন্থাগারের দান সম্পর্কে আলোচনা করেন পাঠাগার সম্পাদক মহাশয়।

পারহাট গ্রাম্য উন্নতি পরিষদ

সমাজ শিক্ষা দিবস উপলক্ষে পরিষদ তিনদিনব্যাপী এক কার্যসূচী গ্রহণ করেন। ১লা ডিসেম্বর সকালে পতাকা উত্তোলন করেন তাড়াতাড় উন্নয়ন ব্লকের সমাজ শিক্ষা সংগঠক শ্রীভূবনচন্দ্র চক্রবর্তী, পরিষদের কর্মীরা প্রভাতফেরী অনুষ্ঠানে প্রত্যুষে গ্রাম পর্যটন করেন। অপরাহ্নে জেলা উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীজ্যোতির্ময় বসু পরিষদের মহিলা কর্মীদের এক শিল্প প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। দ্বিতীয় দিনে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, শেষদিনে এক সভা ও সাংগীতিক অনুষ্ঠানে গ্রামের কয়েকশত অধিবাসী যোগদান করেন। এইদিনে জেলা সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিক মহকুমার প্রচার আধিকারিক প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বহরকুলি শ্রীগদাধর গ্রন্থাগারে শিশুদিবস অনুষ্ঠান

১৪ই নভেম্বর সকালে শ্রীগদাধর বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বহরকুলি শ্রীগদাধর শি[illegible]নিলয় হাই স্কুল, শ্রীগদাধর প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং শ্রীগদাধর সমাজ

শিক্ষা কেন্দ্রের যুক্ত উদ্যোগে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে 'শিশু দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগে। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে শিশুদের খেলাধূলার এক বিশেষ আয়োজন করা হয়। খেলাধূলার শেষে এক সভার আয়োজন ছিল। কৃতী বালকবালিকাগণকে পুরস্কৃত করা হয়। সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীঅনন্তলাল কোলে, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য। গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীদেব প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার নাতিদীর্ঘ ভাষণে সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং শিশুদিবস পালনের তাৎপর্য সকলকে উপলব্ধি করতে অনুরোধ জানান।

বাঁকুড়া

সোনামুখী বাসুদেব গ্রন্থাগার

স্থানীয় পৌরসভার কমিশনার শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ৩রা ডিসেম্বর এক সভায় সমাজ শিক্ষা দিবস পালিত হয়। স্বামী পুণ্যেশ্বর কানজী মহারাজ সমাজ শিক্ষা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং সমাজোন্নয়নে সরকারী কর্তৃপক্ষকে জনসংযোগ বৃদ্ধির ও অধিকতর কর্মীর প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন। জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক ছাড়াও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় যোগদান করেছিলেন।

মালদহ

আইহো কংগ্রেস গ্রন্থাগার

মালদহ জেলার আইহো গ্রামস্থ কংগ্রেস গ্রন্থাগারের (Rural Library) উদ্যোগে পশ্চিম বঙ্গের বন্যার্তদের সাহায্য কল্পে 'আইহো বন্যাত্রাণ সমিতি' গঠিত হয়। স্থানীয় যুবকদের উৎসাহে একদফায় টাকায় ও চাউলে মোট ৭৫'-৫৮ সংগৃহীত হয়। উক্ত টাকা 'ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটির' মালদহ শাখায় অর্পণ করা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ

মাজিহাটি ছাত্র সমাজ গ্রন্থাগারের একত্রিংশতম জয়ন্তী

৮ই অগ্রহায়ণ সাহিত্যিক সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরীর সভাপতিত্বে গ্রন্থাগারের ৩১তম বার্ষিক জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে আয়োজিত একটি পুস্তক ও পত্রিকার প্রদর্শনী সকলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত ১২ জনের নাম সভায় ঘোষিত হয়।

দশটি নূতন আঞ্চলিক গ্রন্থাগার স্থাপন

জেলা সমাজোন্নয়ন উপদেষ্টা পরিষদ ও জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের কার্য-নির্বাহক সমিতিদ্বয়ের এক যুক্ত সভায় জেলায় নিম্নলিখিত আরও ১০টি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে জেলায় ১৪টি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার চালু রয়েছে :

মধুপুর মন্দোকিনী পাঠাগার, বহরমপুর ; রুকুনপুর হাইস্কুল লাইব্রেরী, হরিহরপাড়া ; জলঙ্গী কিশোর সঙ্ঘ ; ভগবানগোলা অরুণোদয় সঙ্ঘ গ্রন্থাগার ; মরনসুখ হাই স্কুল লাইব্রেরী, ফরাক্কা ; কাঞ্চনতলা পল্লী কল্যাণ গান্ধী আশ্রম, সামসেরগঞ্জ ; সাগরদিঘি যুব সম্মিলনী ; রঘুনাথপুর দেশবন্ধু পাঠাগার, নওদা ; ভেনিয়া ইয়ংমেনস এসোসিয়েসন এবং কান্দির নবগ্রাম সাধারণ পাঠাগার।

হুগলী

হুগলী জেলা গ্রন্থাগার কর্মী সভা

গত ৬ই ডিসেম্বর হুগলী জেলার গ্রন্থাগারসমূহ ও গ্রন্থাগারকর্মীদের এক সভা বৈদ্যবাটী যুবক সমিতির ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীতিনকড়ি দত্ত ও শ্রীঅরুণ দাসগুপ্ত

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রারম্ভে চন্দননগরের স্বর্গীয় মতিলাল রায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে দুই মিনিট-কাল নীরবতা পালন করা হয়। সভায় জেলায় জেলায় গ্রন্থাগার সমূহের বিভিন্ন সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং স্থির হয় সকলের অবস্থার সঠিক চিত্র পাওয়ার জন্য একটি পরিসংখ্যান গ্রহণ করা হইবে। লাইব্রেরী বিলকে জনপ্রিয় করিয়া যাহাতে লাইব্রেরীগুলি শিক্ষায়তনরূপে প্রকৃত মর্যাদা পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সমবেতভাবে চেষ্টা করিতে হইবে সকলের সমস্যা সমাধানের। এই উদ্দেশ্যে একটি সম্মেলন আহ্বান করার প্রস্তাবও গৃহীত হয়। বৈদ্যবাটি যুবক সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীসুনীল চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বেলমুড়ি নেতাজী তরুণ সঙ্ঘ পাঠাগারের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন

সম্প্রতি পাঠাগারের নবনির্মিত গৃহের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্ঘাটন করেন শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ বসু পাঠাগারের ইতিহাস ও কার্যাবলীর বিবরণ দেন। গৃহটি সরকারের আঞ্চলিক গ্রন্থাগার পরিকল্পনাধীনে নির্মিত হয়েছে এবং তাতে গ্রামবাসীদের সহযোগিতার জন্যে সভাপতি শ্রী রায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের হিসাবে প্রকাশ যে অনেক সদস্য ১৯৫৯ সালের দেয় বার্ষিক চাঁদা এখনও পর্যন্ত দেননি। অনতিবিলম্বে বাকি চাঁদা জমা দেবার ব্যবস্থা না করলে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পরিষদের নিয়মানুযায়ী পাঠানো সম্ভব হবে না।

বার্তা বিচিত্রা

তৃতীয় 'ইয়াসলিক' সম্মেলন

আগামী ২৩শে হইতে ২৫শে জানুয়ারী কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অব স্পেসাল লাইব্রেরীজ এণ্ড ইনফরমেশন সেণ্টারসের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। সম্মেলনের দুটি অধিবেশনে তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় 'বিশেষ গ্রন্থাগার' ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিশেষ গ্রন্থাগারের জন্যে প্রয়োজনীয় পাঠ্য উপকরণ ও তথ্যাদি সম্পর্কে আলোচনা হবে। সম্মেলন কার্যসূচীর অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিজ্ঞান ও গবেষণার গ্রন্থাদি ও গ্রন্থাগারের সরঞ্জামের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সভাপতিত্ব করবেন অধ্যাপক এম, এস, থ্যাকার এবং সম্মেলন উদ্বোধন করবেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর।

দক্ষিণ ভারতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় কৌতুকপ্রদ বৈষম্য

রাজ্য পুনর্গঠনের পর দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রশাসনিক যে জটিলতার উদ্ভব হয়েছে তাতে বিভিন্ন রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় বেশ কৌতুকপ্রদ এক বৈষম্য দেখা যায়। মাদ্রাজের যে অঞ্চলটি কেরালার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অর্থাৎ মালাবার জেলায় মাদ্রাজের গ্রন্থাগার আইন অনুযায়ী জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। আবার ত্রিবাঙ্কুর কোচীনের দক্ষিণ প্রান্তের রামেশ্বরম জেলা যেটি মাদ্রাজের সংগে যুক্ত হয়েছে সেখানে মাদ্রাজের গ্রন্থাগার আইন এখনও পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি। এর পূর্বে অন্ধ্র যখন মাদ্রাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন মাদ্রাজের গ্রন্থাগার আইন অন্ধ্রতেও বলবৎ থাকে। এবং রাজ্য পুনর্গঠনের পর হায়দ্রাবাদ অংশের সংগে যুক্ত হওয়ায় এই বিষয়ে উল্লিখিত বৈষম্য দেখা দিয়েছিল। যাক্, অন্ধ্রতে এবার গ্রন্থাগার আইন সংশোধিত আকারে বিধিবদ্ধ হয়ে গেল। কেরালাতেও গ্রন্থাগার আইনের কাজ বহুদূর এগিয়ে গেছে। যে সরকারই অধিষ্ঠিত হোক না কেন কেরালায় গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় কোনও বাধা দেখা দেবে বলে মনে হয় না।

জাতীয় গ্রন্থাগারে শিশু বিভাগ

জাতীয় গ্রন্থাগারে আগামী জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি একটি শিশু বিভাগ খোলা হচ্ছে। বিভাগটিতে বিভিন্ন ভাষায় বইপত্র, ছবি, শিক্ষামূলক খেলাধুলার সরঞ্জাম ইত্যাদি রাখা হবে। অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বিভাগটির উদ্বোধন করবেন বলে জানা গেছে।

আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের বার্ষিক সম্মেলন

গত ২১শে জুন থেকে অষ্টদিবসব্যাপী ওয়াসিংটনে আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের অষ্টসপ্ততিতম গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সবশুদ্ধ ৩২৫টি অধিবেশন সম্মেলনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্মেলনে ৫২৩৪ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন।

এসোসিয়েশন ৮৪ বৎসরে পদার্পণ করেছে; সদস্যসংখ্যা বর্তমানে বিশ হাজারেরও অধিক। সদস্যদের বেতন অনুযায়ী বছরে ৩ থেকে ২৫ ডলার পর্যন্ত চাঁদা দিতে হয়। ১৭৬ জনকে নিয়ে এসোসিয়েসন কাউন্সিল গঠিত হয়ে থাকে। তার মধ্যে এক তৃতীয়াংশ বার্ষিক সভায় নির্বাচিত হন। কাউন্সিল থেকে ১০জনকে নিয়ে কার্য নির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি নির্বাচন প্রতি বছরই হয়। বিভিন্ন উপসংস্থা যেমন স্কুল লাইব্রেরিয়ান্স এসোসিয়েসন মেডিক্যাল লাইব্রেরিয়ান্স এসোসিয়েশন, ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরীয়ান্স এসোসিয়েসন প্রভৃতি থেকে ২জন করে প্রতিনিধি কাউন্সিলে নির্বাচিত হন।

দণ্ডকারণ্যে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আয়োজন

দণ্ডকারণ্য এলাকাভুক্ত বিভিন্ন উপনিবেশগুলিতে গ্রন্থযানের সাহায্যে পুস্তক ও পত্রিকা সরবরাহের এক পরিকল্পনা করা হয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট অধিকার পাঠ্য উপকরণ ও সরঞ্জাম সংগ্রহের কাজে রত হয়েছেন।

দিল্লীতে গ্রন্থাগার কর্মী সম্মেলন

সম্প্রতি দিল্লীতে গ্রন্থাগার কর্মীদের এক সম্মেলন হয়ে গেল। সভাপতিত্ব করেন ডক্টর এস আর রঙ্গনাথন এবং উদ্বোধন করেন লোকসভার স্পীকার

শ্রীঅনন্তশয়নম আয়েঙ্গার। অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদার কথা সম্মেলনে বিশেষভাবে আলোচিত হয়। পে কমিশনের রিপোর্টে গ্রন্থাগারিক বৃত্তির কোনও উল্লেখ না থাকায় শ্রীআয়েঙ্গার বিস্ময় প্রকাশ করেন। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিষ্ক্রিয়তার জন্যে সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তা উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি উল্লেখযোগ্য :

Resolved that each state government be requested to enact Library Legislation for the establishment of a public library system for the state.

Resolved that in order to get Indian Library Association revitalised as the representative dynamic national organisation of librarians of India ; the librarians are called upon to co operate in the rejuvenation of the Association, and the President and the Executive Committee of the Indian Libary Association be requested to hold the XII All-India Library Conference in Delhi.

Resolved that in view of the fact that there is no reference to librarians on a distinct professional class in the Report of the Central Pay Commission and it has to be assumed that the Commission had intended to include librarians in the category of scientific staff the Government of India be requested to accord to librarians the status and salary scale as recommended by the Commission for scientific personnel.

সম্পাদকীয়

মনীষি-স্মরণানুষ্ঠান

ইছাপুর অনুশীলন গ্রন্থাগারে গেছলাম কিছুদিন আগে, তাঁদের একটি কাজ বেশ ভাল লেগেছিল। সেখানে নির্দিষ্ট একটি স্থানে বাংলার বিভিন্ন মনীষীর জন্মদিনে তাঁর ছবি, জীবন বৃত্তান্ত ইত্যাদি নিয়মিত প্রদর্শিত হয়ে থাকে। এ ধরণের কাজ আর কোনও প্রতিষ্ঠানে হয় কিনা জানিনা, হোলে তার প্রশংসা করি।

সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ধারার পশ্চাৎপট বিশ্লেষণ বর্তমানের মূল্যায়ণ ও ভবিষ্যতের গতি নির্ধারণে সহায়তা করে। ঐতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণ ও অনুশীলনে মনীষীদের কর্মজীবনের পর্যালোচনা ব্যক্তিপূজা বলে কেউ যেন মনে না করেন। দেশজ জ্ঞান ও গবেষণা, চিন্তা ও চর্চা, সংগ্রাম ও সংগঠনের প্রবাহে যাঁরা এক একটি দিকের সন্ধান দিয়ে গেছেন তাঁদের অধিকাংশকে আমরা ক্রমেই ভুলে যেতে বসেছি ; সেজন্যে অন্ততঃ এক একটি দিনে সেইসব মনীষীদের বিশেষভাবে স্মরণ করা উচিত। অনেক সময় বলা হয়ে থাকে যে জনস্মৃতি খুবই ক্ষীণ ; বিগত দিনের কথা পরের দিনেই লোকে ভুলে যায় ; বিগতদিনের মনীষীদের কথাও জনমনে যে ক্রমে ম্লান হয়ে যাচ্ছে একথা অস্বীকার করা যায় না। দেশকে এবং দেশের সংস্কৃতিকে জানা ও জানাবার জন্যে দেশের শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান ও গবেষণা, রাজনীতি ও সমাজোন্নয়ন, চর্চা ও কৃষ্টির বিভিন্ন দিকপালের জীবন-বৃত্তান্ত স্মরণের সাধ্যমত ব্যবস্থা গ্রন্থাগারগুলিতে করা চলে।

বহু গ্রন্থাগারেই মনীষী জয়ন্তী কিছু না কিছু অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। রবীন্দ্র ও সুভাষ জয়ন্তী এখন জাতীয় উৎসব হিসাবে প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানেরই রুটিন করা কাজের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু রামমোহন, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি মনীষীর জয়ন্তী খুব বেশী হয় না। যদিও এসব নাম আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ধ্যানধারণার সঙ্গে জড়িত, তবুও তাঁদের কথা একটি দিন বিশেষভাবে স্মরণ করার প্রয়োজন আছে। মনীষীদের স্মৃতি রক্ষার্থে রাস্তাঘাট ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামকরণ হয়ে থাকলেও আমরা হয়ত অনেকেই

জানিনা যে-মনীষীর নামের সংগে বাংলার প্রাচীনতম গ্রন্থাগারের নাম জড়িত সেই রাজনারায়ণ বসু কে ছিলেন, বাংলার নবজাগরণে তাঁর কি অবদান ছিল। উত্তর কলকাতার একটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগার সমাজপতি স্মৃতি সমিতি যাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত সেই সুরেশ সমাজপতির কথা স্থানীয় লোকেরাই অনেকে জানেন না। আগামী দিনের লোকেরা সন্তোষ দত্ত, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ শিশির ভাদুড়ীকে স্মরণ করতে পারবে কিনা সন্দেহ। গ্রন্থাগারিক হিসাবে প্যারীচাঁদ মিত্র কিংবা বিপিনচন্দ্র পালের কথা সুবিদিত নয়। গ্রন্থাগার কর্মী হিসেবে সুভাষচন্দ্র বা শ্যামাপ্রসাদের উদ্যমের কথা অনেক কর্মীকেই যথেষ্ট প্রেরণা দেবে। সম্প্রতি কালিদাস ও তুলসীদাসের জয়ন্তী উৎসব হয়ে গেল। তদনুরূপ কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব ও ভারতচন্দ্রের জয়ন্তী অনুষ্ঠান প্রশংসিত হবে। কিন্তু নিছক করার জন্যেই স্মরণানুষ্ঠানের কথা বলছিনা। অনুষ্ঠানগুলির পিছনে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও সাধারণ মানুষের উপযোগী পরিবেশন ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা চাই। সামাজিক বিবর্তন ও ঐতিহাসিক মূল্য-বিচারের দৃষ্টি থাকা চাই অনুষ্ঠান উদ্যোক্তাদের।

আগেই বলেছি স্মরণানুষ্ঠান হবে গ্রন্থাগারের সাধ্য ও সুবিধা অনুযায়ী। বৃহদাকারে সভা ও উৎসবের আয়োজন যেক্ষেত্রে সম্ভব নয় সেখানে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় মনীষীদের জন্মদিনে তাঁদের ছবির সংগে নাতিদীর্ঘ জীবনকথা লিখে রাখা ও তাঁদের বইপত্রাদির প্রদর্শন নিশ্চয় কঠিন অনুভূত হবে না। একটি 'ডিসপ্লে বোর্ড' বা 'শো কেশ' করাতে হবে, রাত্রিতে তাতে আলোর ব্যবস্থা চাই; এবং এটি এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখানে সহজেই লোকের চোখ পড়ে। ম্যাজিক লণ্ঠন, ছবি, পোষ্টার ইত্যাদি সরঞ্জাম রাখতে পারলে ভাল। এ প্রসংগে পশ্চিমবংগ সরকারের কবি নজরুলের জীবনীমূলক ফিল্মটির উল্লেখ করি। কসবার মণিমেলা পাঠাগার ও জীবন-মিলন লাইব্রেরীর জীবনী মূলক পোষ্টারগুলিও উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থাগারের নিজ অঞ্চলের কৃতি লোক যাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁদের জীবন বৃত্তান্ত ও আলেখ্য প্রদর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা রাখা উচিত। তাতে স্থানীয় ইতিহাসের আলোচনার সুযোগ ঘটে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের নিজ এলাকা সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত ও আগ্রহশীল করে তোলা যায়।

স্মরণানুষ্ঠানগুলি যাতে একঘেয়ে ও গতানুগতিক হয়ে না পড়ে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে। মনীষীদের কর্মক্ষেত্রের বিষয়ানুযায়ী অনুষ্ঠানগুলি স্বতন্ত্র ধরণের হওয়া স্বাভাবিক। কোনও চিত্রশিল্পীকে স্মরণের সময় তাঁর আঁকা ছবিগুলির (আসল অথবা মুদ্রিত) প্রদর্শনীর ব্যবস্থা লোককে আকৃষ্ট করবে। বিজ্ঞানীর স্মরণ দিনে আলোচনার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ছবি প্রদর্শিত হতে পারে। কবি ও সুরস্রষ্টার জন্মদিনে যেমন থাকবে বক্তৃতার ব্যবস্থা তেমনি থাকবে কবিতা পাঠ ও সাংগীতিক অনুষ্ঠান।

প্রতি গ্রন্থাগারে এজন্যে একটি উপসমিতি গঠন করা দরকার। তারই ওপর ন্যস্ত থাকবে নিয়মিত একাজগুলি সম্পাদনের দায়িত্ব। শিল্প ও সাহিত্যে স্থানীয় কুশলী ব্যক্তিরা একাজে উৎসাহ পাবেন।

বিষয়টি যত সহজে বিবৃত হোল রূপায়ণ যে তত সহজ নয় একথা অস্বীকার করি না। স্থান, অর্থ ও সংগঠনের অসুবিধাতো আছেই, নেই দেশের মনীষীদের সাম্প্রতিক কোনও জীবনীকোষ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রভৃতি সংস্থার কাছ থেকে এবিষয়ে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সব কিছুর প্রথমে চাই আন্তরিক ইচ্ছে ও উদ্যোগ। নিজেদের চেষ্টায় কর্মীরা নিয়ত বহু কিছু বাধাই কাটিয়ে ওঠেন। এ বিষয়েও তাঁদের ইচ্ছে ও উদ্যমের যে অভাব ঘটবে না এবং সম্ভাব্য সমস্ত বাধাই এঁরা কাটিয়ে উঠিতে সমর্থ হবেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করার চেষ্টা হ'চ্ছে। পুরাণো ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বদলে নতুন এগারো শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'তে চ'লেছে। এই বিদ্যালয়ের পড়া শেষ ক'রলেই একেবারে সোজাসুজি বৃত্তি শিক্ষায় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকবার অধিকার জন্মাবে। বস্তুতঃ নতুন ধরণের মাধ্যমিক শিক্ষা আমাদের ছেলেদের সাধারণ শিক্ষায় সম্পূর্ণ, শিক্ষিত ক'রবে এই আশাই করা হচ্ছে।

কিন্তু এই ধরণের শিক্ষায় গ্রন্থাগারের উপর যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত তা' কোন বিদ্যালয়েই এখনও দেওয়া হ'য়েছে ব'লে আমরা খবর পাইনি'। অনেকগুলো এগারো শ্রেণীর বিদ্যালয় খোলা হ'য়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার উপকরণও সে-সব জায়গায় জোগাড় করা হ'য়েছে কিন্তু খুব কম বিদ্যালয়ই গ্রন্থাগারের গুরুত্বের বিষয়ে যথোচিত নজর দিয়েছে, স্কুল বাড়ীর মধ্যে গ্রন্থাগারের জায়গা যাতে সুনির্দিষ্ট হয়, গ্রন্থাগারের প্রত্যেক বিভাগে যাতে সুষ্ঠু কাজ করার উপযুক্ত সুযোগ থাকে এসব বিষয়ে গোড়া থেকে ভেবে কাজ না ক'রলে পরে জোড়া-তাড়া দিয়ে করা কাজে কখনও সুফল ফলবে না। আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে যথোচিত উপদেশ দেবার বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। সরকারী বিদ্যালয়ের কাজ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ভালভাবে ক'রতে হ'লে আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এখনই উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বতন্ত্র গ্রন্থাগারিক নেওয়া দরকার। যেমন তেমন ভাবে গড়া গ্রন্থাগার এঁদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে যে অসুবিধা হবে, ক্ষয়ক্ষতি হবে তার চেয়ে তাঁদের গোড়া থেকে গ্রন্থাগার গড়বার ভার দিলে সব দিক দিয়েই লাভ হবার সম্ভবনা বেশী। আমরা কর্তৃপক্ষকে এ বিষয় ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পৌষ ১৩৬৬

সর্বজনীন গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আইন

প্রমীলচন্দ্র বসু

যে লাইব্রেরীতে চাঁদা দিয়ে লাইব্রেরীর সুযোগ-সুবিধা পাওয়া জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব আমাদের দেশে সাধারণতঃ সেই সকল লাইব্রেরীকে পাবলিক লাইব্রেরী বলা হয়। পাশ্চাত্য দেশের পাবলিক লাইব্রেরীর নামের অনুকরণে আমাদের দেশের যে সকল গ্রন্থাগারকে পাবলিক লাইব্রেরী নামে অভিহিত করা হয় পাশ্চাত্য অর্থে সে সকল লাইব্রেরী পাবলিক লাইব্রেরী নয়—আসলে সেগুলি Subscription Library বা চাঁদামূলক গ্রন্থাগার ; ওদেশে পাবলিক লাইব্রেরী ব'লতে সাধারণতঃ Free Public Library অর্থাৎ নিঃশুল্ক সর্বজনীন গ্রন্থাগার বুঝায়। পাবলিক লাইব্রেরীর পূর্বে Free নিঃশুল্ক কথাটি প্রায়ই উহ্য থাকে। সর্বসাধারণের জন্যে নির্মিত রাস্তা দিয়ে আমরা যখন চলি, অথবা রাস্তায় দেওয়া আলো, অথবা জলের কল অথবা নলকূপ ব্যবহার করি তখন তা' ব্যবহার করার জন্য শুল্ক বা মূল্য* দিতে এবং না দিলে তা ব্যবহার ক'রতে দেওয়া হবে না এরকম কোন সর্ত থাকে না। জনসাধারণের প্রত্যেকে অবাধে ও সর্তহীনভাবে উহা ব্যবহারের অধিকারী। পাশ্চাত্য দেশে পাবলিক লাইব্রেরী ব'লতে এইরূপ নিঃশুল্ক লাইব্রেরীই বুঝায়। ঐ সকল পাবলিক লাইব্রেরী সর্বজনের ব্যবহারের জন্য অবাধে উন্মুক্ত।

আজকাল আমাদের দেশে 'সর্বজনীন' শব্দটি নানা অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয়। বহু লোকের সহযোগে অথবা বহু লোকের ব্যবহারের জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠানকে অনেক সময়ে সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান বলা হয় অথবা বহুজনের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানকে সর্বজনীন অনুষ্ঠান নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু বিশ্লেষণ ক'রলে দেখা যায় এদের বেশীর ভাগই প্রকৃতপক্ষে বহু বিশেষের প্রতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠান, সর্বজনের নয়। কাজেই ইহারা সর্বজনীন

* এই সম্পর্কে কোন কর ধার্য করা হ'লে তা' সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা ; কর দেওয়ার সর্ত সাপেক্ষ নহে।

শব্দের প্রকৃত রূপ বা অর্থ জ্ঞাপক অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান নয়। মৌখিক কথের আবরণে কপট সাধুর কপটতা যেমন অনেক সময় ধরা পড়ে না, সর্বজনীন' এই মনোহর শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করায় এদের সংকীর্ণতা সম্বন্ধে লোকে আর সচেতন থাকে না। 'সর্বজনীন' শব্দটি নির্বিচারে সকল প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সার্থকভাবে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশের 'পাবলিক লাইব্রেরী'র বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে পাবলিক লাইব্রেরীকে 'সর্বজনীন গ্রন্থাগার' আখ্যা দিলে 'সর্বজনীন' শব্দের ইহা অপেক্ষা যোগ্যতর প্রয়োগ বোধ হয় আর কোথাও হ'তে পারে না।

পাবলিক লাইব্রেরীর সত্যকারের সর্বজনীন রূপ লাইব্রেরীর নিজের দিক এবং লাইব্রেরী ব্যবহারকারীর দিক, এই উভয় দিক দিয়েই প্রকাশ পেয়ে থাকে। এই সকল লাইব্রেরীর গঠন ও কার্যকর্মের দিকে লক্ষ্য ক'রলে দেখা যাবে যে কোথাও কোন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার অবকাশ না রেখে সমাজের সকল স্তরের সকল মতের এবং সকল শ্রেণীর লোকের সমভাবে সেবার জন্য এই লাইব্রেরীগুলি সর্বদা উন্মুখ। স্তর, দল, শ্রেণী, মত নির্বিশেষে সকলকে আশ্রয় ক'রে অথচ সমাজের এক নিরপেক্ষ কেন্দ্র হিসাবে পাবলিক লাইব্রেরী গ'ড়ে ওঠে সকলের অকুণ্ঠ সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে। এখানে ধনতন্ত্রবাদের সাথে সমাজতন্ত্রবাদের বিবাদ নেই, বিভিন্ন ধর্মের আত্মঘাতী সংঘাত নেই, জাতীয়তাবাদী এবং আন্তর্জাতিকতাবাদীর গোলযোগ নেই—বস্তুতঃ সর্বমতের এবং সর্বপথের নির্দেশক সর্ববিষয়ের গ্রন্থ এখানে পরম আত্মীয়ের মত মিলেমিশে নিশ্চিন্ত নীরবে এবং নির্বিবাদে পাশাপাশি অবস্থান করে। পক্ষান্তরে একটা সমাজে যত রকম বিভিন্ন ধরণের লোক থাকা সম্ভব তাদের সকলেই বিনা বিবাদ-বিসম্বাদে এখানে সমবেত হয় অতি সহজে এবং সম-অধিকারে, বিনা চাঁদায় নিজ নিজ রুচিমত গ্রন্থাগারের সেবা ও সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে। এরূপ সুলভ ও শান্তিপূর্ণ অবাধ সর্বজনীন মিলনক্ষেত্র সমাজে আর কোথায় পাওয়া সম্ভব? কাজেই 'পাবলিক লাইব্রেরীর' পাশ্চাত্ত্য অর্থ কোন বাংলা প্রতিশব্দ দ্বারা যথার্থরূপে প্রকাশ ক'রতে হ'লে 'সর্বজনীন গ্রন্থাগার' দ্বারাই তাহা উপযুক্ত ও পূর্ণভাবে প্রকাশ করা সম্ভব।

আমাদের দেশে তথাকথিত 'পাবলিক লাইব্রেরী' থাকলেও এই 'সর্বজনীন গ্রন্থাগার' এখনও পর্যন্ত বিরল। এর কারণ সুস্পষ্ট। আপামর জনসাধারণের জন্য বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আয়োজন রাখায় যে বিরাট দায়িত্ব সে

দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা অর্জন রাষ্ট্রীয় শক্তির সহায়তা ব্যতীত সম্ভব নয়। স্থায়ী, বস্তুভিত্তিক এবং অব্যাহত গতিবিশিষ্ট সর্বজনীন গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হ'লে সমাজের বর্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রীয় শক্তির সহায়তা অপরিহার্য। দেশ যতদিন পরাধীন ছিল ততদিন বিদেশী শাসকের পক্ষে এ দেশে সর্বজনীন গ্রন্থাগার স্থাপনে উৎসাহ পোষণ না করার স্বাভাবিক কারণ ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর দেশীয় সরকারের দৃষ্টি যে এদিকে একেবারে পড়েনি এমন নয়। কিন্তু স্বাধীন দেশে সর্বজনীন গ্রন্থাগারের গুরুত্ব যতই থাকুক সম্ভবতঃ গ্রন্থাগার আন্দোলন অশোভন কোলাহল বর্জিত ভদ্র রুচি সম্মত আন্দোলন ব'লে এবং সর্বজনীন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে জনমতের সুস্পষ্ট তীব্র চাপের অভাবে সর্বজনীন গ্রন্থাগার স্থাপন ও পরিচালনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে সরকার যথোচিত দ্রুততার সাথে অগ্রসর হ'চ্ছেন না। কোলাহলমুখর ও জবরদস্ত আন্দোলনের দিকেই ওঁদের দৃষ্টির পক্ষপাতিত্ব।

সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি গ্রন্থাগারের প্রয়োজনের কথা আজকের দিনে অস্বীকার ক'রবেন বলে মনে হয় না। আজকের দিনের গ্রন্থাগার শুধু গ্রন্থসম্ভারে সমৃদ্ধ নয়। গ্রন্থাতিরিক্ত শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য বহুবিধ উপাদান এখন গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হয় সর্বসাধারণের জন্য। কাজেই গ্রন্থাগারের দ্বার আজ অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোকের কাছেও রুদ্ধ নয়। সমাজের সকল লোকের উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করা গ্রন্থাগারের পক্ষে আজ সম্ভব হওয়ায় গ্রন্থাগার সত্যকারের সর্বজনীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার পথে বাধা নেই। পক্ষান্তরে আজকের গ্রন্থাগার আর স্থান বিশেষের শোভা বা অলঙ্কার মাত্র নয়। ইহা জনসাধারণের অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের প্রতিষ্ঠান মাত্রও নয়। এমন কি জনসাধারণের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিপূরক প্রতিষ্ঠান হিসাবে মর্যাদালাভও ইহার প্রধান উদ্দেশ্য নয়। দেশের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সমাজের সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে নিযুক্ত সর্বজনকে অকুণ্ঠ সাহায্য দ্বারা যুক্তশক্তিতে সর্বদিক দিয়ে দেশকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করাই গ্রন্থাগারের কাজ। সুপরিকল্পিত, সুগঠিত ও সুপরিচালিত গ্রন্থাগার সকল দেশের বিশেষতঃ নবার্জিত স্বাধীনতার দেশের জাতীয় জীবনের এক অতি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। দেশকে সকল দিক দিয়ে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ ক'রতে হ'লে জগতের প্রথম শ্রেণীর মধ্যে নিজ দেশের আসন, সম্ভ্রম ও সংরক্ষণ ক'রতে হ'লে সুষ্ঠু গ্রন্থাগারের ব্যাপক আয়োজন এবং

সর্বজনের অবাধে সম-ভিত্তিতে সেই গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই সুযোগের অভাবে দেশের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ব্যাহত হয়। কিন্তু শক্তি, সময় ও সম্পদের অপচয় না ঘটিয়ে সমগ্র দেশের জন্য এই বিপুল ব্যবস্থার আয়োজন কিরূপে সম্ভব? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে জনগণের যে শক্তি রাষ্ট্রে কেন্দ্রীভূত হ'য়েছে রাষ্ট্রের সেই শক্তির সহায়তায় এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে জনসাধারণের স্বতঃপ্রণোদিত চেষ্টার ফলে দেশের চারিদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে এবং পরস্পরের সাথে সমন্বয় সম্পর্ক রহিত ভাবে যে সকল গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে তার মূল্য অসীম সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের মূল দৃঢ়ভিত্তিক নয়, অব্যাহত গতিতে তাদের কার্যধারা চ'লবার কোন বলিষ্ঠ ও স্থায়ী ব্যবস্থা নেই, এমন কি তাদের স্থায়ীত্বেরও কোন নিশ্চয়তা নেই। ইহারা সাধারণতঃ স্বেচ্ছামূলক সেবার ভিত্তিতে গঠিত প্রতিষ্ঠান। অনেক সময়ে স্বল্প পরিসরের মধ্যে একাধিক গ্রন্থাগার স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে গ'ড়ে ওঠার চেষ্টা করায় শক্তি সময় ও সম্পদের অকারণ অপচয় ঘটে এবং গ্রন্থাগারগুলি দুর্বল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। স্রোতের এই গতিকে স্বাস্থ্য সম্মত বলিষ্ঠ খাতে প্রবাহিত ক'রতে হ'লেও রাষ্ট্রশক্তির সহায়তা প্রয়োজন।

সর্বজনের গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাকে সুন্দর ও সার্থক ক'রে তোলার জন্যে রাষ্ট্রের কাছে কি ধরণের সাহায্য আশা করা যায়? এ প্রশ্নের উত্তর—সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ ও কার্যকরী করার সহায়তা। গ্রন্থাগারের প্রয়োজন যদি স্বীকৃত হয় তা' হ'লে যে উপায়ে সেই প্রয়োজনের চাহিদা মিটান সম্ভব সেই উপায় গ্রহণে আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। অর্থাৎ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সার্থক রূপায়ণের জন্য গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। গ্রন্থাগার আইনের সাহায্যে সর্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব কেন এবার সংক্ষেপে সে প্রশ্নের আলোচনা করা যাক।

পশ্চিমবংগের সকল অধিবাসীর ব্যবহারের জন্য সর্বজনীন গ্রন্থাগারের কোন সুষ্ঠু ও ব্যাপক আয়োজন ক'রতে হ'লে এক পরিকল্পনার মূল সূত্রে গাঁথা গ্রন্থাগার সমূহের মাধ্যমেই সে আয়োজন করা সম্ভব। যে হেতু এক মূল সূত্রের সহায়তায় গাঁথা গ্রন্থাগার সমূহের আর বিচ্ছিন্ন ও অন্য নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকবে না সে কারণে ইহারা ক্ষীণ ও দুর্বল

প্রতিষ্ঠান না হ'য়ে পরস্পরের সমন্বয়ে এক বিরাট শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ বিশেষ হবে এবং অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা থেকে মুক্ত হ'য়ে এবং অযথা শক্তি ও সামর্থের অপচয় নিবারণ ক'রে সেই শক্তি ও সামর্থকে অধিকতর কল্যাণমূলক কাজে নিয়োগ ক'রতে সহায়তা ক'রবে। যে মূল সূত্রকে অবলম্বন ক'রে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠা সম্ভব তা' হচ্ছে এক সুচিন্তিত গ্রন্থাগার আইন। রাষ্ট্রীয় শক্তির ভিত্তিতে আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে এবং সেই আইনকে অবলম্বন ক'রে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠার ফলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা শক্তিশালী ও দৃঢ়ভিত্তিক হবে এবং তার স্থায়ীত্বের ধারাবাহিকতা বজায় থাকার সম্বন্ধে নিশ্চয়তা আসবে। গ্রন্থাগারের প্রয়োজন স্বীকৃত হ'লে গ্রন্থাগার স্থাপন ও পরিচালনের জন্য অর্থের প্রয়োজনকে স্বীকার ক'রতে হয়। সেই অর্থের যোগান সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ব্যবস্থা না থাকলে গ্রন্থাগারের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া সম্ভব নয়। স্বেচ্ছামূলক চাঁদা বা দান সংগ্রহের ভিত্তির উপর এই স্থায়িত্ব নিঃসন্দেহে নির্ভরশীল হ'তে পা'রে না। আইনের সাহায্যে এই অর্থের যোগান সম্বন্ধে নিশ্চিত ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব। কাজেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্থায়ীত্বের জন্য এবং সুষ্ঠু ও ধারাবাহিকভাবে তার কাজকর্ম নির্বাহের জন্য অর্থ সরবরাহের যে নিশ্চয়তা আবশ্যক সে নিশ্চয়তা আসবে যদি গ্রন্থাগার আইনে এই অর্থাগমের উপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রে আইন বিধিবদ্ধ করা হয়।

দুষ্ট স্বার্থের প্ররোচনা না থাকলে নীতিগতভাবে গ্রন্থাগার আইন গ্রহণ সম্বন্ধে সম্ভবতঃ বিশেষ কারও আপত্তি থাকবে না। কিন্তু গ্রন্থাগারের অর্থ যোগানের জন্য গ্রন্থাগার—আইনে নূতন কর ধার্যের প্রস্তাবে কেহ কেহ আতঙ্কিত হ'তে পারেন। স্থির বুদ্ধিতে বিচার ক'রে দেখলে এই আতঙ্কের সমর্থনে কোন যুক্তি নেই। যদি জনসাধারণের জন্য গ্রন্থাগারের প্রয়োজন থাকে তা' হ'লে সেই প্রয়োজন মিটাবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সে প্রয়োজনকে স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। জনসাধারণের গ্রন্থাগারের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সে অর্থের সরবরাহ জনসাধারণ ব্যতীত আর কে ক'রবে? তবে জনসাধারণের অর্থ কি উপায়ে সংগৃহীত হবে সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কর ধার্য ক'রে এই অর্থের যোগান হ'তে পারে অথবা সরকারী তহবিলে জনসাধারণের যে অর্থ নানাভাবে সংগৃহীত হয় সেই তহবিল হ'তে এই অর্থ সরবরাহ করা যেতে পারে। সরকারী তহবিল থেকে এই অর্থ সরবরাহ ক'রতে হ'লে কোন মানের ভিত্তিতে তা'

করা হবে? বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অভিমত এই যে কোন অঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন দেশের বর্তমান অবস্থায় তা প্রধানত: সরকারী তহবিল থেকেই সরবরাহ করা হবে। তবে সেই সরবরাহের পরিমাণ স্থির করার জন্য স্থানীয় অঞ্চল থেকে গ্রন্থাগার কর সংগ্রহ করা হবে। এবং সংগৃহীত করের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ সরকারী তহবিল হ'তে সরবরাহ হবে। কাজেই গ্রন্থাগার আইনে গ্রন্থাগার কর সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন—যদিও এই প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ যতটা সম্ভব অল্প হওয়া বাঞ্ছনীয়। রাষ্ট্রের গতিপথ এখন সমাজতান্ত্রিক। সমাজতান্ত্রিক নীতি প্রভাবান্বিত কর কাঠামোতে সমর্থ বিত্তশালী ব্যক্তিদের উপরই কর ধার্য করা হয় বিত্তবান ব্যক্তিদের স্ব স্ব বিত্তের মাত্র অনুযায়ী। সেক্ষেত্রে বিত্তহীন ব্যক্তিদের কর দিবার প্রশ্ন ওঠে না এবং স্বল্পবিত্ত লোকের কর দিতে হলে সে করের পরিমাণও সামান্যই হয়। কাজেই করের বিরুদ্ধে সত্যই যদি কারও আপত্তি থাকে তো হলে বিত্তবানদেরই আপত্তি থাকবে। কিন্তু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সুপারিশ মত কর ধার্য ক'রলে সে করের পরিমাণ বিত্তশীল ব্যক্তিদের কাছে অতি সামান্যই হবে। এ বিষয়ে অন্য কারণেও আপত্তি উত্থাপিত হওয়া বিচিত্র নয়। একশ' বছর আগে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বিলাতের পার্লামেন্টে যখন ওদেশের জন্য গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয় তখন ওদেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরাও পার্লামেন্টে ঐ আইনের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও পার্লামেন্টে গ্রন্থাগার আইন গৃহীত হয়েছিল এবং এই কাজ নীতিগতভাবে যে অন্যায় হয়েছিল একথা আজ আর কেহ বলেন না। সেদিন ওদেশেও বিরুদ্ধাচরণের মূলে ছিল স্বার্থ বুদ্ধির বোধ ও সংকীর্ণ মনোভাব—অর্থাৎ জ্ঞান মন্দিরের দ্বার সর্বজনের জন্যে অবাধে উন্মুক্ত করে দিলে সমাজে যাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তাঁরা আশংকা করছিলেন তাঁদের সে প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস পাবে। আমাদের দেশ থেকে সকল সংকীর্ণ মনোভাব বিদায় নিয়েছে একথা মনে করার কারণ নেই। কাজেই এদেশেও গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ হলে তা অপ্রত্যাশিত ঘটনা হবে না। তবে একথাও নিশ্চিত যে দেশে দৃঢ়ভিত্তিক স্থায়ী সন্তাকারের সর্বজনীন গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হলে সুসমঞ্জস ও সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগার আইনের সাহায্য অবশ্য প্রয়োজন।

প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভেচ্ছা

সুশীলকুমার ঘোষ

বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের আজ শুভ জন্মদিন—বিশে ডিসেম্বর—১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষৎ-এর (তৎকালের অল বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের) পবিত্র প্রতিষ্ঠা দিবস। আজ সানন্দে, সাগ্রহে, পবিত্র মনে স্মরণ করি সেই পুণ্যময় সক্রিয় দিনগুলি, উৎসাহ-চঞ্চল প্রগতি-মুখর বৎসরগুলি। ঈশ্বর প্রসাদে অগ্রসর হউক সে প্রগতি প্রবাহ, চির-চঞ্চল কার্যবহুল বহুমুখী প্রসারতা সফল হউক, সার্থক হউক। শিক্ষা প্রচার, জ্ঞানোন্মেষ, গ্রন্থাধ্যক্ষের দক্ষতা বিস্তারমুখী হউক, পাঠস্পৃহা প্রসারতা লাভ করুক।

যাঁহারা প্রাচীন কথা শুনিতে ভালোবাসেন, উৎস-মূলে ও ক্রমিক প্রগতির মানের যথোচিত মূল্যদান করিতে উৎসাহী তাঁহাদের জন্য কয়েকটি শুভ কল্পারম্ভের কাহিনী প্রকাশ করিব। আশাকরি ইহার ঐতিহাসিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কলিকাতা মহানগরীর আলবার্ট হলে (১৫ কলেজ স্কোয়ারে) প্রথম সাধারণ সম্মিলনে তদানীন্তন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক জে, এ, চ্যাপম্যান সাহেবের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষৎ নিখিল বঙ্গ গ্রন্থালয় পরিষৎ নামে প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রথম বৎসর একটি অস্থায়ী কার্যনির্বাহক সমিতি ও সম্পাদক ও যুগ্ম অবর-সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। রবীন্দ্রনাথ সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হন। এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক ক্রিয়ায় বেদমন্ত্র উচ্চারণ ও আবৃত্তি করিয়াছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অশোক নাথ শাস্ত্রী মহাশয়। পর বৎসর প্রচারকার্যে এবং তৎপর বৎসর সংগঠন কার্যে ব্যয়িত হইল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, ৮৬ কলেজ ষ্ট্রীট ওয়াইট্‌ন হলে (ওয়াই, এম, সি, এ) নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষৎ-এর বাৎসরিক সাধারণ সভা (annual general meeting) আহূত হয়। কার্যসূচী ছিল (১) নিয়মাবলী ও বাৎসরিক বিবরণী গ্রহণ (২) কর্মসচিবগণ ও কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচন (৩) বিবিধ। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের বক্তৃতা—লাইব্রেরীর ব্যবহার (How to use a Library.)। স্বদেশ-প্রাণ বাগ্মী-প্রবর বিপিনচন্দ্র একদা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এবং ২৯শে জানুয়ারী নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার

সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতার অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত হয়। সে বৎসর সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও জনপ্রিয় সাংবাদিক সবুজ-পত্র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী মহাশয় মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তখনকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্মেলনে আসিয়া নিজ নিজ অভিজ্ঞতা প্রকাশ ও পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পাঠগৃহাধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ কুমার, চন্দননগরের সুবিজ্ঞ চারুচন্দ্র রায় (মেয়র) সাহিত্যিক ডক্টর গুরুদাস রায়, কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক ডাঃ ভাণ্ডারকর, ও বৈজ্ঞানিক ডঃ আঘারকার, অভয়-আশ্রমের ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, এসিয়াটিক সোসাইটির জন ভ্যান ম্যানেন, চৈতন্য লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক গোকুলচন্দ্র ধর, ফরোয়ার্ডের সাংবাদিক সরোজ মোহন সেন বৈদ্যশাস্ত্রী ও অন্যান্য বক্তাগণ। ডঃ কালিদাস নাগ, ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, ডঃ প্রবোধ বাগচী, পণ্ডিত অমূল্য বিদ্যাভূষণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিনয় সরকার, পি, সি, গুহ, জন ভ্যান ম্যানেন প্রভৃতির সক্রিয় সহযোগিতা অবিস্মরণীয়। অভিজ্ঞজন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমান সুবিধা ও সমকালের সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে, বক্তৃতার সময় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষ অর্থাৎ ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কর্মসচিবগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সভাপতি; চারিজন উপ-সভাপতির মধ্যে ছিলেন—

(১) ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (সভাপতি, নিখিল ভারত গ্রন্থাগার পরিষৎ) (২) অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়); (৩) শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী, (ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল); (৪) কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় (সভাপতি হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ)।

সম্পাদক গোষ্ঠীতে ছিলেন: শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ, শ্রীতিনকড়ি দত্ত (হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সমিতির যুগ্ম সম্পাদক); শ্রীজগন্নাথ দেবরায় (সম্পাদক, চব্বিশ পরগণা গ্রন্থাগার সমিতি) শেষোক্ত দুইজন ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক।

বর্তমানে বহু শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হইয়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ জন কল্যাণে ও শিক্ষা বিস্তারে প্রসারিত ও আগ্রহশীল হইয়াছে। কর্মীবৃন্দের প্রেরণায় ও জন-সমাজের উৎসাহে ইহার প্রগতি-প্রসার জয়যুক্ত হউক। প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক হিসাবে আজিকার দিনে, প্রতিষ্ঠা দিবস স্মরণ করিয়া, এই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ঈশ্বরের নিকট একান্ত প্রার্থনা।

চিঠিপত্র

কর্মিদের কথা ও ব্যথা

সবিনয় নিবেদন,

আমি একজন ক্ষুদ্র পল্লী গ্রন্থাগারের কর্মী। আজ প্রায় দু'বছর এই গ্রন্থাগারের সঙ্গে জড়িত রয়েছি। এই দু'বছরে পল্লী গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সঞ্চিত কিছু অভিজ্ঞতা ও কিছু সুখদুঃখের কথা বলতে চাই।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পরিচালনায় জেলা গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ও পল্লী গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে পশ্চিম বঙ্গের সর্বত্র। কিন্তু আজও প্রতিষ্ঠানগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার ভার সরকার সম্পূর্ণ স্বহস্তে গ্রহণ করেন নি। আমি উত্তর বঙ্গের কোন এক "জেলা গ্রন্থাগারে" লাইব্রেরী অ্যাসিস্টান্টের পদে কিছুকাল কাজ করেছি। তৎকালীন জেলা গ্রন্থাগারের অবস্থা দেখে মনে জেগেছিল, সত্যিই কি এই গ্রন্থাগার সর্বস্তরের মানুষের গ্রন্থাগার? কেননা সেখানে যাঁরা প্রত্যহ পুস্তক গ্রহণ করতেন ও ফেরৎ দিতেন তাঁরা একটি বিশেষ স্তরের মানুষ—যাদের টাকা পয়সা বা কোন কিছুরই অভাব নেই। আর এক দলকে দেখেছি যাঁদের টাকা পয়সার অভাব থাকা সত্ত্বেও জানার স্পৃহা কোন অংশেই কম ছিল না, তাঁরা ছিলেন শুধু রীডাররূপে, বই বাড়ীতে নেবার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। আর যাঁদের দেখেছি তাঁরা বাইরে থেকে বিরাট ইট-পাথরে তৈরী বাড়ী দেখে তাকিয়েই চলে যেত অর্থাৎ এতে তারাও যে প্রবেশ করতে পারে, সে ধারনা তাদের নেই, তারা জানে এসব অর্থশালীদের জন্য। তা ছাড়া গ্রন্থাগারের যথেষ্ট সংখ্যক কর্মীও ছিল না। সর্বোপরি জেলা গ্রন্থাগারিক তখনও পাওয়া যায় নি। তাই আমাদের দিয়েই সব কিছু করিয়ে নেওয়া হতো, কিন্তু মাইনে ঠিক ৭৫৲ টাকাই পেতাম। অথচ জেলা গ্রন্থাগারিকের বেতন ২৫০৲ টাকা (নির্দিষ্ট) ছিল। তবে কয়েকমাস হলো একজন গ্রন্থাগারিক নাকি এসেছেন।

স্বল্পবেতনে আর পোষাতে পারছিলাম না বলে আমাদের কর্তৃপক্ষ দয়াপরবশ হয়ে আমাকে আমার বাড়ীর নিকটবর্তী এক পল্লীগ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের পদে বদলী করলেন। এখানে এসে যা কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তাও বৈচিত্র্যপূর্ণ। শৈশবকাল থেকেই গ্রন্থাগারের প্রতি অনুরক্ত তাই পড়াশুনা শেষ করে এই পেশাই বেছে নিয়েছিলাম। কিন্তু যখন একে পেশা বলে মেনে নিলাম, সেদিন থেকে সত্যিই সব যেন কেমন হয়ে গেল। বিশেষ করে নিজের

মত করে এবং মনের মতো ক'রে গড়ে তুলব ভেবেছিলাম কিন্তু সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তার প্রবল অন্তরায় হলেন। যাক্, এ সম্বন্ধে বিস্তৃত লিখতে চাই না। কেননা এখন আমি একজন পেশাদার কর্ম্মী মাত্র।

এরপর পল্লীগ্রন্থাগারের পাঠকপাঠিকা সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই, কি দেখেছি এবং কি পেয়েছি ? এসে দেখলাম আলমারীতে বইয়ের সংখ্যা খুবই কম আর যাও বা আছে তাও ইঁদুরে কেটেছে। পূর্বে এই আলমারীতে যথেষ্ট সংখ্যক বই ছিল ; কিন্তু ঠিকমত দেখাশোনার অভাবে অনেক বই সরে গেছে। সে যাক্। দু'একখানা করে বেশ কিছু বই অনেকেরই বাড়ী থেকে বেরুল। এরপর বই entry ও numbering সুরু করে দিলাম এবং যথাসময়ে ইস্যু করতে আরম্ভ করলাম। পাঠক ও গ্রাহক সংখ্যাও হুস্ হুস্ করে বেড়ে চললো। কিন্তু এই গ্রাহকদের মধ্যে কাদের সংখ্যা অধিক ? সেটাই বিবেচ্য বিষয়। গ্রাহকদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছেন অফিসের কর্মচারীবৃন্দ, কিছু অংশ ধনী ব্যবসায়ী আর ফ্রি রিডিং রুমের পাঠকবৃন্দ। অবশ্য এর মধ্যে দু'একজন চাষী মজুরও ছিল। কিন্তু তাঁরা এসেছিলেন যথেষ্ঠ আগ্রহ নিয়ে। অর্থাৎ দু'এক লাইন পড়তে জানতেন বলে। মাসিক চাঁদা, ভর্ত্তি ফি ও জমার পরিমাণ দেখে মধ্যবিত্ত ঘরের অনেকেরই বই পড়া সম্ভব হয় না। চাষীরা তো দূরেই রইলো। আজ অধিকাংশ পল্লীতে গড়ে উঠেছে "বয়স্ক সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র", কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা কেউ সেখানে শিখতে আসতে চান না। কেন এই অরুচি ? এরজন্য পল্লীজীবনের প্রয়োজন ও সমস্যা সম্পর্কে অবহিত ও উপযুক্ত দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদেরই কেবল সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠানো উচিত। তা'হলে সর্বস্তরে শিক্ষা বিস্তার সহজ হবে।

গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্বন্ধে একটা ঔদাসীন্য ও তাচ্ছিল্যের মনোভাব আমার মত অনেক কর্মীই নিত্য প্রত্যক্ষ করে থাকেন। পাঠকদের মধ্যে কেউ কেউ গ্রন্থাগার কর্মীদের কি চোখে দেখেন ও কি আচরণ করে থাকেন সে সম্বন্ধে সম্প্রতি আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। অফিসে বসে কাজ করছি। হঠাৎ একজন ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে অফিসে ঢুকলেন। ঢুকেই প্রথম সম্ভাষণ "ও মশাই, আমার মেম্বারসিপের কি হলো ?" অর্থাৎ মেম্বারসিপের জন্য তিনি দরখাস্ত করেছিলেন সেটা মঞ্জুর হয়েছে কিনা সেটাই আসল কথা। আমি বললাম "ও সম্বন্ধে আমি তো কিছু বলতে পারবো না।" (কেননা গ্রন্থাগারিক তখনও নিযুক্ত হয়নি এবং সেক্রেটারীরও অফিসে আমার সময়

হয় নি) ভদ্রলোক বললেন এ কেমন কথা, আপনি এই অফিসে চাকরী করেন আর আপনি কিছু জানেন না, অথচ মেম্বারসিপের টাকাটা ও আবেদনপত্র আপনিইতো হাত পেতে নিয়েছিলেন। চাই না মেম্বারসিপ। দিন দিন টাকাটা ফেরৎ দিন। ভারীতো এক লাইব্রেরী। কত দেখলাম। বললাম, দেখুন টাকা ও আবেদন পত্র আমাদের কাছেই আসে। তারপর তা চলে যায় সেক্রেটারীর কাছে, এবং সে আবেদনপত্র মঞ্জুর করার কর্তা গ্রন্থাগারের গভর্নিং বডির সদস্যদের ও সেক্রেটারীর। আপনি দয়া করে বিকেলবেলা সেক্রেটারীর সঙ্গে একবার কথা বলে দেখবেন। তাতে, ভদ্রলোক চটে গিয়ে বললেন, "সেক্রেটারীকে আর চেনাতে হবে না। তাঁকে আমি ভালই চিনি।" আপনি লম্বা লম্বা কথা বলতেই জানেন। লাইব্রেরী সম্বন্ধে আপনার কোন অভিজ্ঞতাই নেই। তাতে আমি বললাম, তা অবশ্যই ঠিক, কেননা আমি চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রকাল থেকে লাইব্রেরীর সঙ্গে জড়িত আছি, তাইতো আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। ভদ্রলোক এবার একেবারে আগুন হ'য়ে উঠলেন এবং বললেন, "আপনার againstএ আমি complain করবো সেক্রেটারীর কাছে, আর বাইরেও একহাত দেখে নেব।" এরপর নতুন চাকরী বলে আমার খুব ভয় হ'লো। বিকেলবেলা সেক্রেটারী মশাই এলেন এবং উক্ত ভদ্রলোকের সাথে কি হয়েছে জানতে চাইলেন। আমিও বিস্তৃতভাবে সব বললাম। তিনি একটু হাসলেন। এবং আমাকে অভয় দিয়ে বললেন যে দু'একজনের কথা এক-আধটু শুনতে হবে, সেজন্যে মুষড়ে পড়লে চলবে না। ওজন্য যেন আর মন খারাপ না করি।

এরপর আমার পল্লীগ্রন্থাগারের বিশেষ এক ধরণের পাঠক সম্বন্ধে কিছু বলে শেষ করতে চাই। এখানেও ঐ একই চিত্র। কথায় কথায় মেম্বারশিপ কেটে দিন। আপনাদের মনগড়া সব আইন। ও আইন আমরা মানতে চাইনা। ভারী তো লাইব্রেরী, তা'র আবার আইনকানুন। আমাদের গ্রন্থাগারের নিয়মানুযায়ী ৭ দিন পর্যন্ত একখানা বই রাখা চলে, এর বেশীদিন হলে প্রত্যহ ৬ নঃ পঃ হিসাবে জরিমানা দিতে হয়। লাইব্রেরীতে যথেষ্ট সংখ্যক বই নেই বলেই এনিয়ম করতে হয়েছে। যদিও জরিমানা আমরা কারো কাছ থেকেই নেইনা। একেতো মেম্বারশিপ রাখতে চান না। তাতে জরিমানা নিলে সব গুটি গুটি পালাবে। নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হলে পিয়ন গিয়ে প্রত্যেক বাড়ী থেকে বই নিয়ে আসে। তাতেও তাকে নানাপ্রকার কথা শুনতে

হয়। এই তো দেখছেন, আমরা জনসাধারণের কাছ থেকে কতখানি সহানুভূতি পাই।

আর একটি কথা বলতে গেলে আমাদের কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হতে হয়। তা হচ্ছে আমাদের মাসিক বেতন সম্বন্ধে। পল্লীগ্রন্থাগারের কর্মীদের বেতন : গ্রন্থাগারিক—৭৫'০০ টাকা মাসিক (নির্দিষ্ট), সাইকেল পিয়ন ৪০'০০ টাকা। এই দুর্মূল্যের দিনে এই স্বল্পবেতনে একটি পরিবার নিয়ে বেঁচে থাকা কতদূর কষ্টকর তা ভুক্তভোগী মাত্রেই অনুভব করতে পারেন। তাও আবার প্রতিমাসে পাইনা। ৫ মাস ৬ মাস পর বেতন পাই। আপাদমস্তক ঋণে আবদ্ধ। পাওনাদারদের কাছে মুখ দেখানো ভার হয়ে ওঠে, নানা রকম আজে বাজে কথা অহরহ শুনতে হয়। আর দুবছরের অধিক চাকরী করছি এসব যেন গা সওয়া হয়ে গেছে। এনিয়ে উপরওয়ালাদের লিখলে তাঁরা অসন্তুষ্ট হন। জনসাধারণও বিশ্বাস করতে চায় না! তারা বলবে, মাইনে না পেলে কি চুরি করেন? এর চেয়ে বেশী বা কি তাঁরা বলবেন? তাঁরা কি বুঝবেন আমাদের ব্যথা? কেননা যিনি আমাদের নিয়োগপত্র দিয়েছেন তিনিই যদি আমাদের ব্যথা না বোঝেন জনসাধারণ তো দূরের কথা?

উপসংহারে বলতে চাই যে এ অবস্থায় গ্রন্থাগার আইন প্রবর্ত্তন হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং গ্রন্থাগার যাতে সর্বস্তরের মানুষের ব্যবহারের উপযোগী হয়, সেই ভাবে গড়ে তুলতে হলে মাসিক চাঁদা, ভর্ত্তি ফি, টাকা জমা এসমস্ত আর্থিক অসুবিধাগুলি দূর করতে হবে। এবং গ্রন্থাগার কর্মীগণেরও সমস্ত বাধা নিষেধ তুলে দিতে হবে। তাঁদের দিতে হবে যথাযোগ্য বৃত্তি শিক্ষা ও মর্যাদা। তাহ'লে হয়তো একদিন ভারতের প্রতিস্তরের মানুষের শিক্ষার দ্বার গ্রন্থাগারের মাধ্যমে উন্মুক্ত হবে এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মহান প্রয়াস সার্থকরূপ লাভ করবে।

ভবদীয়

অনিল কুমার পাল

চাংড়াবান্ধা, কুচবিহার

গ্রন্থাগার দিবস সংবাদ

ডিসেম্বরের ২০শে তারিখে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যথারীতি গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয় এবং পরবর্তী সপ্তাহটি গ্রন্থাগার দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়। কলিকাতায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে চারিদিনব্যাপী এক কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও বহু প্রতিষ্ঠান এই উপলক্ষে জনসভা, প্রদর্শনী ও বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। পুস্তক ও অর্থ সংগ্রহ এবং প্রভাতফেরী অনুষ্ঠানের সংবাদও অনেক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পাওয়া গেছে।

সর্বজনের ব্যবহারের জন্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের দাবী প্রস্তাবাকারে বিভিন্ন জনসভায় গৃহীত হয়। এই বৎসর উত্তর কলিকাতার রাজপথে ভাবগম্ভীর ও মনোরম একটি শোভাযাত্রা পরিলক্ষিত হয়। শোভাযাত্রীদের ধ্বনি ছিল—নিরক্ষরতার অবসান হোক, আরও বই পড়ুন, গ্রন্থাগার গড়ুন, গ্রন্থাগার আইন দাবী করুন ইত্যাদি। শোভাযাত্রাটি পশ্চিম বঙ্গ সমাজ সেবা সমিতি পাঠভবনের পাঠক ও কর্মিগণের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

কলিকাতায় কেন্দ্রীয় জনসভা

২০শে ডিসেম্বর সায়াহ্নে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে কলেজ স্কোয়ারের স্টুডেণ্টস্ হলে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

পরিষদ সভাপতি শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় প্রথমে সকলকে স্বাগত জানান। পরিষদ সম্পাদক শ্রীফণিভূষণ রায় তাঁর নাতিদীর্ঘ ভাষণের পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সভায় উপস্থাপিত করেন ঃ

"স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী কাল হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জেলা গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া দেশের সকলকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং গ্রন্থাগার সংগঠনের যে চেষ্টা করিতেছেন এই সভা তাহার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু এই সভা মনে করে যে আপামর সাধারণের জন্য নিঃশুল্ক, সুপরিকল্পিত ও যথোপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে একটি গ্রন্থাগার আইন

অবিলম্বে বিধিবদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক। অতএব এই সভা সরকারকে তাঁহাদের আরব্ধ কর্ম সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য একটি উপযুক্ত গ্রন্থাগার আইন বর্তমান আইনসভার জীবনকালের মধ্যে গ্রহণ করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে। এই সভা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে গ্রন্থাগার বিলটি জনমত গঠনের জন্য প্রচার করিতে অনুরোধ করিতেছে।"

প্রস্তাব সমর্থন করে ভাষণ দেন শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু। নাট্যকার শ্রীশচীন সেনগুপ্ত, শ্রীমতী রুথ ক্রুগার ও শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়ও সভায় বক্তৃতা করেন। প্রধান অতিথি ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে গ্রন্থাগার আইনের গুরুত্বের উল্লেখ করেন।

রায় শ্রীহরেন্দ্র নাথ চৌধুরীর ভাষণ

সভাপতির ভাষণে রায় শ্রীহরেন্দ্র নাথ চৌধুরী বলেন যে আজকে আমি এখানে যে এসেছি সে শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে নয়। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার পূর্ব সংযোগ থাকায় আমার এর প্রতি একটা মমত্ব বোধও আছে। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আমার এবং আমার পরিবারের চিরকাল বিশেষ আগ্রহ আছে। আজ আমাদের এখানে গ্রন্থাগার আইন নিয়ে যে-সব কথা উঠেছে তার প্রতি আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতি আছে, কিন্তু একে সম্পূর্ণ রূপায়িত করা কতটা সম্ভব বলা কঠিন। বিলাত বা আমেরিকার সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা হয় না। আমাদের দেশের, শতকরা ৭০ জন এখনও নিরক্ষর। তাঁদের বইয়ের কোন প্রয়োজন নেই। আমরা প্রায় ৩০০টি গ্রন্থাগারে Battery set radio পাঠিয়ে নিরক্ষর লোকদের জ্ঞান বিতরণের চেষ্টা ক'রেছি। First five year plan-এ সামাজিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমরা গ্রন্থাগার উন্নয়নের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করি। পরে অবশ্য District ও Area library পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সরকার ৭০০ গ্রন্থাগারকে আর কর্পোরেশন ২০০ গ্রন্থাগারকে সাহায্য ক'রে থাকেন। আপনারা নিঃশুল্ক গ্রন্থাগারের কথা ব'লেছেন। গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ ক'রে কর দ্বারা অর্থ সংগ্রহ ক'রলেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যে নিঃশুল্ক হবে তার মানে কি? তখনও যদি চাঁদা আদায় হয় তা' হ'লে বাধা কি? আইন বিধিবদ্ধ হ'লেই কোন জিনিসের প্রসার নিশ্চিত হয় না। প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষা আজও নিঃশুল্ক ও বাধ্যতামূলক হয় নি। আজ Travancore Cochin বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষায় ভারতবর্ষে

সবচেয়ে অগ্রগণ্য। Rural education act এবং ১৯১৯ এর education act শিক্ষা বিষয়ে এই দুটো আইন আছে। গ্রাম্য অঞ্চলে শিক্ষাখাতে এক কোটিরও টাকা সংগৃহীত হয় কিন্তু সরকার এই অঞ্চলে ঐ বাবদ ৬৷৷০ কোটি টাকা ব্যয় করেন। ১৯১৯ সালের আইন অনুসারে কোন কোন অঞ্চলকে অধিকার দেওয়া হ'য়েছে নিজেদের মধ্যে কর সংগ্রহ ক'রে শিক্ষা প্রচলন করার। সরকার অবশ্য সংগৃহীত ব্যয়ের বাকীটুকু সাহায্য ক'রবেন। আশ্চর্যের কথা একমাত্র বহরমপুর আর বোলপুর ছাড়া কোন municipalityই আজ পর্যন্ত কর ধার্য ক'রে ঐ আইনের সুযোগ নিতে চান নি'। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই এই অবস্থা যখন দেখা যায় তখন কি মনে হয় না যে গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও এই অবস্থাই দেখা যাবে। এই আইন যে হওয়া উচিত এ বিষয়ে আমার অবশ্য দ্বিমত নেই। ডাঃ রঙ্গনাথনের কাছেও আমি অকুণ্ঠচিত্তে এই মত প্রকাশ ক'রেছিলাম। কিন্তু যদি এই আইন সাধারণো প্রচারিত হয় তা' হ'লে ক'টি মিউনিসিপালিটী এটা গ্রহণ করবেন তা' খুবই সন্দেহজনক। বস্তুতঃ জনমত গঠন না ক'রে এই আইন বিধিবদ্ধ ক'রলেও খুব সুফল পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

এযাবৎ তিনটি আইনের খসড়া রচিত হয়েছে ঃ একটি অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্যের রচিত, একটি ডাঃ রঙ্গনাথনের রচিত এবং আর একটি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পিত। সরকার এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট নন। আইন একটি গৃহীত হবেই আজই হোক কালই হোক। যখন অন্যান্য রাজ্যে আইন গৃহীত হয়েছে, জনমত গঠিত হচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে সচেষ্ট তখন আইন হওয়া একরূপ অবধারিত। কিন্তু আইনটি বিধিবদ্ধ হলেই কার্যকরী হয় না। একে কার্যকরী করতে হলে জনমত গঠিত হওয়া প্রয়োজন। আপনারা যাঁরা উৎসাহী তাঁরা সে বিষয়ে সচেষ্ট হোন। কোন জিনিস কাম্য, বাঞ্ছিত প্রভৃতি বলা এক কথা আর তার জন্য প্রস্তুতি সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।

কলিকাতার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা সভা

২১শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে কলিকাতাস্থ স্টুডেন্টস হলে কলিকাতার গ্রন্থাগার সমস্যা সম্পর্কে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি মেয়র শ্রীকে এল চনচনিয়া। সভায় বক্তৃতা করেন কাউন্সিলর শ্রীমুকুল সর্বাধিকারী, শ্রীঅনিল মৈত্র এবং শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মিগণও বক্তৃতা করেন। সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

"এই সভা মনে করে যে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী কলিকাতার জনগণের সর্বাত্মক উন্নতির জন্য এই শহরে সর্বজনের অধিগম্য নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কলিকাতার মত বিশাল শহরে ইহার সুষ্ঠু আয়োজন করিতে হইলে একটি সুপরিকল্পিত ও সুসংবদ্ধ (Integrated) গ্রন্থাগার-মালার প্রয়োজন। আপাততঃ একটি কেন্দ্রীয় নগর গ্রন্থাগার ও প্রতি ওয়ার্ডে বিভিন্ন আঞ্চলিক শাখা গ্রন্থাগার লইয়া ইহা গঠন করিতে হইবে। এই সভা মনে করে যে প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের জন্য কর্পোরেশনের গ্রন্থাগার খাতে অর্থসংগ্রহের যাহাতে অধিকার জন্মে তজ্জন্য সরকারের উপযুক্ত গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

এই সভা পৌরশাসকগণকে এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে অনুরোধ করিতেছে।"

গ্রন্থাগার আইন বিষয়ে জনসভা

২২শে ডিসেম্বর ১৯৫৯ তারিখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে কলিকাতাস্থ স্টুডেন্টস হলে "গ্রন্থাগার আইন" সম্পর্কে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ, শ্রীমতী রুথ সি ক্রুয়েগার এবং পরিষদের কর্মিবৃন্দ। ডাঃ রঙ্গনাথন প্রণীত পশ্চিমবঙ্গের জন্য খসড়া গ্রন্থাগার আইন সভায় মূল আলোচ্য বিষয় ছিল। এই খসড়া আইনটি দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে ১৯৫৮ সালে গৃহীত হইয়াছিল।

অন্যান্য অনুষ্ঠানের সংবাদ

গ্রন্থাগার দিবস ও সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যেসব অনুষ্ঠান হয় তার সংক্ষিপ্ত সংবাদ নিম্নে পরিবেশিত হল। বহু প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অনুষ্ঠান সংবাদ পাওয়া যায় নি।

কলিকাতা ঃ

ইসলামিয়া লাইব্রেরী ॥ খিদিরপুর

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসূচী অনুযায়ী ২৬শে ডিসেম্বর পৌর প্রতিনিধি জনাব গওহর আলম শামীর সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনজীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি আলোচনা করেন।

উদ্দু কবি জনাব ইসরাৎ সাহেবের গ্রন্থাগারের উপর রচিত একটি 'খাখা' সভায় গীত হইলে সকলের উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। পরিষদ প্রেরিত খসড়া প্রস্তাব সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। লাইব্রেরীর সাহিত্য বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত পরিচালিত দ্বিতীয় বার্ষিক রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পুরস্কার সফল প্রতিযোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

ইন্ডালী ইনষ্টিটিউট

২০শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ইনষ্টিটিউট প্রাঙ্গণে একটি সভা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন বক্তা ভাষণ দান করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সরকার দেশের গ্রন্থাগারগুলির অধিকতর জনসংযোগের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় প্রস্তাবিত 'গ্রন্থাগার আইন'কে যত শীঘ্র সম্ভব বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কিশোর মহল ঃ কমকম

কুমার শ্রীবিশ্বনাথ রায়ের সভাপতিত্বে ২০শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে স্থানীয় ছোটরাজবাড়ী প্রাঙ্গণে একটি সভা ও বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীজি বাসু। আবৃত্তি ও গল্প প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণের পর মহলের কর্মীরা একটি অভিনয় মঞ্চস্থ করেন।

তপেন্দ্র স্মৃতি আসর ঃ শিয়ালদহ

২০শে ডিসেম্বর আসর কার্যালয়ে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধন করেন সুসাহিত্যিক শ্রীপ্রকাশ রঞ্জন দে। সভাপতিত্ব করেন শ্রীউৎপল বসু। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শ্রীমতী বাণী মুখোপাধ্যায়, শ্রীসোমেন পাল, শ্রীকল্যাণ গুহ, শ্রীমিহির ভট্টাচার্য এবং শ্রী পি, কে, চৌধুরী। সভায় পাঠাগারের উন্নতি সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পাঠচক্র ঃ নেতাজীনগর

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে নেতাজীনগর ক্লাব পাঠচক্রে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন পৌর প্রতিনিধি শ্রীপ্রশান্ত সুর। গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করেন শ্রীঅরুণ দাশগুপ্ত। আলোচনায় উপস্থিত অনেকে অংশ গ্রহণ করেন।

গোপীনাথ লাইব্রেরী ॥ উল্টাডাঙা

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ২৬শে ডিসেম্বর গোপীনাথ লাইব্রেরীতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী গ্রন্থাগার আইনের আলোচনা করেন।

ভবানীপুর ব্যায়াম সঙ্ঘ ও পাঠাগার

২৬শে ডিসেম্বর ভবানীপুর ব্যায়াম সঙ্ঘ পাঠাগারের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। আলোচনা, সঙ্গীত, আবৃত্তি ও গল্প পাঠের মধ্য দিয়ে সভার কাজ সুষ্ঠু ভাবে সুসম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষ্যে পাঠাগার কর্তৃক পরিচালিত ত্রৈমাসিক হস্তলিখিত পত্রিকা "সপ্তধারা"কে নবপর্যায়ে প্রথম প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থাগার দিবস, গ্রন্থাগার আইন ও গ্রন্থাগার কর সম্পর্কে আলোচনা করেন শ্রীচঞ্চল কুমার সেন। শিশুদের গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও "সপ্তধারা" প্রকাশ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন শ্রীসুধীর রঞ্জন দে। স্বরচিত গল্প পাঠ ক'রে শোনান শ্রীঅরুণ কুমার ভট্টাচার্য। আবৃত্তি ও সঙ্গীতে যথাক্রমে অংশ গ্রহণ করেন সুজন সেন, প্রবীর মুখার্জী, তপন চ্যাটার্জী, দেবপ্রসন্ন সেন, পল্লব সেন, সুগত মৈত্র, সমীর মুখার্জী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, রতন চ্যাটার্জী, সমীর কুমার দে, স্বপন চ্যাটার্জী, নীলমণি দত্ত ও বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় গ্রন্থাগার করের আশু প্রবর্তনের বিষয় এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

শৈলেশ্বর লাইব্রেরী ॥ ট্যাংরা

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও পাঠাগারে যথারীতি গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। ২০শে ডিসেম্বর এক সভায় শিক্ষা সম্প্রসারণে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি বক্তৃতা করেন। গ্রন্থাগার আইনের আশু প্রবর্তনের দাবী ও আইনের প্রস্তাবটিকে কার্যকরী করার জন্যে যথোচিত প্রচেষ্টার জন্যে একটি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

চব্বিশ পরগণা

টাকী সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠাগার

২৬শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণে শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সরকারের সভাপতিত্বে এক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়ঃ

"শিক্ষা বিস্তার ও সমাজোন্নয়নে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে গত চৌত্রিশ বৎসর যাবৎ বাংলা দেশে সুসংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলন সৃষ্টি হইয়াছে এবং উত্তরোত্তর শ্রী ও শক্তি লাভ করিয়াছে।"

"এই আন্দোলনকে সুসংবদ্ধ ও অধিকতর শক্তিশালী করিবার জন্য গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের একান্ত প্রয়োজন। অতএব এই সভা জনকল্যাণ ব্রতী সজ্জন পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য এবং পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার পরবর্তী অধিবেশনে যাহাতে গ্রন্থাগার আইন পাশ করান যায় তাহার জন্য সময় থাকিতে অবহিত হইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে।"

বীনাপাণি পাঠাগার : তারাতলিয়া

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ২০শে ডিসেম্বর সকালে পাঠাগারের কর্মীরা শ্রীপ্রমথনাথ নাগ চৌধুরী ও শ্রীক্ষিতিনাথ সুরের নেতৃত্বে গ্রাম পর্যটন করেন। বাড়ী বাড়ী ঘুরে ঐদিন ৫০ খানি নূতন ও পুরাতন পুস্তক সংগৃহীত হয়। অপরাহ্ণে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীক্ষিতিনাথ সুর গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। গ্রন্থাগারিক শ্রীনারায়ণ প্রসাদ সুর গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করার প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন। সভার শেষে একটি বিচিত্রানুষ্ঠান বিশেষ উপভোগ্য হয়।

বরাহনগর পিপ্‌লস লাইব্রেরী

পৌর প্রতিষ্ঠানের কমিশনার শ্রীযতীন্দ্র কুমার সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। বরাহনগর পৌর প্রতিষ্ঠানের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীকুঞ্জ বিহারী দে, অধ্যাপক ফণিভূষণ ভট্টাচার্য ও শ্রীনলিন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করেন ও গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্র নাথ চৌধুরী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আয়োজিত কলিকাতায় স্টুডেন্ট হলে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য সভায় যোগদান করিতে অপারগ হওয়ায় একটি পত্রে লাইব্রেরীর ক্রমোন্নতি ও জনসেবার কার্যে অধিকতর বিস্তৃতি ও সার্থকতা লাভের প্রার্থনা জানান।

শশীপদ ইনষ্টিটিউট ॥ বরাহনগর

বুধবার ২৩শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বরাহনগরস্থ শশীপদ ইনষ্টিটিউট গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ শিক্ষা পরিষদের মুখ্য পরিদর্শক শ্রীনিখিল রায়। তিনি ঐ দিন উক্ত গ্রন্থাগারের শিশু শাখারও উদ্বোধন করেন। শ্রীনিখিল রায় মহাশয় বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের নিম্নমুখী মানের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, আজিকার দিনে একমাত্র গ্রন্থাগারগুলির ঐকান্তিক প্রচেষ্টার দ্বারা এই অধোগতির প্রতিকার করা সম্ভব। অনুষ্ঠানে বরাহনগরের বহু বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

ব্রতী সংঘ পাঠাগার ॥ বজবজ

গত ২৭শে ডিসেম্বর '৫৯ সন্ধ্যা ৬টায় বজবজ ব্রতী সংঘ পাঠাগারে গ্রন্থাগার-দিবস পালিত হয় সঙ্ঘ সভাপতি শ্রীযতীন্দ্র মোহন চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে। গ্রন্থাগারিক শ্রীমৃণাল সেন জনশিক্ষা-বিস্তারে গ্রন্থাগার ও শ্রীনিশানাথ সেন পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার বিল সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভাপতি পাশ্চাত্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংগে ভারতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করেন। (অগ্নিশিখা)

মুলাজোড় ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগার ॥ শ্যামনগর

মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকার স্মৃতি পূত মুলাজোড় ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগারের ৫৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ৩রা জানুয়ারী এক জনসভা ও বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। পক্ষকালব্যাপী গ্রন্থাগার দিবস ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শতাধিক পুস্তক ও অর্থ সংগ্রহ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদুপলক্ষে সংগৃহীত পুস্তক ও গ্রন্থাগারে যেসব পত্রিকা রাখা হয় সেগুলির একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীফণিভূষণ রায়। শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্তী গ্রন্থাগারের নূতন মূল্যায়ণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। গ্রন্থাগার আইন অবিলম্বে বিধিবদ্ধ করার জন্যে একটি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। গীতিকুঞ্জের শিল্পীরা অনুষ্ঠানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

জলপাইগুড়ি

এডওয়ার্ড লাইব্রেরী ॥ আলিপুর দুয়ার

গত ২৬শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নির্দেশে স্থানীয় এডওয়ার্ড লাইব্রেরীতে গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীবীরেন্দ্রলাল লাহিড়ী। সম্পাদক শ্রীভবেশ মৈত্র প্রাচীনকাল হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত গ্রন্থাগারের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেন এবং স্থানীয় গ্রন্থাগারের সহিত শিক্ষিত জনগণের নিবিড় যোগাযোগের অভাব লক্ষ্য করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। সভাপতি শ্রীলাহিড়ী বলেন যে এ বিষয়ে হতাশার মনোভাব বর্জন করিতে হইবে এবং গ্রন্থাগারে তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তকের সহিত কিছু সংখ্যক লঘুপাঠ্য পুস্তক সংগ্রহ করিয়া যাহাতে ভিন্ন রুচিসম্পন্ন পাঠকগণকে আকৃষ্ট করা যায় সে বিষয়ে সচেষ্ট হইতে হইবে।

নদীয়া

বিবেকানন্দ পাঠাগার ॥ ধর্মদা

পাঠাগারের উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ও গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে সভায় আলোচনা হয়।

বর্ধমান

উচিয়া পল্লী পাঠাগার ॥ মণ্ডলগ্রাম

২০শে ডিসেম্বর পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে অপরাহ্নে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীকালীপ্রসন্ন চৌধুরী। গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে শ্রীকালাচাঁদ দে আলোচনা করেন। গ্রন্থাগার আইন অবিলম্বে বিধিবদ্ধ করার জন্যেও পাঠাগারগুলিকে নিয়মিত ও উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ সাহায্যের জন্যে দুটি প্রস্তাব সহ ছয়টি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। স্থানীয় আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় বক্তৃতা করেন।

মাখনলাল পাঠাগার ॥ জাড়গ্রাম

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে মাখনলাল পাঠাগারে ২০শে ডিসেম্বর সারাদিন ব্যাপী এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই

উপলক্ষে সুসজ্জিত পাঠাগার গৃহে পুস্তক, পত্রিকা ও প্রাচীরপত্রের একটি প্রদর্শনী ও সন্ধ্যায় এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সকালে মনীষীবৃন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন ও অপরাহ্ণে শেখ মহম্মদ আয়ুব আলির পরিচালনায় এক সাংগীতিক অনুষ্ঠান হয়। জনসভায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিবৃত্ত আলোচনা করেন শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। এইদিন শতাধিক দুঃস্থ লোককে পাঠাগার থেকে দুগ্ধ বিতরণ করা হয়।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী ॥ মানকর

গত ২০শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস' উদযাপন উপলক্ষ্যে লাইব্রেরীর কর্মীগণ কর্তৃক সকালে লাইব্রেরীগৃহ পরিষ্কার করা হয় ও পত্রের দ্বারা সাজান হয়। বিকাল ৩॥০টায় প্রধান শিক্ষক শ্রীসাতকড়ি সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। বর্ত্তমান কালে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন। এই সভায় গৃহীত প্রস্তাব-গুলির মধ্যে 'গ্রন্থাগার আইন' প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে গৃহীত প্রস্তাব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দিবস উপলক্ষে লাইব্রেরীতে সংগৃহীত বিভিন্ন পুস্তকের প্রচ্ছদপট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

পারহাট গ্রাম্য উন্নতি পরিষদ ॥ মহাচাঁন্দা

২০শে ডিসেম্বর পারহাট অ্যাডাল্ট এডুকেশন লাইব্রেরীর উদ্যোগে যথারীতি গ্রন্থাগার দিবস প্রতিপালিত হয়। এই উপলক্ষে গ্রন্থাগার ভবনে একটি পুস্তক প্রদর্শনী খোলা হয়। প্রাতে গ্রন্থাগারের কর্মিরা প্রভাতফেরী করিয়া গ্রামটি প্রদক্ষিণ করেন এবং বৈকালে পারহাট মহিলা সমিতির ভবনে একটি জনসভা হয়। এই সভার গ্রন্থাগারিক শ্রীবিভূতি ভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রন্থাগার দিবস পালনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। পারহাট ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক শ্রীপঞ্চানন গোস্বামী, পারহাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীনিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাগার আন্দোলন ও আইন সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভার তিন শতাধিক জনসমাগম হয়েছিল।

পিপলন রামকৃষ্ণ পাঠাগার

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে গত ২০শে ডিসেম্বর পিপলন রামকৃষ্ণ পাঠাগার কর্তৃক গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষে বিকাল ৩টায় একটি

জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পিপলন পল্লীসংস্থা সমিতির সভাপতি শ্রীকালশশী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি নির্বাচিত হন। সমাজ জীবনে লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা ও অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে সমাজ জীবনে লাইব্রেরীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন। পরিষদ প্রেরিত কার্যসূচী অনুযায়ী সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বাঁকুড়া

মহেশপুর রামকৃষ্ণ পাঠাগার

মহেশপুর রামকৃষ্ণ পাঠাগারে প্রতি বৎসরের মত এই বৎসরও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নির্দেশানুসারে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে গত ২০শে ডিসেম্বর তারিখে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। প্রাতে পাঠাগার ভবনটি পরিষ্কার ও সজ্জিত করা হয় এবং পুস্তক, পত্রিকা ও প্রাচীরপত্রের এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। সন্ধ্যায় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত রমাপতি রক্ষিত মহাশয়ের বাসভবনে শ্রীযুক্ত রবিলোচন গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় শ্রীপাঁচুগোপাল রক্ষিত শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীহরিকিঙ্কর গুপ্ত, শ্রীরাজেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, শ্রীনরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, পল্লী অঞ্চলের পাঠাগারের উপকারীতা, উপযোগিতা এবং গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

সজ্জন নেতাজী লাইব্রেরী ॥ পাত্রসায়ের

অন্যান্য বছরের মত এবছরও পাত্রসায়ের সজ্জন নেতাজী লাইব্রেরীতে ২০ শে ডিসেম্বর বিপুল উৎসাহের সহিত গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে অপরাহ্নে এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র হাজরা। সর্বশ্রী অমিয় সরকার, শিবনাথ দে, ভীমসেন বসু ও পুণ্যরাম দাস বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার দাবী জানিয়ে সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বীরভূম

কীর্ণাহার রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি

অদ্য সন্ধ্যা ৬টায় কীর্ণাহার রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি সাধারণ পাঠাগার কর্তৃক উদযাপিত গ্রন্থাগার দিবস উৎসবে উপস্থিত পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ ও সাধারণ

নাগরিকগণ সকলেই গ্রন্থাগারকে জনশিক্ষার অন্যতম তথা অপরিত্যাজ্য উপায় বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে জাতীয় সরকারকে—সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান যে "গ্রন্থাগার বিল অবিলম্বে গৃহীত হউক এবং উক্ত আইনকে কার্যকরী করা হউক।"

মুর্শিদাবাদ

হিন্দুস্থান সেবা সমিতি ॥ খাগড়া

জনাব রেজাউল করীম সাহেবের সভাপতিত্বে এক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় :

"অদ্য ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ৩৪তম গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে খাগড়া (মুর্শিদাবাদ) হিন্দুস্থান সেবা সমিতি কর্তৃক আয়োজিত এই সভা সরকারের নিকট দাবী করিতেছে যে পশ্চিমবঙ্গে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার জন্য দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে (নবদ্বীপ ১৯৫৮) যে খসড়া গ্রন্থাগার আইন রচিত হইয়াছে উক্ত গ্রন্থাগার আইনকে কার্যকরী করা হউক।"

রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পাঠাগার ॥ কান্দী

৩রা জানুয়ারী রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পাঠাগারের এক সভায় পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হউক এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মেদিনীপুর

জ্ঞানের আলো গ্রন্থাগার ॥ ধানগাঁ

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ধানগী জ্ঞানের আলো গ্রন্থাগারে ৭ দিনব্যাপী একটি কার্যসূচী পালিত হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের গ্রন্থাগারমনা করে তোলার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারের কর্মিবৃন্দ এতদঞ্চলের কয়েকটি গ্রামের অধিবাসীদের বাড়ীতে গিয়ে তাঁদের বিনা চাঁদায় সদস্য তালিকাভুক্ত করেন এবং ঋণ হিসাবে গ্রন্থ বিতরণ করে আসেন। পুস্তক পত্রিকা পাণ্ডুলিপি ও হাতে লেখা পত্রিকার একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। শিশুদের জন্যে স্বতন্ত্র একটি প্রদর্শনী প্রশংসা লাভ করে। বিভিন্ন দিনে পুরুষ, মহিলা ও কিশোরদের পৃথক তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র পট্টনায়ক গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিবৃত্ত ও গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্যে সভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়।

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে কলিকাতায় ষ্টুডেন্টস হলে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় জনসভার একাংশ

কেন্দ্রীয় জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্র নাথ চৌধুরী

সরলা জাগৃতি গ্রন্থাগার ঃ নোয়াখালি

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে সরলা জাগৃতি গ্রন্থাগারে শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র শাসমলের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গ্রন্থাগার দিবস সম্পর্কে আলোচনার পর গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের দাবিতে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ভারতী পাঠাগার ঃ বাসুদেবপুর

বাসুদেবপুরে ভারতী পাঠাগার কর্তৃক ২৬শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় পাঠাগার গৃহে অনুষ্ঠিত এক সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীসুকুমার রায়। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্টের আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীনিত্যানন্দ রায় ও শ্রীপ্রভাস চট্টোপাধ্যায়। সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণে গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বিবৃত করেন। সভায় গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার জন্যে এবং রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগ হইতে পৃথক গ্রন্থাগার ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর গঠনের অনুরোধ দুটি প্রস্তাবে পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে জানানো হয়। স্থানীয় বহু লোক সভায় যোগদান করেন।

সর্বোদয় গ্রন্থাগার ঃ পাইকজুমপুর

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ৩০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার গৃহ সুসজ্জিত করা হয়। প্রাতের কর্মসূচীর মধ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও কর্মীবৈঠক উল্লেখযোগ্য। অপরাহ্ণে শ্রীমনোরঞ্জন মেইকাপ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযতীন্দ্র নাথ পড়্যা ও শ্রীরামেশ্বর কুণ্ডু গ্রন্থাগার দিবস সম্পর্কে আলোচনা করেন। গ্রন্থাগার আইনের আশু প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণে। গ্রামীন গ্রন্থাগার কর্মিদের জন্য বিশেষ শিক্ষণ ব্যবস্থার এবং গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের দাবি জানিয়ে দুটি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। প্রায় তিনশত লোক সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর স্পোর্টিং ক্লাব সাধারণ পাঠাগার ঃ কামালপুর

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস অনুষ্ঠানের প্রাতঃকালীন কর্মসূচী অনুযায়ী গ্রাম পর্যটন করে পুস্তক, অর্থ ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয় এবং তিনশত

বন্যার্তকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। সুসজ্জিত গ্রন্থাগার গৃহে অপরাহ্ণে এক সভা হয়, সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিভূতি ভূষণ মিশ্র। সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন শ্রীনীলরতন মণ্ডল। গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ ও গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা করেন শ্রীসুধাংশু শেখর জানা। উপস্থিত আরও অনেকের বক্তৃতার পর আইন প্রবর্তনের জন্যে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

হাওড়া

গ্রন্থাগার সপ্তাহে হাওড়া জেলার নিম্নলিখিত পাঠাগারগুলি প্রস্তাব করিতেছে যে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করা হউক :

উদয়ন পাঠাগার খলিয়া	বাণী নিকেতন বিমলা কুণ্ডবাটি, খলিয়া
যুগবাণী সংঘ পাঠাগার রসপুর	সত্যাশ্রম পাঠাগার হানিধাড়া

রসপুর সাধারণ পাঠাগার
রসপুর

নবাসন নেতাজী পাঠাগার ॥ মুন্সীরহাট

গত ২০শে ডিসেম্বর নবাসন নেতাজী পাঠাগারে "গ্রন্থাগার দিবস" পালিত হয়। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা, গ্রন্থের প্রতি পাঠকের বিমুখতা, গ্রন্থাগারের উপযুক্ত পরিচালকের অভাব এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আইন সম্বন্ধে পর্যালোচনা হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅরুণ কুমার মিত্র প্রভৃতি। আলোচনান্তে পাঠাগারের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীহৃষিকেশ নন্দী।

সীতাপুরহাট সাধারণ পাঠাগার ॥ জগৎবল্লভপুর

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীদিবাকর মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বিভিন্ন বক্তা সমাজ শিক্ষায় গ্রন্থাগারের স্থান সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং গ্রন্থাগার

আইন প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আইন প্রবর্তনের জন্যে সভায় পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

হুগলী

কুলতেশ্বরী সাধারণ পাঠাগার ॥ তারকেশ্বর

গত ২০শে ডিসেম্বর কুলতেশ্বরী সাধারণ পাঠাগার কর্তৃক গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রভাত ফেরী করিয়া গ্রাম পরিভ্রমণ করা হয়। পাঠাগার গৃহটি পরিচ্ছন্ন করা হয় এবং পুস্তকগুলিকে পরিষ্কার করিয়া সুবিন্যস্ত করা হয়। বৈকালে পাঠাগার প্রাঙ্গনে পাঠাগারের কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত দিবাকর দত্ত মহাশয়ের পৌরোহিত্যে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহাশয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া বক্তৃতা দেন এবং ঐ সভায় গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সকলের স্বীকৃতি লাভ করে।

তেলিনীপাড়া অন্নপূর্ণা পুস্তকাগার ॥ শ্রীরামপুর

জানুয়ারী মাসের ১১ই পাঠাগার কর্তৃক গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের উপস্থিতিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী।

মনোহরপুর পাব্লিক লাইব্রেরী ॥ ডানকুনি

২০শে ডিসেম্বর মনোহরপুর পাবলিক লাইব্রেরীর সভাবৃন্দ কর্তৃক গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। আনন্দবাজার পত্রিকা কার্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও সুসাহিত্যিক শ্রীনগেন দত্ত ও সাহিত্যিক শ্রীরণজিৎ কুমার সেন যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও কয়েক জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক যোগদান করিয়াছিলেন। কুমারী কৃষ্ণা সেনগুপ্তার উদ্বোধন সংগীতের পর কুমারী রমা কুণ্ডু কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের গ্রীষ্মের সুর কবিতাটি আবৃত্তি করেন। মহিলা কবি ও চিত্রশিল্পী শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী, শ্রীস্বপন ঘোষ ও শ্রীবিনয় ভূষণ দাসগুপ্ত স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। শ্রীসমরজিৎ কর স্বরচিত একটি গল্প পাঠ করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজনীয়তা ও কর্তব্য সম্বন্ধে বলেন।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক প্রায় একশত টাকা পাঠাগারের সাহায্যকল্পে দেবার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

পহলামপুর প্রগতি পাঠাগার

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও ২০শে ডিসেম্বর পাঠাগারে সমারোহের সহিত গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। শ্রীমনীন্দ্রনাথ কোলে মহাশয়ের সভাপতিত্বে সন্ধ্যায় এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বহু অধিবাসী সভায় যোগদান করেছিলেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে শ্রীনরেশচন্দ্র রায় গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করেন। সপ্তাহব্যাপী এক কার্যসূচী অনুযায়ী চিত্র ও পুস্তক প্রদর্শনী, অর্থ ও পুস্তক সংগ্রহ এবং সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা সফলতা লাভ করে। মহিলাদের জন্যে স্বতন্ত্র একটি পাঠকক্ষের ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। একটি আলমারি দেবার প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গেছে। সন্ধ্যায় পাঠাগারটিকে আলোক সজ্জিত করা হয়।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি

সমিতি ২৭শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে সকালে একটি প্রচার অভিযান ও অপরাহ্ণে এক জনসভার আয়োজন করেন। সভার কার্য পরিচালনা করেন শ্রীগনেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন এবং গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্যে একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। সভার শেষে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

উদয়ন সঙ্ঘ সোনামাণ্ডরি

২৫শে ডিসেম্বর উদয়ন সঙ্ঘ লাইব্রেরী কর্তৃক নিষ্ঠা সহকারে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। সকালে গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ নূতন সদস্য সংগ্রহ অভিযানে বের হন।

অপরাহ্ণে গ্রন্থাগার পরিচালিত নৈশ-বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এক মহতী সভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষাল। সভার প্রারম্ভে গ্রন্থাগারের সহঃ-সম্পাদক শ্রীঅনিল কুমার দে তাঁহার ভাষণে বলেন যে এই নৈশ-বিদ্যালয়টির মাধ্যমে গ্রন্থাগারটি এতদঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হইয়াছে। গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রীযুক্ত

সন্তোষ কুমার কুণ্ডু মহাশয় এই গ্রন্থাগারটির প্রতি দেশের সর্বসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। পরে শ্রীগোপাল চন্দ্র অধিকারী, শ্রীরাধাকান্ত হাজরা প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা করেন। সভায় তিন শতাধিক জন সমাবেশ হইয়াছিল। উক্ত সভায় গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

রামনগর গোলাপ সুন্দরী সাধারণ পাঠাগার ॥ সাদেপুর

গত ২৪শে ডিসেম্বর, রামনগর গোলাপ সুন্দরী সাধারণ পাঠাগারে সাড়ম্বরে "গ্রন্থাগার দিবস" প্রতিপালিত হয়। এই উপলক্ষে ঐ দিন সন্ধ্যা ৭টায় পাঠাগার ভবনে এক সাধারণ সভা ও আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন ডাঃ বসন্তকুমার দত্ত। সভাপতি মহাশয় ও অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট বক্তা তাঁহাদের ভাষণে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য্য ও গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সহজ ও সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। বক্তাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রী বরদাচরণ লাহা, তুলসীচরণ বাড়ুই ও কানাই লাল পাল (সম্পাদক) মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। আনন্দানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় শিল্পী শ্রীঅনিলকুমার সরকার, শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীহরিপদ কুণ্ডু, শ্রীমদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীচন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী।

বাণী মন্দির পাঠাগার ॥ রামনগর

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ২০শে ডিসেম্বর পাঠাগার কর্তৃক এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীনিত্য গোপাল ভট্টাচার্য ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীকাশীনাথ ঘোষ। পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীগৌরহরি জড় বাণী মন্দির পাঠাগারের ইতিবৃত্ত ও তার কর্মতৎপরতার এক নাতিদীর্ঘ বিবরণ দান করেন। প্রধান অতিথি স্থানীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক অবদানের উল্লেখ করে পাঠাগারটির প্রতি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রী ভট্টাচার্য মহাশয় গ্রন্থাগার আইনের আশু প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

জাতীয় সেবা সমিতি ॥ জগমোহনপুর

জাতীয় সেবা সমিতি পরিচালিত সাধারণ গ্রন্থাগার কর্তৃক সাড়ম্বরে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। প্রাতে গ্রন্থাগার গৃহ সাজানো ও মনীষীদের

প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। দুপুরে একটি কর্মী বৈঠকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা হয়। সন্ধ্যায় নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক সমাবেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করার জন্যে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২৭শে ডিসেম্বর আহূত এক জনসভায় শ্রীগিরিধারী মাইতি ও শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মন্দী যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। এই গ্রন্থাগারটিকে আঞ্চলিক গ্রন্থাগারে পরিণত করার অনুরোধ জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে যেসব বই পাওয়া গেছে তা ঘোষণা করা হয়। সমিতি পরিচালিত হস্তলিখিত পত্রিকা কিশলয়ের দ্বাদশ বার্ষিক প্রথম সংখ্যা এইদিন প্রকাশিত হয়। সমিতির সাধারণ সম্পাদক সভায় গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে আলোচনা করেন। গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের দাবিতে একটি প্রস্তাবও সভায় গৃহীত হয়।

কনকশালী বান্ধব ওম লাইব্রেরী ॥ চুঁচড়া

গত ২৭শে ডিসেম্বর পাঠাগার গৃহে "গ্রন্থাগার সংগ্রহ" পালন করা হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার শিক্ষণ বিভাগের অধ্যাপক শ্রীবিমলেন্দু মজুমদার এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। চুঁচুড়ার বিভিন্ন পাঠাগারের তরফ থেকে প্রতিনিধিরা এবং স্থানীয় উৎসাহী ব্যক্তিরা এই সভায় যোগদান করেন। সভায় বক্তারা পাঠাগারের বর্তমান সমস্যা এবং তাহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং পাঠাগারে শিশুবিভাগের প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন এবং এই বিভাগ সত্বর চালু করার উপর বিশেষ জোর দেন। সভাপতির ভাষণে শ্রী মুখোপাধ্যায় বলেন যে পাঠাগারের উন্নতির জন্য সরকারের এককালীন দান ও পৌনঃপুনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য সাহায্যের প্রয়োজন আছে।

প্রগতি পাঠাগার ॥ জিরাট

পাঠাগার গত বিশে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালন উপলক্ষে এক জনসভা আহ্বান করেন। সভায় গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের দাবি জানানো হয়।

মগরা সাধারণ পাঠাগার

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে মগরা সাধারণ পাঠাগারে ২০শে ডিসেম্বর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় খসড়া গ্রন্থাগার আইনটির বিস্তারিত আলোচনা হয়। আইন প্রবর্তনের অনুরোধ জানিয়ে সভায় যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তাতে গ্রন্থাগার কর প্রবর্ত্তনে আপত্তি জানানো হয়েছে। করের ধারাটি ছাড়া অন্যান্য ধারাগুলি সভায় অনুমোদন লাভ করে।

ত্রিপুরায় গ্রন্থাগার সপ্তাহ উদ্‌যাপন

২০ শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আগড়তলায় বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে এক জনসভা ও সপ্তাহব্যাপী আধুনিক ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন ত্রিপুরার চীফ সেক্রেটারী শ্রীহরবংস সিং ও সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শিক্ষাধিকারিক শ্রীগোবিন্দ নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীহরবংস সিং ত্রিপুরার লোকশিক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার তৎপরতাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তিনি ত্রিপুরার গ্রন্থাগার পরিকল্পনাকে সফল করে তোলবার জন্যে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। প্রধান অতিথির ভাষণের পর বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরীর কর্মীরা ও স্থানীয় উৎসাহী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে আলোচনা-চক্রে অংশ গ্রহণ করেন। বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত 'গ্রন্থালোক' পত্রিকার গ্রন্থাগার দিবস সংখ্যাটি বহু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে সমৃদ্ধ।

গ্রামীন ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ইউ. এস. আই. এস ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত উদ্যোগে সম্মেলন

আগামী ২৭শে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী গোল পার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার ভবনে ইউ. এস. আই. এস ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত উদ্যোগে গ্রামীন ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে দুইদিন ব্যাপী এক সম্মেলন হইবে। যাঁহারা সম্মেলনে যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের অবিলম্বে পরিষদের সহিত যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার আইন ও পরিষদের প্রাক্তন তিন সভাপতির মতামত

এবারের গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে পরিষদ কর্তৃক আহূত কেন্দ্রীয় জনসভায় শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে তাঁর নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁর ব্যক্তিগত মতের সঙ্গে বাংলা সরকারের গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে মনোভাবের সামঞ্জস্য থাকাই স্বাভাবিক। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় পরিষদের একজন প্রাক্তন সভাপতি। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর একসময় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। গ্রন্থাগার আইনের প্রতিও তাঁর আন্তরিক দরদ তিনি একাধিকবার প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর মতে এরাজ্যের অধিবাসীদের অক্ষরজ্ঞানের মান নিম্ন থাকায় গ্রন্থাগার আইনের চাহিদা তেমন অনুভূত হয়নি। এছাড়া আরও কয়েকটি অসুবিধা যেমন পৌরসভাগুলির নিষ্ক্রিয়তা প্রভৃতির প্রতি তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাহলেও আইনের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করার জন্যে তিনি গ্রন্থাগার কর্মীদের উপদেশ দেন।

পরিষদের আর একজন প্রাক্তন সভাপতি ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় সম্প্রতি গ্রন্থাগার কর্মীদের এক ঘরোয়া বৈঠকে প্রায় অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে গ্রন্থাগার আইন এখনও পর্যন্ত একটা social demand এ পরিণত হয়নি, কর্তৃপক্ষ সেকারণেই তার কোনও মূল্য দিচ্ছেন না। দেশের সাক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আইনের দাবি মাটির স্পর্শ লাভ করে আপনা হতেই শক্তিশালী রূপ ধারণ করবে। সেই সামাজিক চাহিদাকে ডক্টর রায়ের মতে ত্বরান্বিত করাই গ্রন্থাগার কর্মীদের আশু দায়িত্ব।

শ্রদ্ধেয় নীহারবাবু কথা প্রসঙ্গে সেদিন একটি আশঙ্কার ইঙ্গিত করেছিলেন। সেটা হোল অনুন্নত দেশগুলিতে একটা প্রবল ঝোঁক দেখা যাচ্ছে যাতে সরকার সে যে-দলেরই হোক না কেন, সব কিছুই নিজের কুক্ষিগত করে নেবার নীতি গ্রহণ করেছে. বিশেষ করে যার পেছনে সরকারী অর্থব্যয় ঘটছে তা' যে বেসরকারী আত্মকর্তৃত্বসম্পন্ন অধিকারের হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন না তার প্রমাণ সুপরিস্ফুট। গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় ভারতের রাজ্য সরকারগুলি ইতিমধ্যে

উদ্যোগী হয়েছেন এবং কর্তৃত্বের লাগাম সরকারী দপ্তরের হাতেই দেওয়া হয়েছে। বিলেতে প্রবর্তিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অনুকৃতি এদেশে সম্ভব নয়। বিলেতের বিকেন্দ্রীক ও বেসরকারী ব্যবস্থা সেখানকার সামাজিক বিবর্তন ও ঐতিহ্য অনুযায়ী গড়ে উঠেছে।

উপরিউক্ত প্রাক্তন দুই সভাপতির উক্তিতে যে-সব প্রশ্ন ও সমস্যা উত্থিত হয়েছে সে সম্বন্ধে পরিষদের আর একজন প্রাক্তন সভাপতি শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু 'গ্রন্থাগার'-এর এই সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধে বিপরীত যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।

গ্রন্থাগার আইনের সামাজিক চাহিদা আছে কিনা তা' পরখ করে দেখার উপায় কি? মিছিল করে দাবিদাওয়া জানানোই কি একমাত্র পথ? গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষে তা' যে সম্ভব নয় একথা বলাই বাহুল্য। ইদানিং মিছিলের মূল্যও কমে গেছে। পক্ষান্তরে সরকার অনেক নীতিই গ্রহণ করে থাকেন যেগুলি সম্বন্ধে জনচেতনা বা চাহিদা একেবারেই নেই। নয়া পয়সা ও মেট্রিক পদ্ধতি প্রবর্তনের সময় সরকার কি জনমতের পূর্ণ সমর্থন লাভ করেছিলেন? মোটের উপর জনহিতকর অনেক কাজের প্রাথমিক অবস্থায় জনসমর্থন লাভ সম্ভব না হতেও পারে। গ্রন্থাগার আইনের পেছনে প্রচ্ছন্ন জনসমর্থন অবশ্যই আছে। ভারত সরকারের গ্রন্থাগার উপদেষ্টা সমিতি সে কথা জেনেই তাঁদের রিপোর্টে আইনের সুপারিশ করেছেন।

তবে দুটি বিষয় তর্কের সৃষ্টি করেছে বলে কিছু আলোচনা হওয়া দরকার। প্রথমটা সম্পর্কে একদল লোক বলে থাকেন যে দেশবাসীর অক্ষরজ্ঞানের মান যেখানে অনুন্নত সেখানে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কি প্রয়োজন—আগে লোকে লিখতে পড়তে শিখুক না, তারপর লাইব্রেরী ও তার আইনের কথা ভাবা যাবে আমাদের চিন্তা এ বিষয়ে স্বতন্ত্র। আমরা মনে করি বই ব্যতিরেকেও অন্যান্য শ্রব্যদৃশ্য সরঞ্জামের সাহায্যে গ্রন্থাগার নিরক্ষর মানুষকেও দিতে পারে তার জানবার খোরাক। এদেশের বয়ঃশিক্ষা ব্যবস্থা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকলে দেশের অক্ষরজ্ঞানের মান এতদিনের ভেতর অনেক উন্নত হবার সুযোগ পেত। বিলেতে অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রন্থাগার আইনের আগেই প্রবর্তিত হয়েছিল। এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা তেমন এগোয়নি বলে তার অপেক্ষায় বসে থাকা অর্থহীন। গ্রন্থাগার বলতে সাধারণতঃ আমরা যে ধারণা পোষণ করি তার কিছুটা পরিবর্তন হওয়া দরকার। আর একটা কথ

সম্প্রতি সরকারী সূত্রেই বলা হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের অক্ষরজ্ঞানের হার আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু সদ্যসাক্ষরদের অক্ষরজ্ঞান বজায় রাখার উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা হয়নি।

দ্বিতীয় তর্কটাই হোল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হচ্ছে গ্রন্থাগার আইনে করের প্রসঙ্গ। দেশের সরকার বহু কর বসিয়েছেন, বসাচ্ছেন ও তৃতীয় পরিকল্পনাকালে আরও বসাবেন—দেশবাসীর সম্মতি তাতে কতটা আছে তা আমরা জানি। একটা কর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্যে নির্দিষ্ট থাকলে গ্রন্থাগারের আর্থিক দিকটা সুনিশ্চিত ও দৃঢ়ভিত্তিক হতে পারে। সম্পত্তির 'ভ্যালু' অনুযায়ী নামমাত্র 'টেক্সোর' হার সংখ্যাগুরু বিত্তহীন সাধারণ মানুষকে করভারে নিশ্চয় জর্জরিত করে তুলবে না। অনেকে বলেন গ্রন্থাগার চালাবার আর্থিক দায়িত্ব সরকারই সম্পূর্ণভাবে নিক্‌না কেন। প্রথমতঃ সরকার এতবড় খরচের দায়িত্ব আদৌ নিতে চাইবেন না; দ্বিতীয়তঃ নিতে চাইলে কর্তৃত্বভার কখনই কোনও আত্মকর্তৃত্ব সম্পন্ন সংস্থার হাতে ছেড়ে দেবেন না। তৃতীয়তঃ সরকার আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হলে পরোক্ষভাবে সাধারণের কাছ থেকেই সে খরচ উসুল করে নেবেন। চতুর্থতঃ পুরোপুরি সরকারী ব্যবস্থাধীনে থাকলে গ্রন্থাগারগুলি যান্ত্রিক হয়ে পড়বে। স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা উপেক্ষিত ও অবহেলিত থাকতে ত এখনই দেখা যায়। পৌর সভার করের সঙ্গে সম্পত্তি অনুযায়ী গ্রন্থাগার কর আদায়ের প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় আর্থিক দিকটা একদিকে যেমন পাকাপোক্ত থাকবে, কর্তৃত্বভার সরকারী দপ্তরে কুক্ষিগত হয়ে যাবে না। কেউ কেউ সরকারী matching grant এর জটিলতার কথা তুলেছেন। সরকারাধীনে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে চলে যাওয়ার চেয়ে এ জটিলতার সমস্যা নগন্য।

অনেকে প্রশ্ন করেন যে সরকারতো আমাদেরই, গ্রন্থাগারের দায়দায়িত্ব ও কর্তৃত্বভার সম্পূর্ণ সরকারের হাতে চলে গেলে আপত্তির কি আছে? আপত্তিটা নীতি ও আদর্শগত। ক্ষমতাশীল দলের মনোভাব ভালও হতে পারে মন্দও হতে পারে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি শিল্প-বাণিজ্যের মত জাতীয়করণ হয়ে গেলে মানুষের চিন্তার স্বাধিকার নিয়ন্ত্রণ হওয়া বিচিত্র নয়। Thought control ও regimentation-এর সাক্ষ্য ইতিহাসই দেয়। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অনেকখানি অংশ ইতিমধ্যে সরকারী আওতায় চলে গেছে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যাতে চলে না যায় সে বিষয়ে এখন থেকেই সচেতন থাকতে হবে। Audit Inspection ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার গ্রন্থাগার তথা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি

নজর রাখুন, বিশেষজ্ঞদের সুপারিশমত পরিবর্তন সাধন করুন, কিন্তু দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি, চিন্তা ও চর্চা যেন একটা monolithএ পরিণত না হয়। সমাজীকরণের নামে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য যেন লুপ্ত না হয়। প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার আইনের সঙ্গে সরকারের কোথাও বিরোধ নেই। সরকারের সঙ্গে গ্রন্থাগার অধিকারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকবে।

পৌর সভাগুলির দিক থেকে যে অসহযোগ ও অসুবিধার আশঙ্কা করা হয়েছে সে বিষয়ে এই কথা বলি যে পৌর সভাগুলিকে এ ব্যাপারে প্রবৃত্ত ও সচেষ্ট করে তোলার দায়িত্ব গ্রন্থাগার অনুরাগীদের। পৌর সভাগুলি সম্পর্কে যে সব অভিযোগ শোনা যায় তার কারণ নির্বাচক মণ্ডলীর ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তা। অধিকাংশ পৌর সভাই শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বাবদ অল্পবিস্তর অর্থ বরাদ্দ করে থাকেন। সরকারও করেন। কিন্তু বিনা চাঁদায় সর্বজনের জন্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এমনকি সরকার প্রবর্তিত গ্রন্থাগারগুলিতেও নেই। অথচ সর্বসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত রাজস্বের অর্থে মুষ্টিমেয় এক শ্রেণীর মানুষকেই কেবল সুবিধা দেওয়া হয়।

এবারের গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে সারা পশ্চিম বাংলার বহু স্থানে নানাবিধ অনুষ্ঠানের খবর পাওয়া গেছে। কোলকাতার রাজপথে যে ভাবগম্ভীর শোভাযাত্রাটি দেখা গেছল মহানগরীর বৈচিত্র্যময় ইতিহাসে তা অভিনব ও অতুলনীয়। উক্ত অনুষ্ঠানগুলির পিছনে উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনার কোনও অবকাশ ছিল না বটে, কিন্তু দেশের অগণিত মূঢ় ম্লান মুখে ভাষা যোগাবার আকুতি ছিল প্রবল, আদর্শ ছিল বাংলার বিপর্যস্ত সমাজ জীবনে মানবীয় মূল্যবোধের সঞ্চার। গ্রন্থাগার আইন অবিলম্বে বিধিবদ্ধ হোক : এ দাবি প্রতিটি অনুষ্ঠানেই ধ্বনিত হয়েছে। কোলকাতা ও মফঃস্বলের অনেক সংবাদ পত্রেও গ্রন্থাগার আইনের সপক্ষে মতামত ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থাগার কর্মী ও অনুরাগীদের সামনে এখন এক বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। শুভানুধ্যায়ীদের উপদেশ অনুযায়ী ও বিরোধীদের প্রতিকূল মনোভাব সম্পর্কে সচেতন হয়ে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের কাজকে সর্বস্তরে প্রচারের মাধ্যমে ত্বরান্বিত করার গুরুভার কর্মীদের ওপরই নির্ভর করছে। সর্বজনের উপযোগী বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রকৃতই সামাজিক দাবি কিনা সে প্রমাণ গ্রন্থাগার কর্মীদেরই দিতে হবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

মাঘ ১৩৬৬

শিশু পাঠ্য উপকরণের মূল্যায়ণ

মৌমাছি

ছোটদের নিজের চেষ্টায় গ্রন্থাগার স্থাপনের কাজে মণিমেলা সংগঠনই বোধ হয় অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করে। আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বর্তমানে সারা ভারতে প্রায় দু'শ মণিমেলা কেন্দ্রের নিজস্ব ছোটদের পাঠাগার রয়েছে; এদের সংগ্রহের সংখ্যা কমপক্ষে তিনশ থেকে তিন হাজারের মত। যথাসম্ভব বিজ্ঞান-সম্মতভাবে এসব পাঠাগারের পরিচালনার জন্য আমাদের বার্ষিক শিক্ষা-শিবিরে বহু সংগঠকদের গ্রন্থাগারিকের কাজে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে মণিমেলা মহাকেন্দ্র থেকে "কিশোর পাঠাগার" নামে একটি বইও প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৫ সালে; বইখানি শুধু মণিমেলা কেন্দ্রের সংগঠকদের নয় অন্যান্য উদ্যোক্তাদেরও বিভিন্ন স্কুলে ও গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট সুপরিচালিত শিশু গ্রন্থাগার স্থাপনে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। অবশ্য, আমাদের কর্ম-প্রচেষ্টার সবটাই স্বেচ্ছাকৃত সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল; কিন্তু এতদিন ধরে সাফল্যজনকভাবে কাজ করেও এইসব শতাধিক শিশু গ্রন্থাগার ও তাদের নীরব সংগঠকগণ উপযুক্ত স্বীকৃতি পায়নি।

সম্প্রতি বহু অর্থব্যয়ে এই ভবনে একটি নূতন শিশু গ্রন্থাগার স্থাপিত হলেও মহানগরীর এক সুদূরপ্রান্তে অবস্থিত হওয়ায় অনেকের পক্ষেই এর সুবিধা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। আমাদের সমাজসেবীদের কাছে এর থেকেও গুরু দায়িত্ব রয়েছে সারা দেশবাসীর প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের। আমার বিশ্বাস, এ কাজে নিজেদের যোগ্যতর ও দক্ষতর করে তোলার জন্যে ঠিক এই ধরণের আলোচনাচক্রের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এ সব অনুষ্ঠানে প্রাণ-খোলা অসংকোচ আলোচনার মধ্যে পরস্পরের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারার বিনিময়ে আমরা সকলেই উপকৃত হব।

তাই শিশু কল্যাণের ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে শিশু সাহিত্যিক হিসেবে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বলতে চাই। "শিশু গ্রন্থাগার" সম্পর্কে' এ আলোচনার সবচেয়ে বড় কথা হল ছোটদের পড়াশোনার তত্ত্বাবধান—আমাদের অধিকাংশ গ্রন্থাগারিক এবং শিক্ষকদের কাছে এটা একটা জটিল সমস্যা। এই অসুবিধার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত বই-পত্রের সঙ্গে পরিচয়ের অভাব অংশতঃ দায়ী। তা ছাড়া, ছোটরা কি কি পড়তে ভালবাসে তা নির্ধারণ করাও বড়দের পক্ষে সহজ নয়। তা হলেও এ বাধা একেবারেই দুরতিক্রম্য নয়। একটু যত্ন নিয়ে পড়াশোনা করলে আমরা এ বিষয়ে কতকগুলো স্থির সিদ্ধান্তে পেঁছিতে পারি।

আমার মনে হয় সবার আগে আমাদের জানতে হবে—ছোটরা কেন পড়তে চায়? ছোটরা তাদের চরিত্রের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই পড়তে চায়—তা হল: কৌতূহল, কল্পনার তৃপ্তি, আর অনুকরণ প্রবণতা। ব্যক্তিগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও যে কোন শিশুই এই তিনটির কোন না কোন তাগিদে পড়ার আগ্রহ অনুভব করে।

স্বাভাবিক শিশুমাত্রই যেন এক একটি সক্রিয় সজীব প্রশ্ন চিহ্ন। যা কিছুই তার চোখে পড়ে তাই তার কৌতূহলের সঞ্চার করে। ছোটদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটির একটি লক্ষণীয় ক্রম পরিণতি দেখা যায়। একেবারে নবজাতকের মধ্যে কৌতূহল বলতে কিছু থাকে না। বাইরের অনুভূতিতে সে শুধু সাড়া দেয় কিন্তু খুব একটা আগ্রহ নিয়ে নয়। ছোট্ট শিশুটির কানের কাছে একটা হাতঘড়ি ধরুন—সে শুনবে ঠিকই, কিন্তু নিষ্ক্রিয়ভাবে। কিংবা খুব উজ্জ্বল রং-চঙে কোন জিনিষ তার চোখের সামনে রাখুন—সেদিকে সে তাকাবে, হয়তো হাতও বাড়াবে। কিন্তু তার এই আকর্ষণ একান্তই সাময়িক। অথচ শিশুটি যেই দু'তিন বছরের হল, তখন এই নিষ্ক্রিয় নিরীক্ষণ ধীরে ধীরে সক্রিয় আকর্ষণে রূপান্তরিত হয়। ঘড়িটা টিক্ টিক্ করছে কেন? কিসের জন্য ঘণ্টা বাজে?...তিন বছরের পর থেকে ছোটদের কৌতূহল ক্রমাগতই বেড়ে চলে। যা কিছুই চোখে পড়ে, তাই নিয়ে জাগে উদগ্রীব প্রশ্ন...কেন? কিভাবে?

বুদ্ধিদীপ্ত কৌতূহল প্রকাশ পায় স্বাভাবিক শিশুদের ক্ষেত্রেই। নিস্তেজ ও নির্বোধেরা নিষ্ক্রিয় নিরীক্ষণ আর দুর্বল ঔৎসুক্যের স্তর কাটিয়ে উঠতে পারে না। তারা যেসব প্রশ্ন করে সেগুলো স্বভাবতঃই অর্থহীন কিংবা অস্পষ্ট হয়

আর যে কোন উত্তর পেলেই তারা সন্তুষ্ট হয়। বুদ্ধিগত শ্রেষ্ঠতার চিহ্নই হল অদম্য কৌতূহল।

আমার সম্পাদিত "আনন্দমেলায়" স্তম্ভে ছোটদের প্রশ্নগুলি লক্ষ্য করে দেখেছি যে তাদের কৌতূহলের বস্তুগুলিকে পাঁচটি শ্রেণীতে ফেলা যায়ঃ—(১) প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ, (২) যান্ত্রিক কলাকৌশল, (৩) জীবনের উৎস, (৪) ধর্মীয় ও পৌরাণিক আখ্যান, (৫) স্বর্গ এবং মৃত্যু। এসব প্রশ্নের অধিকাংশই কার্যকারণ সম্পর্কিত—এটা কেন এমন হয়? ওটা কেন সেরকম হয়না? ইত্যাদি। অনেক বাবা-মা এবং শিক্ষক হয়তো একটা লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু ছোটদের পড়াশোনার ব্যাপারে এর গুরুত্ব কি ভেবে দেখা হয়না। নিঃসন্দেহে বাড়ীতে এবং বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বয়সে ঔৎসুক্যের পরিণতি অনুসারে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা উচিত। চার বছরের যে ছেলেটি, "রাতের আকাশে তারাগুলো কে জ্বালিয়ে দিলো?" একথা জানতে চায়, তাকে সহজ, বাস্তবভিত্তিক প্রকৃতির গল্প শোনালে সে নতুনতর আনন্দের সন্ধান পাবে। ন বছরের যে ছেলেটি জানতে চায় কতকগুলো তারা অন্যদের চেয়ে উজ্জ্বল দেখায় কেন, কিংবা উড়োজাহাজ শূন্য পথে চলে কি করে, তাকে সহজ ভাষায় লেখা প্রকৃতি বিজ্ঞানের বই পড়তে দেওয়া যেতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে, প্রায় বিশ বছর আগে আমি যখন প্রথম ছোটদের পত্রিকা সম্পাদনার কাজে হাত দিই, তখন তিন থেকে তের বছরের ছেলেদের প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়ার মত-প্রকৃত তথ্যপূর্ণ বই প্রায় পাওয়াই যেত না। তাই আমার পত্রিকায় শুরু থেকেই ছোটদের কাছে প্রশ্ন চেয়ে পাঠিয়েছি এবং সাধ্যমত তাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমার আন্তরিক প্রচেষ্টার পুরস্কারও পেলুম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, ডঃ মেঘনাথ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন বসু, ডঃ পি. সি. মহলানবীশ প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিকগণের প্রশংসা পত্রে। ১৯৪১ সালে এই প্রশ্নোত্তরগুলি সংকলিত হয়ে "জ্ঞান বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। মাত্র এক বছরে দুটি সংস্করণ হওয়ায় বইখানি শিশুসাহিত্যে যুগান্তর সৃষ্টি করে। বইখানি অন্ততঃ সহজ কথায় প্রকৃত তথ্যের সাহায্যে ছোটদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মত রচনার প্রয়োজনীয়তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে। তা হলেও মাত্র কয়েক বছরই হল তরুণ বৈজ্ঞানিক ও ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন এক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছেন। তবে এটা খুবই আনন্দের কথা যে বাংলা শিশুসাহিত্য এ বিষয়ে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার চেয়ে অনেক বেশী অগ্রসর।

আগেই বলেছি যে, প্রতি ক্ষেত্রেই ছোটদের স্বাভাবিক কৌতূহলই তাদের পাঠ্যনির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বর্তমান বাজার-চলতি ছোটদের বই-এর অধিকাংশই তাদের জ্ঞানচর্চার দাবী মেটাতে অথবা নির্দোষ আনন্দের পরিবেশনে সক্ষম নয়। ছোটদের মন হল সক্রিয় যুক্তিশীল সত্তা যাতে সবসময়ই জীবনের নানা ঘটনা কৌতূহলের সঞ্চার করছে। তাই সবচেয়ে প্রয়োজন হল সেই ধরণের বই-এর যা এই ঔৎসুক্য পরিতৃপ্ত করবে সুখপাঠ্য সহজবোধ্য গল্পের মাধ্যমে সত্য ঘটনা বিবৃত করে।

ছোটদের বই নির্বাচনে আর একটি তাগিদ প্রভাবশীল—তা হল অবচেতন মনের ইচ্ছাপূরণ। আমাদের অধিকাংশ শিশু সাহিত্যিকই এই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর রেখেই লিখে থাকেন। ছোটরা বড়দের মত কয়েক ঘণ্টার জন্য আনন্দ উপভোগ বা শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে পড়েনা। তারা বই-এর মধ্যে নিজেদের সঞ্চার করে দিয়ে তাদের অবচেতন মনের নানা কল্পনার তৃপ্তি-সাধন করে। এ সব কল্পনার বহু রকমফের ; আর কৌতূহলের মতো এগুলোও বয়সের সাথে সাথে ক্রমেই পরিপুষ্ট হয়।

সবচেয়ে ছোট বয়সের কল্পনাগুলো অধিকাংশই খাবার দাবারের সঙ্গে জড়িত। মিষ্টি ক্ষীরের ছাদ আর পান্তুয়ার থামওয়ালা সন্দেশের দোকানের রূপকথা তাদের সহজেই আকৃষ্ট করে। আর যে সব ছেলেরা কিছুই খেতে পায়না—গল্প তাদের নিয়ে হলে, সহানুভূতি জাগে সবচেয়ে বেশী। এই সঙ্গে রূপকথার রাজ্যের নানা কল্পনা পরিণত হতে থাকে। কোন এক যাদুবলে তাদের সব ইচ্ছাপূরণ হচ্ছে, ছোটরা এসব স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। আত্ম-প্রতিষ্ঠা আর প্রভুত্ব প্রবণতা জাগার সঙ্গে সঙ্গে ধনদৌলত জাঁকজমকের গল্প ভাল লাগতে থাকে। ছেলেদের মধ্যে এসব আজব কল্পনা অন্যান্যদের ওপর নিজের ক্ষমতা বা আধিপত্যের স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়। আর মেয়েদের মধ্যে এসব ইচ্ছা প্রায়ই অনেক সুন্দর সুন্দর বেশভূষা, বিলাসব্যসনের রূপ নেয়।

ছোটদের এসব কল্পনার ওপর বই-এর প্রভাব অসামান্য। ভাল বই পড়লে প্রশংসনীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, প্রেরণা জাগে মহৎ কর্মের। আর খারাপ বই পড়লে আজগুবি এবং বাস্তব সম্পর্কে একটা অসুস্থ ধারণার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে, যে সময় শিশু বয়সের রূপকথার কল্পনা দশ বছরের বাস্তবমুখী আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হতে শুরু করে, ছোটরা ঠিক সেই সময়ই সবচেয়ে বেশী

প্রভাবিত হয়। এ সময় উপযুক্ত বই পেলে শিক্ষাপ্রদ নানা কাজে তাদের আগ্রহ জাগে।

ছোটদের পড়াশোনার ওপর আর একটি শক্তি কাজ করে—তা হল অনুকরণ। এটা খুবই স্বাভাবিক যে ছোটরা তাদের চারপাশের সবার মধ্যে বিশেষ করে তাদের বড়দের কাছে আচার ব্যবহারের আদর্শ আর পছন্দ-অপছন্দের দৃষ্টান্ত খুঁজে পায়। এভাবেই তাদের অনেকটা শিক্ষা হয়ে যায়। অনুকরণের বিশেষ গুরুত্ব হল পড়াশোনার ব্যাপারে। প্রথমতঃ যাদের মা-বাবা পড়াশোনার চর্চা করেন তাদের মধ্যে অনেক সহজেই বই পড়ার অভ্যাস গড়ে ওঠে। দ্বিতীয়তঃ আত্মীয়স্বজন বা গ্রন্থাগারিকগণের দৃষ্টিভংগী থেকেই তারা কোন বিশেষ ধরণের সাহিত্যের সমাদর করতে শেখে।

ছোটদের পড়াশোনার কারণ নিয়ে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে তিনটি সিদ্ধান্তে পৌঁছন যায়। প্রথমতঃ ছোটদের স্বাভাবিক কৌতূহলকে কাজে লাগাতে হলে, আমাদের উচিত বিভিন্ন বয়সে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত জিজ্ঞাসার ধরণ সতর্কভাবে বিচার করে তাদের মনে কি কি বিষয় প্রাধান্যলাভ করছে তা স্থির করা এবং তারপর তাদের এধরণের পড়াশোনার সুযোগ দেওয়া যা তাদের জিজ্ঞাসার জবাব দেবে এবং প্রকৃতি ও জীবন সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানের প্রসার ঘটাবে। দ্বিতীয়তঃ পড়াশোনার ক্ষেত্রে ইচ্ছাপূরণের উদ্দেশ্য গুরুত্বপূর্ণ বলে, ছোটদের এমন বই যোগান দিতে হবে যা তাদের মধ্যে সুস্থ-স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাই জাগাবে এবং দরকারী কাজে উৎসাহ দেবে। তৃতীয়তঃ, ছোটরা এতবেশী অনুকরণ প্রবণ যে, তাদের সংগীসাথীরা যেন এমন ধরণের হয় যারা আপত্তিকর কিছু পড়েনা সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার এবং শিক্ষাপ্রদ, উৎসাহজনক অথচ আনন্দদায়ক বই পড়ায় তাদের আগ্রহ জাগানর মত পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করা উচিত।

পরিশেষে, ছোটদের পড়াশোনার আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হল না বলে সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে রাখি – যেমন, পড়াশোনার উৎসাহের বিকাশ, ব্যক্তিগত বিভিন্নতা, মানসিক ক্ষমতার তারতম্য, শিশু সাহিত্যের রকম ফের ইত্যাদি। আশাকরি আমার বন্ধুবর্গ এ নিয়ে আলোচনা করে আমাদের জানার সম্পদ সমৃদ্ধ করবেন।

[সম্প্রতি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসের সংযুক্ত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক 'সিমপোসিয়ামে' মোয়াহি কর্তৃক প্রদত্ত এই ভাষণটির অনুবাদ করেছেন শ্রীরাধারমণ চক্রবর্তী।]

শিশু গ্রন্থাগার পরিকল্পনার ভূমিকা

লায়োনেল ম্যাককলভিন

সোনার কাঠির পরশে শিশুমনে নিত্যনতুন কল্পলোকের সৃষ্টি করে বই। শিশু মনের বিকাশে এবং তাদের তারুণ্যের উপভোগ সবচেয়ে বেশী পরিমাণে যা আনন্দের খোরাক জোগায়, তা হচ্ছে সুনির্বাচিত বই। শিশুদের সঙ্গে যদি বইএর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণীয় সম্পর্ক গড়ে না ওঠে, অথবা এই সম্পর্কটি যদি শুধু বিদ্যালয়ের কঠোর, গম্ভীর, পাঠ্যপুস্তকেই আবদ্ধ থাকে, তাহলে শিশুদের যা ক্ষতি হয়, তা কোনক্রমেই পূরণ করা সম্ভব নয়।

সময়ের দুস্তর পারাবারে শিশুরা সবেমাত্র তাদের জীবনতরী ভাসিয়েছে। তাদের এই যাত্রা সফল করে তুলবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তাদের দিতে হবে। দুটি উপায়ে শিশুরা অগ্রসর হতে পারে—নিজের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সকল জ্ঞান তাকে আহরণ করতে হবে এবং তার নিজের স্থান কি, তাও জানতে হবে। দ্বিতীয়টা হচ্ছে এই জানার আকাঙ্ক্ষা থেকেই তার পঠনস্পৃহা বাড়ানো ও পাঠের অনুশীলন।

দেহেমনে পরিপুষ্ট হয়ে শিশুদের এই পৃথিবীর যোগ্য হতে হবে। তাদের এই পূর্ণাঙ্গ গঠনের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন একটি পাঠাগারের। যে পরিমাণ পুস্তক শিশুমনের চাহিদা মিটাতে পারে, খুব কম লোকই ব্যক্তিগতভাবে তা শিশুকে দিতে পারেন। পৃথিবীতে অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় অনেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকও তাদের পক্ষে যতটা জানা ও পড়াশোনা করার প্রয়োজন ছিল, তা করেন না; এবং তার অন্যতম কারণ উপযোগী ও পর্যাপ্ত পুস্তকের অভাব। মুষ্টিমেয় কয়েকজন অবশ্য পারেন নিজস্ব বইএর সংগ্রহ রাখতে, কিন্তু শিশুদের পক্ষে একটি দুটি সম্ভব হলেও বেশি বই কেনা সম্ভব নয়। আর বই কিনতে পারলেও তার নির্বাচন সহজ নয়। তাই একজন প্রাপ্তবয়স্ক অপেক্ষা একটি শিশুর পক্ষে সুন্দর, সুপরিকল্পিত একটি পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী, সেখান থেকে সে তার শিশুমনের আবশ্যকীয় খোরাক পাবে এবং তার মনের বিস্তৃতি ঘটবে নানা শ্রেণীর পুস্তকের সংস্পর্শে এসে, যা ব্যক্তিগত সংগ্রহের দ্বারা সম্ভব নয়।

শিশুরা বই পড়ে অদ্ভুত আগ্রহ নিয়ে। তাই একবার যারা অক্ষরের রহস্য উদ্ধার করে বইএর গভীরে ডুব দিতে পেরেছে, তারা আর অল্প সংখ্যক পুস্তকে সন্তুষ্ট হয় না। তাদের তখন এত বেশী বইএর প্রয়োজন হয়, যা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে যোগান সম্ভব নয়। এমন অবস্থায় এলোমেলো ভাবে দু'চারখানা বই কিনে, আর হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, তাই পড়ে তারা নিজেদের ক্ষতি করে। গ্রন্থাগারের উপকারিতা এইখানেই, একমাত্র এখানেই অর্থসমতা বজায় রেখে সর্বপ্রকার পুস্তক সংরক্ষণ সম্ভব। কারণ গ্রন্থাগারের পুস্তক ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, বহুর অর্থে, বহুর উদ্দেশ্যে এর সৃষ্টি। তাই সকলেরই সহানুভূতি ও সজাগ দৃষ্টি এর প্রতি থাকে। বিশেষ করে এই গ্রন্থাগার যদি শিশুদের জন্যই হয়, তবে এর গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পাওয়া দরকার। কারণ প্রায়শঃই দেখা যায়, শিশুরা অপরিমিত কৌতূহল নিয়ে একের পর এক বই পড়ে যাচ্ছে। এবং এর জন্য তারা গ্রন্থাগারের সাহায্য নেয়। গ্রন্থাগার থেকে তারা নিজেদের ইচ্ছেমত যে কোন ধরণের বই-ই নিতে পারে ; এবং তার ফলে তাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়—এই শ্রেণীর বইও তারা পড়ে। হতে পারে এই বইগুলি নিম্নস্তর রুচির, যা শিশুমনে বিকৃতি ও ক্ষতিকর মনোবিকারের কারণ। রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনী, অন্তঃসারশূন্য পত্রিকা,—যেগুলির বাইরের একটা আকর্ষণীয় চটক আছে—সেগুলো শিশুদের শুধু ক্ষতিই করে। যদি এই ক্ষতি আমরা বন্ধ করতে চাই এবং সত্যিই শিশুদের উপকার করতে চাই তাদের শিশুমনের গল্পস্পৃহার খোরাক জুগিয়ে, তবে শিশুদের জন্য, সবদিক দিয়ে তাদের উপযোগী, অনেক বই তাদের সরবরাহ করতে হবে। এবং তা একমাত্র সম্ভব উন্নততর বইএর দ্বারা সুসজ্জিত ভালো গ্রন্থাগারের সাহায্যে।

শিশু গ্রন্থাগারগুলির মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—যে সকল শিশুর অক্ষর পরিচয় ঘটেছে, এবং যারা আরও পড়তে চায়, তাদের সর্বশ্রেণীর বই উপযুক্ত পরিমাণে সরবরাহ করা। এবং যতদিন তারা বড় হয়ে সুপথ বেছে নিতে না শিখছে ততদিন তাদের সময়োপযোগী বই বেছে দিয়ে ঠিক পথে পরিচালনা করা। এই জন্যই শিশুগ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। নির্দিষ্টভাবে এই কাজের কোন নিয়ম বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ প্রত্যেক জিনিষের ওপরই তার পারিপার্শ্বিকের একটা প্রভাব থাকে ; তবু মোটামুটি এই গ্রন্থাগারের গঠন এবং গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে।

শিশু গ্রন্থাগার বলতে দু'রকম গ্রন্থাগার বোঝায়—একটি শিক্ষামূলক, অপরটি সর্বসাধারণ বা সকলশ্রেণীর শিশুদের উপযোগী। এই সকল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিতও হয় বহুভাবে—অনেক সময় সমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি একত্র মিলিত হবার জন্যই গ্রন্থাগার স্থাপন করেন; আবার ধর্মীয় বা রাজনৈতিক কারণে মিলিত হয়েও এইরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তবে এই প্রকার শ্রেণীবিভাগ যে সব সময়ই অতিনিরূপিত, তা নয়। বরং অনেক সময়ই সম্মিলিত ভাবেই এরা কাজ করে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে স্কুল লাইব্রেরী ও সাধারণ গ্রন্থাগার—শিশুদের জন্য দু'য়েরই প্রয়োজন আছে কি না। উভয় পক্ষেই বলবার মত অনেক কথা থাকলেও মনে হয় দুটিরই প্রয়োজন আছে। একটিতে যা ত্রুটি আছে, অপরটি হয়তো তা পূরণ করে দেয়। অনেক সময় স্কুল লাইব্রেরী একসঙ্গে সাধারণ পাঠাগার ও বিদ্যালয় পাঠাগার—উভয়েরই প্রয়োজন সাধন করে। সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চলেই এই ধরণের যুগ্ম পাঠাগার দেখা যায়। কিন্তু যে সব গ্রন্থাগারিক ঐসব গ্রাম্য অঞ্চলে গ্রন্থাগার পরিচালনা করেন, তাঁদের অধিকাংশের মত হ'ল যে বিদ্যালয়ের যে গ্রন্থাগার তা কখনও বয়স্কদের চাহিদা মিটাতে পারে না। কারণ তাঁদের উপযোগী বই খুব কম সময়েই স্কুল লাইব্রেরীতে থাকে, যদিও তা থাকা উচিতও নয়। এই গ্রন্থাগারই অনেক সময় শিশুদের এবং তাদের থেকে অনেক বড়দেরও সাধারণ গ্রন্থাগারের কাজ করে, এই ব্যবস্থাকে স্বল্পকালের জন্য গ্রহণ করলেও সর্বকালীন বলে মেনে নেওয়া যায় না।

শিশুদের এই বই যোগান দেওয়ার পেছনে সংগঠণ মূলক যে কোন উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, বিদ্যালয় বা সাধারণ গ্রন্থাগারে শিশুদের যেন কিছুতেই মনে না হয় যে ঐসব জায়গা থেকে তাদের শুধুমাত্র যান্ত্রিক শিক্ষাই দেওয়া হচ্ছে। বিদ্যালয় থেকে তারা যত ব্যাপক শিক্ষাই পাক না কেন, তা যেন তাদের বই-এর ভাবজগৎকে, কল্পনার জগৎকে আচ্ছন্ন করতে না পারে। বিদ্যালয়ে তারা যেভাবে শিক্ষা পায়, সেই ভাবেই যদি তাদের বাইরের পড়াশোনাকেও কেবলমাত্র শিক্ষার একটা আবশ্যিক অংগ বলে বোঝানো হয়, তবে তাতে তাদের ক্ষতিই হবে। অনেক শিশুই স্কুলকে একটা কারাগারের মত মনে করে, যার হাত এড়িয়ে পালাবার উপায় নেই, তারা তাই পড়াশোনাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু পাঠাগার এমন ভাবে পরিচালনা করা দরকার, যাতে তাদের মনে পাঠস্পৃহা বৃদ্ধি পায়।

শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষার সাহায্যে সম্পূর্ণ মানুষ করে তোলা দেশের জাতীয় সরকারের কর্তব্য। শিশুরাই দেশের ভাবী নাগরিক ও পরিচালক। অথচ অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় এই রকম সব জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যক্তিগতভাবে বা সংঘবদ্ধভাবে দেশের জনসাধারণ এগিয়ে এসেছেন, যখন সরকার থেকেছেন নীরব। পাঠাগারের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। তাই আজ সকলের চেয়ে বড় দায়িত্ব সরকারের। তাকেই এগিয়ে এসে এই বিশাল সংখ্যক শিশুকে অজ্ঞতার হাত থেকে বাঁচিয়ে তাদের সবুজ মনকে শস্য শ্যামল করে তুলতে হবে পাঠাগারের মাধ্যমে।

দলবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারে রাজনীতি, ধর্মনীতি ইত্যাদি বিষয়ে মতদ্বৈধতা বা প্রচারকার্য হতে পারে। কিন্তু এই বিভেদটা শিশুদের পক্ষে মারাত্মক, বড়দের পক্ষেও খুব স্বাস্থ্যকর নয়। একমাত্র দেশের সরকারই পারে সমস্ত দলনিরপেক্ষ ভাবে পাঠাগার গড়ে তুলতে।

গ্রন্থাগার যারা পরিচালনা করেন, তাদের অনন্যচিত্তে সেই কাজই করতে হবে। পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই দেখা যায় যে-সকল প্রতিষ্ঠান এই পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন তাঁরা একই সংগে নিজেদের সুবিধা ও ইচ্ছামত দু'তিনটি কাজ আরম্ভ করেন। দেশের সরকারও অনেক সময় এই সব প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা না করে অল্পবিস্তর সহযোগিতা করে থাকেন। এর ফলও বিশেষ সুবিধার হয় না। নানা দিকে চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকার ফলে যাঁরা দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের যথাকর্তব্য সম্পন্ন করতে পারেন না। জনগণের যে অকুণ্ঠ সাহায্যের প্রয়োজন হয় এই ধরণের পাঠাগার পরিচালনার জন্য, তাও সব সময় পাওয়া যায় না, এবং যে স্বল্পপরিমাণে পাওয়া যায়, তাও যখন একাধিক প্রতিষ্ঠান দাবী করে, তখন কোনটাই সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

এই গ্রন্থাগার পরিচালনার কাজ কি ধরণের হওয়া উচিত, এখন আমাদের তাই দেখতে হবে. একটি শিশু-গ্রন্থাগার তার পাঠকদের কি দেবে? যখনই আমরা একটা শিশু গ্রন্থাগার গড়ে তুলব, তখন প্রাথমিক কর্তব্য হিসাবে কি মনে রাখতে হবে? এর উত্তর খুঁজতে গেলে প্রথমেই আমাদের মনে হবে—

১। বই যেন ছোটরা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে পড়তে পারে।

২। অন্যান্য বই, বাড়ীতে বা বই নেওয়া হয় তা'ও, পাঠাগারের মধ্যে বসে যাতে পড়তে পারে তার সব রকম সুযোগ-সুবিধা রাখতে হবে। এবং শিশুদের উপযোগী পত্রিকাও রাখতে হবে।

৩। সহায়ক পুস্তকও কতকগুলি রাখতে হবে, যার দ্বারা শিশুদের বই পড়তে পড়তে যে সব প্রশ্ন জাগবে সেগুলি মেটানো যায়।

৪। গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে উপযুক্ত শিক্ষিত লোক চাই। তাঁরা শিশু পাঠকদের পরিচালিত করবেন, উৎসাহিত করবেন এবং যে-সব উপায়ে তাদের জ্ঞানের স্পৃহা বাড়ানো যায় ও মনকে বিস্তৃত করা যায়, তা করবেন।

এই হচ্ছে সংক্ষেপে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে দায়িত্ব। তবুও যদি প্রাথমিক অর্থসংগতি পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকে, তবে উল্লিখিত কাজগুলির কোনদিকে অধিকতর প্রাধান্য আমরা দেব?

স্বাভাবিক ভাবে প্রথমেই আমাদের মনে আসে গৃহে বই নিয়ে গিয়ে পড়ার ব্যবস্থার কথা, কারণ এর ফলে একসঙ্গে বহু সংখ্যক পাঠক অনেক বেশী সময় বই পড়তে পারবে, যেটা পাঠাগারের বেষ্টনীর মধ্যে সম্ভব নয়। অবশ্য এ থেকে এই প্রমাণিত হয় না যে বাড়ীতে পড়াটা পাঠাগারে পড়ার থেকে বেশী ভাল হয়। অনেক প্রথম শ্রেণীর পাঠাগারে দীর্ঘকাল পড়া-শোনা করার সর্বপ্রকার সুযোগ ও সুব্যবস্থা আছে। কয়েক ঘণ্টা যদি পাঠাগারে কেউ শুধু বই নাড়াচাড়াও করে, তাতেও সে লাভবানই হবে, যা বাড়ীতে সম্ভব নয়। তাই বাড়ীতে বই নিয়ে যাবার ব্যবস্থা থাকলেও সব গ্রন্থাগারেই সুন্দর, সুশোভিত পাঠগৃহ থাকা প্রয়োজন। এ রকম পাঠগৃহ আরো বেশী প্রয়োজন তাদের জন্যই, যাদের বাড়ীতে পড়াশোনা করবার মত সুব্যবস্থা নেই। পড়ার জন্য তো শুধু একটু স্থানই প্রয়োজন হয় না, কি শীত কি গ্রীষ্মে সুপ্রচুর আলো, বাতাস, রোদ্দুর, ভাল পরিবেশ—সবই প্রয়োজন।

সুন্দর ভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য কয়েকটি জিনিস অবশ্য প্রয়োজনীয়।

প্রথমতঃ এটি সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার অধিকার কর্তৃক পরিচালিত হবে, সব শিশুরাই বিনা শুল্কে এটি ব্যবহার করতে পারবে; এবং রাষ্ট্র সম্মিলিত ভাবে এর ব্যয়ভার বহন করবে। ধর্ম ও নীতি-নিরপেক্ষভাবে সবাই সমানভাবে যেন সব রকম বই পড়বার সুযোগ এখানে পায়।

দ্বিতীয়তঃ যদিও পৃথিবীর খুব কম দেশেই পাঠাগারের ব্যাপক প্রসার দ্বারা সব মানুষকে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে, তবুও আমাদের দেখতে হবে, যারা সহরে থাকে এবং যারা সুদূর গ্রামে বাস করে—সবাই যেন পাঠাগার

ব্যবহারের সুযোগ পায়। এর জন্য সময় ও অর্থ-দুইই প্রয়োজন। তবু এই পরিকল্পনাকে ত্রুটিশূন্যভাবে সমগ্র জাতীয় উন্নতি সাধক করতে হবে।

তৃতীয়তঃ শিশু গ্রন্থাগারও যে সমগ্র জাতীয় গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ অংশ, তা মনে রাখতে হবে। বড়দের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, তার বেশী সুযোগ সুবিধা ছোটদের দিতে হবে।

জাতীয় গ্রন্থাগারের উপযোগিতা সবার কাছে পৌঁছিয়ে দিতে হবে আর এর মধ্যে ছোটদেরও একটা বিশিষ্ট স্থান দিতে হবে। বড়রা অন্য অনেকরকম কাজ করে সময় অতিবাহিত করতে পারেন, বাইরে বেড়াতে পারেন, অপেক্ষা করতে পারেন। কিন্তু শিশুরা তা পারে না। তাদের কল্পনা জগতে যা একবার বাসা বেঁধেছে, তার শেষ না জানা পর্যন্ত তাদের শান্তি নেই। তাই বড়দের থেকেও শিশুদের গ্রন্থাগারের প্রতি আমাদের অধিকতর মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

এখন আমাদের দেখতে হবে কি ভাবে সুসংগঠিত জাতীয় গ্রন্থাগার সব মানুষের কাছে সুলভ হতে পারে।

সাধারণতঃ বড় বড় শহরেই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারগুলি স্থাপিত হয়, গ্রামাঞ্চলে এগুলি হয়ত অনেক দূরে দূরে আর তাছাড়া হয়তো সপ্তাহে বা মাসে খুব স্বল্প সময় এগুলি ব্যবহার করা চলে। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত স্থানও সব সময় ঐ সব অঞ্চলে পাওয়া যায় না। স্কুলে, কোন ক্লাবের অফিসে বা নিদেন পক্ষে কারো বসত বাড়ীতে এগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। তার ফলে অসুবিধার আর শেষ থাকে না। এই অসুবিধাগুলো দূর করে' জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিতে হলে আমাদের ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের ব্যবস্থা করতে হবে। আর আরো একটু ব্যয়সাপেক্ষ ব্যবস্থা করা চলে ডাকঘরের মারফৎ।

শিশুদের জন্যও এই ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার একান্ত প্রয়োজন। তা ছাড়াও এক একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের এলাকায় যখন ১০,০০০ থেকে ১৫,০০০ শিশু থাকে, তখন তাহাদের জন্য পরিমিত পাঠগৃহ, তাহাদের সকল প্রশ্ন নিরাকরণের জন্য সুযোগ্য গ্রন্থাগারিক ও সাহায্যকারীরও প্রয়োজন। শিশুরা তাদের পাঠ যাতে প্রস্তুত করতে পারে, নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে নিজেরাও কিছু সৃষ্টি করতে পারে, বক্তৃতা দেবার অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারে, তার জন্য গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ কার্যের প্রয়োজন।

শিশু-গ্রন্থাগার শিশুদের, তাদের অভিভাবকদের এবং গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট সাহায্যকারী কর্মীদের একই সঙ্গে শিক্ষা দেবে। বিভিন্ন প্রকার মানস গঠন অনুযায়ী যারা একা একা অনুশীলন ও চিন্তা করতে ভালবাসে, অথবা যারা সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা দ্বারা শিক্ষার সম্প্রসারণ চায়—প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এখানে থাকবে। এই কারণেই শিশু গ্রন্থাগারের পরিসর বিস্তৃততর হওয়া দরকার। কারণ শিশুদের গ্রন্থাগার শুধু গ্রন্থাগার হলেই চলবে না। একই সঙ্গে তাদের সর্বপ্রকার উন্নতি সাধনের কেন্দ্র হ'তে হবে। কিন্তু এরকম একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ব্যয়সাধ্যও বটে আর একসঙ্গে এতগুলি শিশুকে পরিচালিত করাও সম্ভব নয়। কারণ শিশু গ্রন্থাগার এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে গ্রন্থাগারিক এবং তাঁর সাহায্যকারীরা প্রতিটি শিশুকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন এবং তার সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ও জানেন। সেটা সম্ভব হয় যদি প্রতিটি পাঠাগারে পড়ুয়ার সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। তাই সুসম্পূর্ণ এক একটি ছোট ছোট বাড়ীই শিশু-গ্রন্থাগারের উপযোগী। এখানে একটি ঘরে হবে Lending Library, অর্থাৎ যেখান থেকে তারা বই বেছে বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারবে ; একটি হবে পাঠগৃহ, আর একটি ঘর হবে নিতান্তই শিশুদের জন্য, যারা ছবি দেখে শিখবে , আর একটি ঘর থাকবে সব রকম প্রয়োজনের জন্য-- সেখানে থিয়েটার হতে পারবে, বক্তৃতা হতে পারবে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানও হতে পারবে।

বড় বড় শহরে সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে শিশুদের যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য যেখানে অত্যধিক যানবাহনের আনাগোনা, নানাশ্রেণীর লোকের ভীড়, সেখানে শিশুদের পাঠানো বিপজ্জনক। কাজেই তাদের বাস-স্থানের কাছাকাছি গ্রন্থাগার স্থাপনই অধিকতর কাম্য। শহরের বাইরের বা ছোট ছোট শহরে পাঠাগার সম্বন্ধে গুরুতর সমস্যা দেখা দেয় সময়ে সময়ে। সর্বত্র শিশুদের জন্য পৃথক ঘর বা স্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। হয়তো বা কয়েকটা বুক শেলফ তাদের জন্য আলাদা থাকে। একই সঙ্গে বয়স্ক ও শিশুদের আনাগোনায় বয়স্কদেরও অসুবিধা হয় এবং শিশুরাও প্রয়োজন মত সময় বা বই পাঠাগার থেকে পায় না। এই রকম জায়গায় যদি দু'জনের জন্য বিভিন্ন সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায়, তবে কিছুটা সুরাহা হতে পারে। কিন্তু তাতেও অসুবিধা এই শিশুরা স্কুলের পর্ব সমাধা করে যে সময়ে আসে, বয়স্করাও তাদের অফিস কলেজ কাছারী থেকে সেই একই সময় ফেরেন। তাই

সমস্যাটা সমস্যাই থেকে যায়। আর এই কারণেই গ্রন্থাগারের সুপ্রসারণ আজ একান্ত ভাবেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শহরে শহরে শিশুদের গ্রন্থাগারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে স্কুল লাইব্রেরীর মাধ্যমে, শিশুদের সমিতিতে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করে, খেলাধুলো করার ক্লাবে, অথবা কোন রবিবাসরীয় শিক্ষাগারের মধ্য দিয়ে—যে সব স্থানে শিশুরা সর্বদাই যায়।

(অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী বিজলী রায়)

বই ও শিশুমন

গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়

"ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে" এই সংক্ষিপ্ত কাব্যময় উক্তিটির মধ্যে ব্যাপক চিন্তার খোরাক লুকিয়ে আছে, বিশেষ করে শিশু শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে। এই উক্তিটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল যে প্রতিটি শিশু কিছু না কিছু সম্ভাবনা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে এবং এই সম্ভাবনা সমূহকে যদি সঠিক পথে পরিচালিত করা যায় তবে আজকের শিশু আগামী দিনে প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে উঠবে। শিশুর অন্তর্নিহিত সত্তার বিকাশ হল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। শিশুর মানসিক উৎকর্ষ এবং চিন্তা শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের সবরকম সম্ভাবনা ও সুযোগের বন্দোবস্ত করতে হবে। নিজস্ব সত্তার বিকাশের পথে প্রতিটি শিশু বহির্জগতের সংস্পর্শে আসে। তার অন্তর্নিহিত সত্তার সাথে বহির্জগতের সংযোগ স্থাপিত হয় এবং এই দুই জগতের ঘাত প্রতিঘাতের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশুর মন ও বুদ্ধির বিকাশ সম্ভব হয়। কিন্তু একটিকে অবহেলা করে অপরটির উপর বেশী নজর যাতে না পড়ে সেদিকে সব সময়েই সতর্ক থাকা দরকার। শিশুর মন ও দেহের সমবিকাশের জন্য একই সাথে চেষ্টা করতে হবে, যাতে তাকে সমাজের উপযোগী নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা যায়। শিক্ষার উদ্দেশ্যই হল বই পড়ার মাধ্যমে সম্ভাবনাপূর্ণ সুপ্ত ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলা যাতে বহির্জগতে সে নিজেকে যথাযথভাবে ব্যক্ত করতে পারে এবং যা পরিণামে তার চরিত্র গঠনে সহায়তা করবে। শিশুমাত্রই বিশ্বের প্রতিটি জিনিষকে জানতে চায়। পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে এসে সে নিজেকে গড়ে তোলে।

এই উদ্দেশ্য সাধনের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে বইপড়া সম্ভবতঃ শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং কার্যকরী। কারণ আগ্রহের সাথে বইপড়া তাকে অন্যান্যদের অভিজ্ঞতার সান্নিধ্যে এনে দেয় এবং এই সমস্ত অভিজ্ঞতা সমূহকে নিজের অভিজ্ঞতারূপে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

যদিও সুনির্দিষ্টভাবে কোন শিশুর ব্যক্তিগত সম্ভাবনার পরিমাপ করা সম্ভব নয়, তবুও প্রতিটি শিশুর মানসিক প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে বই নির্বাচন করা আবশ্যক। সঠিকভাবে বই নির্বাচনের জন্য শিশুদের বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে কি ধরণের বই পড়ার জন্য দেওয়া উচিত তা ভাল করে জানা দরকার। নির্বাচিত বই-এর মানকে শিশুর মানসিক অগ্রগতির সঙ্গে সাথে তাল রেখে চলতে হবে যাতে প্রতিটি শিশুর পাঠাগ্রহের ক্রমবৃদ্ধি সম্ভবপর হয়।

বই-এর মান ঠিক করবার সময় আমরা কখনই বই-এর সৌন্দর্যানুভূতির প্রশ্নকে অস্বীকার করতে পারিনে। বিশেষ করে যখন চারিদিকে অসংখ্য মনোহর জিনিস শিশুর মনকে প্রতিনিয়ত আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করছে। সুতরাং শিশুর জন্য নির্বাচিত প্রতিটি বইএ চিত্ররাশির সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে যাতে সবদিক থেকে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তার প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে, কারণ সুন্দর জিনিসের প্রতি মানুষের দৃষ্টি স্বভাবত বেশী আকৃষ্ট হয়। ইহা শিশুর নতুনকে জানার আগ্রহ এবং কৌতূহলকে জাগিয়ে তুলবে। শিশুর বই পড়ার এই আগ্রহ ক্রমশঃ অভ্যাসে পরিণত হবে। বই পড়ার এই অভ্যাস পরিণামে তার জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে সাহায্য করবে। যদি গল্প, কাহিনী বা উপন্যাসের মাধ্যমে কোন শিক্ষণীয় বিষয় উপস্থিত করার ইচ্ছে থাকে তবে তা যেন কোন মতেই জোর করে শিশুর মনের ওপর চাপিয়ে দেওয়া না হয়।

নির্বাচিত বই অবশ্যই শিশুর নিকট বোধগম্য ও সহজ পাঠ্য হওয়া প্রয়োজন। তাই নির্বাচিত বইএর বিষয়বস্তু যেন কখনই শিশুর বুদ্ধি ও মানসিক ক্ষমতাকে ছাপিয়ে না যায়। শিশুর জন্য নির্বাচিত বইএর ভাষা তার মানসিক গঠনের সামঞ্জস্য রেখে সহজ ও স্বাভাবিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিশু সাহিত্যে জ্ঞানের গভীরতা বা পাণ্ডিত্যাভিমানের প্রকাশ অপ্রাসঙ্গিক। বক্তব্য প্রকাশের ভাষা ও রীতি সহজ ও স্বাভাবিক হওয়া প্রয়োজন। কঠিন শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার যতদূর সম্ভব কম করবার চেষ্টা করতে হবে, কারণ শব্দ

অর্থের জন্য প্রতি মুহূর্তে অভিধানের ব্যবহার বিরক্তিকর মনে হয়। শিশু সাহিত্যের লেখকদের এই সম্পর্কে যথেষ্ট দায়িত্ব আছে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে ঘরোয়া পরিবেশের বাইরে বই পড়াকে শিশুরা বিরক্তিকর ও অনুৎসাহজনক মনে করে, যখন প্রতিটি শিশু বইএ লেখা কাহিনী পড়ে উৎসাহ পায় এবং ঐ অভিজ্ঞতাকে নিজের অভিজ্ঞতা বলে মনে করে, তখনি তার মানসিক পরিধির বিস্তৃতি সম্ভব হয়, আত্মিক উন্নতির পথে সে এগিয়ে যায়। এইভাবে তার ক্রমবিকাশ সম্ভব হয় এবং পরবর্তীকালে অনুরূপ ঘটনাবলীর সাফল্যের সাথে সম্মুখীন হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না। দেশের সর্বত্র শিশু গ্রন্থাগারের প্রবর্তন হওয়া একান্ত আবশ্যক। এইসব গ্রন্থাগার প্রয়োজনীয় বইএর দ্বারা সমৃদ্ধ হওয়া উচিত এবং প্রতিটি শিশুর নিকট এই বই যাতে সহজপ্রাপ্য হয় তার বন্দোবস্ত করতে হবে। আগেই বলা হয়েছে নির্বাচিত বই শিশুর কাছে সহজ পাঠ্য হওয়া প্রয়োজন। শিশুর রুচি ও মানসিক ক্ষমতা বই নির্বাচনের নীতিকে প্রভাবান্বিত করে। আর্থিক সঙ্কট ও অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থা বই কেনার পথে প্রধান বাধা। অধিক সংখ্যায় শিশু গ্রন্থাগারের প্রবর্তন এই অসুবিধা দূরীকরণে প্রধান সহায়ক।

গ্রন্থাগারে শিশুদের বই নির্বাচনে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। অবশ্য প্রয়োজন হলে এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ব্যক্তিদের সাহায্য নিতে হবে। শিশুদের এই সাহায্য অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ও সতর্কতার সাথে করতে হবে যাতে তারা কোন মতেই বুঝতে না পারে। কারণ বড়দের মনে হয় এই ধরনের প্রচেষ্টা তাদের মনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করবে। সম্ভবতঃ আপত্তি ও প্রতিবাদও জানাবে। শিশুদের পাঠাগ্রহ ও জ্ঞান লাভের ইচ্ছাকে দমিয়ে দেবে। ক্রমশঃ তাদের উৎসাহ কমে আসবে এবং সাহায্যদানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।
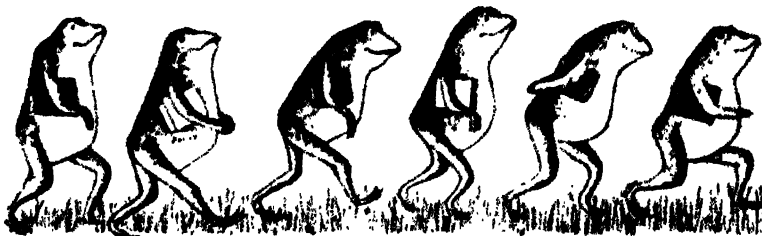
ছোটদের গ্রন্থাগারে গল্পের আসর

বিজলী রায়

গ্রন্থ ছাড়াও অন্যান্য যে সব পদ্ধতির সাহায্যে গ্রন্থাগারে শিক্ষা ও আনন্দের উপকরণ পরিবেশিত হয়ে থাকে তা 'সম্প্রসারণ' কাজ নামে অভিহিত। ছোটদের গ্রন্থাগারে এইসব কাজের মধ্যে গল্পের আসর হোল একটি। এই গল্পের আসর একই সঙ্গে একাধিক উদ্দেশ্য সাধন করে। যে সব শিশু সবেমাত্র তাদের প্রথম পাঠ শুরু করেছে, গল্প শোনা তাদের কাছে গল্প পড়ার মুখবন্ধ স্বরূপ, কারণ একবার গল্পটা শুনে সেটা আবার নিজের পড়ে দেখতে তারা উৎসাহিত হয়।

গল্প বলার সময় গোড়াতেই তার ভাষা সম্বন্ধীয় সমস্যাটা পার হতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যায়, যদি আমাদের বাংলা ভাষাতেই কোন ছাপানো সাহিত্য না থাকতো, তাহলে শিশুরা বাধ্য হয়েই বিদেশী সাহিত্য পড়ত। এখন এই ধরণের গ্রন্থাগারের যিনি গ্রন্থাগারিক তাঁকে তখন প্রথমে গল্পটি শিশুদের বোধগম্য কথ্য ভাষায় শিশু পাঠকদের বলতে হবে। তারপর অত্যন্ত সরল বিদেশী ভাষায় গল্পটি আবার অনুবাদ করে শোনাবেন, এবং বাংলা ভাষাতেই গল্পটির প্রশ্নোত্তর সমাধা করবেন। এর ফলে বিদেশী ভাষায় রচিত সাহিত্যও শিশুরা আস্বাদন করতে পারবে।

গল্প শোনার মধ্য দিয়ে নিজের অগোচরেই শিশুরা কিছুটা চিন্তাশীল হয়ে পড়ে। তারা নিজেরা পড়ে যতটা বুঝেছিল, শুনে আরও একটু বেশী বুঝল এবং ভাবল। শিশুরা পড়তে পারলেও অনেক সময় এই পড়াটা তাদের পরিশ্রম সাধ্য হয়। তাই গল্পের রস বা ভাবটি ঠিকমত তাদের মনে দানা বেঁধে উঠতে পারে না। সেই রকম অবস্থায় যদি সুন্দরভাবে গল্পটি তাদের বলা যায়, তবে সমগ্র কাহিনীটি একটা নির্দিষ্ট অবয়ব নিয়ে তাদের মানস জগতে স্থিতি পায়। সব শিশুই গল্প শুনতে চায়, কিন্তু অনেক সময়ই দেখা যায় গল্পবলার মত কেউ তাদের নেই। আর সবাই যে ভাল করে গল্প বলতে পারেন তাও নয়। তাই গ্রন্থাগার বা বিদ্যালয়েই শিশুরা তাদের গল্প শোনার তৃষ্ণা নিবারণ করে অনেক সময়।

শুনতে যদি ভাল লাগে, তবে শিশুদের নিজেদের মনেও ইচ্ছে জাগবে সুন্দর করে গল্প বলতে। এবং এই গল্পবলার মধ্য দিয়েই তাদের বাচন শক্তি বিকাশ লাভ করবে। স্বাভাবিকভাবে, সুন্দর করে গুছিয়ে বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে শিখবে তারা।

শিশুদের যাঁরা গল্প শোনাবেন, তাঁরা বাস্তবানুগ গল্প বেশী নেবেন না। পৌরাণিক উপাখ্যান, উপকথা, পরীর গল্প, রূপকথা, জীবজগতের গল্প—অর্থাৎ যা কিছু শিশু মনকে আকর্ষণ করে ও কৌতূহল জাগায়, তা সব কিছুই বক্তব্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। অমীমাংসিত কোন ঘটনা বা প্রচারমূলক কাহিনী সর্বদাই পরিত্যাজ্য। শিশুদের যদিও আমরা কোন বিশেষ শ্রেণীর বই-এর সঙ্গে পরিচিত করাতে চাই, তাতেও যে ধরণের কাহিনীর অবতারণা করব, তা স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে হবে যার মধ্য দিয়ে শিশু মনে কোন সংশয় যেন না জাগে। এমন গল্প বলতে হবে, শিশুরা অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকেই যা উপভোগ করতে পারে। আর সে গল্প যদি শিশু মনকে সম্পূর্ণভাবে আকর্ষণ করতে পারে, তবে চাহিদা অনুযায়ী একই গল্প একাধিকবার বলা চলতে পারে।

ছোটদের গল্প শোনাতে হবে মৌখিকভাবে, পড়ে শোনানো চলবে না। গল্পের কথক এবং শ্রোতা উভয়ের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। সেখানে কথকের চোখ যদি বইয়ে নিবদ্ধ থাকে বা তিনি যদি যন্ত্রের মত মুখস্থ বলে যান, তবে তার খুব বেশী প্রভাব শিশুদের ওপর পড়বে না। মনের মত করে গল্প বলাটাও একটা কলা বিশেষ।

গ্রন্থাগারিকের নজর রাখতে হবে তাঁর সাহায্যকারী রূপে বয়বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন বেশী সংখ্যক গল্প বলিয়ে আছে কিনা। কারণ সেই অনুযায়ীই তিনি গল্প বলার সময় বাড়াবেন বা কমাবেন। অনেক গ্রন্থাগারে দেখা যায় যে গল্পবলার অনুষ্ঠান হয় সাপ্তাহিকভাবে। কারণ সবদিন শিশুদের পাওয়া যায় না।

যে সব ঘর অন্য প্রয়োজনেও ব্যবহৃত হয় সেই রকম ঘরে গল্পের আসর না করাই ভাল। গল্প বলার স্থান ও সময় নির্দিষ্ট রাখতে হবে। তাতে যারা শুনবে, তারা ঠিক সময়মত আসতে পারে এবং যারা শুনবে না তারা অন্যত্র চলে যেতে পারে। গল্প বলার সময় কিছুতেই এক সঙ্গে বহু শ্রোতা নেওয়া চলবে না, কারণ তার ফলে বক্তার সঙ্গে শ্রোতাদের স্বাভাবিক অন্তরঙ্গ ভাবটি নষ্ট হয়ে যায়। শ্রোতাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে মিশে গিয়েই কথককে তাদের মন জয়

করতে হবে। তিনি সুন্দরভাবে ধীরে ধীরে গল্প বলবেন, কিন্তু বেশী দীর্ঘ গল্প বলবেন না। কোন নাটকীয় ভঙ্গি বা হাত প্রতিঘাত তাদের গল্পে না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

গল্প শোনাটা মুক্ত বাতাসে উদার আকাশের নীচেই বেশী ভাল লাগে। তাই পাঠাগারের অন্তর্গত যদি কোন বাগান বা মাঠ থাকে, তবে সেখানেই গল্পের আসর বসাতে হবে।

গল্প বলার পরেই এমন কতকগুলো দায়িত্ব আছে যাতে শিশুরা পরিষ্কার ভাবে, জোরে কথা বলতে ও পড়তে পারে। কোন শিশুই সহজে মুখ খুলতে চায় না, তাই শিশু বক্তা থেকে শিশু শ্রোতা অনেক বেশী। তাই অনেক ধৈর্য নিয়ে ধীরে ধীরে তাদের বক্তৃতা দেওয়া শেখাতে হবে। প্রথমে তাদের পড়া বই তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে, সেই বই সম্বন্ধে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। একটু বড় পড়ুয়াদের নিয়ে এই ভাবে একটা 'আলোচনা সভা' গড়ে তোলা যায়, যদি গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়, তবে শিশু পাঠকদের দিয়ে মধ্যে মধ্যে অভিনয় করানো যায়, প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা যায়।

ছোটদের মধ্যে খেলার ছলে পরিচালনার শিক্ষাও দিয়ে দিতে হবে। শিশুদের নিজেদেরই দায়িত্ব নিতে হবে পাঠাগার পরিচালনার, সমস্ত বস্তু ও বিশ্বের প্রতি তাদের মনে ঔৎসুক্য জাগাতে হবে। নানারকম দুষ্প্রাপ্য প্রাকৃতিক জিনিস সংগ্রহ করা, অন্যান্য খেয়াল খুশীর জিনিস—সংগ্রহ করা ও সেই সব যত্ন করে রাখতে শেখাতে হবে, উৎসাহ দিতে হবে। এবং এর জন্য প্রয়োজন সংবেদনশীল ও সহানুভূতিশীল উপদেষ্টার। এই সব উপদেশের মধ্য দিয়ে পাঠকদের মধ্যে নানান বিষয়ের বই কেনার ও নতুন নতুন পাঠাগার স্থাপনের ইচ্ছা সঞ্চারিত করে দিতে হবে। কারণ বই যত বেশী বিক্রি হবে, ততই আরো ভালো বই লেখা হবে এবং মূল্যও অপেক্ষাকৃত কম হবে।

সুভাষিত ভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তারা যাতে লিখতেও শেখে, সেদিকে শিশু গ্রন্থাগারিকের নজর রাখতে হবে। এরজন্য ছোটদের নিজস্ব হাতে লেখা পত্রিকা, দেওয়াল পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশে উৎসাহিত করতে হবে। এর মাধ্যমে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ রচনা, ছবি আঁকা—সব বিষয়েই শিশুরা পারদর্শিতা লাভ করবে। মাঝে মাঝে শিশুদের উপযোগী বিষয়ের বক্তৃতার ব্যবস্থা করে বা ছায়া ছবি দেখিয়ে শিশুদের নতুন নতুন বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া যায়।

এখন মূল বক্তব্য এই যে, গ্রন্থাগারগুলি এইভাবে সংস্কার করে পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগারিকদের বিশেষ শিক্ষা লাভ করা দরকার। ছোট ছোট যারা নবীন মন নিয়ে পড়তে যাবে, তারা যেন, তাদের উপদেশ বা ব্যবহারে ভয় না পায়। শিশুরা যতটা গ্রহণ করতে পারে, তাদের কল্পনাই তাদের সেই পর্যন্ত নিয়ে যাবে, অত্যধিক সারগর্ভ উপদেশের দ্বারা তাদের সবুজ মনকে কোনমতেই শুকিয়ে ফেলা চলবে না। অবশ্য বই কি ভাবে ব্যবহার করতে হবে, সেটা শিক্ষা দেওয়া আলাদা ব্যাপার। বই এর পংক্তি বিন্যাস, অধ্যায় বিভাগ কি ভাবে বই ছাপানো হয়, কারা লেখেন—এই সমস্ত জ্ঞান যদি শিশুদের দেওয়া হয়, তবে তাদের যা অত্যন্ত প্রিয় জিনিস, সেই বই সম্বন্ধে তাদের উৎসাহ আরও বাড়বে।

অনুসন্ধানী শিশু ও শিশু-গ্রন্থাগার

গীতা মিত্র

রবীন্দ্রনাথ "শান্তম, শিবম, অদ্বৈতম"—উপনিষদের এই বাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেন "শান্তম মানুষের শৈশব অবস্থা। এই শৈশবেই শান্ত পরিবেশে তাকে আগত যৌবনের পরিণতির জন্য সর্বপ্রকার খাদ্য যুগিয়ে দিতে হয়। সুশিক্ষা তার একটি প্রধান উপাদান। শিশুকালে শিশুকে যদি তার প্রয়োজনীয় শিক্ষা না দিতে পারি, তার মানসিক পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তার মনের প্রসারতা বৃদ্ধিতে সাহায্য না করতে পারি, তা হলে মনে রাখতে হবে যে, একটি জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশকে আমরা অগ্রাহ্য করলাম। চারা গাছকে যত্ন না করলে, তার খোরাক ঠিকমত না যোগালে, তার কাছ থেকে আমরা যেমন ফল আশা করতে পারি না তেমনি একটি যুবকের কাছ থেকে সুশিক্ষিত আচরণ আমরা করতে পারি না, তার শিশুকালকে অবহেলা করে। যৌবনের আশা আকাঙ্খাকে, তার সাধনাকে সফল করতে হলে তার সাধনার ক্ষেত্র শিশুকালেই প্রস্তুত করতে হবে।

শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে, সরকারী পরিকল্পনায় এ দেশে ২৩০টি জেলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু বয়স্কদের জন্য যত গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে বা তার জন্য যে উৎসাহ ও উদ্যম দেখান হয়েছে শিশু গ্রন্থাগার স্থাপনে সে আগ্রহ দেখা যায়নি। অথচ এ কথা অনস্বীকার্য, যে সত্যকারের শিক্ষালাভের পক্ষে স্কুল বা পাঠ্যপুস্তকই পর্যাপ্ত নয়, তার জন্য বাহিরের বই ও জ্ঞান বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন। শিশুদের শিক্ষালাভের স্বাধীন ক্ষেত্র শিশু গ্রন্থাগারে সত্যকারের বাস্তব শিক্ষাদান করা সম্ভব। সেখানে খুশীমত বইপড়ার স্বাধীনতা তার মানসিক বিকাশ সম্পন্ন করবে।

প্রত্যেক শিশুর কাছে এ পৃথিবী অজ্ঞাত পরিচয়হীন। তার কাছে সব আশ্চর্য গভীর রহস্যে ভরা। তাই মুখে ভাষা ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই তার ডাগর চোখ দুটি মেলে প্রশ্ন করে যায় "কেন ?" তার কৌতুহলী মন নিয়ে সে পৃথিবীর রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত করতে চায়, তার অসীম আগ্রহ নিয়ে এ

পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডার লুঠ করতে চায়। পরিচয় হীনের সংগে পরিচয় করতেই শুধু চায় না, জানিয়ে দিতেও চায় নিজের পরিচয়। কিন্তু শিশুমনের এই জানার স্পৃহাকে কে মেটাবে? কে উত্তর দেবে তার অসংখ্য প্রশ্নের? যান্ত্রিক যুগে দ্রুত লয়ে সময়ের অভাব—আমাদের সময় নেই ধৈর্য ধরে সে কথা শোনার বা উত্তর দেবার। স্বল্প বিত্ত পিতামাতা শিশুর সামনে তার প্রশ্নোত্তরের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই খুলে দিতে পারেন না যা শুধুমাত্র ব্যয়-বহুল নয় আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য। একদিন আমাদের পরিবার বা সমাজ ব্যবস্থা যা ছিল, তাতে আত্মীয় পরিজনের প্রাচুর্যভরা সংসারে শিশুর প্রশ্নের উত্তর দেবার লোকের অভাববোধ ছিল না। ঠাকুর্দা ঠাকুমা পরম স্নেহভরে নাতি নাতনিকে কোলে বসিয়ে ধৈর্য ধরে প্রশ্নগুলি শুধু শুনতেনই না তার উত্তরও দিতেন। হয়ত বা সব সময় তা বিজ্ঞান সম্মত হতো না কিন্তু জানার আগ্রহ কিছুটা মিটত। আর এখন? সে সমাজ বা পরিবার ব্যবস্থা ভাঙ্গতে চলেছে, ছোট ব্যক্তিতান্ত্রিক পরিবারের সকলেই ঘুরছে—দশটা-পাঁচটার চক্র আবর্তে। কিন্তু মনে রাখতে হবে শিশু মনের প্রশ্নের ঢেউ যদি বার বার উঠে মিলিয়ে যায় তবে তার মানসিক বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না। এ সমস্যার একমাত্র প্রতীকার হিসাবে শিশুদের রাস্তাঘাটে

সরকারী আধা সরকারী, বা নিজস্ব প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পাঠিয়ে আমরা আমাদের কর্তব্য শেষ করেছি। কিন্তু আমাদের এই সব প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলির পক্ষে সম্ভব কি এ সমস্যার সমাধান করা? সময় ও শিক্ষকের স্বল্পতা, ছাত্র-ছাত্রীর প্রাচুর্য ও অর্থের অপ্রতুলতা, সমস্তই এ সমস্যা সমাধানের অন্তরায়। এই অন্তরায় যদি না-ই থাকে তবুও কোন ইস্কুলের পক্ষেই এ সমস্যা সম্পূর্ণভাবে মেটান সম্ভব নয়। অথচ শিশু গ্রন্থাগারগুলি স্কুলের পরিপূরক হিসাবে এ কাজ করতে পারে। বড়দের 'কেন'র উত্তর দিবার জন্য তাদের সারা জীবনের শিক্ষার উপর রয়েছে বড় বড় গ্রন্থাগারে Reference Section কিন্তু ছোটদের জন্য আমরা কি করেছি? কেন তাদের এভাবে আমরা

বঞ্চিত করব ? তাই শিশু গ্রন্থাগার হলেই চলবে না, শিশুর অনুসন্ধিৎসা যাতে মেটে সে ব্যবস্থা গ্রন্থাগারে থাকা চাই।

শিশু গ্রন্থাগারে যে বিশেষ বিভাগ বা যে কর্মীরা শিশুদের অনুসন্ধানের স্পৃহা মেটাবেন সে বিভাগে এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও কর্মীদের বিশেষ গুণ থাকা চাই। শিশুদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অসংখ্য প্রশ্নে আমাদের অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। এমন কত প্রশ্ন থাকতে পারে যা আমাদের কাছে হাস্যোদ্দীপক বা উপহাসের মনে হতে পারে কিন্তু শিশুদের কাছে যেন তা কোন মতেই প্রকাশ করা না হয়। প্রত্যেকটি প্রশ্ন শুধু মনোযোগ সহকারে শুনলেই হবে না, তাকে সহানুভূতির সঙ্গে উত্তর দিতে হবে। শিশু মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান কর্মীদের রাখা ভাল। শিশুর সারল্যে শিশুসুলভ প্রাণ চাঞ্চল্য নিয়ে শিশুদের সঙ্গে মিশে যাবার ক্ষমতা থাকা চাই। যাতে করে শিশুরা নির্ভয়ে তাঁকে তাদের বন্ধুর মত ভালবেসে নিজেদের মনের কথা বলতে পারে। প্রশ্নগুলি যেমন বয়সের পার্থক্যভেদে আসবে উত্তরও তেমনি সেই পার্থক্য ভেদে দিতে হবে। ৪-৬ বছরের ছোটদের প্রশ্ন ও ২০-২২ বছরের ছেলে-মেয়েদের প্রশ্নোত্তরে পার্থক্য হতে বাধ্য। এই পার্থক্যকে বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে। এ কাজ করা খুবই কঠিন। তাই বড়দের সূত্র নির্দেশকের (Reference Asst) কাজ করার চাইতে ছোটদের জন্য এ কাজ করা শুধু কঠিন নয় সমস্যাও অনেক গভীর।

শিশু গ্রন্থাগারে এ কাজ সুসম্পন্ন করতে হলে গ্রন্থাগারটি দেশ বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বইতে পূর্ণ করা দরকার। মনে রাখতে হবে বড়দের "সূত্র-নির্দেশ" অনেক সময়ই কোন বই এর নাম বলে দিলেই হয়। কিন্তু ছোটদের বেলায় তা অনেক সময়ই সম্ভব নয়। এখানে কর্মীদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই-গুলির সঙ্গে সর্বদা নিজেদের যোগাযোগ রাখতে হবে। তাদের নিজেদের আগে সেই সব বই পড়ার অভ্যাস, পড়ে সেগুলি স্মরণে রাখা ও যথাস্থানে প্রয়োগের কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। কোন বইএর কোন অংশটিতে সেই বিশেষ প্রশ্নের উত্তর মিলবে, তা জানা কর্মীদের একান্ত প্রয়োজন। হয়ত খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে উত্তরটি দেওয়া আছে তাকে আরও বিস্তারিত ভাবে উদাহরণের সাহায্যে দরকার মত বুঝিয়ে দেওয়া কর্মীদের কর্তব্য।

শিশুগ্রন্থাগারের সেই বিশেষ বিভাগ শুধুমাত্র মুখে মুখে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করবে না। তাকে ধীরে ধীরে শিশুদের মনে

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই পড়ার স্পৃহাকে জাগিয়ে তুলতে হবে ও তাকে অন্তরে পরিণত করতে সাহায্য করতে হবে। একটি প্রশ্নের উত্তর একটি ছোট্ট কথায় সবো শেষ হয়ে যায় না, তার আরও জানার, আরও বিস্তারিত ভাবে বোঝার ইচ্ছে হতে পারে। তখন তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে তার আগ্রহ দীপ্ত মনের কাছে তুলে ধরতে হবে ধীরে ধীরে সেই বইটি যা তার জ্ঞান ভান্ডার পূর্ণ করবে। খুবই কৌশলে তাকে বইটি পড়তে সাহায্য করতে হবে। কেননা এ কথা বলাই বাহুল্য গল্প ইত্যাদি বইএর কাছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নীরস বইগুলি পড়তে আগ্রহ না থাকা ছোটদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। এইভাবে অতি ধীরে শিশুদের সব রকম বই পড়ার অভ্যাস ও প্রশ্নের উত্তর সঠিক বই থেকে বার করে নিতে শিক্ষা দেওয়া আমাদের কর্তব্য। মানুষ অভ্যাসের দাস। সে পড়ার অভ্যাস আমরা শিশুকালে তৈরী করতে সাহায্য করব, সেই হবে তার চিরকালের সাথী। অবসর বিনোদনের প্রধান উপকরণ।

অনুসন্ধানী কাজকর্মের জন্য শিশু গ্রন্থাগারে যতবেশী সংখ্যক পাওয়া যায় শিশু পত্র-পত্রিকা রাখা দরকার। কারণ এটা শুধু শিশুদের কাছে পরিচয়হীন শিশু জগতের পরিচয় বহন করবে না, তার কৌতূহলী অনেক সমস্যার সমাধান করবে। গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে এগুলো প্রশ্নোত্তরের জন্য সর্ব্বদা ব্যবহারের উপযোগী। এর মাধ্যমে বহু প্রশ্নোত্তর সম্ভব হতে পারে। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার বিশেষ শিক্ষণীয় বস্তুগুলি বিশেষ করে যেগুলি শিশুদের মনে প্রশ্নের ঢেউ তুলেছে বা তুলবে সেগুলি কেটে আটা দিয়ে শক্ত কাগজে লাগিয়ে দেওয়াল পত্রিকার মত ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলি এমনভাবে সুসজ্জিত করা উচিত যা ছোটদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে ও তাদের জ্ঞান-বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

শিশু গ্রন্থাগারে Audio-Visual (শ্রব্য-দৃশ্য) সরঞ্জামের ব্যবস্থা থাকা একান্ত দরকার। জ্ঞান যাতে বাস্তব সম্পর্ক শূন্য না হয় তার জন্য রেডিও,

গ্রামোফোন, ম্যাজিক-লণ্ঠন, ছায়াচিত্র, ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকা উচিত। যাতে করে কোন জিনিষকে চিনতে বা বুঝতে হলে তা যেন প্রত্যক্ষ বস্তুর সংস্রব শূন্য কাল্পনিক না হয়। শুধু মাত্র কল্পনায় সীমাবদ্ধ না রেখে প্রত্যক্ষভাবে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেও নেওয়া শিশুদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ছোট বেলা থেকেই মনের মধ্যে কোন কিছু ভুল ধারণা হয়ে গেলে তা সংশোধন করতে সময় লাগে। 'ধারণা যখন অস্পষ্ট ও দুর্ব্বল থাকে, তখন উদ্ভাবনী শক্তির আশা করা যায় না।' তাই শিক্ষার সুরুতেই যাতে সে শিক্ষা বাস্তব শিক্ষা হয় তা দেখা আমাদের কর্ত্তব্য। বিশেষ করে গ্রামের ছোটরা যারা আজ সহরে এলে অবাক বিস্ময়ে ট্রামের দিকে তাকিয়ে রেলগাড়ী ভাবে, বা রাস্তার লালনীল সঙ্কেতের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে তাদের জন্য আমাদের এ ব্যবস্থা রাখতেই হবে হবে। এসঙ্গে মনে রাখতে হবে গ্রামের ছোটরা যারা অজ্ঞানতার অন্ধকূপে দিনের পর দিন কাটাচ্ছে, তারা আর সহরের শিশুরা সমান নয়। তাদের জিজ্ঞাসু মনের চাহিদা মেটান সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য হলেও, তা খুবই কঠিন বলেই গ্রামে শিশু গ্রন্থাগার স্থাপনে আমরা আগ্রহ দেখাইনি। সহরের ছোটদের কাছে গ্রাম যেমন অজ্ঞাত বিস্ময় তেমনি গ্রামের কিশোরদের কাছে সহর। এদের এই অজ্ঞতা দূর করতে পারে গ্রন্থাগার; বইপত্রের সেতু রচনা করে যোগাযোগ করে দিতে পারে গ্রন্থাগারের কর্ম্মীরা।

সব শেষে বলা যেতে পারে গ্রন্থাগারের কর্ম্মীদের সব সময়ই আঞ্চলিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে মনে রাখতে হবে। শুধুমাত্র আমেরিকা, বৃটেন বা রাশিয়ার গ্রন্থগার, তাদের গ্রন্থাগার ও শিশুমনোবিজ্ঞানের বই থেকে শুধু শিক্ষা নিলেই চলবে না। নিজের দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণ করলে দেখা যাবে নিজের দেশ শিশুদের কাছে অস্পষ্ট ও পরের দেশের জিনিস অধিকতর পরিচিত হয়ে আসছে। সর্ব্বদাই মনে রাখতে হবে শিশু কি অবস্থায় কিভাবে মানুষ হচ্ছে। আমাদের মতন দরিদ্র দেশে পাশ্চাত্য দেশের মতন খরচ সাপেক্ষ কার্পেট বিছানো, ফ্লোরেসেণ্ট লাইটের আলোকে দামী চেয়ারে বসে শিশুদের প্রশ্নের উত্তর দেব এ কথা মনে করা বাতুলতা মাত্র। আমাদের দেশের ইতিহাস—সংস্কৃতির উদাহরণ দিয়ে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। 'যাহা পরিচিত, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে যথার্থভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে।' নিজের দেশকে ভাল করে চিনতে, জানতে বুঝতে অভ্যাস করলে

অন্যান্য সমস্ত জানার ভিত্তিস্বরূপ হতে পারে। তাই শুধু ওদেশের বই ও নজির দিয়ে নয় আমাদের দেশেরই সীমাবদ্ধ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে তাকে ধীরে ধীরে বৃহত্তর পৃথিবীতে নিয়ে যেতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'আইডিয়া যত বড়োই হোক, তাহাকে উপলব্ধি করতে হলে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।' তাই ছোট কল্পনা নিয়ে এ কাজ আমাদের আগে আরম্ভ করতে হবে। বৃহৎ পরিকল্পনামূলক ব্যবস্থার জন্য বসে থাকলে চলবে না।

পরিশেষে বলব শিশু গ্রন্থাগারের অভাবে আজ সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র রূপে সার্থক হতে পারছে না। আমরা উপযুক্ত পাঠক সৃষ্টি করতে পারিনি। বর্তমান কালের পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থাগারগুলি হয়েছে শুধু আনন্দ বিনোদন না অবসর বিনোদনের কেন্দ্র। জ্ঞানগ্রাহী পাঠকের অভাবে জ্ঞানগ্রাহী বইএর অভাব। আজ একটি মূল্যবান বিজ্ঞানের বই এর দিকে তাকিয়ে আমাদের নিজেদের দায়ী করা উচিত যে শিশুকালেই যাদের আমরা এসব জ্ঞান আরোহণকারী বই পড়াতে অভ্যাস করলাম না, তাদের কাছে এখন যুবক বয়সে এই বইগুলি পড়তে আগ্রহের দাবী করা কি উচিত?

শিশু মনের অনুসন্ধিৎসা আজ মিটছে না। মানসিক পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে মনের গতি স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দভাবে এগিয়ে যাচ্ছে না, তাতে তার মনের সুষ্ঠু প্রকাশ ও চিন্তাধারার বলিষ্ঠতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার মানসিক চরিত্র দুর্বল হচ্ছে। তার ফলে দেখতে পাচ্ছি চারিত্রিক দৃঢ়তাহীন উচ্ছৃংখল এক যুবসমাজকে। শিশু গ্রন্থাগারের অভাবে শিশু মনের প্রসারতাকে রুদ্ধ করে আমরা যে ক্ষতি করব তা অপূরণীয়, সমাজ যুগে যুগে সে ক্ষতির অভিশাপ বহন করবে।

ছ' বছরের কমবয়সী শিশুদের বই

আরতী পাত্র

বিষয় শুনলে প্রথমেই মনে হয় ছ' বছরের কম বয়সী শিশুরা কি বই পড়ে আর কতটুকু বা পড়ে যে তাদের বই আবার আলোচনার বিষয়।

আমি যদি বলি তারা পড়ে না বা কম পড়ে তার কারণ তারা পড়বার মত জিনিষ পায় না তাহ'লে সম্ভবতঃ এখনই আপনারা সকলে বলে উঠবেন, "রঙচঙে সুন্দর সুন্দর ছবিওয়ালা, মজার মজার ছড়ায় ভরা, নানারকম অভিনব আকৃতিতে কাটা, কত বই বাজারে ; বই-এর অভাব এখন আর কোথায় ?"

গত ১০।১৫ বছরে অন্যান্য অনেক কিছুর মত শিশুদের বই-এরও খুব উন্নতি হয়েছে সত্য। ১৫ বছর আগে শিশুদের জন্য বাংলায় ক'খানা বই পাওয়া যেত, এখনও—একটা হাতের আঙুলে গুণে বলে দেওয়া যায়। এ বিষয়ে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এবং কিছু ব্যক্তির চেষ্টাই উল্লেখযোগ্য। তবুও আমাকে দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে—শিশুদের জন্য বই কিনতে গেলে, যা সংগ্রহ করে আনি, তা খুব আশাপ্রদ কিছু নয়।

বাংলা শিশু পুস্তকে যে সব ত্রুটি সচরাচর দেখা যায়, একটু খেয়াল করলে দেখতে পাই ঠিক সেই সব ত্রুটি ইংরাজী শিশু-পুস্তকে ছিল এবং এখনও প্রায়ই থাকে।

কাজেই আমাদের দেশে যারা এবং যে সব প্রতিষ্ঠান এই কাজে নিযুক্ত র'য়েছেন, তাঁরা যদি শিশু-পুস্তকের আকৃতিগত মান সম্বন্ধে একটু সচেতন হন, তাহলে নিশ্চয় খুব উঁচুদরের জিনিষ তৈরী করতে পারবেন।

প্রাপ্ত বয়স্কদের বই-এর সঙ্গে ছোটদের ৬-৭ থেকে ১২-১৫ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের বই-এর তুলনা করলে দেখতে পাই ছোটদের

বই মাত্রেই কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে কিন্তু প্রধানতঃ প্রাপ্ত বয়স্কদের বই-এর মান এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

শিশু পুস্তকের আঙ্গিক কিন্তু একেবারে আলাদা, তার প্রধান কারণ হলো ছ বছরের কম শিশুর মননক্রিয়া আলাদা উদ্দেশ্য প্রসূত। আমরা যখন শিশুদের জন্য লাইব্রেরী সাজাই, আমাদের উদ্দেশ্যও স্বাভাবিক ভাবেই বড়দের লাইব্রেরী যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার থেকে ভিন্ন থাকে।

শিশুরা পড়ে পড়ার আনন্দে। পড়তে পারলেই তারা তৃপ্ত। তারা আর কিছু চায় না। বই থেকে নতুন কিছু শেখার আগ্রহ তাদের নেই—চায়ওনা। তবে পড়া মানে সত্যিকারের পড়া। পর পর অক্ষরগুলোর ধ্বনি উচ্চারণ করে গেলেই তা পড়া হয় না। শব্দ বা বাক্য যা উচ্চারণ করছে তার অর্থবোধ হলে তবেই তা প্রকৃত পড়া এবং সেই ভাবে পড়তে পারলেই শিশু তৃপ্ত—তখন তার মুখের ভাব দেখলেই বোঝা যায় তার আর কোন অভিলাষ নেই। আর আমাদের উদ্দেশ্যের ভেতর বই ব্যবহার করা, যেখান থেকে নিয়েছে—ঠিক সেইখানে বই তুলে রাখা, যে বইটা পড়তে আরম্ভ করেছে সেটা শেষ করা ইত্যাদি অভ্যাসগুলি শিশুদের ভেতর অনুপ্রবেশ করানোর মত ছোটখাট অনেক কিছুই আছে, কিন্তু শিশুদের জন্য লাইব্রেরী সাজানোকে আমাদের উদ্দেশ্য ভেবে শিশুরা বাধ্যতামূলক বই পড়া যেন মনে না করে, বাবা মা স্কুলের টিচার প্রভৃতিকে সন্তুষ্ট করবার জন্য যেন বই না পড়ে। বই পড়ার আগ্রহ ওদের ভেতর বৃদ্ধি লাভ করুক—বই পড়ে আনন্দ পায় বলে বই পড়ুক, নিজের ভেতর থেকে বই পড়ার আগ্রহ বোধ করুক—ব্যস্। তাহলেই এই বয়সের শিশুদের জন্য লাইব্রেরী তৈরী আমাদের সার্থক হবে।

এবার অল্প কয়েক কথায় শিশুপুস্তকের আকৃতি, প্রচ্ছদ, মুদ্রণ প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান দিক সম্পর্কে আলোচনা করা যাক :

প্রথম ধরো—শিশুর বই-এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থের সাইজ, কি জানি কি করে যেন আমাদের একটা ধারণা হয়ে গেছে শিশু যত ছোট হবে, তার বই লম্বায় চওড়ায় তত বড় হওয়া উচিত। ২'—২½' ফুট লম্বা শিশুদের পক্ষে ১৫" × ১২" sizeএর বই ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত অসুবিধাকর। বড়দের পক্ষে ৩' - ৩½' × ২½' ফুটের বই ব্যবহার করা যত অসুবিধা তার চেয়েও বেশী।

বই-এর thickness। শিশুর বই খুব বেশী মোটা না হওয়াই ভাল, কিন্তু তাই বলে যেন এত পাতলা না হয় যে তাকে folder বা leaflet বলে ভুল হয়ে যায়। তাহ'লে বই পড়ার আনন্দ সে পাবেনা।

বই যদিও খুব পাতলা হবে না কিন্তু বিষয়বস্তু যেন সীমাবদ্ধ হয়। বসে একবারেই যাতে শিশু বই শেষ করতে পারে—এই তার বিষয় হওয়া উচিত। যে বইটা পড়ছি, সেটা শেষ করা হলে আমরাও আনন্দ পাই। শিশুর পক্ষে একটা বই শেষ করা একটা conquest। একটা বই শেষ করার আনন্দ তাকে আর একটা বই পড়ার অনুপ্রেরণা জোগায়।

আর এর থেকে ক্রমশঃ যে বই পড়তে আরম্ভ করেছে সেটাকে শেষ করার একটা অভ্যাস সৃষ্টি হয়। পরে দেখা যায় কোন বই পড়তে আরম্ভ করে যদি অসম্পূর্ণ রেখে তাকে উঠতে হয়- তাহলে আবার যখন পড়ার সময় পায়, শিশু সেই বইটাই সুরু করে নিজ থেকে। 'ওটা আগে শেষ কর, তবে আর একটা বই নেবে" একথা আমাদের বলতে বা শিশুকে শেখাতে হয় না।

বই শেষ করতে পারা যদি conquest হয়, বই-এর এক একটা পাতা উল্টাতে পারা একটি victory। বই পড়ার সময় সে আনন্দটা একটু ঘন ঘন পাওয়া থেকে শিশু যেন বঞ্চিত না হয়। বই যত মোটাই হোক—end যত দূরেই থাকুক পাতা উল্টানো মানেই পড়া এগুচ্ছে এবং সেটা শিশুও অনুভব করে

শিশু-পুস্তকের জন্য যে সব কাগজ ও ছাপা আজকাল ব্যবহার হয় তা প্রায়শঃ খুবই উপযোগী—সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করবার নেই আমার।

শিশু-পুস্তকের চিত্রণ সম্বন্ধে একটি কথা বলবার আছে। সে হলো "বই-এর ভেতরের ছবি" সম্পর্কে। ছবি—রঙিন ছবি, যে কোন জিনিষকে আকর্ষণীয় করে তোলে। আমাদের বইও আমাদের কাছে বেশী আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে' কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, যে সব বই 'শিশু পড়বে' এই উদ্দেশ্যে লেখা, সে সব বই-এ লেখাটা যেন মুখ্য হয়, ছবি গৌণ। পড়বার বই-এ ছবি থাকবে as functional decoration. বইকে চিত্তাকর্ষক করবে, সঙ্গে সঙ্গে পড়তে সাহায্য করবে, পড়ায় প্রেরণা যোগাবে। পড়া থেকে distract করার মত ছবি যেন না থাকে।

শিশু-পুস্তকের বিজ্ঞাপণ পড়ুন—'সুন্দর ঝরঝরে অক্ষরে ছাপা—পাতায় পাতায় রঙিন মন ভোলান ছবি—।' বাস্তবিক মন ভোলান। আমাদেরই বুঝতে অসুবিধা হয় যে এটা ছবির বই, লেখাটুকু ছবির শিরোনামা—অথবা পড়ার বই, ছবিগুলো লিখিত কথার চিত্রণ। শিশুর যে বুঝতে অসুবিধা হবে তা বলাই বাহুল্য।—এই সব বই-এর সাধারণ ব্যবহার হচ্ছে—শিশু অনেকক্ষণ ধরে ছবি দেখে তারপর বই বন্ধ করে তুলে রাখে।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে শিশু-পুস্তকের দুটো ভাগ আছে। প্রথম পর্যায়ে সেই সব থাকবে, যা শিশুকে এই উপলব্ধি দেবে যে, সে যা কিছু জানতে চায়, তা বই-এ লেখা আছে। এ কথা মুখে বলে, যুক্তি দিয়ে, শিশুকে বোঝান যাবে না। এ সত্যটা প্রত্যেক শিশুকে, নিজে আবিষ্কার করতে হবে, তবেই তা সত্যকারের উপলব্ধি হবে—তার পূর্ণ ফল দেখা দেবে শিশুর উপর।

এ শ্রেণীর বই-এ থাকবে এমন কথা যা সে জানে বা উপলব্ধি করছে। এই সব বই পড়তে প্রয়াস কম লাগে, কারণ শব্দ ও পরে বাক্য উচ্চারণ করার

সংগে সংগেই শিশু তার মানে বুঝতে পারে। শিশুরা সেজন্য পড়া উপভোগও করে বেশী। প্রথম যখন আমরা ইংরাজী সিনেমা দেখতে আরম্ভ করেছিলাম—সিনেমার গল্পটা জানা থাকলে সুবিধা লাগতো বেশী; এও ঠিক সেই ঘটনা।

শিশুরা পুনরুক্তি ভালবাসে—এ দ্বারা ওদের আত্মনির্ভরতা বাড়ে। সে কারণেও এই ধরণের বই-এ ওদের আকর্ষণ বেশী হয়।

আর—"আরে! কত ব'লে ব'লে মার কাছ থেকে কাল যে গল্পটা শুনেছি, সে তো এই বইটার লেখা রয়েছে!" আবার কোন সময় "মাসী সেদিন স্কুলে যে ছড়াটা শেখাল সেইটাই তো এইটা!" বারবার এই আবিষ্কারই শিশুকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে যে যা কিছু সে জানতে চায়, যা কিছু সে অন্যের মুখ থেকে শুনতে পেতে পারে তা সবই কোন না কোন বই-এ লেখা আছে।

আর এই উপলব্ধিই শিশুর মনে বই পড়ার আগ্রহ জানাবে এবং শিশুর জন্য লাইব্রেরী সাজান আমাদের সার্থক হবে। এবং এর পর শুধু দ্বিতীয় পর্যায়ের বই দিয়ে গেলেই চলবে।

শিশুদের যেমন প্রশ্নের শেষ নেই—তেমনই নেই কোন বাঁধাধরা নিয়ম কখন তার কি জানতে ইচ্ছা করবে। অতএব শিশু যা কিছু জানবার আগ্রহ প্রকাশ করছে এবং করেনি কিন্তু করতে পারে সব কিছু সম্বন্ধে বই দরকার। ওদের মত ক'রে যা কিছু লিখে দেবেন এই সময় শিশু তাই একান্ত আগ্রহের সংগে পড়বে এবং তা তার মনে সত্য বলে গেঁথে থাকবে।

সে জন্য সব শেষে একটি সতর্ক-বাণী। বই লেখার সময় এবং বই শিশুর হাতে দেবার সময় দেখবেন যেন উদ্ভট কিছু না থাকে তাতে। ছোটরা গল্প খুব আগ্রহ নিয়ে শোনে এবং বই-এ পেলে হয়তো পড়বেও—কিন্তু ওটা শিশুর পক্ষে কুপথ্য। শিশুরা চিন্তা করে ও তাদের বদ্ধমূল হয়ে যায় হয় কেউ ভাল, নয় সে মন্দ। হয় বইএ যা লেখা থাকে তা সবই ঠিক আর নয় তো সবই ভুল। অতএব সত্য নয় এমন কথা বইএ না লেখাই ভাল। তাই বলে কাল্পনিক কিছু লেখার কোন বাধা নেই।

[ত্রিপুরার বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত 'গ্রন্থালোক' পত্রিকার সৌজন্যে প্রকাশিত।]

ছোটদের গ্রন্থাগারে চিত্রাঙ্কণ

ইন্দ্রনাথ মজুমদার

বর্ত্তমানে আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলি ক্রমেই শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল হচ্ছে। বেশ কিছু গ্রন্থাগারেই শিশু বিভাগ খোলা হয়েছে এবং অনেক গ্রন্থাগারে খোলার প্রচেষ্টাও চলেছে। তাছাড়া কেবলমাত্র শিশুদের জন্যও অনেক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিশুদের প্রতি আমরা কিছুটা সহানুভূতিশীল হলেও সবচেয়ে যেটা বেশী দরকার সেটার প্রতি কিন্তু আমরা ততটা এখনও নজর দিইনি। সেটা হচ্ছে শিশুদের প্রতি দায়িত্ববোধ।

ভবিষ্যৎ নাগরিকদের যদি সুস্থ মনের অধিকারী করে গড়ে তুলতে হয় তাহলে আজকের গ্রন্থাগার কর্মীকে দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে, আর দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে সচেতন হলেই দেখব গ্রন্থাগার কর্মী তখন বই আদান প্রদানের মধ্যেই তার ক্ষুদে গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিচ্ছেন না, কি করে সেই ক্ষুদে গ্রাহকটির মনের ভেতরের পদ্ম কুঁড়িটিকে, সোনার কাঠি দিয়ে ছুঁইয়ে শতদলে বিকশিত করা যায় তার জন্যও চেষ্টা করছেন।

শিশুদের মনের কুঁড়িটিকে বিকশিত করতে অনেক বিষয়ই সাহায্য করে, এর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর বিষয় হচ্ছে "চিত্রকলা"। ছবি আঁকা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। পৃথিবীতে এমন লোক খুব কম পাওয়া যাবে যাঁরা ছোট বেলায় কিছু না কিছু ছবি আঁকার চেষ্টা একদম করেন নি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষও এই প্রবৃত্তির বশেই গুহার গায়ে কঠিন পাথরে তাদের বিস্ময়কর, বলিষ্ঠ শিল্পকলার নিদর্শন রেখে গেছে। কাজেই দেখা যাবে চিত্রকলাটা বিলাসের সামগ্রী নয় এটা জীবনেরই একটা অঙ্গ। জীবনের এই সুন্দর অঙ্গটিকে যদি শিশুকাল থেকেই পরিচর্যা ও যত্ন করা যায় তাহলে অনেক সুন্দর ফসল আমরা পেতে পারি।

অনেকে প্রশ্ন করবেন গ্রন্থাগারের সঙ্গে শিশুদের চিত্রকলায় বাস্তব শিক্ষাদানের সংগতি কোথায়? আমাদের মনে রাখতে হবে ইংরেজী লাইব্রেরী কথাটার সঠিক প্রতিশব্দ গ্রন্থাগার নয়। বিদেশে রেকর্ড, ছবি, ফিল্ম এ সমস্ত লাইব্রেরীর

একটা অঙ্গ। শুধু তাই নয় শিক্ষাগত এবং সংস্কৃতিগত ব্যাপারে বাস্তব সহায়তা দান করাও লাইব্রেরীগুলির একটা প্রধান কাজ। কাজেই আমাদের দেশে বর্তমান গ্রন্থাগারগুলি যদি শুধু পুস্তক সংগ্রহে ব্যস্ত হয়েই থাকে তাহলে আমাদের গরুর গাড়ীর যুগেই থাকতে হবে, আর স্পুটনিক-এর যুগে এই অবস্থাটা ভাবলেই অসহনীয় বলে মনে হয়। আমাদের দেশে বিদ্যালয়গুলি যদি শিশুদের চিত্রকলা শেখাবার দায়িত্ব নিত তাহলে অনেক সুবিধা হত, কারণ চিত্রকলার মাধ্যমে শিক্ষাদান অত্যন্ত কার্যকরী হয়, যদিও টিচার্স ট্রেনিং কোর্সে এ সম্বন্ধে কিছু পড়ার ব্যবস্থা আছে তা হলেও বাস্তবে বিদ্যালয়গুলিতে এ ব্যাপারে কোন গুরুত্বই দেওয়া হয় না। কাজেই গ্রন্থাগারগুলিকেই এখন এই ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে।

অতএব গ্রন্থাগারের বাজেটে ছবি আঁকার সরঞ্জামের জন্য কিছু বরাদ্দ করুন। পাড়ার চিত্রকলা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান রাখেন এমন একজনকে শেখাবার দায়িত্ব দিন আর উৎসাহ দিন শিশুদের কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং আঁকার জন্য। দেখবেন ওইগুলোই ভবিষ্যতে সুস্থ মন গঠনে সহায়ক হয়েছে।

লিপিশিক্ষার হাতেখড়ি যেরকম স্লেটে করা হয় চিত্রকলার হাতেখড়িও স্লেটে করাই সবচেয়ে সমীচীন, রং-বেরং-এর চকখড়ি, স্লেট এই ব্যাপারে খুব কাজে লাগবে। অত্যন্ত সস্তায় আর নির্ঝঞ্ঝাটে শিশুদের অঙ্কন রীতি শেখাতে হলে এই পদ্ধতিটি খুব কার্যকরী হবে বলে মনে হয়।

• প্রথম অবস্থায় শিশুদের সাধারণ ব্যবহার্য ও সহজলভ্য বস্তুর প্রতিকৃতির রেখা অঙ্কনে উৎসাহ দিতে হবে। যথা গাছের পাতা ও বিভিন্ন ফল, পশুপাখী ইত্যাদি। কোন একটি চৌকো জায়গায় বালি বিছিয়ে যদি তার ওপর আঙুল বা কাঠি দিয়ে রেখা অঙ্কন শেখান যায়, তাহলে রেখার মধ্যে প্রথম থেকেই একটা সরলতা ও বলিষ্ঠতা আসতে শুরু করবে এবং শিক্ষাও খুব দ্রুত অগ্রসর হবে।

রেখা দিয়ে প্রতিকৃতি আঁকা শেখাবার পর, প্রতিকৃতির ভেতরটা রং করতে শেখান। যখন দেখবেন রংটা বাস্তবানুগ হচ্ছে অর্থাৎ পাতার রং সবুজ বা ফলের রং সেই ফলের রং অনুসারে তাহলে জানবেন শিশুর পর্যবেক্ষণ শক্তি ধীরে ধীরে বাড়ছে। এর পরেই শিশুকে দু তিন রকম রং একসাথে ব্যবহারের কৌশল শেখাতে হবে। (মিশ্র রং ব্যবহারের পদ্ধতি শিশুদের প্রথম অবস্থায় না শেখানই ভাল সেইজন্য এই বিষয়ে কোন কিছু লেখা হয়নি) এই বিষয়ে

শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য শুধু বই লেনদেনই নয়, গানের আসর, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতিরও ব্যবস্থা থাকা উচিত।

চিত্রে বিদেশের একটি গ্রন্থাগারে ছোটদের ছবি আঁকতে দেখা যাচ্ছে।

মিলিয়ে লেকারক্লথ মেঝে দিন, দ্বিতীয় দেয়ালে তার ওপর ছবি আঁকার ব্যবস্থা, তাহলে যাকে যাকেই ফ্রেস্কো পেন্টিং করা যাবে, এতে চোখের একঘেয়েমিটা কেটে যাবে। দেয়ালের তিনদিকে একটু উঁচু করে র‍্যাক করে দিন। র‍্যাকের ওপর সাজান বাঁকুড়ার ঘোড়া, হাতি, কৃষ্ণনগরের ফল, আর কাঠের পুতুল। একপাশে রেখে দিন "শংকরস উইকলী"র শিশু সংখ্যাটা, আর কিছু ছবি আঁকা শেখার বই। দেখবেন এই ঘরটা শিশুদের একটা বিরাট আকর্ষণের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে আর শিশুর মনের ওপর এই ঘরের যে প্রভাব পড়বে তা যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনি সুন্দর ও আনন্দদায়ক।

ইউ এস আই এস গ্রন্থাগারের ছোটদের বিভাগ

ইউ এস আই এস গ্রন্থাগারের বড় হলটার একটি কোণে গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগ—হলটার প্রবেশ করে ডান দিকে তাকালে ছোট ছোট টেবিল চেয়ার সমন্বিত জায়গাটা দেখলে চিনতে আর দেরী হয় না সেই বিভাগটিকে। এমন কি ক্যাটলগ ক্যাবিনেটটিও যেন পাঠক আর টেবিল চেয়ারের আকারের সংগে সামঞ্জস্য রেখে করা হয়েছে।

শিশুদের উপযুক্ত করে লেখা ছোটবড় রং বেরং-এর ১৫০০ (পোনের শ) বই রাখা আছে নীচু বই-এর তাক গুলোতে। আর আছে শিশুমনকে আকর্ষণের জন্য নানা বিষয়ের ছবি। প্রাচীন ইতিহাসের বই থেকে আরম্ভ করে আধুনিক রকেটের ওপর পর্যন্ত বই আছে সেখানে, আর আছে একদম ছোটদের জন্য শুধু ছবিওয়ালা বই থেকে ভাল ভাল অ্যাডভেঞ্চারের গল্প পর্যন্ত, যা শিশু-মনকে টেনে নিয়ে যেতে পারে সহরের কোলাহলপূর্ণ আবহাওয়া থেকে বহুদূরে স্বপনপুরীর কল্পরাজ্যে। তা ছাড়া ছবিওয়ালা অভিধান আর এনসাইক্লো-পিডিয়াগুলো ছেলেমেয়েরা একবার হাতে পেলে ছাড়তেই চায় না।

গ্রন্থাগারের ১৪০০ সদস্যের মধ্যে প্রায় ৭০০ শিশুসভ্য এই শিশু বিভাগটি

নিয়মিত ব্যবহার করে থাকে। বিদ্যালয় থেকে ফেরার পথেও অনেক ছেলেমেয়েরা একবার বিদ্যালয়ের বই পিঠে ঝুলিয়ে এসে হাজির হয়। সেখানে নিজের ইচ্ছামত বই তাক থেকে নিয়ে বসে পড়ে একটি ছোট চেয়ারে। এই গ্রন্থাগারটির দ্বারও যেমন সকলের কাছে উন্মুক্ত, বইগুলো তাকগুলোও তেমনি খোলা থাকে তাদের কাছে যাতে তারা নিজের খুশীমত বই নিয়ে পড়তে পারে।

শিশুরা গ্রন্থাগারে প্রবেশ করলে গ্রন্থাগারের কর্মীরা হাসিমুখে এগিয়ে যান তাদের কাছে, তাদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিয়ে—তাদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে শিশুমনকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করেন তাঁরা।

বই ছাড়াও আছে রেকর্ড—শিশু রূপকথার ওপর সুন্দর সুন্দর সংগীত, জন্তু জানোয়ার নিয়ে চমৎকার গল্প আর ছড়ার রেকর্ড—শিশুমনকে জয় করতে এমনটি আর কি আছে—এই রেকর্ডগুলো বই এর মতই বাড়ী নিয়ে যান অনেক পিতামাতা তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য।

শিশু বিভাগটিতে মধ্যে মধ্যে গল্প বলারও ব্যবস্থা আছে। সুযোগ পেলেই কোনও একজন কর্মী কয়েকজন শিশুকে নিয়ে গল্পের একটি বৈঠক জুড়ে বসেন। রূপকথা একটি বেছে নিলেই চলে যায় শিশুমনকে ভোলাবার জন্য। তারাও একাগ্রচিত্তে গালে হাত দিয়ে বসে শুনে যায় এই গল্প।

একটি শিশু গ্রন্থাগারকে শিশুমনের উপযুক্ত করে তোলার জন্য যা যা প্রয়োজন তার প্রায় সকল রকম ব্যবস্থাই করা আছে ইউ এস এস গ্রন্থাগারের এই শিশু বিভাগটিতে।
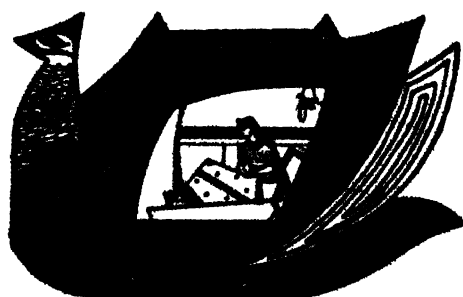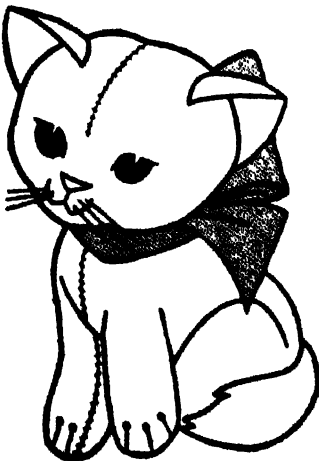
ছোটদের বই

বাংলা শিশু সাহিত্যের তেমন পূর্ণাঙ্গ কোন তালিকা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। কাজটি অবশ্য শ্রমসাধ্য কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এজন্য শিশু সাহিত্য-পরিষদ সম্প্রতি এই কাজটিতে হাত দিয়েছেন। তালিকাটি বিষয়বস্তু অনুযায়ী ভাগ করা হবে, যেমন জীবনী, বিজ্ঞান, ইতিহাস, উপন্যাস, এডভেঞ্চার, নাটক, ছড়া ইত্যাদি। এর ভিতর এবং কোন বিষয়বস্তুর অন্তর্গত বইয়ের সংখ্যাও কম নয়। সেজন্য কোন একটি বিষয়ে লেখা বইয়ের তালিকা একবারে প্রকাশ না করে একাধিক বারে প্রকাশ করা হবে। এবং প্রয়োজন মত সংযোজন ও সংশোধনও করা যাবে। আশা করি বাংলা সাহিত্যের লেখক ও প্রকাশকেরা এবিষয়ে আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। এই সম্পর্কে তাঁদের সম্পাদক, শিশুসাহিত্য পরিষদ, ১৬ টাউনসেন্ড রোড, কলিকাতা-২৫ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি।

—সম্পাদক, শিশুসাহিত্য-পরিষদ

বাংলাভাষায় লেখা ছোটদের বইয়ের তালিকা

(১) জীবনী

লেখকের নাম	বইয়ের নাম	কোন বয়সের ছেলেমেয়েদের উপযোগী	মৌলিক, অনূদিত বা সম্পাদিত	প্রকাশক
অমল দাশগুপ্ত	ম্যাকসিম গোর্কি	৬-১২	মৌলিক	স্বাক্ষর কলিকাতা
অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর	নালক	ঐ	ঐ	সিগনেট প্রেস, কলিকাতা
ইন্দিরা দেবী	তুমি নারী মহীয়সী	১২র উর্ধ্বে	ঐ	বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা
ঐ	অমিতাভ	ঐ	ঐ	ঔরিয়েণ্ট বুক পাবলিশার্স, কলিকাতা
এম, এল, দে অ্যাণ্ড কোং সম্পাদক	রামকৃষ্ণ	১২র উর্ধ্বে	ঐ	এম, এল, দে এণ্ড কোং, কলিকাতা
ঐ	শ্রীমধুসূদন	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	রবীন্দ্র নাথ	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	কানাইলাল	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	শ্রীঅরবিন্দ	ঐ	ঐ	ঐ
কনক বন্দ্যোপাধ্যায়	সে যুগের বাঙালী	৮-১২	ঐ	এ মুখার্জী, কলিঃ
কমলেশ রায়	মেঘনাদ সাহা	ঐ	ঐ	স্বাক্ষর, কলিকাতা
কানন বিহারী মুখোপাধ্যায়	ছোটদের রবীন্দ্রনাথ	ঐ	ঐ	কলিঃ প্রকাশনালয় কলিকাতা
খগেন্দ্রনাথ মিত্র	সংতবি	১২র উর্ধ্বে	ঐ	নেতাজী বুক স্টল কলিকাতা
গিরীণ চক্রবর্ত্তী	চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি	৮-১২	ঐ	অশোক পুস্তকালয়, কলিকাতা
ঐ	কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	গোবিন্দ দাস ও বৃন্দাবন দাস	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	দেবপ্রিয় অশোক	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	তোমাদের বন্ধু লেনিন	ঐ	অনুবাদ	ঐ
গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়	মাদাম কুরি	১২র উর্ধ্বে	মৌলিক	স্বাক্ষর, কলিকাতা

চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী	বাংলার শহীদ	৮-১২	মৌলিক	ওরিয়েণ্ট বুক কোং কলিকাতা
ঐ	মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগর	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র	ঐ	ঐ	ঐ
জয়দেব রায়	পুণ্য কাহিনী	ঐ	ঐ	পূর্বাচল প্রকাশক কলিকাতা
দেবীপ্রসাদ চট্টোঃ	বিদ্যাসাগর	ঐ	ঐ	স্বাক্ষর, কলিকাতা
ঐ	ভলটেয়ার	ঐ	ঐ	ঐ
দক্ষিণারঞ্জন বসু	বিশ্বের দরবারে বাঙ্গালী	ঐ	ঐ	অমিয়রঞ্জন মুখোঃ, ২, কলেজ স্কোয়ার,
ধীরেন্দ্রলাল ধর	বিবেকানন্দ	ঐ	ঐ	ওরিয়েণ্ট বুক কোং কলিকাতা
ঐ	বিদ্যাসাগর	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	গৌতম বুদ্ধ	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	প্রিয়দর্শী অশোক	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	শ্রীচৈতন্য চরিত	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	চণ্ডীদাস	ঐ	ঐ	গীতা ও অশোক ৯, ফকিরচাঁদ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ঐ	গল্প হলেও সত্যি	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	এই দেশেরই মেয়ে	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	আমাদের গান্ধীজী	১২র ঊর্ধ্বে	ঐ	ঐ
ঐ	আমাদের রবীন্দ্রনাথ	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	বন্দী জীবন	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	আমাদের দেশের মানুষ	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	কমরেড লেনিন	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	আমার দেশের কবি কাহিনী	ঐ	ঐ	ঐ
নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	মাতঙ্গিণী হাজরা	১২র ঊর্ধ্বে	মৌলিক	দেবসাহিত্য কুটির কলিকাতা

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোঃ	জহরলাল	১২র ঊর্ধ্বে	মৌলিক	ইউ এন ধর কলিঃ
ঐ	মোসলেম জাতির কর্মবীর	ঐ	ঐ	এস এন বসু, কলিঃ
নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ	ভারতীয় বৈজ্ঞানিক	ঐ	ঐ	ওরিয়েন্ট বুক কোং কলিকাতা
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	রামমোহন	ঐ	ঐ	ভাস্কর লিঃ কলিকাতা
নরেন্দ্র দেব	দিব্যমানব যীশুখৃষ্ট	ঐ	সংকলন	পাঠশালা কার্যালয়, কলিকাতা
প্রভাতকুমার গোস্বামী	কাশীর রক্তে গেয়ে গেল	৮-১২	মৌলিক	এস কে পালিত কলিকাতা
ঐ	বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা	১২র ঊর্ধ্বে	ঐ	শিশুসাহিত্য সংসদ কলিকাতা
পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী	রূপ ও সনাতন	৮-১২	ঐ	ওরিয়েন্ট বুক কোং কলিকাতা
ঐ	শ্রীজীব গোস্বামী ও ভট্ট রঘুনাথ	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	গোপাল ভট্ট ও দাস রঘুনাথ	ঐ	ঐ	ঐ
প্রমথনাথ তর্কভূষণ	শাক্য সিংহ	১২র ঊর্ধ্বে	ঐ	নব ভাস্কর প্রেস, কলিকাতা
প্রসন্ন কুমার সমাদ্দার	শ্রীঅরবিন্দ	৮-১২	ঐ	এম এল দে এণ্ড কোং কলিকাতা
বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য	দিগ্বিজয়ী বীর	ঐ	ঐ	রামধনু কার্যালয় কলিকাতা
বাণী দাসগুপ্ত	শ্রীচৈতন্য	৫-৮	ঐ	পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার
মোহিত রায়	মহাজীবনীর কাহিনী	১২র ঊর্ধ্বে	ঐ	শরৎ পুস্তকালয় কলিকাতা
ঐ	দ্বিজেন্দ্রলাল	ঐ	ঐ	কলিকাতা-পুস্তকালয় কলিঃ

মোহিত রায়	ভয়বাগী	১২র উর্ধ্বে	মৌলিক	দি পোয়াক লাইব্রেরী কলিকাতা
মনোজিত বসু	অবনীন্দ্রনাথ	৮-১২	ঐ	মিত্র ও ঘোষ
মণি বাগচি	ছোটদের বার্নাড শ'	১২র উর্ধ্বে	ঐ	কমলা বুক ডিপো; কলিকাতা
ঐ	ছোটদের ছত্রপতি	ঐ	ঐ	নবভারতী কলিঃ
যামিনীকান্ত রায়	ছোট্ট রবি	৫-৮	মৌলিক	রীডার্স কর্ণার কলিকাতা
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	যারা ছিল দিগ্বিজয়ী	৮-১২	ঐ	আশুতোষ লাইব্রেরী কলিকাতা
যামিনীমোহন কর	নব ভারতের বিজ্ঞান সাধক	১২র উর্ধ্বে	ঐ	গুরুদাস চট্টোঃ কলিকাতা
শান্তি রায়	স্বামী বিবেকানন্দ	৫-৮	ঐ	কলিকাতা পুস্তকালয়, কলিঃ
শিশিরকুমার চক্রঃ	বুদ্ধদেব	ঐ	ঐ	পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার
সুশীল রায়	মনীষী জীবন কথা	১২র উর্ধ্বে	ঐ	ওরিয়েন্ট বুক কোং
শুভেন্দু ও ভাস্করানন্দ রায়	কীর্তি যাদের করল অমর	ঐ	সংকলন	সরস্বতী লাইব্রেরী কলিকাতা
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য	মহাবিজ্ঞানী নিউটন	ঐ	মৌলিক	ওরিয়েন্ট বুক কোং

জাতীয় গ্রন্থাগারে শিশু বিভাগের উদ্বোধন

ফিতে কেটে নয়, চাবি দিয়ে দরজা খুলেও নয়, রঙবেরঙের কয়েকটি বেলুন উড়িয়ে গত ২২শে জানুয়ারী জাতীয় গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগের উদ্বোধন করা হয়। একত্র বাঁধা বেলুনগুলির নীচে একটা কাগজ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাতে লেখা ছিল 'জাতীয় গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগ'। বেলুনগুলি উড়িয়ে দিয়ে আনুষ্ঠানিক এই উদ্বোধনের কাজ সম্পন্ন করেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর। প্রথমে অধ্যাপক কবীর সমবেত বিভিন্ন জাতের প্রায় দুশো ছেলেমেয়েকে নিয়ে প্রবেশ করলেন। বিভাগটি জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনের একতলায় অবস্থিত। এই উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থাগারের সম্মুখের মাঠে নির্মিত একটি সুন্দর মণ্ডপে এক ছোট্ট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীনে লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই বিভাগটি প্রতিষ্ঠিত হোল। ছোটদের উপযোগী বেত ও কাঠের ছোট ছোট চেয়ার টেবিল ও নীচু সেলফে বই রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেওয়ালগুলি মনোরম চিত্রাদিতে শোভিত। জানলা-দরজায় রঙ দেওয়া থেকে আরম্ভ করে আসবাবপত্রের গঠনের মধ্যেও যথেষ্ঠ চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ছোটরা পাছে হোঁচট খায় তাই বিভাগটির ভেতরে কোথাও চৌকাঠ নেই, চেয়ারের কোণে ঠোকর লেগে পাছে চোট লাগে তাই চেয়ার টেবিলের গড়নেরও বৈশিষ্ট্য আছে। ছিমছাম পরিবেশ ছোটদের কেন বড়দের চিত্তও আকর্ষণ করে।

অপরাহ্নে বিভাগটি খোলা থাকে। যে কোনও শিশু গ্রন্থাগারে ঢুকে ইচ্ছামত বই বের করে বসে পড়তে পারে। আপাততঃ বই বাড়ীতে নিয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। বিভিন্ন জাত ও ভাষায় ছেলেমেয়েদের আনন্দ উচ্ছ্বাসে গ্রন্থাগারটি মুখরিত হয়ে ওঠে। বাংলা, ইংরিজি, হিন্দি, মারাঠি ও তামিল বই রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। বাকি ভাষার বইপত্র প্রয়োজনানুযায়ী রাখা হবে পরে। সবশুদ্ধ দু'হাজার বই সংগৃহীত হয়েছে।

জাতীয় গ্রন্থাগারে এই বিভাগটি গ্রন্থাগার কর্মী ও সমাজ সেবকদের আদর্শ হিসাবে অনুপ্রাণিত করবে।

বেজারি সাময়া কেশবন

জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী বি, এস, কেশবনকে ভারত সরকার 'পদ্মশ্রী' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেছেন। এ সংবাদে শুধু গ্রন্থাগার সেবী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীরাই আনন্দিত হন নি, ভারতের শিক্ষানুরাগী জন-সাধারণও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কয়েক বছর আগে বিশ্ববিখ্যাত কোলন বর্গীকরণের স্রষ্টা এবং ভারতের আধুনিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের জনক ডক্টর এস, আর, রঙ্গনাথনকে ভারত সরকার পদ্মশ্রী উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে-ছিলেন। ডক্টর রঙ্গনাথন ও শ্রীকেশবনের প্রতি এই সম্মান শুধু তাঁদের ব্যক্তিগত কর্মনিষ্ঠা ও প্রতিভার প্রতি সম্মান নয়, গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় অনগ্রসর ভারতের নব গ্রন্থাগার আন্দোলনেরও পরোক্ষ স্বীকৃতি। আমরা যারা গ্রন্থাগার কর্মী তারা যেন কোন মতেই না ভুলি গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার আন্দোলনই তাঁদের এই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

শ্রীবি, এস, কেশবন ১৯০৯ সালে ১০ই মে মহীশূরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্কুল ও কলেজের শিক্ষা মাদ্রাজে গ্রহণ করেন। তিনি সাত বছর ইংলণ্ডে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য ও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতোকত্তর পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হবার পর ঐ বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্রন্থাগার ডিপ্লোমা পান। লণ্ডনের "স্কুল অব্ ওরিয়েণ্টাল স্টাডিজ" এ সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় লিপি অধ্যয়নের পর জার্মানীতে ছ'মাস ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। ইংলণ্ড থেকে ফিরে শ্রীকেশবন প্রায় সাত বছর মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি গ্রহণের প্রারম্ভে শ্রীকেশবন দেড় বছর বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী গবেষনা সংস্থায় (সি, এস, আই, আর) কাজ করেন। অতঃপর তিনি ব্যুরো অব এডুকেশনের কিউরেটর হিসেবে কাজ করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি কলিকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক হয়ে আসেন।

শ্রীকেশবনের কর্মজীবনের সর্বাধিক সাফল্য হ'ল আধুনিক পদ্ধতিতে ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থাগারের পুনর্গঠন। বেলভেডিয়ারের শান্ত পরিবেশে

স্কেচ—সুবীর সেন

পুষ্পশোভিত জাতীয় গ্রন্থাগার সহর কলিকাতার প্রতিটি মানুষের কাছে আকর্ষণীয়। কুশলী কর্মীদের সহযোগিতায় শ্রীকেশবন জাতীয় গ্রন্থাগারকে আধুনিক পদ্ধতিতে সাজিয়েছেন সে সম্পর্কে লোকসভার এস্টিমেট কমিটি (১৬ নং রিপোর্ট) প্রশংসা করে বলেছেন, ভারতের বড় বড় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকরা আধুনিক পদ্ধতিতে জাতীয় গ্রন্থাগারের এই পুনর্গঠন থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবেন।

জাতীয় গ্রন্থাগারে শ্রী কেশবনের আর একটি অবদান হ'ল শিশু গ্রন্থাগার বিভাগ স্থাপন। আশা করা যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে দেশে যে সমস্ত শিশু গ্রন্থাগার গড়ে উঠবে তার আদর্শ হিসেবে কাজ করবে জাতীয় গ্রন্থাগারের এই শিশু গ্রন্থাগারটি।

শ্রীকেশবনের সম্পাদনায় প্রকাশিত ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী আধুনিক গ্রন্থাগারিকতার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দেশ বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি, সংবাদপত্র এবং গ্রন্থাগারিকরা এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের নীতি সম্পর্কে গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে মত পার্থক্য থাকলেও, বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত স্বাধীন ভারতের সাহিত্য সম্পদের মূল্যায়ণে এর ভূমিকা সর্বজন স্বীকৃত।

১৯৫১ সালে ভারত সরকার শ্রীকেশবনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রন্থাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ পরিদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। ইউনেস্কো শ্রীকেশবনকে আন্তর্জাতিক গ্রন্থপঞ্জী উপদেষ্টা সমিতি এবং আন্তর্জাতিক প্রকাশন বিনিময় বিশেষজ্ঞ সমিতির সভ্য মনোনীত করেছেন।

শ্রীকেশবন ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত। তিনি ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি এবং বিশেষ গ্রন্থাগার সংস্থা (ইয়াসলিক) এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের অধ্যাপক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের অধ্যক্ষ। পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত একাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। জাতীয় পুস্তক সংস্থার তিনি একজন সদস্য।

গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ভারত সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং অন্যান্য রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে নিয়মিত পরামর্শ দিয়ে থাকেন। আমাদের দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য ভারত

সরকার কর্তৃক নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ সমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য হ'ল ২৫ বছরের জন্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা আর আইনানুগ করযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন। ভারতীয় মানক সংস্থার (আই, এস, আই) ডকুমেন্টেশন কমিটির তিনি একজন সভ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অধীনে যে সব গ্রন্থাগার আছে তার পুনর্গঠনে শ্রীকেশবন পরামর্শ দিয়েছেন। কলিকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার ; ওয়েষ্ট বেঙ্গল সেক্রেটারি-য়েটের গ্রন্থাগার এবং বোম্বাইএর আণবিক শক্তি কমিশন ও টাটা ইনষ্টিটিউট ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চের গ্রন্থাগার তাঁর পরামর্শে পুনর্গঠিত হয়েছে।

ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা শ্রীকেশবনের সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা সকলেই তাঁর সক্রিয় জীবন, কল্পনাপ্রবন মন ও রসপ্রিয়তার কথা জানেন। বাংলা দেশের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এবং বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ আমরা সকলেই জানি।

পদ্মশ্রী কেশবনকে আমরা আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর দীর্ঘ সক্রিয় জীবন কামনা করছি। শ্রীকেশবন নিজ কর্মনিষ্ঠা ও ত্যাগের মাধ্যমে আজ যে মর্যাদা ও সম্মান পেয়েছেন তাতে আমরা সবাই আনন্দিত। আশা করবো তাঁর এই কর্মোদ্যোগে আমাদের দেশের আইনানুগ সর্বাত্মক, সুপরিকল্পিত, সুসংবদ্ধ ও নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে নিয়োজিত হবে। একটি কথা বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিগত ইয়াসলিক সম্মেলনে শ্রীকেশবন ভারতের গ্রন্থাগারিকদের প্রতি দ্বিতীয় পে কমিশনের অবহেলা সম্পর্কে প্রতিবাদ প্রস্তাব উত্থাপন করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। আমাদের দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার কর্মীদের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার দূরীকরণে শ্রীকেশবন তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাব যথাযথ প্রয়োগ করবেন এই আশাই আমরা করি। এই প্রচেষ্টায় সব গ্রন্থাগার কর্মীই তাঁর পাশে দাঁড়াবেন—কারণ আজকের গ্রন্থাগারিকের উপজীবিকা শুধু বিস্তৃততর স্বীকৃতিই দাবী করে না, মহত্তর, উন্নততর ও সমৃদ্ধতর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার দৃঢ় শপথেও আবদ্ধ।

সম্পাদকীয়

উপেক্ষিত শিশু ও কিশোর

টাকার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধটা দার্শনিকদের কাছে কিছু কটুভাবাপন্ন বলে বোধ হলেও আমরা অর্থাৎ সাধারণ লোকেরা, টাকার ব্যাপার নিয়ে সব কথাকেই বেশ মর্মে মর্মে বুঝতে পারি। সে জন্য টাকার কথা না হলেও আমাদের বর্তমান বক্তব্যটিকে টাকার উপমা দিয়েই প্রথমে পেশ করছি। আশা করছি বেশীর ভাগ লোকের মর্মে গিয়ে পৌঁছবে।

কোন গচ্ছিত টাকা যদি হাতে এসে পড়ে তবে তাকে ঠিকমত লগ্নী করে বাড়িয়ে তোলার অধিকার এবং দায়িত্ব অনেক ক্ষেত্রে আপনা থেকেই এসে পড়ে। কিন্তু লগ্নী করে যদি লোকসান ঘটে তবে লোকে তহবিল তছরূপের দোষ দিতে ছাড়েন না।

সমাজ জীবনে শিশুদের বোধহয় এই ধরণের গচ্ছিত অর্থের সঙ্গে তুলনা করলে খুব ভুল হবে না। শিশুর আবির্ভাব হাতে অর্থ আসার মতই আনন্দের সঞ্চার করে, তা পারিবারিক জীবনেই হোক বা সমাজ জীবনেই হোক। অর্থ-নৈতিক আর তার আনুসঙ্গিক কারণে হয়ত অনেক সময়ে অনেক আকর্ষণ বিকৃত হয়ে যায়, কিন্তু সে রোগের বীজানু অন্য জায়গায়।

কিন্তু শিশুকে সম্পদ আখ্যা দিলেও একথা বিশেষ করে মনে রাখবার যে এ সম্পদ জীবন্ত, তাকে ব্যাঙ্কের মধ্যে বা তাকের ওপর একইভাবে বছরের পর বছর রেখে দেওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেক জীবন্ত জিনিষের মত এ সম্পদ হয় সুস্থভাবে বেড়ে উঠতে থাকবে, নয় বিকৃতির পথে নষ্ট হয়ে যাবে।

এই সুস্থ বিকাশ সমাজের পক্ষে পরম কল্যাণকর তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি বিকৃতির পথ ধরে তবে তার উত্তরকালের বিস্ফোরণে সমাজ ধ্বংসের পথে চলে যাবে। তা হতে বাচবার কোন উপায়ই থাকবে না।

অপরাধ বিজ্ঞানের বই পড়লে বা দেশ বিদেশের নানা অপরাধীদের জীবনী পড়লে দেখা যায় যে বহু ক্ষেত্রেই অবহেলিত শৈশবই ভবিষ্যতের অপরাধীকে সৃষ্টি করেছে। পারিবারিক জীবনে এবং সমাজ জীবনে যে কোন জায়গায় অবহেলাই নির্দোষ শিশুকে এই ভয়াবহ পথের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

কাজেই সমাজকে যদি নিজেকে ঠিকমত রক্ষা করতে হয় তবে এই ধরণের দুঃখময় সম্ভাবনাকে এড়িয়ে চলবার পথ বাছতেই হবে। এ কাজে দ্বিধা বা শৈথিল্য অত্যন্ত বিপজ্জনক।

সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে বা এগিয়ে চলে তার পূর্ণ ব্যক্তিত্বে বিকশিত মানুষদের আশ্রয় করে। তাই শিশুকে এই পূর্ণ ব্যক্তিত্বে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দিতে পারলে সেই সমাজ উত্তরকালে নিজেকেই বলবান আর গতিময় করে তুলতে পারবে। কাজেই শিশুর পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলায় সাহায্য করা সমাজের আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন, আত্মবিকাশের জন্য প্রয়োজন।

যে কোন জিনিষকে ঠিকমত গড়ে তুলতে হলে তার গঠনের, প্রকৃতির নির্ভুল ধারণা থাকা একান্ত দরকার। শিশুকেও ঠিকমত গড়ে তুলতে হলে তার আকৃতিকে এবং প্রকৃতিকে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে জানা দরকার। অস্পষ্ট ধারণা আমাদের লক্ষ্য থেকে দূরেই সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। শিশুকে গড়ে তুলতে শিশুর মনকে, তার দেহকে সমস্ত সুবিধা এবং অসুবিধা নিয়েই জানতেও হবে, মানতেও হবে।

আমাদের সমাজে শিশুকে মানুষ করে তোলা যে এত গুরুত্ব পায় না তা সকলেই জানেন। অনেক সময় দুঃখের সঙ্গে ভেবেছি এবং কিছু নিষ্ঠুর ভাবে অনেক জনক জননীদের ঠাট্টা করে আনন্দ পেয়েছি যে আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের খাবার জুগিয়ে একান্ত দৈহিক অর্থে শিশুকে "বড়" করে তোলার ব্যবস্থা থাকলেও তাকে "মানুষ" করে তোলার কোন চিন্তা ব্যাপক ভাবে সমাজে কাজ করে না।

করবেই বা কি করে? সমাজের যে কোন লোকের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য যে সামাজিক আবহাওয়া প্রয়োজন আমাদের দেশে তা আজও অনুপস্থিত। বাইরে থেকে দেখলে আমাদের দেশে প্রাচ্যের গ্রামকেন্দ্রিক এবং মূলতঃ সামন্ত তান্ত্রিক আবহাওয়ার মধ্যে টিকে থাকা সমাজ অল্পে অল্পে পাশ্চাত্যের প্রধানতঃ নগরাশ্রয়ী গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কাছে স্থান ছেড়ে দিচ্ছে। অধিকাংশ অনুন্নত দেশের ইতিহাস এখনও এই; ভারত তার ব্যতিক্রম নয়। এই যুগ পরিবর্তনের মুখে এক সমাজের ধ্যান ধারণা খুব সহজে অপর সমাজ ব্যবস্থার ধারণার কাছে বা তার প্রয়োজনের কাছে তার স্থান ছেড়ে দিতে চায় না। ফলে সমাজের কাঠামো ভেঙ্গে-চুরে বদলিয়ে এগিয়ে চলে কিন্তু তার চিন্তাধারা পিছনের যুগ ছেড়ে যেন অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে এগুতে থাকে। এই ধরণের

দুর্বিপাকের পটভূমিকায় দেখতে পাই যে ভারতবর্ষের সাধারণ লোকের অর্থ-নৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে বদলে চলেছে। কিন্তু যে মানুষ পূর্ণ বিকশিত হলে তবেই নূতন দিনের আকাঙ্খিত সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে সে মানুষ আমাদের বর্তমান ইতিহাসের রংগমঞ্চে এখনও অনুপস্থিত। শুধু তাই নয় সেই বিকশিত ব্যক্তিত্ব যে গণতান্ত্রিক সমাজের প্রাণ, সে সত্য এখনও অর্ধ স্বীকৃত মাত্র; তা মৌখিক স্বীকৃতি হয়ত পেয়েছে, কিন্তু কাজের স্বীকৃতি এখনও দূরের জিনিষ হয়েই আছে।

সেই জন্য গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দৃঢ় করবার উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও দেশে প্রবর্ত্তিত হয় নি। ভিন্ন ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বিদেশী সরকারের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা ধারারই কিছু হেরফের করে চালানো হয়ে চলেছে। বিদ্যায়তনের শিক্ষার পরিপূরক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আজও দেশে আবির্ভাব ঘটেনি। তার অভাব এখনও ব্যাপকভাবে সমাজ মনকে নাড়া দেয়নি।

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক যারা তাঁদের প্রয়োজনই যে সমাজে এতদূর অবহেলিত সেখানে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের চিন্তা যে স্থান পায়নি তা খুবই স্বাভাবিক। গায়ে এবং গলায় যাঁদের জোর আছে তাঁদের দাবী যদি অগ্রাহ্য হয় এ দু'য়ের জোর যাঁদের নেই সেই শিশুদের দাবী যে মনের কোনও স্থান পাবে না তা' কিছু মাত্র বিস্ময়ের জিনিষ নয়।

শিশুকে পালন করা সম্বন্ধে আমাদের সমাজের মনোভাব এখনও মোটামুটি চাণক্যের "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ" এর চৌহদ্দিতে ঘেরা। ষোড়শবর্ষ অতিক্রম করলে তবেই তার ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করে মিত্রভাবে ব্যবহার করার নির্দ্দেশ রয়েছে তাতে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান কিন্তু এই ধরণের কোন চরমপন্থী "উষ্ণ মণ্ডল" আর "হিম মণ্ডলের পরিকল্পনাকে প্রয়োগের সমর্থন করে না। তাঁরা বলেন যে শিশুর ক্রমিক অস্ফুট ব্যাক্তিত্বকে বর্তমানে মেনে নিয়েই তার সুনির্দ্দিষ্ট ব্যাক্তিত্বকে বিকশিত করে তুলতে হবে। শিশুকে মনের দিক দিয়ে এইভাবে ঠিক মত বাড়িয়ে তুলতে হলে তার স্বভাব সিদ্ধ দুর্বল এলোমেলো ভাবনা চিন্তা গুলোকে মেনে নিয়েই কাজ করতে হবে।

শিশুর ধ্যান ধারণা অনেক বয়স্কের মনে হাস্যরসের খোরাক যোগায় কিন্তু সে শুধু শিশুর অপরিণত ও অনভিজ্ঞ মনের সৃষ্টি। এই বেড়াজালকে হাসি

বা চাপ দিয়ে সরিয়ে দেওয়া যায় না। সে পথে শিশুর ব্যক্তিত্বকেই সঙ্কুচিত করে তোলা হবে।

যে কোন মানুষই তার মনের সঙ্কোচন সম্ভাবনাকে কাটিয়ে উঠতে পারে চিত্তবৃত্তির অনুশীলন করে। শিশুর ক্ষেত্রে এ সত্য আরও বেশী করেই খাটে। কারণ তার অত্যন্ত তাজা চিত্তবৃত্তিগুলি স্বল্প চেষ্টায় গভীর ভাবে আলোড়িত হয়। কাজেই চিত্তবৃত্তির এই অনুশীলনই শিশুর কল্পনাকে অসীম করে তুলতে পারে; আবেগকে গভীর করে তুলতে পারে এবং বুদ্ধিকে দীপ্ত হতে দীপ্ততর করে তুলতে পারে। উপযোগী মাল মশলা পেলে শিশু অতি সহজে তার মনের বেড়াজালকে অতিক্রম করে তার শক্তির বা ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের পথকে খুঁজে পেতে পারে।

প্রশ্ন উঠবে যে শিশুকে এই বিভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে দেওয়া কি ভাবে সম্ভব। সাধারণ মানুষ সারা জীবন ভরে এবং তার সর্বাঙ্গ দিয়ে অভিজ্ঞতা আহরণ করতে থাকে। শিশুর ক্ষেত্রে এ কথা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং অত্যন্ত স্পষ্ট। সমস্ত জগৎই তার কাছে নূতন। তাই শিশুর সবরকমের অঙ্গ সঞ্চালনে আর তার ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উপায় হিসাবে কাজ করে।

পারিবারিক জীবনে শিশু কি করে এই মনের খোরাক পেতে পারে তার আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তা' পারিবারিক জীবনের কর্তৃপক্ষ শিশুমনের বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করে নির্ধারিত করুন। কিন্তু সমাজ জীবনের এক অঙ্গ গ্রন্থাগার গড়ে তুলে আর এক দল কর্মী যাঁরা মানুষকে পরিপূর্ণ হয়ে গড়ে উঠবার সুযোগ দিতে, উপাদান দিতে চাইছেন, তাঁরা কি ভাবে শিশুদের উপযোগী সংগঠন গড়ে এই শিশুদের পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারেন সেই বক্তব্যটাই এখানে পেশ করার চেষ্টা করছি।

শিশুর জন্য যে গ্রন্থাগার আমরা গড়ে তুলতে পারি তা এই বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে। শিশু এখানে তার খেলা, শোনা, দেখা এবং পড়ার মধ্য দিয়েই প্রতিদিনই তার আগের অভিজ্ঞতার সীমানাকে অতিক্রম করে চলবে। শিশুর গ্রন্থাগারে তাই এই সব রকমের খাদ্যের উপাদানই রাখতে হবে, না রাখলে ব্যবস্থার অঙ্গহানি হবে; তাতে ত্রুটি ঘটবে।

বয়স বাড়লে মন কমবেশী পরিণত হলে মানুষের নৈর্ব্যক্তিক চিন্তার কদর আসে। কাজেই শুধু মাত্র ইঙ্গিত ভিত্তিক শিশুর পুস্তকের মধ্য থেকেও কোন বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে খাবার তুলে নেওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু শিশুর পক্ষে এই ধরণের খাদ্য একান্তই দুষ্পাচ্য। উপযুক্ত ছবি, খেলা ইত্যাদির সঙ্গে শিশুকে তাই ঐ নৈর্ব্যক্তিক ভাবনাগুলোকে ছোট ছোট গ্রাসে দেওয়া প্রয়োজন। মনের মধ্যে চিন্তার বীজগুলো প্রবেশ করলেই সুযোগ সুবিধা-মত তা অঙ্কুরিত হতে থাকবে।

এখন কথা উঠবে যে প্রয়োজনটা না হয় জানলাম, সমাজের—বলা যাক শিশু সমাজের—অনুচ্চারিত দাবীটাকেও না হয় মানলাম, কিন্তু সে দাবী মেটাবে কে? যদি প্রশ্নটাকে বাঁকা পথে চাপা দিতে চাই তবে "দেশের সরকার" বলে সহজেই এ সমস্যাটাকে এড়িয়ে যেতে পারি। কারণ আগেই বলেছি যে সামগ্রিক ভাবে জনসাধারণের চেতনা এদিকে এখনও প্রয়োজন মত উদ্বুদ্ধ নয় এবং দেশের সরকার মোটামুটি ভাবে এই সামগ্রিক চেতনার নির্দেশ মতই কাজ করে যান।

কিন্তু সর্বদেশের সমাজের ইতিহাসে এক ধরণের লোক থাকেন যাঁদের কাজই হয় ভবিষ্যতের ইতিহাসের আবির্ভাবকে সম্ভব করা, সহজ করা। সেই ঐতিহাসিক কারণেই আমাদের সমাজে জনপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলি এই ধরণের এক অগ্রগামী সমাজ সচেতন অংশের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও দেশ জুড়ে তাঁরা যে শিক্ষা সংস্কৃতিকে সুলভ করবার জন্যে প্রদীপগুলি জ্বালিয়ে রেখেছেন তাকে অভিনন্দিত করতেই হবে। দেশ জোড়া অন্ধকার হয়ত তাতে কাটেনি কিন্তু মনের মধ্যে অন্ধকার কাটবার অস্পষ্ট আশা যে জেগে উঠেছে তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। ইতিহাসের এই পাহাড় প্রমাণ বাধা কেটে যাঁরা পথ গড়ে তোলবার ঝুঁকি নিয়েছেন, তাঁদের কাছেই তাই আর একটা নূতন পথের গোড়াপত্তন করবার অনুরোধ জানাব।

যুগ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অপরিকল্পিত ভাবে এগিয়ে চলার পথে আমাদের সমাজের মধ্যে অনেক অনভিপ্রেত সঙ্কটেরই আবির্ভাব ঘটেছে। দেশের শিশুদের জীবনকে সেই সঙ্কটগুলি স্পর্শ করেছে, তাদের প্রভাবিত করেছে এবং বহু স্থলে তাদের জীবন ধারাকে বিকৃত করে দিয়েছে। বর্তমানের

ছাত্র বা অল্প বয়স্কদের নিয়ে যে সব সংকটের আবির্ভাব ঘটে উপযুক্ত অনুসন্ধান করলে তাদের অনেকের মূলকে অবহেলিত শৈশবের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। অবহেলিত শৈশব যে অভিসম্পাতের সৃষ্টি করেছে তা যেন আর দীর্ঘ পরমায়ু না পায় তার চেষ্টা এখনই করা দরকার।

বর্তমানের শিশুই ভবিষ্যতের নাগরিক হবে। কাজেই ভবিষ্যতের কোন অল্পবয়স্কদের সম্ভাব্য সংকটকে রোধ করতে হলে বা ভবিষ্যতের নাগরিকদের মন থেকে এই সব সংকটের বীজকে তুলে ফেলতে হলে বর্তমানের শিশুদের মনকে সুস্থ পথে পরিচালিত করবার কর্ণধারায় আশু প্রয়োগ প্রয়োজন।

শিশুদের মনকে সেই সুস্থ বিকাশের পথ দেখাবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় তাদের উপযোগী গ্রন্থাগার একথা আগেই বলা হয়েছে। সেই গ্রন্থাগারে কি ধরণের বই থাকবে, কি ধরণের গল্প শোনার বা খেলার বা ছবি দেখার বন্দোবস্ত থাকবে তা একটু সহানুভূতির সঙ্গে শিশুদের মনস্তত্বকে বিশ্লেষণ করলেই জানা যাবে।

একাজে যাঁরা নেতৃত্ব করবেন তাঁদের মনে রাখতেই হবে যে সমস্ত সমাজ সচেতন নয়। কাজেই ছোট ছেলেকে দু'একটি ভাল জামা কাপড় বা খাবার দাবার দিয়ে অনেকে আত্মতৃপ্তি লাভ করলেও শিশুর মনের খাবার জুগিয়ে কর্তব্য সম্পন্ন করার আনন্দ এদেশে এখনও অনেকেই না পেতে পারেন।

এই অগ্রগামীদেরই মনে রাখতে হবে যে শিশু সমাজের সবচেয়ে দুর্বল অংশ। অত্যন্ত সামান্য বাধাও তাদের ফল লাভের অন্তরায় হতে পারে। একজন পাঠেচ্ছু বয়স্কের কাছে চাঁদার বাধা বাধাই না হতে পারে। কিন্তু অপরের ওপর নির্ভরশীল শিশুর কাছে সেই বাধাই চরম হতে পারে। এমন কি পথের দূরত্ব বয়স্কের কাছে গ্রাহ্য করবার মত নয়, কিন্তু শিশুর কাছে তাই দুরতিক্রম্য বাধার রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে। এই সমস্ত কথা চিন্তা করেই আমাদের সমভাবনার ভাবুক যাঁরা তাঁদের কাছেই আমাদের আবেদন জানাব যে ভবিষ্যতের সমাজকে সুস্থ রাখার জন্য, ভবিষ্যতের নাগরিকদের জীবনকে অবাঞ্ছিত সংকট থেকে মুক্ত রাখার কল্পনা করে, তাঁরা প্রত্যেকে তাদের গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটি করে শিশু শ্রেণীর উদ্বোধন করুন। সমস্ত দেশের উপযোগী নিরবচ্ছিন্ন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনের মধ্যে সরকার শিশু গ্রন্থাগারের পরিকল্পনাও গ্রহণ করুন এ দাবী আমরা নিশ্চয়ই করব। কিন্তু তবুও

আমাদের সহকর্মীদের কাছে এ কথা বলব যে সরকারের কাছে দাবী জানানোর ফল ফললেও অতি বিলম্বেই ফলে। এ সত্যকে মেনেই তাঁরা সমাজের সচেতন অংশ হিসাবে এ পথে অগ্রগমনে নেতৃত্ব করুন। এ কাজে শৈথিল্য বিপজ্জনক। যে সম্পদ তাতে নষ্ট হয়ে যাবে তাকে আর ফিরে পাওয়ার কোন উপায়ই থাকবে না।

আগামী গ্রন্থাগার দিবস এখনও দূরেই আছে। এই মাঝখানের সময়ের মধ্যে নিজের নিজের সাধ্যমত একটি করে শিশু শ্রেণী খুলে তাঁরা গ্রন্থাগার আন্দোলনকে উপহার দিন, তাকে আরও জোরদার করে তুলুন। সর্বসাধারণের জীবনে গ্রন্থাগারের প্রভাবকে আরও ব্যাপক এবং গভীর করে তুলুন। আগামী দিনের নতুন সমাজ গড়ার অভিযানকে তাঁরা সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে চলুন।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ফাল্গুন ১৩৬৩

গ্রাম্য গ্রন্থালয়

রাজেন্দ্র লাল মিত্র

[বিবিধার্থ সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ১৩৭৩ শকাব্দ]

গ্রন্থালোচনার ইতি কর্ত্তব্যতা বিষয়ে হিতোপদেশকর্ত্তা শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা পণ্ডিত লিখিয়াছেন ;

অঞ্জনস্য ক্ষয়ং দৃষ্টা বল্মিকস্য চ সঞ্চয়ং ।

অবন্ধ্যং দিবসং কুর্য্যাৎ দানাধ্যয়ন কর্ম্মসু ॥

অর্থাৎ "অঞ্জনের ক্ষয় এবং উইপোকার সঞ্চয় দেখিয়া (বিবেচক ব্যক্তি) দান, সৎকর্ম্ম ও পাঠদ্বারা দিবসকে সফল করিবেক।" পরন্তু এবিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন রাখে না। শাস্ত্র সকলই ইহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ। গ্রন্থপাঠ, জগৎ সম্বন্ধীয় সমস্ত মঙ্গল প্রাপ্তির প্রধান উপায়। ইহা দ্বারা ঋষিগণ জ্ঞান সাধনের নিয়ম প্রাপ্ত হয়েন। পণ্ডিতগণ আপন পাণ্ডিত্য লাভ করেন। এবং বিষয়ি ব্যক্তি স্ব স্ব ইষ্ট সাধনের উত্তমোপায় প্রাপ্ত হয়েন। গ্রন্থেতে কৃষিক্ষেত্র কর্ষণের বিধিসকল জানিতে পারেন ; বণিক বাণিজ্য ব্যাপারের সন্নিয়ম জ্ঞাত হয়েন। এবং শিল্পকারেরা আপন আপন ব্যবসায়ের উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারেন। আহ্লাদের সময় আহ্লাদ, দুঃখের সময় দুঃখ মোচনের উপায়, এবং শোকের সময় প্রবোধক বাক্য গ্রন্থ হইতে উদ্ভব হয়। গ্রন্থ কবিজনের সহচর, ধার্ম্মিকের বন্ধু, এবং সকলের উপদেশক। ফলতঃ পুস্তক সকল মঙ্গলের কামধেনু, এবং সকল সদুপদেশের আধার, অতএব কি ভাগ্যবানের অট্টালিকা কি দরিদ্রের পর্ণ কুটীর সর্ব্বত্র ইহা সমরূপে আদরণীয় ; এবং সর্ব্বত্রই ইহার ফল তুল্যরূপে বিস্তারিত হয়। উপদেশ সুশ্রুষার এবং উপাসনার সাপেক্ষপর, উপদেশাকাঙ্ক্ষির মানসাধীন নহে।

কিন্তু পুস্তক সর্ব্বদা আপন কার্য্যসাধনে প্রস্তুত এবং জিজ্ঞাসামাত্র আপন বক্তব্য সকল প্রকাশ করে, কদাপি বিরক্তি কি আলস্য কি অনিচ্ছা ব্যক্ত করে না। এতদর্থে এমত উপদেশক যাহাতে সকলের গৃহে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে এমত চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং সে চেষ্টাও কষ্টসাধ্য নহে। প্রতি মাসে এক টাকা মাত্র ব্যয় করিলে পাঁচ বৎসরের মধ্যে অনায়াসে একশত গ্রন্থ সংগ্রহ হইতে পারে। এবং সামান্য বিষয়ি ব্যক্তির তদপেক্ষায় অধিক গ্রন্থ প্রয়োজন হইবেক না। বিশেষতঃ একবার গ্রন্থ সংগ্রহ করিলে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে অনেকে তাহা ভোগ করিতে পারে ; এবং এতদ্রূপ বহুকাল ব্যাপক মঙ্গলপ্রদ বস্তুর সঞ্চয়ে যৎকিঞ্চিৎ যে কেহ কুণ্ঠিত হইবেন ইহাও বোধ হয় না।

যদিচ যাঁহারা একবার মাত্র গ্রন্থ পাঠরূপ সুখো পাঠ করিয়াছেন, তাঁহা দিগের পক্ষে একশত গ্রন্থ কিছু অধিক নহে কিন্তু ঐ গ্রন্থ সংগ্রহ হইলে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যয় ব্যতীত অনায়াসে অনেক পুস্তক-পাঠের উপায় হইতে পারে। পরমেশ্বর আমাদিগকে পরপোকারার্থে নিযুক্ত করিয়াছেন। এবং আমাদিগের কর্ত্তব্য যে আপন আপন বস্তু পরোপকারার্থে প্রদান করি। বিশেষতঃ গ্রন্থ ব্যবহার-বিষয়ে কাহার হানি হয়না। এক গ্রামস্থ দশ ব্যক্তি যদি সম্যৎ বিবেচনা পূর্ব্বক গ্রন্থ ক্রয় করেন, তবে একশত গ্রন্থের মূল্যে তাঁহার প্রত্যেকে এক সহস্র গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন ; অথচ প্রত্যেকের এক এক শত গ্রন্থ সঞ্চয় থাকে।

পরন্তু এতদ্দেশীয় মহাশয় জন-সকল যদি একত্র হইয়া ঐক্যপূর্ব্বক উদ্যোগ করিয়া স্বদেশীয় মঙ্গল বুদ্ধির উৎসাহ জন্মাইবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নানা উপায়দ্বারা অভিষ্ট সাধন হইতে পারে। ভদ্র ভদ্র স্থানে অথবা গ্রামে গ্রামে সর্ব্বসাধারণের সার্ব্বকালিক বংশ পরম্পরায় উপকারার্থে গ্রামচেষ্টি ও বারোয়ারি অথবা ভদ্রতা প্রত্যেক ব্যক্তি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মাসিক দান দ্বারা এক এক গ্রন্থালয় স্থাপন করিলে কোন ব্যক্তির ক্লেশ হইবে না, অথচ অতুল উপকার। গ্রন্থের অভাব প্রযুক্ত অনেকে নানা শাস্ত্রালোচনায় যোগ্য হইয়াও স্বয়ং গ্রন্থ সংগ্রহে অপারক বোধে আলস্যের হাতে পতিত হন। অনেকের ইতিহাস ও ভূগোল বৃত্তান্ত শ্রবণে ও পঠনে স্বতই ইচ্ছা জন্মে, কিন্তু তাদৃশ গ্রন্থাদির অভাব প্রযুক্ত নিরর্থক ভৌতিক ও মান্ত্রিক গল্প-জল্পনাতে কাল যাপন করেন। এ সকলের দুঃখ মোচনের সুলভ উপায় সত্ত্বেও নিরুপায় হওয়া ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য নহে। যদি সাধারণ উপকারার্থে প্রতি গ্রামে প্রতি গৃহস্থ এক আনা

করিয়া প্রদান করেন তদানুকুল্যেও তত্তদ্গ্রামে গ্রন্থালয় স্থাপন হইতে পারে। তাহা অপেক্ষা কদর্য্যবিষয় গ্রামভেটি ও বারয়েরারির ধন, যেহেতু তদ্দানে কাহার ক্লেশ জন্মে না। অনায়াসে অনতিসন্ধিতে কৃপণেও দান করিতে পারে।

আমরা পল্লীগ্রামবাসীজনের প্রতি অমর্ষান্বিত হইয়া দুর্ম্মর্ষ পরামর্শ পক্ষের উল্লেখ করিতেছি। কিন্তু তাহাই যে সর্ব্বত্রের রীতি হউক এমত আমাদের অভিসন্ধি নহে। এতদ্রূপ ভদ্র ধনাঢ্য পল্লীগ্রাম অনেক আছে। যে তাহাতে প্রতি বৎসর মিথ্যা কর্ম্মোপলক্ষে অনেক ব্যক্তি শত শত টাকার বারুদ পোড়াইয়া ক্ষণিক আমোদ করেন। মিথ্যা সং নির্ম্মাণ করিয়া কত শত মুদ্রা ব্যয় করেন। এমত সকল গ্রামে এক একটি উত্তম গ্রন্থালয় না থাকা তত্তদ্গ্রামস্থ ব্যক্তিদিগের কি পর্য্যন্ত নিন্দাকর তাহা তাঁহারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন। এই নিন্দার কারণ কি? গ্রামস্থ ব্যক্তিব্যূহের সৎকর্ম্মের ব্যয় কুণ্ঠতা? কি অনভিজ্ঞতা? কি বিবেকহীনতা? তাহা নহে। এতদ্দেশের রীতি এইপ্রকার যে প্রত্যেকেই একাকী অদ্বিতীয় অসমোর্দ্ধ হইব এই মানস করেন। সুতরাং তদভিলাষ সিদ্ধার্থে পরম সাধ্যাতিক কর্ম্মেও তাঁহারা একত্র হইতে প্রবৃত্ত হয়েন না;— এবং সেই অপ্রবৃত্তিই এতদ্দেশের সংহারিকা অর্থাৎ উৎসন্ন হইবার বিস্তৃত পন্থা হইয়াছে। পরমেশ্বর যে আমাদিগকে পরস্পরের অধীন করিয়াছেন, ইহা কেহ ক্ষণমাত্রের নিমিত্তে স্ব স্ব মনে স্থান দেন না, এবং তন্নিমিত্তেই আমাদিগের জন্মভূমির এমত দুরাবস্থা।

অনেক সামান্য গ্রামেও সহস্রাধিক গৃহস্থের বসতি আছে। তন্মধ্যে চারিশত ঘর একত্র হইয়া যদ্যপি দুই আনা করিয়া প্রদান করেন তাহা হইলে সহজেই ৫০ টাকা প্রতি মাসে সংগ্রহ হয় এবং সেই অর্থে এক গ্রন্থালয়ের কার্য্য অনায়াসে চলিতে পারে, অপর গ্রামস্থ জমিদার মহাশয়দিগের পক্ষে এক বিঘা ভূমি ও তদুপরি এক গ্রন্থালয় নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া দুষ্কর নহে। গ্রাম মধ্যে এমত এক গ্রন্থালয় হইলে গ্রামস্থ সকলে ঐ স্থলে একত্র হইয়া সংবাদপত্র পাঠদ্বারা জগত বৃত্তান্ত জানিতে পারেন, মনোহর কবিতা পাঠকরত মনকে প্রফুল্ল করণে সক্ষম হয়েন। ইতিহাস ও পদার্থবিদ্যা পাঠদ্বারা জ্ঞান-জ্যোতিতে ভাসমান হইতে পারেন। স্বগ্রামের মঙ্গলোন্নতির উপায় স্থির করেন এবং এতদ্দেশের রীতি-নীতির পরিশোধন চেষ্টা করেন। আমাদিগের ইংরাজ শাসন-কর্ত্তারা সাধারণের বিচারের জন্য মধ্যে মধ্যে ভাবি বিধি সকলের পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু পল্লীগ্রামস্থ জনগণেরা তাহার কিছুমাত্র জানিতে

পারেন না। সে সকল স্থানে সংবাদপত্রের প্রচলন হইলে সকলেই ঐ পাণ্ডুলেখ্য পাঠ করিয়া তাহার হিতাহিত বিচার করিতে পারেন; এবং পাণ্ডুলেখ্যোক্ত তাঁহাদের অনিষ্টকর হইলে তদ্বিরুদ্ধে রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন করিয়া তাহার নিবারণ চেষ্টা করিতে পারেন। ফলতঃ ঐ স্থান সাধারণের চণ্ডীমণ্ডপের ন্যায় হয়, এবং তথায় অনেকে একত্র আসিয়া পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠ, পরস্পর মিষ্টালাপ, বায়ুসেবন, গ্রন্থালয়ের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তি পুষ্পবাটিকার সৌন্দর্য্যদর্শন, চতুরঙ্গ ক্রীড়াদি নানাবিধ প্রেমরসে আর্দ্র হইতে পারেন। অদ্য এ বিষয়ের অনুষ্ঠান মাত্র লিখিলাম; যদ্যপি পল্লীগ্রামস্থ ভায়েরা আমাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করেন, তবে আমরা ইহাতে পুনর্ম্মনোনিবেশ করিব; এবং যাহাতে সাধারণ নূতন গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করিতে সমর্থ হয়েন এতদর্থে সময়ে সময়ে বাঙ্গালা গ্রন্থের দোষগুণ বিষয়ক প্রস্তাব প্রচার করিব।

মেদিনীপুরস্থ শ্রীযুক্ত বেলি সাহেব, কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত লাং সাহেব, এবং বীরভূমিস্থ শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল লাল মিত্র মহাশয়দিগের উৎসাহে মেদিনীপুর, কৃষ্ণনগর, বীরভূমি, যশোহরাদি বঙ্গদেশের স্থাদশ স্থানে এতদ্রূপ গ্রন্থালয় স্থাপিত হইয়াছে। অতএব উক্ত সদাশয়দিগকে আমরা ধন্যবাদ করিতেছি। এবং ভরসা করি দেশহিতৈষি মহাশয়েরা ইঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়া অন্যত্র তদ্রূপ মাঙ্গল্য কর্ম্মের সূত্রপাত করিতে ত্রুটি করিবেন না।

গ্রাম্য গ্রন্থাগার প্রসংগে

সুরঞ্জন বাগচী

বাংলা দেশের প্রত্যেকটি লোকের মন সংবেদনশীল, তাই বাংলার গ্রামগুলিতে গ্রন্থাগারের অভাব থাকলেও আজ অনেক গ্রামেই গড়ে উঠেছে ছোট বড় চলনসই গ্রন্থাগার। শহরে গ্রন্থাগারের প্রসারতা বহুল। সেগুলো গ্রামের তুলনায় অনেক উন্নতিশীল। এর কারণ হচ্ছে শহরাঞ্চলে শিক্ষিত কর্মীর প্রাচুর্য্য আর জনসাধারণ ও পাঠক শ্রেণীর মধ্যে আপন গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধশালী করে তোলার জন্যে বিপুল প্রচেষ্টা। শহরে অবস্থিত গ্রন্থাগারগুলি সরকারী

শিক্ষা দপ্তর ও সমাজ শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টির সামনে থাকায় এবং কর্মিগণ উৎসাহী হওয়ায় সরকারী সাহায্য সহজ লভ্য হয়েছে। গ্রামে পাঠক শ্রেণী সাধারণতঃই কম এবং অভাবগ্রস্ত ; তারা নিজেদের কাজের ফাঁকে খুব কম অবসরই পান গ্রন্থাগারের কাজ করতে। মুষ্টিমেয় কর্মীদের দ্বারাই পরিচালিত হয় গ্রামের গ্রন্থাগারগুলি। সরকারী সাহায্য তদ্বির করে আনা সহরও বাস সাপেক্ষ, এজন্য গ্রামের গ্রন্থাগারগুলোর অবস্থা বেশ সঙ্গীন ; তথাকার কর্মিগণ ইচ্ছে থাকলেও করে উঠতে পারেন না সব কাজ গুছিয়ে করতে। সরকারী দপ্তরও সুদূর মফঃস্বলের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাতে সম্পূর্ণ উদাসীন। ফলে অনেক গ্রন্থাগারই সরকারের নিকট থেকে যতটা সাহায্য পাওয়া উচিত তা থেকে বঞ্চিত। এজন্য আজকের গ্রাম্য গ্রন্থাগারের দুর্দশা অনেক স্থানেই প্রকট।

আমার মনে হয় সরকারী সাহায্য যদি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মধ্যস্থতায় দেওয়া হয় তবে পরিষদের কর্মিগণই স্থির করে দিতে পারবেন কোন কোন গ্রন্থাগারের কি রকম সাহায্য পাওয়া উচিত, আর এর ফলে সরকারী অর্থের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন হবে। বেসরকারী এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে সরকারী কর্মচারীগণের কাজ সুন্দর ও প্রয়োগ-সার্থক হয়ে উঠবে। পরিষদ বাংলার গ্রন্থাগার সম্পর্কে বিশদ জানেন, তার সেই অভিজ্ঞতা থেকে পুরোপুরি সাহায্য সরকার নিন।

গ্রাম্য গ্রন্থাগারের অধিকাংশেরই নিজস্ব কোন গৃহ নেই। কোন মাতব্বর লোকের বাসভবনের একটি ঘরে অথবা স্বল্প টাকায় ভাড়া করা ছোট্ট ঘরে কোন রকমে গ্রন্থাগারের দিন গুজরান চলে। গ্রামের পাঠকের অবস্থা কাহারও অজানা নয় ; তাঁরা এমনিতেই বেশী আয় করেন না ; ফলে গ্রন্থাগারের চাঁদার হারও রাখতে হয় কম, নতুবা উপযুক্ত সভ্য সংখ্যা পাওয়াই কঠিন। অতএব উক্ত চাঁদার আয় থেকে নিজস্ব গৃহ তৈরী করা অসম্ভব। জনসাধারণ যদি সামান্য জমি সরকারের নামে লিখে দেন এবং সরকার ঐ স্থানে উপযুক্ত গৃহ নির্মাণ করে গ্রাম্য গ্রন্থাগারগুলিকে সচল রাখবার উপায় করতে পারেন। আমার মনে হয় সরকার পক্ষ এদিকে উদ্যোগী হলে তাদের সাধু প্রচেষ্টা দেখে গ্রামের আগ্রহশীল দু'একজন সম্পত্তিপন্ন অধিবাসী জমি দান করবেন। গ্রামের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত থেকে, আমার মেলামেশা এবং অভিজ্ঞতা থেকে সরকারকে এ কথা জোর করে বলতে পারি যে তাঁরা গৃহ নির্মাণের

তার দিলে জমির অভাব গ্রামে হবে না। অবশ্য উক্ত গৃহের মালিক থাকবেন সরকারই ; গ্রন্থাগার পরিচালিত হবে স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক। সরকারী সমাজ শিক্ষা দপ্তরকে এ প্রস্তাব আমি ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি।

গ্রামের গ্রন্থাগারগুলিতে পুস্তক নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রে যথাযথ দৃষ্টি দেওয়া হয় বলে আমার সন্দেহ আছে। এতে তথাকার পরিচালকগণের বিশেষ দোষ আছে বলে আমি মনে করি না ; গ্রামবাসী সাধারণ পাঠকবর্গ দিনান্তের অবসরে একটা উপন্যাস বা গল্পের বই পড়ে সময় অতিবাহিত করেন। বিজ্ঞান, কৃষি, ধর্মমূলক গ্রন্থ, মহাপুরুষদের জীবনী, আধুনিক সমাজ নীতি ইত্যাদি শিক্ষা-মূলক, কৃষিমূলক সাহিত্য, রচনা, অপঠিত রয়ে যাচ্ছে। উপন্যাস, গল্পেরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে ; কিন্তু গ্রামে জনগণকে পরিপূর্ণ ভাবে শিক্ষার সন্ধান দিতে হলে সংস্কৃতিমূলক, উক্তরূপ সাহিত্যের প্রয়োজন খুবই বেশী। জন শিক্ষার প্রসারতার জন্য ঐ ধরণের পুস্তকের যথেষ্ট সমাবেশ রাখা এবং পাঠকবর্গকে এগুলি পড়তে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। আঞ্চলিক ভূগোল, জাতীয় ইতিহাস, কুটির শিল্প, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের পুস্তকের সংগ্রহ রাখতে হবে। এদিকে পাঠকগণের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টির জন্যে নানা উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। গ্রন্থাগারে মাঝে মাঝে পাঠকবৃন্দের দ্বারা উক্ত বিষয়বস্তু সম্বলিত আলোচনার আয়োজন করা যেতে পারে এবং শ্রেষ্ঠ আলোচনাকারীকে সাধ্যানুযায়ী পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যদি গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে পুস্তিকা প্রকাশ করা হয় তবে পাঠকগণের কাছ থেকে উক্ত বিষয় নিয়ে লিখিত রচনা, প্রবন্ধ আহ্বান করলে আমার মনে হয় সুফল ফলবে। প্রতিনিধিগণ আশা করি বিষয়টি ভেবে দেখবেন। সরকারও গ্রামাঞ্চলে জনশিক্ষার জন্য বহু কাজ ক'রেছেন ; অতএব তাঁরা এ বিষয়ে গ্রন্থাগারকে সাহায্য করলে খুবই ভাল হয়। 'জাতীয় সম্প্রসারণ কৃত্যকের' কর্মচারীগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরে জনসাধারণের মনে আগ্রহবৃদ্ধি করতে পারেন।

গ্রন্থাগার কিভাবে সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হতে পারে, বইএর সংরক্ষণ, ব্যবহার প্রণালী ইত্যাদি 'ডকুমেন্টারী ফিল্মের' সাহায্যে গ্রামে প্রদর্শিত হওয়া উচিত। কলিকাতায় ইউ. এস. আই. এস-এ এ ধরণের ছবি আছে ; প্রয়োজন হলে তাদের সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। সরকারী প্রচার বিভাগ এবং শিক্ষা দপ্তর উদ্যোগী হয়ে এগুলো করতে পারেন।

গ্রামে গ্রন্থাগারিকগণ সাধারণতঃ কোন বেতন পান না। সামান্য 'এ্যালাউন্স' বা ঐ জাতীয় নামমাত্র টাকা তাদের দেওয়া হয়; বর্ত্তমানে কেহই এভাবে কাজ করতে চান না; সেজন্যে সরকারের নিকট থেকে সাহায্য দরকার। গ্রন্থাগারিকগণ যাতে 'গ্রন্থাগারিক শিক্ষণপ্রাপ্ত' হন তজ্জন্য বিনা ব্যয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন। তারা যাতে কার্য্যানুযায়ী বেতন পান তারও একটি উপায় নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন।

গ্রামের গ্রন্থাগারগুলিতে শিশুদের জন্যে একটি পৃথক বিভাগ রাখা উচিত। অধুনা সরকারী শিক্ষা বিভাগ শিশু শিক্ষার কাজে অগ্রণী হয়েছেন; প্রত্যেক গ্রন্থাগারে একটি মনোজ্ঞ শিশু বিভাগ থাকলে তবে উক্ত প্রচেষ্টা আরও ফলবান হবে। সরকার যদি উপযুক্ত মত সাহায্য করেন তবে গ্রন্থাগারের পক্ষে এইরূপ একটি বিভাগ রাখা মোটেই শক্ত হবে না। শিশুদের জন্যে পুস্তক নির্ব্বাচন সরকার পক্ষীয় প্রতিনিধি, শিক্ষক এবং তরুণ শিক্ষিত কর্মী নিয়ে করা হচ্ছে।

ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের কর্ম্মস্থল সুদূর গ্রামাঞ্চলে বর্দ্ধিত হওয়া উচিত। গ্রাম সমৃদ্ধ বাংলা দেশের ৩৪ হাজার গ্রামই যদি বঞ্চিত থাকে তবে শুধু শহরে কাজ করে নাম কেনবার এবং অর্থ ব্যয় করার কোনই অর্থ হয়না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে একথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

গ্রাম্য গ্রন্থাগারের সমস্যা অনেক। প্রধান সমস্যা নিয়েই এ আলোচনা করা হল। আজ শুধু সরকারের উপর নির্ভর করে থাকলেই চলবে না; কর্মীদের বিশেষ করে গ্রামের যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে জনসেবার মহান ব্রত নিয়ে। তাঁদের পরিশ্রমে যে দীপ বাংলার গ্রামগুলিতে জ্বলে উঠবে তার রক্তিম শিখা ছড়িয়ে পড়বে দূর-দিগন্তে। তার শিখায় রঙীন হয়ে উঠবে আমাদের স্বপ্ন মূর্ত্ত বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে অনন্ত প্রবাহী গ্রাম্য জীবনস্রোত।

গ্রাম্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা

জগমোহন মুখোপাধ্যায়

যে গ্রামে গ্রন্থাগার নাই বা থাকিলেও সেটা নামে মাত্র, সেই সব গ্রামে গ্রন্থাগার প্রবর্তন বা পরিবর্ধন প্রয়োজন।

সাধারণতঃ পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় এদেশেও এই কাজের দায়িত্ব আসিয়া পড়ে স্থানীয় সমিতিগুলির উপর যেমন বিদ্যালয়, সাহিত্য সমিতি, সমাজ উন্নয়ন সমিতি প্রভৃতি। উৎসাহী যুবশক্তি আগাইয়া আসে গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপনের কাজে, চাঁদা ও পুস্তক ভিক্ষা করিয়া তোলে ছোট্ট একটা গ্রন্থাগার। তাহারপর গ্রন্থাগারটার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সুরু হয় সংগ্রাম। অর্থাভাব, যুবশক্তির উৎসাহের অভাব, গ্রাম্য রাজনীতি পৃথক পৃথকভাবে বা একত্রিত হইয়া গ্রাস করিয়া ফেলে গ্রন্থাগারটাকে।

গ্রন্থাগারকে দৃঢ়ভিত্তিক করিতে হইলে সুরু হইতেই কতকগুলি নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করা প্রয়োজন। যেমন—

(১) গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে গ্রামে সব সমিতিগুলি হইতেই একজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া একটা গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন করা উচিত। কোন একটা নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উপর গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব থাকিলে, সেই প্রতিষ্ঠানের সহিত গ্রন্থাগারের ভাগ্য জড়িত হইয়া বহু ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারকে ধ্বংসের পথে আগাইয়া দেয়। এবং গ্রন্থাগারটা সমগ্র জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচয় লাভ করে না।

(২) চাঁদা আদায় ও এককালীন দান গ্রহণ করিয়া অর্থের সংস্থান করা।

(৩) পুস্তক ভিক্ষার দ্বারা গ্রন্থাগারটা সাময়িকভাবে চালু করা।

অবশ্য একথা মনে রাখিতে হইবে যে ভিক্ষালব্ধ পুস্তক দ্বারা গ্রন্থাগার বেশীদিন চালু রাখা যায় না। কারণ সাধারনতঃ অপ্রয়োজনীয় পুস্তকগুলিই লোকে সাধারণতঃ দান করিয়া থাকে। তবে ভিক্ষালব্ধ এই অপ্রয়োজনীয় পুস্তক বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে নূতন পুস্তক সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। পাশ্চাত্য দেশে সাধারণতঃ যে কোন গ্রামে একজন অন্ততঃ অবসর

প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ শিক্ষক থাকেন যাঁর উপর এই দায়িত্বটি ন্যস্ত করা হয়। আমাদের দেশ এখনও অগ্রসর হয় নাই। তবুও স্থানীয় সহরে বা নিকটবর্তী বড় সহরে যে সব অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক আছেন তাঁহাদের নিকট হইতে এই বিষয়ে পরামর্শ লইয়া পরিচালনা কার্য্য সুরু করা উচিত। কলিকাতা সহরে দেশী ও বিদেশী গ্রন্থাগারগুলি গ্রাম্য গ্রন্থাগার পরিচালনা ব্যাপারে পরামর্শ ও প্রয়োজন হইলে আরও নানাভাবে গ্রন্থাগারিকদের ও গ্রন্থাগারগুলিকে সাহায্য করিয়া থাকে।

গ্রন্থাগারিক নিয়োগ সম্বন্ধে গ্রন্থাগার পরিষদকে বিশেষ করিয়া সতর্ক হওয়া উচিৎ। সকল গ্রন্থাগারেই বেতনভুক গ্রন্থাগারিক হইলেই ভাল হয়, কারণ জনসাধারণের সুবিধা অনুযায়ী গ্রন্থাগারটিকে খুলিয়া রাখা যাইতে পারে। অবৈতনিক গ্রন্থাগারিক হইলে তাহার সুবিধা অনুযায়ী গ্রন্থাগারকে চলিতে হয়। তবে গ্রন্থাগারিক বেতনভুক বা অবৈতনিক যাহাই হউক, পরিষদকে দেখিতে হইবে যেন সে শিষ্ট ও সহনশীল স্বভাব সম্পন্ন হয়। পাঠকগণ গ্রন্থাগারিকের রূঢ় ব্যবহারের জন্য যেন গ্রন্থাগার ত্যাগ না করে।

গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব সম্বন্ধেও সচেতন থাকিতে হইবে। তাহাকে মনে রাখিতে হইবে যে সে জনসেবায় নিযুক্ত—এবং তাহার উপর জনসাধারণ এক গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে—বর্ত্তমান দেশকে সঠিকতর জ্ঞান দান করিবার ভবিষ্যৎ দেশকে গড়িয়া তুলিবার।

গ্রন্থাগারিককে অবশ্য এই গুরুদায়িত্ব পালন করিতে হইলে তাহাকে উপযুক্ত পুস্তকাদি দ্বারা সজ্জিত হইতে হইবে। উপযুক্ত পুস্তক নির্বাচনও গ্রন্থাগারিকের একটি বড় দায়িত্ব। পুস্তক নির্বাচনের সময় তাহাকে কয়েকটী বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইবে, যেমন—

১। পুস্তকটী শিক্ষামূলক

২। পুস্তকটী গবেষণা কার্য্যে সাহায্যকারী

৩। পুস্তকটী পাঠ করিলে পাঠকের মনে সৌন্দর্য্যপ্রীতি ও সুক্ষ্ম রুচি-বোধ জাগাইয়া তুলিবে।

পুস্তক নির্বাচনের সময় উপরোক্ত বিষয় ছাড়া এগুলিও মনে রাখিতে হইবে যে অশ্লীলতা, মনের প্রসারতা রোধকারী, ও মানুষের সৌন্দর্য্যবোধকে খর্ব করে এইরূপ পুস্তকের স্থান গ্রন্থাগারে নাই। এতদ্ব্যতীত অতীত এবং

বর্ত্তমান বিষয়ের উপর ভ্রান্তিজনক সংবাদ বহনকারী পুস্তকও গ্রন্থাগারে রাখা উচিৎ নহে।

আমেরিকা প্রভৃতি উন্নত দেশে Library Extension Service আছে, তাহারা এই ধরণের গ্রাম্য ছোট গ্রন্থাগারগুলিকে পুস্তক নির্বাচনে সাহায্য করিয়া থাকে। তাহারা রেফারেন্স, উপন্যাস এবং অন্যান্য পুস্তকাদি কিছুদিনের জন্য গ্রন্থাগারকে ঋণ দিয়াও সাহায্য করে এ ব্যবস্থা আমাদের দেশেও চালু হইয়াছে, এবং গ্রাম্য গ্রন্থাগারগুলি জিলা গ্রন্থাগার এবং সহরের দেশী ও বিদেশী গ্রন্থাগারগুলি হইতে অল্পায়াসে এই ধরণের সাহায্য লইয়া নিজেদের সজীব ও চালু রাখিতে পারে।

গ্রন্থাগারকে সজীব রাখার আর একটী উপায় হইতেছে তাহার যথেষ্ট প্রচার। গ্রামে যে কোন সভা বা উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে তাহার প্রচারের দায়িত্ব স্থানীয় গ্রন্থাগার কিছুটা গ্রহণ করিতে, এবং অপরপক্ষে সেই সমস্ত সভায় এবং উৎসবে স্থানীয় গ্রন্থাগারটীর বিষয় কিছু না কিছু তথ্য জনসাধারণকে জ্ঞাত করিতে হইবে। এইরূপ প্রত্যেক প্রচার কার্য্যের সহিত গ্রন্থাগারটী কখন খোলা থাকে তাহা বিশেষভাবে বলিতে হইবে। ইহা ছাড়া গ্রামের ক্লাব, বা অন্যান্য যে সমিতির বৈঠকেও গ্রন্থাগারের কিছু না কিছু প্রচার কার্য্য করা উচিৎ। এই প্রচার-কার্য্যের মধ্যে থাকিবে গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় নূতন তথ্য—নূতন পুস্তক তালিকা ইত্যাদি।

গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত ও চালু হইবার পরে যথেষ্ট প্রচারের দ্বারা গ্রন্থাগারের সহিত জনসাধারণের পরিচয় করাইয়া দিতে হইবে। গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য, এবং এই গ্রন্থাগার ব্যক্তি বা সমষ্টির কি কি উপকারে আসিতে পারে তাহাদের কর্মক্ষেত্রে কিভাবে সাহায্য করিতে পারে তাহাও জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে।

এইভাবে প্রত্যেকটী গ্রামবাসীকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারিলেই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা সার্থক হইবে।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সমস্যা

দুর্গাপদ মান্না

গ্রন্থাগার সংগঠনের উদ্দেশ্য যত প্রকারই থাক, সহজ ও সাধারণভাবে পিপাসু মানুষকে পুস্তক সরবরাহ করার প্রয়াসই তার মধ্যে প্রধান। হয়তো এ নিয়ে মতবাদের ঝড় উঠতে পারে। হয়তো অনেকে বলবেন, এ শুধু গণ্ডীবদ্ধ ক্ষুদ্র মনের উক্তি। তবুও সহজ সাধারণ দৃষ্টিতে পুস্তক সরবরাহের মধ্য দিয়ে মানুষের সাংস্কৃতিক পরিবেশের উন্নতি সাধন করাই গ্রন্থাগারের একনিষ্ঠ ও আংশিক উদ্দেশ্য। আজ আর একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টিগত জীবন নানাভাবে আজ পূর্ণতর রূপ পরিগ্রহ করছে গ্রন্থাগারের সক্রিয় কর্মনৈপুণ্যে এবং কর্মীদের ঐকান্তিকতায়।

গ্রামাঞ্চলের গ্রন্থাগার তৈরীর মূলে কিন্তু ঐ একই উদ্দেশ্য মুখ্যতঃ ছিল না। সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগার বলতে শুধু মূল্যবান প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় অথচ জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থের সংগ্রহশালাই নয়, অসীম জ্ঞানের খনি সেখানে সীমিত গণ্ডীর মধ্যে এসে আবদ্ধ হয়ে নেই, গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার বলতে শুধু একটা গ্রন্থের আগার নয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটা একটা 'ক্লাব'—যার কর্মের পরিধি শুধু গ্রন্থাগারের 'রুটিন ওয়ার্কে' গণ্ডীবদ্ধ নয়; সেখানে তৈরী হয় না শুধু সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ। গ্রামের গ্রন্থাগার আরও বৃহৎ গ্রন্থাগারের অঙ্গ সেথা নানাবিধ বিভাগ যেমন ক্রীড়া, সাহিত্য, সেবা, নৈশ বিদ্যালয়, লোকশিক্ষা, ইত্যাদি। এই অর্থে গ্রামের গ্রন্থাগারের গণ্ডী বৃহৎ—সেখানে গ্রন্থাগার শিশু কিশোর ও যুবকের জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অন্য অর্থে কিন্তু গ্রামের গ্রন্থাগার গণ্ডীবদ্ধ, আরো ক্ষুদ্র। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কোন ক্লাব, সংঘ, সমিতি, বা সংস্থার বিভিন্ন বিভাগের একটা অংশ হ'ল গ্রন্থাগার; বহুর মধ্যে কেবল মাত্র একটা অংশ গ্রন্থাগার—তাই তার কাজ ও কাজের পরিধিও সঙ্কীর্ণ হওয়া স্বাভাবিক। একথা এখানে বলে রাখা দরকার যে, আজকার এই আলোচনা কেবলমাত্র গ্রামীণ গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে। তাই এর কোন কথা বা যুক্তি হয়তো শহরতলার গ্রন্থাগারের পক্ষে প্রযোজ্য হবে না।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী আমরা নই। তাই গ্রন্থাগার সংগঠন সম্পর্কে জ্ঞানের গভীরতা হয়তো আমাদের নেই। আমরা মেনে নিই সেই মনের দীনতা কে। তবু গ্রামের বিভিন্ন গ্রন্থাগার বা অনুরূপ সংস্থার সংগে অবাধ মেলামেশার সুযোগে যা জেনেছি তারই দু'একটা সমস্যা আজ তুলে ধরবো—যার সমাধান আশা করবো কৃতবিদ্যদের কাছ থেকে।

সামগ্রিকভাবে গ্রামের গ্রন্থাগার বৃহত্তর পরিবেশ রচনার চেষ্টা করবে—যাতে করে শিশু-বালক-বালিকা মুক্ত মন নিয়ে যোগ্য নাগরিক হতে পারে। এই প্রতিশ্রুতি থাকে কর্মীদের মনে। তাই উত্থানের প্রথম প্রত্যুষ থেকে চলে সভ্য সংগ্রহের অভিযান। এই যে সংস্থা পরিবেশহীন গ্রাম্য সমাজে উপযুক্ত পরিবেশ রচনার মন্ত্র নিল—এটা শুধুমাত্র গ্রন্থাগার নয়, একটা ক্লাব বা সংস্থা যার একটি অংশ হ'ল গ্রন্থাগার। তাই যাঁরা এখানের সদস্য হ'লেন তাঁরা শুধু গ্রন্থাগারের সদস্য নন, ক্লাবেরও। এঁরাই গ্রামীন সংস্থাকে বাঁচিয়ে রাখেন—তাঁরা একাধারে সদস্য ও পৃষ্ঠপোষক দুইই। অবশ্য গ্রামে সদস্য সংগ্রহটা এত সহজে হয় না। অনুরোধ ও উপরোধ করে মিলুল হয়তো চাঁদা; তবে সচেতন মনে তাঁদের গ্রন্থাগারের জন্য সমবেদনা বা সহানুভূতি বিন্দুমাত্র থাকে না বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই। তাই পরবর্তী সময়ে তাঁরা ভুলে যান চাঁদা দিতে—ক্রমশঃ শিলপিং মেম্বারের দলভুক্ত হন। শিক্ষানুরাগী ও সংস্কৃতি সম্পন্ন মনের মানুষ খুব কমই আছেন গ্রামে। আর সেই কারনেই আগ্রহশীল সদস্য হবার মত মানুষের সংখ্যাও বেশী নেই। ক্রমশঃ কর্মীদের উৎসাহে ভাটা পড়ে—প্রথম উৎসাহের প্লাবনে স্থৈর্য্য আসে। তা হ'লেও ক্লাব বন্ধ হয় না—রূপান্তরিতও হয় না অচলায়তনে। সভার পর সভায় পরিকল্পনা নেওয়া হয়—অচলায়তনকে সচল করবার মন্ত্র দেখি কর্মীদের চোখে মুখে। সদস্য সংগ্রহের সমস্যা গ্রামীন গ্রন্থাগারে প্রথম ও প্রধান সমস্যা;—অবশ্য এর যে ব্যতায় নেই তা নয়।

ক্লাবে সদস্য নেই—অর্থ আসে কি করে। তবে সদস্য চাঁদা ছাড়াও অন্যপথ আছে আয়ের। তাদের মধ্যে সরকারী অর্থানুকূল্য ও ধনী জনের বদান্যতাই প্রধান। সরকারী পক্ষের উর্ধ্বতন সংস্থাগুলি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে যে যৎসামান্য সাহায্য দেন, তা সামান্য হ'লেও কর্মীদের কাছে তার মূল্য অনেক। তবু চলে না গ্রন্থাগার। যা অর্থ আসে তা প্রয়োজনের তুলনায় অতিশয় সামান্য। আর গ্রামে বদান্য ধনী ব্যক্তির প্রাচর্য্যও নেই আজ। ধনী যাঁরা

ছিলেন—তাঁরা আজ শহরে, আর গ্রাম, গ্রামের মানুষ বা গ্রামীন সংস্থা তাঁদের নজরে দয়ার উদ্রেক ছাড়া অন্য কিছু আবেদন আনে না। সদস্য সমস্যার সঙ্গে অর্থসমস্যাও তাই গ্রামীন গ্রন্থাগারের অগ্রগতির পথ রোধ করে দাঁড়ায়।

অর্থই আজ অনর্থের মূল। অর্থ না হ'লে গ্রন্থাগারের ও কাজ-কর্ম চলে না। উপযুক্ত ও প্রয়োজনমত বই কেনা হয় না, পাঠক বংসামান্য হ'লেও তাঁদের চাহিদা মত আধুনিক বই সরবরাহ করতে পারেন না গ্রন্থাগারিক। রুচিবান পাঠকের সংখ্যা ন্যূনতম হ'লেও, সেই ন্যূনতমের দাবী মেটানোর মত বৎসামান্য দায়িত্বও পালন করতে পারেনা গ্রন্থাগার, শুধু অর্থাভাবের জন্যে। সদস্য চাঁদা নেই বেশী, সরকারী আনুকূল্য ও সামান্যতম, বদান্য ব্যক্তির সহৃদয়তার অভাবের জন্যে গ্রামীন গ্রন্থাগার আধুনিক যুগে সংগঠিত হ'লেও শুধু বাংলা ভাষায় আধুনিকতম বই স্থান পায়না সেখানে। তাই রুচিবান ও আগ্রহশীল ব্যক্তিরা সরে দাঁড়ান। অবশ্য, তবুও চলে গ্রন্থাগার। নিয়মিত খোলা থাকে তার জ্ঞানের দরজা, কর্মীরা নিত্য নূতন পরিকল্পনা এঁকে চলেন মনে মনে।

সরকারী তরফ থেকে গ্রন্থাগারগুলোকে সাহায্য দেবার একটা রীতি আছে আর তার জন্যে নিয়ম ও আছে বাঁধা ধরা। সেই সাহায্য পেতে হলে গ্রন্থাগারকে একটা ষ্ট্যান্ডার্ডে উঠতে হয়। বই, পাঠকসংখ্যা, আয়ব্যয় ইত্যাদির দিক থেকে যে নির্দ্ধারিত সীমা আছে, সেখানে পৌঁছান যে কোন গ্রামীন গ্রন্থাগারের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অনেকেই অসাধু পথে সাধু ফল পান। মিথ্যার বেসাতিতে গড়ে তোলেন সংস্কৃতির আধার গ্রন্থাগার।

সদস্য, অর্থ, বই কেনা ইত্যাদি ছাড়াও গ্রামের সমস্যা আরো ব্যাপক ও বেশী। প্রথমে হয়তো নিয়মিত পাঠকের সংখ্যা বেশী থাকে, তাই বই-এর চাহিদাও বাড়ে। কিন্তু দিন চলার সংগে সংগে সদস্যও চলে যান—তার সংগে প্রদত্ত (issued) বই ও চলে যায় পাঠকের মালিকানার পরোয়ানা পেয়ে। বই অপহরণের সংগে সংগে ডিপোজিটের কথা ওঠে, কিন্তু কার্যকরী করা যায় না। কারণ তা হ'লে কেউ সদস্য হ'তে নারাজ। তাই সেই ডিপোজিটকে তুলে দিতে হয় পথচলার স্বার্থে।

গ্রামীন গ্রন্থাগারের অনেকের বই নেই গৃহ আছে। আবার গৃহ ভাল নেই বই আছে—এমন নজীর দুষ্প্রাপ্য নয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গৃহকে গ্রন্থাগার গৃহ বলে চালাতে দেখা যায়। গ্রামীন গ্রন্থাগারে আর একটা অন্যতম

সমস্যা গ্রন্থাগারিক নিয়ে। সাধারণতঃ বেকার ছেলে সমাজ সেবীর ব্যাজ নিয়ে এসব কাজ চালান। তাই বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের গভীরতা থাকে না। প্রকৃত কাজ ও ভালভাবে চলে না। গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে যে দায়িত্ব বোধ, সচেতনতা, গভীর জ্ঞান, সদাচার ও সদালাপ প্রত্যাশা করি তার অভাব দেখি গ্রামিন গ্রন্থাগারে।

এই রকম নানাতর সমস্যার স্রোতে ভাসছে আজকের গ্রামীন সংস্থাগুলি। সে সমস্যা সংকুল পথ থেকে উদ্ধার করবার সাধ থাকলেও সাধ্য নেই কর্মীদের। সাধনা ও আকুতির অভাব না থাকলেও ইন্ধনের অভাব দেখা যাচ্ছে পদে পদে। তবে আশার কথা সরকার গ্রাম কেন্দ্র করে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার পরিচালনার ব্যবস্থা করছেন। গ্রামীন গ্রন্থাগারের সমস্যা সংকুল পথে এ ব্যবস্থা এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করবে, এ আশা করা অসমীচীন হ'বে না।

গোল পার্ক রামকৃষ্ণ মিশন প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত গ্রন্থাগার সম্মেলনে মূল-সভাপতির ভাষণ দিচ্ছেন ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়।

পরিষদ কথা

শ্রী বি, এস, কেশবনকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন

জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রী বি, এস, কেশবনকে ভারত সরকার বিগত প্রজাতন্ত্র দিবসে পদ্মশ্রী উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেছেন। এতদুপলক্ষে গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিষদের উদ্যোগে এক সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায়, শ্রীতিনকড়ি দত্ত, শ্রীমতী রুথ রুংগার এবং উপস্থিত অন্যান্য অনেকে তাঁদের ভাষণে শ্রীকেশবনকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। শ্রীকেশবন বলেন যে-এ সম্মান শুধু তাঁকেই দেওয়া হয়নি—পরোক্ষে জাতীয় গ্রন্থাগারের সাড়ে চারশ' কর্মীর প্রতিজনকেই সম্মানিত করা হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের দৃঢ় ও দ্রুত উন্নতির উল্লেখ করে তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মতৎপরতার প্রশংসা করেন।

সংযোগ ও সংগঠন উপসমিতির সভা

গত ২০শে মার্চ পরিষদের সংযোগ ও সংগঠন উপসমিতির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির আহ্বায়ক শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী সমিতির নানাবিধ কার্যাবলীর এক বিবরণ দান করেন। আগামী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মূল-আলোচ্য প্রবন্ধ ও কার্যসূচী সম্পর্কে সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও প্রস্তাব গৃহীত হয়। গ্রন্থাগার বিষয়ক নিয়মিত আলোচনা সভা, জেলায় জেলায় আঞ্চলিক সম্মেলনের ব্যবস্থা প্রভৃতি কার্যক্রম গৃহীত হয়।

বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার কর্মী সম্মেলন

গত ২৯শে মার্চ পাত্রসায়ের সঙ্ঘনয় নেতাজী পাঠাগারের নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব উপলক্ষে ঐদিন মধ্যাহ্নে বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগার কর্মীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রেরিত প্রায় পঁচিশ জন প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংযোগ ও সংগঠন উপসমিতির আহ্বায়ক শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী প্রথমে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। অতঃপর প্রতিনিধিরা তাঁদের নিজস্ব সমস্যা ও প্রয়োজন বিবৃত করেন। সভায় জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস ও জেলা গ্রন্থাগারিকও অংশ গ্রহণ করেন। পরিষদ সম্পাদক শ্রীফণিভূষণ রায় আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থাগার আইনের আশু প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

পরিষদ সভাপতি শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়কে তাঁর 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান' বইটির জন্যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্প্রতি নরসিং দাস পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন।

গত ২৭শে মার্চ পরিষদ কার্যালয়ে শ্রী মুখোপাধ্যায়কে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীনরসিংদাস আগর-ওয়াল। সর্বশ্রী তিনকড়ি দত্ত, বি, এস, কেশবন, গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী কথ জ্যুগার প্রভৃতি তাঁদের নাতিদীর্ঘ ভাষণে শ্রীমুখোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইউ, এস, আই, এস-এর উদ্যোগে

দুই দিন ব্যাপী গ্রন্থাগার সম্মেলন

গত ২৭শে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও কলিকাতার ইউ, এস, আই, এস-এর যুক্ত উদ্যোগে দুই দিবসব্যাপী এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের বিষয় ছিল চারটি : সমাজ ও গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ কার্যে গ্রন্থযানের উপযোগিতা, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার। সম্মেলনে উড়িষ্যা, বিহার ও আসাম থেকে কয়েকজন সমাজসেবী ও গ্রন্থাগার কর্মী যোগদান করেন। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে বহু কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম দিনের প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে ইউ, এস, আই, এস প্রেক্ষাগৃহে একটি গ্রন্থ প্রদর্শনী ও গ্রন্থাগার বিষয়ক কয়েকটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। ঐদিন মধ্যাহ্নে গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন প্রাঙ্গনে প্রথম অধিবেশনের পূর্বে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ডক্টর ডি, এম, সেন। ডক্টর সেন তাঁর ভাষণে দেশের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে গ্রন্থাগারের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের গুরুত্ব প্রসঙ্গে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজোন্নয়নে সাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন যে পূর্ব ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বহুদিন থেকেই সর্বাত্মক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যে আন্দোলন করা হয়েছে, কিন্তু সরকার সেই প্রয়োজনকে যথোচিত স্বীকৃতি দেননি তা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইউ. এস. আই. এস.-এর সংযুক্ত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দুই দিন ব্যাপী গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রথম কার্যকরী অধিবেশনের একাংশের দৃশ্য। প্রথম অধিবেশন পরিচালনা করেন শ্রীবি. এস. কেশবন।

সম্পর্কে কোনও উল্লেখ না থাকাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে আশানুরূপ ব্যবস্থা না করলেও গ্রামাঞ্চলে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন তা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক ভাল।

ইউ, এস, আই, এস ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে যথাক্রমে মিঃ বার্টলেট ও শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান।

চা-পানের বিরতির পর অপরাহ্ণে শ্রী বি, এস, কেশবনের পরিচালনায় প্রথম আলোচনা অধিবেশন সুরু হয়। উড়িষ্যা, বিহার, আসাম ও পশ্চিম বঙ্গের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত কর্মতৎপরতার আলোচনা করেন ঢেনকানলের সমাজ শিক্ষা সংগঠক শ্রী বি, বি, মোহান্তি, বিহারের সেকেণ্ডারি এডুকেশনের ডেপুটি ডিরেক্টর শ্রী ডি, এন সিনহা, পাটনার জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রী কে, সি, ঠাকুর, আসামের রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীরাম গোস্বামী, পশ্চিমবঙ্গ সমাজ শিক্ষা দপ্তরের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিল রঞ্জন রায়, পরিষদ সম্পাদক শ্রীফণিভূষণ রায় প্রভৃতি।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনগুলি অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনে। প্রাতঃকালীন অধিবেশনের বিষয় ছিল গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় গ্রন্থযান-এর ব্যবহার। সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অধ্যাপিকা মিস কে, ডিহ্‌ল। বিহার রাজ্যকেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী পি এন গৌড়, রাঁচি জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রী কে, সি, ঠাকুর, হাওড়া জেলা পাঠাগার সংঘের সম্পাদক শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বিবৃত করেন।

চা-পানের বিরতির পর সুরু হয় বিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিষয়ক আলোচনা সভা। অন্যান্যদের মধ্যে শ্রীশ্রীদামচন্দ্র বেরা ও শ্রীমতী ডিহল আলোচনায় মুখ্য অংশ গ্রহণ করেন।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর শিশু গ্রন্থাগার সম্পর্কে চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রী বি, এস, কেশবন। প্রধান বক্তা হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ (মৌমাছি)। সমাপ্তি অধিবেশনে মূল সভাপতি ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় বিভিন্ন অধিবেশনে আলোচিত বিষয়াদির উল্লেখ করে তাঁর ভাষণ দান করেন।

বিভিন্ন অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ অথবা পঠিত প্রবন্ধগুলি পৃথকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

আলোক সংঘের বাৎসরিক উৎসব

আলোক সংঘ (প্রভাবতী স্মৃতি পাঠাগার) দক্ষিণ কলকাতার একটি মহিলা প্রতিষ্ঠান। গত ৩রা জানুয়ারী মালায়ালী সমাজ প্রাঙ্গণে সংঘের ২৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী অনিলা দেবী। নৃত্য, নাটক ও সংগীত উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। সংঘের শিশু ও কিশোর সভ্যাগণের 'মরা হাতি লাখ টাকা' অভিনয় উপস্থিত সকলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে।

ভারতী পরিষদে কবি মেলা

গত ১লা ফাল্গুন শ্যামবাজার ভারতী পরিষদে নবীন ও প্রবীন বাঙ্গালী কবিদের স্বরচিত কবিতা পাঠের এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে বহু কবি অংশ গ্রহণ করেন। সভা পরিচালনা করেন সাহিত্যিক কালিকিঙ্কর সেনগুপ্ত। অনুষ্ঠানে যাঁরা উপস্থিত থাকতে পারেন নি তাঁদের প্রেরিত কবিতাগুলিও পাঠ করা হয়।

কিশোর কল্যাণ পরিষদে ব্রিটেনের শিশু শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা-সভা

গত ৫ই মার্চ কিশোর কল্যাণ পরিষদের ভ্রাম্যমাণ বিভাগের উদ্যোগে মানিকতলার জগজ্জননী মন্দিরে ব্রিটেনের শিশু শিক্ষা বিষয়ে এক কথিকা অনুষ্ঠিত হয়। বি, বি, সি'র শ্রীকমল বসু ও শ্রীমতী কণিকা বসু আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁদের উভয়ের আলোচনায় জানা যায় যে ব্রিটেনে ৫ থেকে ১১ বছরের ছেলেমেয়েদের বাড়ীতে বই খাতা ব্যবহারের রেওয়াজ নেই। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের ব্যক্তিগত সাহচর্যে তারা বিদ্যালয়েই তাদের পাঠ সম্পন্ন করে। তারপর তাদের যে পরীক্ষা হয় সেটা পুঁথিগত বিদ্যার নয়, বুদ্ধির।

কোন্ বিষয়ে ছোটদের প্রবণতা আছে সেটা বুঝে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়, ছবি, খেলাধুলো, চলচ্চিত্র, বেতার প্রভৃতির মাধ্যমে ছোটদের মানসিক উন্নতি ও বিকাশের বহুবিধ ব্যবস্থা আছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিশু সাহিত্যিক শ্রীক্ষিতিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য।

জীবন-মিলন লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব

গত ২৭শে ডিসেম্বর কেশব একাডেমী ভবনে সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ও প্রধান অতিথি শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের উপস্থিতিতে গ্রন্থাগারের ৪৪তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীনীলরতন বোসের সম্পাদনায় একটি স্মরণী পুস্তিকা প্রকাশ করা হইয়াছে। গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে তাঁহার ভাষণে গ্রন্থাগারের আদর্শ ও কার্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে সকল প্রকার সাহায্যের জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন জানান। শ্রীফণিভূষণ রায় সভায় গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। প্রধান অতিথি গ্রন্থাগারের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির দিকে কর্মীদের সজাগ দৃষ্টি রাখিতে বলেন। সভাপতি গ্রন্থাগারের আদর্শ ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সভায় বক্তৃতা দেন। সভায় সম্পাদক শ্রীরামচন্দ্র ভড়, শ্রীশ্যামচাঁদ রায়, শ্রীনৃত্যগোপাল সরকার কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ও শ্রীজীতেন্দ্রনাথ বোস বক্তৃতা করেন।

কুচবিহার

পি, ডি, এম, এস, ক্লাব ও লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

গত ২রা ফাল্গুন ক্লাব ও গ্রন্থাগারের ৪৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মহাকুমা শাসক শ্রীসুশীল চন্দ্র দাসগুপ্ত এবং প্রধান অতিথিত্বের আসন অলংকৃত করেন বিধান পরিষদের সদস্য ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল। ঐদিন প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে শতাধিক কিশোর কিশোরী এবং তাহাদের অভিভাবকদের উপস্থিতিতে কিশোর শাখার উদ্বোধন করেন শ্রীসুনীল চন্দ্র দাশগুপ্ত। কিশোর শাখার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধান শিক্ষক শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়।

সন্ধ্যায় ৪৫টি প্রদীপ জ্বালাইয়া প্রতিষ্ঠানের ৪৫তম বর্ষ সূচিত করা হয়। প্রতিবারের ন্যায় এবার প্রবীণ শিক্ষক জনাব হবিবর রহমানকে সম্বর্ধনা জানান হয়। বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধান অতিথি শিক্ষা প্রসারে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করেন। সম্পাদক শ্রীরমাপ্রসন্ন নিয়োগী এই প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাস আলোচনা করেন। গ্রন্থাগার সমূহের উন্নতির প্রয়োজনে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সম্পাদক আলোচনা করেন। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে একটি বিচিত্রানুষ্ঠান এবং নাটক অভিনীত হয়।

গ্রন্থাগার গৃহে অগ্নিকাণ্ড

২৪শে ফেব্রুয়ারী বেলা ১১-৩০ মিনিটে পি, ডি, এন, এন ক্লাবের হলঘর ও গ্রন্থাগার এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়। হলঘরটি একটি সিনেমা কোম্পানীকে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্লাবের প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায় নি।

বই ও অর্থ সাহায্যের জন্য ক্লাবের সম্পাদক সরকার ও জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

চব্বিশ পরগণা

পীর গোরাচাঁদ সাধারণ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী হাড়োয়া পীর গোরাচাঁদ সাধারণ পাঠাগারে শ্রীজাহাঙ্গীর কবীরের সভাপতিত্বে পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক শ্রীআলি মহম্মদ সাহেব বাৎসরিক কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে পাঠাগারের ও সম্মিলনী ক্লাবের সদস্যগণ ও জাতীয় সংস্থা কৃতাকের কর্মীদের যুক্ত উদ্যোগে এক বিচিত্রানুষ্ঠান ও নাটক অভিনয় করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রচুর জনসমাগম হয়।

বজবজ ব্রতী সংঘের চতুর্দশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

গত ৬ই ফাল্গুন '৬৬ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় বজ বজ ব্রতীসংঘ পাঠাগার ভবনে সংঘ-সভাপতি শ্রীযতীন্দ্র মোহন চক্রবর্তীর পৌরোহিত্যে সংঘের ১৪শ

বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস সাড়ম্বরে পালন করা হয়। সংঘের সভ্য-সভ্যা, পৃষ্ঠপোষক ও গ্রন্থাগার অনুরাগী স্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কর্মসচিব শ্রীনিশানাথ সেন তাঁহার ক্ষুদ্র বিবরণীতে সংঘের উদ্দেশ্যাবলী ও বিগত চৌদ্দ বৎসরে সংঘের প্রগতিমূলক কার্যাবলীর পরিচয় প্রদান করেন। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, শ্রীনিমাই দত্ত সংঘের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্ণনা করেন ও সঙ্ঘের উদ্দেশ্যাবলী রূপায়নের জন্য বজ বজ পৌরসভা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও স্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের অধিকতর সহানুভূতি প্রার্থনা করেন। সভাপতি শ্রীচক্রবর্তী তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে স্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের সেবায় গ্রন্থাগারটিকে অধিকতর নিয়োগ থাকিতে উপদেশ দেন। সংঘের সদস্য শ্রীঅজিত কুমার ধরের মৃত্যুতে সভায় একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বেলগড়িয়া সুধা স্মৃতি লাইব্রেরী (পল্লী গ্রন্থাগার) গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন

শ্রীহরেন্দ্র নাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে সম্প্রতি বসিরহাট মহকুমার বেলগড়িয়া সুধা স্মৃতি লাইব্রেরীর নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়। শ্রীনিখিল রঞ্জন রায় কর্তৃক আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন কার্য সম্পন্ন হয়। সম্পাদক শ্রীঅমল কুমার ঘোষ গ্রন্থাগারের বিবরণী ও এতদুপলক্ষে প্রাপ্ত শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, সভার শেষে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। ল্যান্টার্ণ স্লাইডে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন আলেখ্য এবং রাজ্য বিভাগের প্রচার দপ্তর কর্তৃক একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

বেলঘরিয়া প্যারীমোহন লাইব্রেরীর সাধারণ সভা

গত ২৪ শে জানুয়ারী প্যারীমোহন মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরীর দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিগত দু'বছরের কার্য বিবরণীতে লাইব্রেরীর বহুবিধ কার্যাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে সমাজ শিক্ষা বক্তৃতামালায় প্রদত্ত ১৪টি বক্তৃতা ও ৫টি বিতর্ক সভা অনন্যসাধারণ। সদস্যদের সারা বছরের পঠন-পাঠনের পরিসংখ্যানটিও উল্লেখযোগ্য :– উপন্যাস ও গল্প ৬০% ; প্রবন্ধ ৮% ; ইতিহাস ৮% ; জীবনী ৫% ; ধর্ম ৮% ; অর্থ ও রাজনীতি ৫% ; অন্যান্য ৬%।

লাইব্রেরীতে একটি স্বতন্ত্র মহিলা বিভাগ আছে। লাইব্রেরীর মোট পুস্তক সংখ্যা ৩৮৩৯টি এবং সদস্যের সংখ্যা ৩৫৬ জন। গ্রন্থাগারটি প্রকৃতই এতদঞ্চলের সাংস্কৃতিক কর্মচাঞ্চল্যের প্রাণকেন্দ্র।

নদীয়া :

শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরীর তৃতীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব

শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরীর নিজস্ব মঞ্চে অনুষ্ঠিত দুই সপ্তাহব্যাপী তৃতীয় বার্ষিক নাট্যোৎসব জানুয়ারী মাসের ৮ই তারিখে সমাপ্ত হয়। উৎসবে স্থানীয় জনসাধারণ বিপুল উৎসাহে যোগদান করেন। গত ১০ই জানুয়ারী শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরীর ৪৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের খবর পাওয়া গেছে। শ্রীহরিদাস দে ও শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন।

পুরুলিয়া :

বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দিরের নিজস্ব গৃহে কার্যারম্ভ

গত জানুয়ারী মাস হইতে গড়জয়পুর বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দিরটি আঞ্চলিক পাঠাগাররূপে কাজ সুরু করায় এতদঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে। রাজ্য সরকারের অর্থানুকুল্যে নূতন ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মদনচন্দ্র ভাণ্ডারী গ্রন্থাগারিক ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার পিয়ন হিসাবে নিয়োগ পত্র পাইয়া কার্যে যোগদান করিয়াছেন।

বর্ধমান :

মানকড় পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীর ত্রয়োদশ বার্ষিক সভা

গত ৩০শে জানুয়ারী পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীর ত্রয়োদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন আরম্ভ হয়। উক্ত অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন বর্ধমান জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি শ্রীনারায়ণ চৌধুরী এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীফকিরচন্দ্র রায়, এম-এল-এ। সম্পাদক শ্রীঅনিলবরণ পালের বার্ষিক

বিবরণীতে জানা যায় যে, এই লাইব্রেরীকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আঞ্চলিক লাইব্রেরীতে (Rural Library) রূপান্তরিত করার প্রস্তাব মঞ্জুর করেছেন। বর্ধমান জেলার ডি-আই, এ-ডি-আই, জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া লাইব্রেরীর উপযোগিতা ও উন্নতি বিষয়ে এই বিরাট জনসভায় ভাষণ দেন। এই অনুষ্ঠানে দুই জন শ্রেষ্ঠ পুস্তক পাঠককে পুরস্কার দেওয়া হয়।

কল্যাণগ্রাম শিক্ষা-নিকেতন আঞ্চলিক গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার সপ্তাহ উপলক্ষে শিক্ষানিকেতন আশুতোষ গ্রন্থাগার (আঞ্চলিক গ্রন্থাগার) তাহার ৭টি শাখা গ্রন্থাগার লইয়া দুইদিন ব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এতদুপলক্ষে একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্থানীয় অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন প্রকারের পুস্তকের সঙ্গে কৃষিবিষয়ক ও গোপালন বিষয়ক পুস্তকাদি প্রদর্শিত হয়। চার্ট সহযোগে গ্রন্থাগার ব্যবহারের উপকারিতার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। প্রথম দিনের জনসভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জননেতা শ্রীভজচন্দ্র রায়। তিনি তাঁহার ভাষণে সমাজ-সচেতন নাগরিক সৃষ্টির প্রয়োজনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন। দ্বিতীয় দিনের জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীজ্ঞানাঞ্জন পাল। গ্রন্থাগারিক শ্রীবাসুদেব চক্রবর্তী দেশবিদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এক তুলনামূলক আলোচনা করেন। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় জেলা প্রচার বিভাগ কর্তৃক এক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। উভয় দিনের অনুষ্ঠানে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল।

করন্দা ভারতী পাঠাগারে প্রজাতন্ত্র দিবস উৎসব

করন্দা ভারতী পাঠাগারে গত প্রজাতন্ত্র দিবসে সারাদিন ব্যাপী বিপুল উদ্দীপনার সহিত এক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যুষে নয়নাভিরাম এক প্রভাত ফেরী গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। পতাকা উত্তোলনের পর পাঠাগারের কর্মীগণ এবং মন্তেশ্বর জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকের কর্মীগণের যুক্ত উদ্যোগে করন্দা-পিপলন রাস্তাটি সংস্কার করা হয়। ব্লক কর্মিবৃন্দ ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এক ভোজসভায় মিলিত হন। অপরাহ্নে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সমাজশিক্ষা সংগঠক শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্তী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করে দেশোন্নয়নে

গ্রামবাসীদের সচেষ্ট হতে উপদেশ দেন। সন্ধ্যায় বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের নূতন বই ও শ্লেট পেনসিল দেওয়া হয়।

বাঁকুড়া :

মহেশপুর রামকৃষ্ণ পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২রা ফাল্গুন শ্রীরামগতি রক্ষিত মহাশয়ের সভাপতিত্বে পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সহ-সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। শ্রীরবিলোচন গুপ্ত ও শ্রীপাঁচুগোপাল রক্ষিত যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন। পাঠাগারে গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপিত হয়।

সঞ্জয় নেতাজী পাঠাগারের নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন

পাত্রসায়ের গ্রামের সঞ্জয় নেতাজী পাঠাগারটি সরকারী পরিকল্পনাধীনে পল্লী গ্রন্থাগারে পরিণত হইয়াছে। স্থানীয় জনসাধারণের দান ও সরকারী সাহায্যে সম্প্রতি পাঠাগারটির নিজস্ব একটি সুন্দর গৃহ নির্মিত হইয়াছে। ফেব্রুয়ারীর ২১শে তারিখে গৃহের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্ঘাটন করেন শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি)। প্রারম্ভে একটি স্বল্পকালীন অনুষ্ঠানে পাঠাগারের পক্ষ হইতে সকলকে স্বাগত জানানোর পর উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে ভাষণ দান করেন শ্রীফণিভূষণ রায় ও শ্রীজগমোহন মুখোপাধ্যায়। মধ্যাহ্নে বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনের এক আয়োজন করা হইয়াছিল। তাহাতে স্থানীয় কর্মীরা ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত বহু গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে পাঠাগার প্রাঙ্গনে এক মহতী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীঅমিয় সরকার ও শ্রীআদিত্য দে পাঠাগারের ইতিবৃত্ত ও কার্যবিবরণী পাঠ করেন। পরে ভাষণ দান করেন শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র হাজরা ও শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। মূল-সভাপতি শ্রীবিমল ঘোষ তাঁহার নিজস্ব জেলায় সঞ্জয় নেতাজী পাঠাগারের ন্যায় প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠান দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন এবং গ্রামীন গ্রন্থাগারে ছোটদের জন্য উপযুক্ত ও স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি উপস্থিত শিশু ও কিশোরদের স্বরচিত গল্প শুনাইয়া তাহাদের আনন্দোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করেন। সভার শেষে একটি মনোজ্ঞ সাংগীতিক

অনুষ্ঠান উৎসবটিকে যথেষ্ট উপভোগ্য করিয়া তুলে। এতদুপলক্ষে গত ২৩ ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী দুইটি নাটক অভিনীত হয়। স্থানীয় কুশলী শিল্পীরা নাটকে অংশ গ্রহণ করেন।

হাওড়া :

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র স্মৃতি সাহিত্য মন্দির (পেঁড়ো) গ্রন্থাগারে আলোচনা সভা

ফেব্রুয়ারীর ২রা তারিখে সরস্বতী পূজার মিলনী উৎসব উপলক্ষে গ্রন্থাগারে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ছিল সভার আলোচ্য বিষয়। স্থানীয় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করেন। সর্বশেষে এক বিচিত্রানুষ্ঠান ও জলযোগের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বানবন্যায় যুগকল্যাণ পল্লীভারতী গ্রন্থাগারের ক্ষতি

গত ৫ই অক্টোবর দামোদরের প্রবল বন্যায় বাগনান থানার বিস্তৃত অঞ্চল জলপ্লাবিত হয়। সহস্র সহস্র গ্রামবাসীর অন্যান্য ক্ষতির সহিত পল্লীভারতী গ্রন্থাগার গৃহটিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কর্মীরা সাহসিকতার সহিত কোনওক্রমে গ্রন্থগুলি ও পত্র পত্রিকাগুলি রক্ষা করিয়াছেন। বাংলাদেশের বহু কৃতি সন্তানের পদধূলি পূতঃ এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের এই করক্ষতিতে অন্য আর একটি গৃহে পল্লীভারতীর কার্য যথারীতি আরম্ভ হইয়াছে। স্থানীয় জনসাধারণ এই প্রিয় প্রতিষ্ঠানটির নূতন ভবন নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যেই উদ্যোগী হইয়া উঠিয়াছেন। আমরা শিক্ষানুরাগী দেশবাসীর দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করি।

হুগলী :

গোস্বামী-মালিপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারের নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন

গত ৩০শে জানুয়ারী তারিখে গ্রন্থাগারের নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন হুগলী জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রীকে, সি. মজুমদার। সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ শিক্ষা বিভাগের সহকারী প্রধান পরিদর্শক শ্রীমন্মথ নাথ রায়। সভার উদ্বোধন করেন হুগলী জেলা গ্রন্থাগারের সম্পাদক

শ্রীফণীন্দ্র নাথ শাস্ত্রী। গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রীরাসবিহারী গোস্বামী গ্রামের ইতিহাস ও গ্রন্থাগারের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। গৃহটি সরকারের গ্রামীণ গ্রন্থাগার পরিকল্পনাধীনে নির্মিত হইয়াছে। সভাপতি শ্রীরায় তাঁহার ভাষণের মধ্যে এই গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য বিশদভাবে বর্ণনা করেন।

জাতীয় সেবা সমিতির (জগমোহনপুর) একবিংশতিতম বার্ষিক উৎসব

৭ই ফেব্রুয়ারী সমিতির বার্ষিক উৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর ৪র্থ বার্ষিক শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রীকানাইলাল দে। শ্রীজিতেন্দ্র নাথ লাহিড়ীর সভাপতিত্বে এক সভা হয়। সম্পাদক শ্রীদুর্গাপদ মান্না বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন। সমিতি পরিচালিত আশালতা স্মৃতি আবৃত্তি ও প্রতিযোগিতা ও মৃণালিনী পাড়ুই স্মৃতি আবৃত্তির ফলাফল ঘোষণা ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অতঃপর সমিতির ছেলেমেয়েরা ব্রতচারী নৃত্য প্রদর্শন করে। সাংগীতিক অনুষ্ঠান ও নাটিকাভিনয়ে গ্রামের কুশলী শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন।

তামকুনি রামকৃষ্ণবাটি কাদম্বিনী জ্ঞানাগারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

গত নেতাজী জন্মোৎসব দিবসে কাদম্বিনী জ্ঞানাগারের বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীকেনারাম কর তাঁহার সম্পাদকীয় বিবরণীতে জ্ঞানাগারের প্রতিষ্ঠা ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিবৃত করেন এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীব্রজনাথ নন্দীর নিরলস সেবা ও সাহায্যের উল্লেখ করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীসুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় জ্ঞানাগারের নানাবিধ কর্ম তৎপরতার জন্য কর্মীদের অভিনন্দন জানান। প্রধান অতিথি অধ্যাপক বিমল কান্তি ঘোষ নেতাজীর জীবনকথায় আলোচনা করেন।

চিঠিপত্র

[বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি পরিষদের প্রথম সভাপতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালনের জন্য একটি উপসমিতি গঠন করিয়াছেন। নিম্নে পত্রাকারে প্রাপ্ত কার্যসূচী সম্পর্কে একটি সুপারিশ প্রকাশিত হইল। এ বিষয়ে সকলের মতামত আহ্বান করা যাইতেছে।]

সবিনয় নিবেদন,

রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালনের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র রবীন্দ্রানুরাগীদের মধ্যে বিশেষ তৎপরতা দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম সভাপতি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী পালন করার বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে আমরা মনে করি।

'জননীর সুধা কণ্ঠ হ'তে যে ভাষা' আমরা শিখেছি অন্য ভাষায় প্রভূত ব্যুৎপত্তি থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ সেই বঙ্গ ভাষার একনিষ্ঠ সেবা করে গেছেন। রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী পালনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বাংলা ভাষার দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা কয়েকটি প্রস্তাব রাখছি :

(১) বাংলার হাটে, মাঠে, ঘাটে যে সম্পদ যুগযুগান্ত ধরে বাউলের গানের মধ্য দিয়ে, ঠাকুরমার ছড়া, প্রবাদ ও কিংবদন্তীর মধ্য দিয়ে কণ্ঠ হতে কণ্ঠান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে তা সংগ্রহ করার জন্য এবং বাংলার জনমানসে সর্বত্র শিক্ষার স্রোতধারাকে বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত করার জন্য যে কাজ রবীন্দ্রনাথ করেছেন, রেখায়, চিত্রে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করে তার একটি মনোরম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।

(২) বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রচারের জন্য যাঁরা গ্রন্থরচনা ক'রে এবং মূল্যবান নিবন্ধ রচনা ক'রে বাংলা ভাষায় একটি নবদিগন্তের পথ-রেখা টেনেছেন এবং যাঁরা বিশ্ববিদ্যা ভাণ্ডার হতে সম্পদ আহরণ ক'রে বাংলা

তাষাকে ঐশ্বর্যবতী করেছেন তাঁদের সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা। আর যাঁরা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ' পরীক্ষার অব্যবহিত যে সমস্ত ছাত্র বাংলা ভাষায় পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন তাঁদের শত বার্ষিকী উৎসবে রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া।

(৩) তাছাড়া প্রতি বৎসর গ্রন্থাগার দিবসের সঙ্গে রবীন্দ্র মেলা বা রবীন্দ্র দিবসের ব্যবস্থা করা। প্রতি বৎসর গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয় ২০শে ডিসেম্বর। ১৯শে ডিসেম্বর ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব, ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস। ২১শে ডিসেম্বর রবীন্দ্র মেলা বা রবীন্দ্র দিবস। ঐ মেলায় একটি 'গ্রন্থাগার বর্ষে' (বিগত গ্রন্থাগার দিবস ২০শে ডিসেম্বর হতে পরবর্তী অর্থাৎ পালনীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০শে ডিসেম্বর) যাঁরা বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান এর গ্রন্থ রচনা করে এবং বিশ্ববিদ্যা ভাণ্ডার হতে জ্ঞান আহরণ করে বাংলা ভাষায় নূতন সম্পদের সংযোজনা করেছেন তাঁদের সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বাংলা ভাষায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্রকে রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া। বিচিত্রানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বাউল গান, কীর্ত্তনাঙ্গ রবীন্দ্র সংগীত এবং ছড়ার গানের নৃত্যনাট্য পরিবেশন করা; তিনটি দিনের কার্যসূচীতে গ্রহণ করা হোক। প্রথমদিন ছাত্রছাত্রীদের নবীনের সঙ্গে প্রবীণের যোগাযোগ, দ্বিতীয় দিন শপথ গ্রহণের, কর্মের দিন গ্রন্থাগার দিবস, তৃতীয় দিন উৎসবের—ঐদিন সমস্ত ছাত্রছাত্রী, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সমস্ত সদস্য এবং বাংলাদেশের সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মী ও অনুরাগীদের মিলনোৎসব হোক।

রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীতে ১ম ও ২য় প্রস্তাবের এবং প্রতি বর্ষে ৩য় প্রস্তাবের রূপদান করা হোক।

পরিশেষে জানাই যে, রবীন্দ্রানুরাগীর মনে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী পালনের জন্য একাধিক পরিকল্পনা জাগা স্বাভাবিক। সেজন্য এ বিষয়ে অন্যান্য পরিকল্পনা আহ্বান করা এবং একটি সুন্দর সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাছে একান্ত অনুরোধ জানাই। ইতি—

আপনাদের,
অনিলকুমার দত্ত
গ্রন্থাগারিক
হুগলী জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

পোঃ চুঁচুড়া
হুগলী
২৩, ২, ৬০

গ্রন্থ সমালোচনা

বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ [দশমিক প্রথায় বাংলা গ্রন্থের বর্গীকরণ পদ্ধতি]। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা—১২। ৩৭৯ পৃষ্ঠা। দশ টাকা।

গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংগ্রহকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাজাবার উৎসাহ আমাদের দেশে আজকাল বেশ প্রবল হয়ে উঠেছে। এই কাজকে বলা হয় বর্গীকরণ। গত একশ' বছরে চিন্তাশীল গ্রন্থাগারিকের প্রচেষ্টা ও উদ্ভাবনায় একাধিক গ্রন্থ-বর্গীকরণ পদ্ধতি চালু হয়েছে। তার মধ্যে একটি ছাড়া আর সবগুলিই বিদেশী। যেটি স্বদেশী সেটির উদ্ভাবন করেন ডক্টর রঙ্গনাথন এবং এই পদ্ধতির নাম হল কোলোন (Colon) বর্গীকরণ। কিন্তু এই পদ্ধতি স্বদেশী হলেও স্বদেশে তেমন প্রচলিত হয়নি। কেন হয়নি, তার কারণ নানাবিধ। তবে একটা বিশেষ কারণ এই যে, এই বর্গীকরণ কিছু জটিল, এবং এই পদ্ধতি অনুসারে কাজ করা সেই কারণেই খানিক শক্ত।

প্রচলনের দিক থেকে ডিউই, দশমিক বর্গীকরণ (Dewey Decimal Classification) বিশ্ববিশ্রুত। পৃথিবীর অধিকাংশ গ্রন্থাগারে এই বর্গীকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের দেশেও এর ব্যবহার সমধিক।

কিন্তু এই বর্গীকরণ মারফৎ আমাদের গ্রন্থাগারের বই সাজাতে গিয়ে আমাদের একটা বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হয়। সে অসুবিধা হচ্ছে এই যে, এই বর্গীকরণে ভারতীয় বিদ্যার স্থান অতি সংকীর্ণ। দৃষ্টান্ত হিসেবে ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও ইতিহাসের কথা ধরা যেতে পারে। ডিউই বর্গতালিকায় এই বিষয়গুলির কোনো সুষ্ঠু বিশ্লেষণ নেই। অথচ বিষয়গুলির প্রত্যেকটি খুবই ব্যাপক এবং বহুভাগে বিভাজ্য। তাছাড়া আমাদের দেশের বইগুলি বেশির ভাগই এই ক'টি বিষয় নিয়ে। সুতরাং ডিউই বর্গীকরণ দিয়ে আমাদের দেশের বই সাজাতে গেলে দেখা যায় যে এই সাজানোর মধ্যে বর্গীকরণের কোনোই সুস্পষ্টতা নেই।

ডিউই বর্গীকরণ দ্বারাই যাতে আমাদের গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংগ্রহ সুষ্ঠুভাবে বর্গীকৃত হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ' প্রস্তুত করেছেন। উদ্দেশ্য-সাধন কল্পে প্রভাতবাবু ডিউই বর্গতালিকায় ভারতীয়তা এনেছেন, অর্থাৎ ভারতীয় বিদ্যার বিভিন্ন বিভাগ ও অনুবিভাগের যথাযোগ্য স্থান নির্দেশ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। এই কাজে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁর এই গ্রন্থ আমাদের

গ্রন্থাগারে বর্গীকরণের কাজকে বেশ কিছু সাহায্য করবে। গ্রন্থটির আরো একটি বিশেষত্ব আছে। এই গ্রন্থের বর্গতালিকার বিষয়গুলি যেহেতু বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছে, সেহেতু গ্রন্থটির একটা পারিভাষিক মূল্য আছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক বিষয় বা চিহ্নিত করতে গিয়ে আমরা সাধারণতঃ ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করি, যার বাংলা প্রতিশব্দ সহজে আমরা মনে করতে পারি না কিম্বা মনে করি প্রতিশব্দ নেই, তাদের সুন্দর ও সহজবোধ্য পরিভাষা এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই কারণে গ্রন্থটাকে একটি মনোজ্ঞ পরিভাষা-কোষও বলা চলে।

অবশ্য প্রভাতবাবু ভারতীয় বিষয়গুলিকে যেভাবে সন্নিবেশিত করেছেন তা যে সব ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও যুক্তিযুক্ত হয়েছে এমন কথা বলা চলে না। যে সব বিষয়ের বিভাগগুলির ছক মোটামুটি প্রচলিত সে সব বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করতে ও তাদের বিভিন্ন বিভাগের পরম্পরা নির্দেশ করতে তাঁকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। যেমন, ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম, এবং ভারতীয় ইতিহাস। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে বিষয় সন্নিবেশ সর্বদা সুপরিকল্পিত হয় নি। যথা, ভারতীয় আইন • আরও বিশ্লেষিত হওয়া উচিত ছিল। হিন্দু আইনে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার পৃথক বিভাগ পাওয়া গেল না—এটা কিছু আশ্চর্য ঠেকে। সাহিত্যের বর্গতালিকায় 'ভারতীয় সাহিত্য' বলে কোনো বিভাগ পাওয়া গেল না কেন? ভূগোলের বর্গতালিকায় বিশেষ স্থানের ভূগোল-এর অনুবিভাগ হিসেবে ভারতের স্থান আছে (৯১, ৯১১), কিন্তু ভারতের আর্থিক ভূগোল, কিম্বা মানবীয় ভূগোল ইত্যাদি জাতীয় বইগুলির বর্গীকরণ ঠিক কী হবে তার কোনো স্পষ্ট নির্দেশ নেই। ভূতত্ত্বের ক্ষেত্রেও সেই একই অস্পষ্টতা। আসলে প্রভাতবাবু তাঁর এই বর্গীকরণে Common form Subdivisionএর ব্যবহার প্রয়োগ করেন নি বলে এই অসুবিধা দেখা দিয়েছে। ডিউই বর্গীকরণে যেখানে 09 দ্বারা ভৌগলিক বা স্থানীয় বিভাগে বিষয়কে বর্গীকৃত করা যায়, এক্ষেত্রে তা করা যাবে না। ভারতীয় ইতিহাসের বর্গতালিকা যথেষ্ট বিশদ করা হয়েছে, কিন্তু যদি আমরা এমন বই পাই যা অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতাব্দীর ভারতকে নিয়ে তাহলে তাকে যথাযথ বর্গীকৃত করতে পারব না, কারণ ভারতীয় ইতিহাসের শতাব্দীগত বিভাগের কোনো নির্দেশ নেই এই বর্গীকরণে।

বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণে বাংলাদেশ সংক্রান্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে প্রদর্শিত হবে এমন আশা করা নিশ্চয় সংগত। বাংলার ইতিহাস ও সাহিত্যকে মোটামুটি বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়েছে, কিন্তু বাংলার ভূগোলকে কেবল মাত্র একটা

বিভাগে সীমিত রাখা হয়েছে। দেশ ভ্রমণ ও বর্ণনার বেলাতেও তাই। ৯১'৬ বর্গ হল 'স্থানিক'। কিন্তু 'স্থানিক' বলতে এখানে সঠিক কী বোঝায়? স্থানিক ভূগোল না স্থানিক ভ্রমণ ও বর্ণনা? যদি উভয় বস্তুই বোঝায়, তাহলে বাংলার বেলায় ভূগোল এবং ভ্রমণ ও বর্ণনা কেন পৃথক করা হল বোঝা যায় না। স্থানিক এর উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে—পুরী বর্ণনা, নালন্দা, রাজগীর। স্থানগুলি সবই বাংলার বাইরের। যদি বাংলাদেশের স্থানিক বর্ণনা বা ভূগোল হয়, তাহলে তার স্থান কোথায়? যদি বলা হয় তার স্থান বাংলাদেশের সঙ্গে একই বর্গে, তাহলে আমরা বলব যদি ভারতের বেলায় স্থানিক বিবরণ হতে পারে, তাহলে বাংলার বেলাতেও তা হওয়া উচিত—বিশেষ করে বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণে।

অনেক ক্ষেত্রে বর্গীকরণ স্পষ্ট হয়নি। যেমন, ৭৮'১৫ লোক-সঙ্গীত, আবার ৭৮'৪৪-ও লোক সঙ্গীত। দুয়ের ভেদ স্পষ্ট করা হয়নি। ৩৩'০৯ অর্থনীতিক ইতিহাস ও ৩৩'৯৯ আর্থিক অবস্থা—এ দুয়ের মধ্যেই বা পার্থক্য কতখানি? ৯১ ভূগোল সাধারণ, সেই হিসেবে ৯১'০২ ভ্রমণ সহায় গ্রন্থ (•Guide Book)। যদি বাংলাদেশের ভ্রমণসহায় গ্রন্থ হয় তাহলে তাকে কোথায় ফেলা হবে? •৩'১৪ বাঙালী জীবনী কোষ, আবার ৯২.০৫ জীবনীকোষ-বাঙালী—একই বিষয়ের স্থান দু' জায়গায় হয় নি কি? এই রকম বহুস্থানে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। প্রভাতবাবু সূক্ষ্ম বর্গীকরণের পক্ষপাতী, কিন্তু এই সূক্ষ্মতা অনেক ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করে নি। ৩৭'৪ বর্গতালিকায় বিশ্ববিদ্যালয় অহেতুক সূক্ষ্ম বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। অথচ ৭৮ সঙ্গীতের বর্গতালিকায় বিভিন্ন বাংলা গানের স্থান নেই। রামপ্রসাদী গান, রবীন্দ্র-সঙ্গীত, নজরুল ও অতুলপ্রসাদী গান ইত্যাদির বিশেষ ভাগ থাকা বাঞ্ছনীয়।

আসলে প্রভাতবাবু যে পদ্ধতিতে বর্গতালিকা নির্মাণ করেছেন তার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। অবশ্য ডিউই বর্গীকরণ নিজেই যথেষ্ট অবৈজ্ঞানিক। গীকরণ তত্ত্বের প্রতি খেয়াল রাখলে তিনি কখনই ডিউইর বর্গীকরণকে যথেচ্ছা অদলবদল করতে গিয়ে একথা ভুলতেন না যে একই বর্গ তালিকায় বিষয় ও বিষয়ের সাধারণ গুণ পৃথকভাবে স্থান না পাওয়াই যুক্তিযুক্ত। বিষয়ের রূপ (form), ভৌগোলিক ভেদ (space or geographical facet) এবং কাল ভেদ (Time or chronological facet) হল বিষয়ের সাধারণ গুণ। এগুলিকে আলাদা বর্গ-

তালিকায় স্থান দিয়ে সাধারণ স্মারক বিভাগে (mnemonic schedules) পরিণত করলে বর্গীকরণ সহজ ও সুষ্ঠু হয়। বর্গীকরণের মূল তত্ত্ব, অর্থাৎ বিষয়কে গণ (Genus) ও প্রজাতি (Species) হিসেবে ভাগ করা,—সেদিকেও তেমন দৃষ্টি দেওয়া হয়নি।

পরিশেষে আর একটি কথা। বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ করতে গিয়ে সংকেত চিহ্ন (notation) বাংলায় দেব কেন, যেখানে অন্যভাষার বইগুলিতে সংকেত চিহ্ন আরাবিক সংখ্যায় দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রভাতবাবু নিজেই তো বলেছেন, ভারতীয় সংবিধান মতে আমরা ইংরেজি বা আরাবিক সংখ্যা-সংকেত ব্যবহার করতে বাধ্য।

গ্রামীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়

এই প্রবন্ধটি চতুর্দশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচিত হইবে]

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার সমুন্নতির জন্য জেলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উপরই সমধিক জোর দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু জেলা গ্রন্থাগারকে মাত্র ভিত্তি করিয়া এক একটি জেলার এলাকাভুক্ত বিশাল অঞ্চলের গ্রন্থাগার প্রয়োজন মেটান যায় না। তাই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নততর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার চেয়ে গ্রন্থাগার পুঞ্জের উপরই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেক জেলায় কয়েকটি করিয়া গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। মোটামুটি এক একটি থানাকে ভিত্তি করিয়াই এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রচিত হয়। জেলা গ্রন্থাগারগুলি যেমন জেলা সহরের গ্রন্থাগার প্রয়োজন মেটান ছাড়াও দূর দূরাঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলিকে পুস্তক-ঋণ দিয়া থাকে, এই গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিরও অনুরূপ ভাবে আপন আপন চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রন্থ-ঋণ দিবার দায়িত্ব দেওয়া আছে।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি বস্তুতঃ জিলা গ্রন্থাগার ও পল্লী গ্রন্থাগারের অন্তর্বর্তী প্রতিষ্ঠান। একপক্ষে এগুলি জেলা গ্রন্থাগার হইতে গ্রন্থ ঋণ সংগ্রহ করিবে। অন্যপক্ষে এগুলিকে আপন আপন এলাকার পল্লী গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রন্থ ঋণ দিতে হইবে। আমাদের পশ্চিম বঙ্গে প্রায় দুইশত গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

গ্রন্থাগার উপদেষ্টা সমিতি তাঁহাদের সংবীক্ষণ মন্তব্যে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের দুইটি রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। (১) ব্লক লাইব্রেরী ও (২) পঞ্চায়েত লাইব্রেরী। জেলাগুলির এখনও ব্লক ও পঞ্চায়েতে বিভক্ত হওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। এখনও থানা ও ইউনিয়নই জেলার ক্ষুদ্রতর বিভাগ। সুতরাং গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি এখনও ব্লক ও পঞ্চায়েতকে অবলম্বন করিয়া সংগঠিত হইতে পারে নাই।

গ্রন্থাগার উপদেষ্টা সমিতির মতে গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই। পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইলেই সকলের গ্রন্থাগার প্রয়োজন মেটান যাইবে বলিয়া উপদেষ্টা সমিতি মনে করিয়াছেন।

আমাদের বর্তমান গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির অধিকাংশই জেলা গ্রন্থাগারের সহিত সম্বন্ধ হইলেও কল্যা-নবগ্রাম, বাণীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে স্বয়ং সম্পূর্ণ আঞ্চলিক গ্রন্থাগার গুচ্ছ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একটি জেলার সমস্ত অঞ্চলের সমস্ত মানুষের গ্রন্থাগার প্রয়োজন মেটানোই হইবে আমাদের গ্রামীণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার লক্ষ্য। কিন্তু বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সর্বত্র এই কার্য ঠিক মত করাও সহজ নয়, করা হইতেছে কিনা লক্ষ্য রাখাও সহজ নয়। সেইজন্য অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিসর স্থানকে কেন্দ্র করিয়া এই ব্যবস্থাকে সার্থক করিয়া তোলার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই জেলা গ্রন্থাগারের আয়ত্তের বাহিরে কল্যানবগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আয়োজন করা হইয়াছে।

ব্লক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিককে অনেক রকম দায়িত্ব দেওয়ার সুপারিশ গ্রন্থাগার উপদেষ্টা সমিতি করিয়াছেন। তাহার মধ্যে সেবক কর্মীদের শিক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলির সহিত যোগাযোগ রক্ষা, স্কুলগুলির সহিত সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা, পঞ্চায়েত ও গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া গ্রন্থাগার সমুন্নতির যথাযথ বন্দোবস্ত করা উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ ব্লকগুলি সম্বন্ধে জেলা গ্রন্থাগারিকের যে দায়িত্ব গ্রামীণ গ্রন্থাগার পরিকল্পনায় ব্লক লাইব্রেরীয়ানের দায়িত্ব কোনক্রমে তাহা অপেক্ষা কম নহে।

আমাদের গ্রামীণ গ্রন্থাগার পরিকল্পনা বহু পুরাতন নহে। ইহার কাজ

কোনক্রমেই এখনও সর্বাংশে সন্তোষজনক হয় নাই। ইহার নানা কারণ আছে। দারিদ্র্যের তুলনায় সংখ্যায় ও যোগ্যতায় উপযুক্ত কর্মীর অভাব। বেতনের স্বল্পতা ও অনিয়মিতা প্রভৃতিকেই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া বলা হইয়া থাকে। কিন্তু মনে হয় এই গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে জনসাধারণ এখনও আপনাদের প্রতিষ্ঠান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই—ইহাই এই গ্রন্থাগারগুলির যথোচিত সমুন্নতির প্রধান অন্তরায়। সরকারী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত এই গ্রন্থাগারগুলি হইতে গ্রন্থ ঋণ পাইতে হইলে চাঁদা দিতে হয়। সুতরাং প্রতিষ্ঠার দিন হইতে এই গ্রন্থাগারগুলি চাঁদা প্রদাতৃদের প্রতিষ্ঠান বলিয়াই বিবেচিত হয়—সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠান বলিয়াই বিবেচিত হয় না। ফলে যাহাদের সেবার জন্য এই প্রতিষ্ঠান তাহারা অনাসক্তভাবে গ্রন্থাগারের বহির্দ্বারে অপেক্ষা করিয়া থাকে—আয়োজিত দ্রব্য সম্ভারের বিন্দুমাত্র স্পর্শও করিতে পারে না।

কল্যানবগ্রাম, বাণীপুর প্রভৃতি পরীক্ষামূলক আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলিকে বাদ দিলে আমাদের গ্রামীণ গ্রন্থাগারের দ্বিতীয় প্রধানতম অসুবিধা হইল যে এই সমস্ত গ্রন্থাগার প্রকৃতপক্ষে কোন গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত নহে। প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠান—একের সহিত অপরের কোন প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। ইহার ফলে একের অভাব অপরের দ্বারা পরিপূর্ণ হয় না। গ্রন্থাগার উপদেষ্টা সমিতি, জেলা গ্রন্থাগারিককে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির যথাযথ সমুন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছেন, কিন্তু মোটামুটি স্বয়ংশাসিত এই গ্রন্থাগারগুলিকে তিনি কীভাবে সার্থকরূপে নিয়ন্ত্রণ করিবেন, ইহা বুঝা দুর্বোধ্য।

বস্তুতঃ আমাদের গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলিকে সার্থক ও সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইলে বিলাতের County Library System এর অনুকরণে এইগুলিকে এক একটি গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে। জেলা সহরের মূল গ্রন্থাগার হইতে শিরা উপশিরার মত সমস্ত জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রন্থাগারগুলিকে পরিব্যপ্ত করিয়া তুলিতে হইবে। শরীরের প্রয়োজনে হৃদয় হইতে শরীরের বিভিন্ন শিরা উপশিরায় যেরূপ স্বতঃ রক্ত সঞ্চারিত হইয়া থাকে, তেমনই জনসাধারণের প্রয়োজন অনুযায়ী জেলার বিভিন্ন স্থলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রসারিত হইয়া উঠিবে। বর্তমানে কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিপত্তি অনুযায়ী কিংবা অঞ্চলবিশেষের অর্থবানের ইচ্ছার উপর ভিত্তি রাখিয়া গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে। আশংকা হয় সহর হইতে সংগৃহীত

অর্থের ভিত্তির উপর স্থাপিত বা প্রতিষ্ঠিত এই সমস্ত গ্রন্থাগার হয়ত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রকৃত প্রয়োজনকে বাবাইয়া দিয়া আপনাকে বিঘোষিত করিয়াছে। সুতরাং হয়ত শেষ পর্যন্ত তাহাদের জন্য বাঞ্ছিত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নাও হইতে পারে।

জেলা গ্রন্থাগার গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত হইলে এক একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হইবে। গতিশীল গ্রন্থাগার, কয়েকদিনের গ্রন্থাগার প্রভৃতির মধ্য দিয়া গ্রন্থাগার প্রয়োজন প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষিত ও নিরূপিত হইতে পারিবে। শরীরের কোন অংশ কাটিয়া গেলে যেরূপ ঐখানের শিরা উপশিরা দিয়া সারা শরীরের রক্ত যোক্ষিত হইয়া থাকে সেইরূপ অঞ্চলের কোন স্থানে গ্রন্থাগার প্রয়োজন অনুভূত হইলে গুচ্ছান্তর্ভুক্ত সমস্ত গ্রন্থাগারের শক্তি ও সম্পদ ওখানে নিয়োজিত হইতে পারিবে। বস্তুতঃ সঙ্ঘশক্তি ব্যতীত একক সামর্থ্যে আজ জীবনের অন্যত্র সাফল্য লাভ করা যেরূপ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও গ্রন্থাগার গুচ্ছ স্থাপনা ব্যতীত বিচ্ছিন্ন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় সমস্ত জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ প্রয়োজন মেটানো অসম্ভব প্রতিপন্ন হইতেছে।

আমাদের গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় সরকার জেলায় জেলায় এই গুচ্ছের ধারণা লইয়া চলেন নাই। আমাদের দেশে এখনও খানিকটা সঙ্কুচিত গ্রাম প্রীতি আছে। হয়ত এই অবস্থায় জনসাধারণের নিকট খানিকটা অর্থ সংগ্রহের সুবিধার জন্য সরকারের পক্ষে এই ব্যবস্থাই সর্বাপেক্ষা কার্যকরী বিবেচিত হইয়াছে। অবশ্য সার্থক পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য সরকার কোন কোন অঞ্চলে গ্রন্থাগার গুচ্ছ স্থাপনা করিয়াছেন। এই সব অঞ্চলে যথোপযুক্ত লোকের হাতে কার্যভার দিলে ফললাভ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া আমাদের বিশ্বাস আছে।

বস্তুতঃ গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করিয়া এক একটি জেলায় নিয়মিত অর্থ সংগ্রহের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, দূর দুরান্তরের সর্বত্র সকলের জন্য পুস্তক প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিতে পারিলে, গ্রন্থাগার পরিচালনার গৌরবে কয়েকজনকে গৌরবান্বিত না করিয়া সকলের গ্রন্থাগার সেবা পাইবার সার্থক আয়োজন করিতে পারিলে, জেলার সমস্ত গ্রন্থাগারকে এক পরিচালনার অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিলে, তবেই গ্রামীণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সার্থক হইয়া উঠিবে।

সম্পাদকীয়

গ্রামীণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল্যায়ন

একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে শহরগুলি আজ পল্লীজীবনের রস নিঙড়ে নিচ্ছে। কথাটা মিথ্যে নয়। রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম শহরকেন্দ্রিক হওয়ায় গ্রামের আকর্ষণ লোকের কাছে ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। শহর জীবন ও গ্রাম্য জীবন ধারার মধ্যে পার্থক্য বিরাট ও বিপরীতমুখী। শহরের সুখসুবিধা, আমোদ-প্রমোদ ও জীবিকার্জনের সুবিধা প্রভৃতি নানা কারণে আজ মানুষের গতি শহরমুখী হয়ে পড়েছে। ফলে শহরগুলিতে একদিকে যেমন জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপর দিকে তেমনই শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে গ্রামাঞ্চলে। অবস্থাটা যে অস্বাস্থ্যকর তা সকলেই স্বীকার করবেন। এদেশে জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ গ্রামেই বাস করে। দেশ কৃষিপ্রধান বলে জাতীয় অর্থনীতি গ্রামের উপরই নির্ভরশীল। তাই গ্রাম্য জীবনের প্রশ্নকে অবহেলা করা চলে না। নগর ও গ্রাম্য জীবনের মধ্যে ভারসাম্যের ও দেশের সমৃদ্ধির প্রয়োজনে গ্রামাঞ্চলে সর্ববিধ সুযোগ সুবিধা ও সাধ্যমত আধুনিক উপকরণের ব্যবস্থা থাকা একান্তই আবশ্যক।

গ্রাম্য জীবনকে আনন্দময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তুলতে হলে গ্রামীণ সংস্কৃতির নবোজ্জীবনের কথা চিন্তা করা দরকার। গ্রামীন সংস্কৃতি কথাটা এইজন্যে ব্যবহার করলাম যে বর্তমানে দেশের সংস্কৃতি দুটি ধারায় বয়ে চলেছে—একটি গ্রামকে অপরটি শহরকে কেন্দ্র করে। শহরকেন্দ্রিক ধারায় পাচমিশেলী বিদেশী প্রভাব সুপরিস্ফুট, দেশের নিজস্ব ঐতিহ্যের চিহ্ন তাতে অপেক্ষাকৃত কম। গ্রামীন সংস্কৃতি স্বাভাবিক পথেই দেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য অনুযায়ী গড়ে উঠেছে; আধুনিক ও পরিমার্জিত ছাপ হয়ত তাতে পড়েনি। তাই সংস্কারমুক্ত মন ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেশের এই দুটি ধারায় সংমিশ্রণ ও সমন্বয় চাই।

কিন্তু গ্রাম্য জীবনে উক্ত পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে উপযোগী কোনও সংগঠন নেই। 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার এই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধে গ্রন্থাগারের কার্য-পরিধি বিষয়ে এক শতাব্দীরও অধিককাল পূর্বে লিখিত বাংলার নবজাগরণের একজন পথিকৃৎ ও সুপণ্ডিত মনীষীর উপদেশ বর্তমান কালেও বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। গ্রাম্য জীবনে প্রাণচাঞ্চল্য ও সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতার কেন্দ্র হিসাবে তিনি গ্রন্থাগারকেই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেছিলেন।

পল্লীগ্রামের গ্রন্থাগারের কর্মপ্রণালী সম্পর্কে বহুবার আমরা আলোচনা করেছি। সেজন্যে এক্ষেত্রে সে বিষয়ে নতুনভাবে কিছু না বলে কেবল একটি কথাই সকলকে স্মরণ করাই যে বর্তমান কালে সমাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা শুধু গ্রন্থ লেনদেনেই সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষা সম্প্রসারণ ও সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের কাজে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ব্যাপক ও বিস্তৃত। গ্রামীন জনজীবনে আনন্দ ও বৈচিত্র্যের সঞ্চার—মানুষের সৃজনী শক্তি, শুভবুদ্ধি তথা মানবীয় সত্তার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সৃষ্টি করা যায়।

দেশ স্বাধীন হবার পর গ্রাম্য জীবনে যে কোনও পরিবর্তন হয়নি তা নয়। পাঁচশালা যোজনার কল্যাণে কিছু রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সেচবিদ্যুৎ প্রভৃতির ব্যবস্থা অল্পবিস্তর হয়েছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সরকার প্রবর্তিত জেলা গ্রন্থাগার ও তদধীনে সৃষ্ট পল্লীগ্রন্থাগার ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। গৃহনির্মাণ, গ্রন্থক্রয় ও গ্রন্থযানের জন্যে সরকার অর্থব্যয় করছেন বটে কিন্তু যথোচিত পরিকল্পনার বা পরিবর্তনের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এতাবৎকাল চাঁদার বিনিময়ে যে সুযোগ গ্রন্থাগারগুলি জনসাধারণকে দিয়ে আসছে তাকেই সরকার নামান্তরে জিইয়ে রাখছেন মাত্র। সর্বসাধারণের বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ সরকার-প্রবর্তিত ব্যবস্থাতেও নেই। কাজেই পূর্বের অবস্থার সঙ্গে সরকারের বর্তমান প্রচেষ্টার মূলগত কোনও প্রভেদ দেখা যাচ্ছে না। তাহলেও সরকারকে অভিনন্দন জানাই যে এবিষয়ে নিষ্ক্রিয় না থেকে তাঁরা কিছুটা অন্ততঃ যত্ন নিয়েছেন।

সরকার প্রবর্তিত জেলা ও পল্লী গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সদ্যসাক্ষরদের জন্যে কোন ব্যবস্থা আছে কি না জানি না, তবে নিরক্ষরদের জন্যে কোনও ব্যবস্থা নেই। কর্তৃপক্ষ শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে গ্রন্থাগারের কোন সংবাদ নেই বলেই হয়ত মনে করেন। জেলা গ্রন্থাগার থেকে এমন অনেক গ্রামেই বই সরবরাহ করা হয় যেখানে শতকরা পাঁচজনও সাক্ষর নয়। সেসব স্থানে শ্রব্য-দৃশ্য সরঞ্জামের সাহায্যে নিরক্ষরদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা ও নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় অনায়াসেই পরিবেশিত হতে পারে।

গ্রাম্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গ্রামের পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গড়ে তোলা দরকার। পল্লীজীবনকে প্রাণবন্ত করে তোলার প্রশ্নকে যাঁরা প্রকৃতই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন তাঁদের কাছে বক্তব্যটি বিশেষভাবে নিবেদন করলাম।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার-পরিষদ

চৈত্র ১৩৬৬

চতুর্দশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

ইছাপুর-নবাবগঞ্জ অধিবেশন

অপ্রত্যাশিত কারণ বশতঃ এই বৎসর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের স্থান নির্বাচনে বিলম্ব ঘটে। ইছাপুর নবাবগঞ্জের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংযুক্ত আমন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের চতুর্দশ অধিবেশন গত ১৫ই ও ১৬ই এপ্রিল নবাবগঞ্জে শ্রীধর বংশীধর উচ্চ বিদ্যালয় ভবনে বিপুল উদ্দীপনার সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

স্বল্প সময়ের ভিতর সম্মেলনের উদ্যোগ-আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় কর্মীরা তাঁহাদের দক্ষতা ও সাংগঠনিক তৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন। আতিথেয়তায় তাঁহাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসায় অভিনন্দিত হইয়াছে। অনন্যসাধারণ এই ব্যবস্থাপনার জন্য ইছাপুর-নবাবগঞ্জ-বাসীদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

নানাবিধ ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের মিলিত চিন্তা ও আলোচনায় সম্মেলনের কর্মসূচী সাফল্য লাভ করিয়াছে তাঁহাদের ধন্যবাদ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন কারণ সম্মেলন তাঁহাদের একান্তই নিজস্ব—লাভলোকসানের অংশীদার তাঁহারাই। মূল সভাপতি ছিলেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীশচীদুলাল দাসগুপ্ত। সম্মেলনের প্রতিটি বিষয় ও আলোচনায় তাঁহার সক্রিয় অংশ গ্রহণ অধিবেশনগুলির সৌষ্ঠবে সহায়তা করে। তাঁহাকে এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁহারা দীর্ঘ পথের শ্রম ও ক্লান্তিকে উপেক্ষা করিয়া সম্মেলনে যোগদান করেন তাঁহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িক পত্রপত্রিকা সম্মেলনের সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন এবং সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

সম্মেলনে স্বাভাবিক কারণেই টুকিটাকি ত্রুটিবিচ্যুতি থাকিয়া গিয়াছিল। সেজন্য আমরা মার্জনা চাহিতেছি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সম্মেলনের ধারা বিবরণী

প্রদর্শনীর উদ্বোধন

চতুর্দশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে শ্রীধর বংশীধর উচ্চ বিদ্যালয় ভবনে এক মনোরম প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল। প্রদর্শনীর প্রধান আকর্ষণ ছিল স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত হস্তলিখিত পত্রিকা। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের উৎপত্তি ও বিবর্তন এবং গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অঙ্কিত সচিত্র প্রাচীর পত্রের বিভাগটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহযোগিতায় আয়োজিত হয়। পুস্তক ও পত্রিকা বিভাগে বাংলায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক যাবতীয় গ্রন্থ এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও অন্যান্য দেশের গ্রন্থাগার বিষয়ক বহু পত্র পত্রিকা প্রদর্শিত হয়। সাম্প্রতিক বাংলার সাহিত্য ও শিল্পের প্রতিভাবান কয়েকজন মনীষীর আলেখ্য সমন্বিত জীবনীমূলক প্রাচীর পত্রের একটি বিভাগ সকলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। ১৫ই এপ্রিল প্রাতে সম্মেলনের প্রারম্ভিক অধিবেশনের পূর্বে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন ইউ. এস. আই. এস গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী রুথ ক্রুগার।

উদ্বোধন অধিবেশন

বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত প্রায় দুই শত প্রতিনিধি ও স্থানীয় বহু ব্যক্তির উপস্থিতিতে সম্মেলনের কার্য সুরু হয়। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর মাঙ্গলিক মন্ত্রোচ্চারণ করেন অধ্যাপক জানকী বল্লভ ভট্টাচার্য। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীতপেন্দ্র কৃষ্ণ মণ্ডল তাঁহার নাতিদীর্ঘ ভাষণে সকলকে স্বাগত জানানোর পর সম্মেলন উদ্বোধন করেন সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

উদ্বোধন ভাষণে শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগার কর্মীদের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া উচ্চনীচ, ধনী-নির্ধন সর্বজনের উপযোগী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার উপদেশ দেন। তিনি গ্রন্থাগার কর্মীদের অভিনন্দন জানান এই বলিয়া যে গ্রন্থাগার আন্দোলনে কোনও উত্তেজনা নাই ও বিজ্ঞাপনের বাহুল্য নাই এবং হাতেনাতে ফল লাভ করাও যায় না, তা সত্ত্বেও গ্রন্থাগারের মাধ্যমে যাঁহারা

সমাজ সংগঠন ও দেশোন্নয়নের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা প্রশংসার্হ অতীব। তিনি আরও বলেন যে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ব্যষ্টি ও গোষ্ঠির জীবনে সুদূর প্রসারী; নির্দিষ্ট পাঠ্য ক্রমের মধ্যে মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসা বা আত্মানুসন্ধান নিবৃত্ত হইতে পারে না, সে জন্য প্রয়োজন গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের। নিরক্ষরদের জন্য শ্রব্যদৃশ্য সরঞ্জামের সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও গ্রন্থাগারে থাকা উচিত বলিয়া তিনি মনে করেন।

উদ্বোধন ভাষণের পর পরিষদ সভাপতি শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায় গত এক বৎসরে যে-সব মনীষী লোকান্তরিত হইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া একটি শোক প্রস্তাব আনয়ন করেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং সকলে নীরবে এক মিনিট দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

সম্মেলনের মূল-সভাপতি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীশচীদুলাল দাসগুপ্ত তাঁহার দীর্ঘ ও সুলিখিত ভাষণ পাঠ করিবার পূর্বে পরিষদ সম্পাদক শ্রীফণি ভূষণ রায় সম্মেলন উপলক্ষে প্রাপ্ত শুভেচ্ছা বাণী পাঠ করেন।

সভাপতির ভাষণের পর উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে শ্রীনিখিল রঞ্জন রায়, শ্রীমতী রুথ ক্রুগার, শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু ও অধ্যাপক জানকী বল্লভ ভট্টাচার্য উদ্বোধন অধিবেশনে ভাষণ দান করেন।

শ্রীনিখিল রঞ্জন রায় পশ্চিম বঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার উন্নয়ন কার্যের বিবরণ প্রসঙ্গে বলেন যে তৃতীয় পাঁচ সালা যোজনায় রাজ্যের প্রতি দশটি গ্রামে এবং পাঁচ হাজার অধিবাসীর জন্য একটি করিয়া গ্রন্থাগার গঠিত হইবে। ইংলণ্ডের জনশিক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সহিত তিনি এদেশের ব্যবস্থাদির একটি তুলনামূলক ও তথ্যপূর্ণ বিবরণ দান করেন। গ্রন্থাগার আইন প্রসঙ্গে শ্রী রায় বলেন যে আইনের দাবি যখন উঠিয়াছে তখন আইন বিধিবদ্ধ হইবেই—আজই হউক অথবা কালই হউক—তবে এবিষয়ে তাড়াহুড়া করা তাঁহার মতে সমীচীন নয়।

বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রচেষ্টার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে এই আন্দোলন গতিশীল, স্থিতিশীল নহে, তাই আমাদের আন্দোলন আরও প্রগতিমূলক গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে আইনের দাবি করিতেছে।

প্রথম কার্যকরী অধিবেশন

১৫ই এপ্রিল দ্বিপ্রহরে সম্মেলনের প্রথম কার্যকরী অধিবেশনে সম্মেলনের মূল আলোচ্য প্রবন্ধ উপস্থাপিত করেন পরিষদ সম্পাদক শ্রীফণিভূষণ রায়। প্রতিনিধিগণ সাতটি দলে বিভক্ত হইয়া প্রবন্ধটি সবিস্তারে আলোচনা করেন এবং স্বীয় দলীয় মুখপাত্র মারফৎ সংশ্লিষ্ট দলের অভিমত প্রস্তাবাকারে প্রেরণ করেন। পরে মূল সভাপতির উপস্থিতিতে দলীয় মুখপাত্রগণ একটি বৈঠকে মিলিত হইয়া প্রস্তাবগুলি আলোচনা করেন এবং সমাপ্তি অধিবেশনে উপস্থাপনের জন্য মূল খসড়া প্রস্তাব রচনা করেন।

প্রকাশ্য অধিবেশন

প্রথম দিনের দ্বিপ্রাহরিক অধিবেশনের পর অপরাহ্ণে এক প্রকাশ্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জনপ্রিয় নেতা ডাঃ বসন্ত কুমার ঘোষ। সর্বশ্রী তিনকড়ি দত্ত, বি. এস. কেশবন, গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী রনকইলো প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশন

১৬ই এপ্রিল সকাল আটটায় দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশন সুরু হয়। অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও ও পদমর্যাদা। তথ্যপূর্ণ ও বিস্তারিতভাবে লিখিত একটি প্রবন্ধের ভিত্তিতে আলোচনা হয়। প্রবন্ধটি শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী কর্তৃক রচিত ও উপস্থাপিত হয়।

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু বলেন, আমাদের শুধু ভবিষ্যতের কথা ভাবলেই চলবে না। যাঁরা অতীতে গ্রন্থাগারিকতার বৃত্তি গ্রহণ করেছেন তাঁদের কথাও ভাবতে হবে। দ্বিতীয়তঃ আমরা গ্রন্থাগারিকদের শুধু বেতনই দিই না তাই নয়, যথোচিত পদমর্যাদাও দিই না। জেলা গ্রন্থাগারিকদের আজও জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক ত দূরের কথা কমিটির সদস্য পর্যন্ত করা হয় নি। তাঁদের এই সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে কোনও ভাতা দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅনন্ত চক্রবর্তী, বেতন ও মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারে কর্মীদের ব্যক্তিগতভাবে সচেষ্ট হবার মত প্রকাশ করেন। পরিষদের মাধ্যমে চেষ্টা করলে ফল বিপরীত হতে পারে বলে তিনি মনে করে।

শ্রীতিনকড়ি দত্ত বলেন যে প্রয়োজনীয় তথ্য সবই পাওয়া গেছে। এখন শুধু I.L.A. ও IASLIC-এর সহযোগিতার কাজ করা প্রয়োজন।

শ্রীবিমান অধিকারী বলেন প্রবন্ধের সুপারিশ অনুযায়ী আমরা কিভাবে অগ্রসর হব তাতে কিছু বিতর্কের অবকাশ আছে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্যে একটি উপযুক্ত সমিতি গঠন করা উচিত।

শ্রীফণিভূষণ রায় বলেন উপস্থাপিত বিষয় নিয়ে কোন মতভেদ নেই। কিভাবে কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত সেটাই মতভেদের কারণ। তিনি এ বিষয়ে এ সম্মেলনেই প্রস্তাব গ্রহণের সুপারিশ করেন।

শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, গ্রন্থাগার পরিষদের এমন চেষ্টা করা উচিত যাতে বর্তমান গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে যাঁদের যথেষ্ট গুণ নেই তাঁদের সহজভাবে গুনার্জনে সাহায্য করা।

সভাপতি শ্রীদাসগুপ্ত বলেন, প্রবন্ধকারের সুপারিশগুলি মোটামুটি যুক্তিসঙ্গত। বর্তমান গ্রন্থাগারিকেরা যাতে নতুন বেতনের সুবিধা পেতে পারেন তার জন্যে অন্য গুণের জায়গায় আমরা অভিজ্ঞতার উল্লেখ করতে পারি। বেতন কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে করণীয় কার্যের ভার ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উপর ন্যস্ত করার মত তিনি প্রকাশ করেন।

তৃতীয় কার্যকরী অধিবেশন

পনের মিনিট বিরতির পর সম্মেলনের তৃতীয় কার্যকরী অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই অধিবেশনে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় বিষয়টির উপর দীর্ঘ আলোচনা চলে। তাতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীঅজয় সরকার, শ্রীতিনকড়ি দত্ত, শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅনাথ নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমিয় কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি

সমাপ্তি অধিবেশন

১৬ই এপ্রিল অপরাহ্নে সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন কার্যকরী অধিবেশনের প্রস্তাব ও সুপারিশগুলি এই অধিবেশনে গৃহীত হয়। প্রতিনিধিগণ প্রস্তাবগুলির বিস্তারিত আলোচনা করেন ও বিভিন্ন প্রস্তাব ভোটের মাধ্যমে গৃহীত হয়।

সম্মেলনে যাঁহারা শুভেচ্ছাবাণী পাঠাইয়াছেন :

Head, Division of Libraries, Documentation & Archives, UNESCO., International Federation of Library Associations. Federation International De Documentation., International Association of Music Libraries, American Library Association. Special Libraries Association, New York, Library Association of Australia, Lenin State Library, Moscow, Library Association Finland, Philipine Library Association, Association of Research Libraries, New York, Canadian Library Association, New-Zealand Library Association, National Association of State Libraries. Oklahoma, U.S.A. German Library Association, Berlin, German Library Association, Stuttgart, Pakistan Library Association, Indian Association of Special Libraries & Information Centres, Kerala Library Association, Andhra Pradesh Library Association, Madras Library Association, Delhi Public Library, Editor, Indian Librarian, Jullundar, Library Association, London.

ইহা ছাড়া উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর এস, রাধাকৃষ্ণন, লোকসভার অধ্যক্ষ শ্রীঅনন্তশয়নম আয়েঙ্গার, ডক্টর এস. আর. রঙ্গনাথন, অধ্যাপক সত্যেন বসু, শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, মেয়র শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ডক্টর ত্রিগুণা সেন, আইন সচিব শ্রীঅশোক সেন, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর এবং নিউ ইয়র্ক থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সচিব শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস সম্মেলনে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ

তপেন্দ্র কৃষ্ণ মণ্ডল

শুভ নববর্ষের আরম্ভের প্রায় সংগে সংগেই আপনাদের সকলের সম্মিলিত পদার্পণ আমাদের এই ইছাপুর-নবাবগঞ্জবাসীর কাছে পরম সৌভাগ্যের বলে বোধ হয়েছে। এই জনপদবাসীদের পক্ষ হ'তে আমি তাই আপনাদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন নিবেদন করছি।

দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রদূত আপনারা, আপনাদের পদার্পণ এই জনপদবাসীদের মনের সংস্কৃতির কামনাকে তৃপ্তিলাভের পথে এগিয়ে নিয়ে চলুক, নূতন বর্ষে এই আমাদের প্রথম ইচ্ছা হয়ে থাক।

মানুষের সংস্কৃতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে বহু প্রচেষ্টার মধ্যে ছড়িয়ে থাকে। এই সব ছড়ান রত্নকে সংগ্রহ করে দেশের মধ্যে মণিকোঠা গঠন করবার ইচ্ছা এবং দায়িত্ব একদল সাধকের উপর এসে বর্তায়। এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেই সাধকেরা তাঁদের আত্মার তৃপ্তিলাভের পথ খুঁজে পান। দেশের মানুষকেও মনের তৃপ্তিলাভের পথের ইঙ্গিত দেন।

মানব সভ্যতার সংস্কৃতি সংরক্ষণের এক অংশের দায়িত্ব আপনারা গ্রহণ করেছেন। সেই দায়িত্ব কতদূর প্রতিপালিত হ'ল, আপনাদের বাঞ্ছিত লক্ষ্য কত নিকটতর হ'ল, তার বিচার করবার জন্যই আপনাদের এই বার্ষিক সম্মেলন। আমাদের প্রিয় জনপদে আপনাদের এই আলোচনা সভা সাফল্যের সংগে তার কার্যভার নিষ্পন্ন করুক এ আমাদের একান্ত কামনা। আপনাদের সম্মিলিত দৃষ্টির আলোকপাত ইছাপুর নবাবগঞ্জের তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের নূতন পথের সন্ধান দিক এবং তার স্মৃতি আমাদের মনের গর্বের জিনিষ হয়ে থাক, এও আমাদের অন্তরের বাসনা।

আপনাদের সকলের কাছে গর্ব করে তুলে ধরবার মত ইতিহাসের সম্পদ হয়ত ইছাপুর-নবাবগঞ্জের নেই। তবু এই জনপদ যে একদিন ইতিহাসের বহু পথিকের পদক্ষেপে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল তার সাক্ষ্য আছে। যে প্রধান পথিক এই জনপদের একাংশের নামের মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন তিনি বিখ্যাত বারভূঁইয়ার অন্যতম ঈশা খাঁ। মানসিংহের কাছে পরাজিত হয়ে তিনি কিছুকাল

ইছাপুর অঞ্চলে কাটিয়েছিলেন। স্নেহাতুর অধিবাসীরা তাঁর স্মৃতিকেই এই নামের মধ্যে অমর করে রাখবার চেষ্টা করেছে। যে দ্বিতীয় ঐতিহাসিক পুরুষ এর অপর অংশটিকে নামাঙ্কিত করে দিয়েছেন তিনি নবাব সিরাজদ্দৌলা। বিদেশীর অধিকার থেকে কলিকাতাকে মুক্ত করার জন্য যাত্রা করে তিনি এই অঞ্চলে ছাউনি ফেলেছিলেন। ইতিহাসের ঘূর্ণিপাকে তরুণ নবাব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মাতৃভূমিকে মুক্ত করার তীর্থযাত্রার পথের একাংশকে নাম দিয়ে গিয়েছেন নবাবগঞ্জ।

তৃতীয় যে খ্যাতিমান পুরুষ ইছাপুরকে অমর করে রাখবার চেষ্টা করেছেন তিনি অসির উপাসক নন, মসীর ব্যবহারক কবি ভারতচন্দ্র। ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গলে" ইছাপুরের নামোল্লেখ যদি আমাদের গর্বের সঞ্চার করে তবে তার ত্রুটী মার্জনা করে নেবেন।

ইতিহাসের ঐসব অত্যন্ত খ্যাতিমান লোকেদের বাদ দিলেও ইছাপুর-নবাবগঞ্জের উল্লেখ করার মত ইতিহাস কিছু বাকি থাকে। ভট্টপল্লীর মত এই অঞ্চলও যে একদিন পন্ডিতবর্গের সাধনক্ষেত্র ছিল তা সংস্কৃতির বহু ইতিহাসের গ্রন্থে পাওয়া যায়।

কিন্তু ইতিহাসের গতিপথ সর্বত্র সহজ নয়। তা জটিল হয়, তার ফলাফল মর্ম্মান্তিক হতে পারে। মানবসভ্যতা অনেক সময়ই দানবসভ্যতার কাছে পশ্চাদ অপসরণ করতে বাধ্য হয়েছে ইতিহাসে তারও নজীর আছে। পর্ত্তুগীজ দস্যুর দল ভারতের মাটিতে লুঠতরাজ করবার সময়ে ইছাপুর-নবাবগঞ্জের বর্ত্তমান পার্ক অঞ্চলে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে একটি বারুদঘর ও কয়েদখানা নির্ম্মাণ করে। বহু লুঠতরাজের সাক্ষ্য হিসাবে আজও ঐ দুটি দাঁড়িয়ে আছে। উত্তরকালে ঐ বারুদখানা ব্রিটিশদের হাতে চলে যায় এবং পরে ঐটিকেই কেন্দ্র করে আজকের ভারতের বিখ্যাত অস্ত্রকারখানার সৃষ্টি হয়।

এই অস্ত্রাগারগঠনের প্রথম বলি হলেন এখানকার পন্ডিতমন্ডলী। শান্ত এবং নিরুদ্বেগ জীবনের উপাসক, সংস্কৃতির বাহক এই পন্ডিতদের দলকে গৃহহারা করে ইছাপুর-নবাবগঞ্জের সাংস্কৃতিক জীবনে যে সংকটের সৃষ্টি হয়, তা নিশ্চয়ই উপেক্ষার নয়।

সমস্ত বিপর্যয়ের মধ্যেও মানুষ বাঁচবার স্বপ্ন দেখে, বেঁচে থাকে ও শিক্ষা সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখে। ইছাপুর তার ব্যতিক্রম নয়। আজ আপনারা যেখানে বসে এই শিক্ষাসংস্কৃতির আলোচনা করবেন এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য ইছাপুর নবাবগঞ্জ আজও সংগ্রাম করে চলেছে তার দুটি বয়স্কদের বিদ্যালয়, দুটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, দুটি জুনিয়ার হাইস্কুল, সাতটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি নৈশ বিদ্যালয়, একটি টোল ও দশটি গ্রন্থাগার নিয়ে। সবগুলিই নানা ধরণের অসুবিধার সংগে সংগ্রাম করেই দিন কাটিয়ে চলেছে। তবু আনন্দবোধ করি যে গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে তিনটির নিজস্ব ভবন হয়েছে এবং হতে চলেছে।

মানুষের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার নানাধরণের মেলা ও মিলনানুষ্ঠান। এই অঞ্চলে ঝুলন মেলা প্রতি বছরই একপক্ষ ধরে এই সাংস্কৃতিক ভোজের ব্যবস্থা করে। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের নিপুণ হাতে রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী রূপ পরিগ্রহণ করে অঞ্চলের মানুষের নীতিবোধ এবং রুচিবোধকে বাড়িয়ে তোলে। গোয়ালাপাড়ার একদিনের চৈত্র সংক্রান্তির মেলাও একই কারণে উল্লেখযোগ্য।

ইছাপুর সংস্কৃতির জন্য যেমন সংগ্রাম করেছে, ঠিক একইভাবে সংগ্রাম করেছে রাজনৈতিক অধিকারের জন্য। ইছাপুরেরই তরুণ বীর যতীন দাস মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে ইছাপুরের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে অমরত্ব দান করে গেছেন। ইছাপুর অধিবাসীরা এই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরকে এঁদের অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন দুটি প্রতিষ্ঠানকে তাঁর নামে চিহ্নিত করে।

আপনারা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ও গ্রন্থাগারের অনুরাগী। গ্রন্থাগার আন্দোলনের বাণীকে বাংলার প্রত্যন্ত দেশেও পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্ব পড়েছে আপনাদের। তবু সেই আন্দোলনকে জোরদার করবার জন্য নিজেদের শক্তি লাগিয়ে যদি গর্বিত বোধ করি তবে সে গর্বকে অপরাধ বলে গণ্য করবেন না। এই অঞ্চল চল্লিশ বছর আগে "অনাথবন্ধু সেবা পাঠাগার" স্থাপন করে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে তাঁদের প্রথম উপহার প্রদান করেছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নেতৃত্বে গৃহীত বিভিন্ন সভা সমিতি ও সম্মেলনের প্রস্তাবাদিকে সাধারণত সকলের কাছে পৌঁছে দিয়ে এই আন্দোলনকে আমরা বারে বারে জোরদার করবার চেষ্টা করেছি। আমাদের শক্তিসীমাবদ্ধ। হয়ত তাতে চমকিত হবার মত কোন ফল লাভ করতে পারিনি, কিন্তু তবু আমাদের প্রচেষ্টা যে গ্রন্থাগার পরিষদের আন্দোলনকে কিছুটা শক্তিশালী করেছে একথা অস্বীকার করলে আত্মপ্রবঞ্চনা হবে।

পরিশেষে নিবেদন হয়ত আমাদের আতিথেয়তায় ত্রুটি থেকে যাবে। আপনারা মহানুভব। নিজগুণে তা ক্ষমা করবেন।

গ্রন্থাগার আন্দোলনে ইছাপুর-নবাবগঞ্জ

বসন্ত কুমার ঘোষ

[সম্মেলনের প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতির ভাষণ]

আমাদের গ্রামে চতুর্দশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলির যুক্ত উদ্যোগে। এই উদ্যোগে অগ্রণী হইয়াছেন আমাদের গ্রামের গ্রন্থাগার "নবাবগঞ্জ" সাধারণ গ্রন্থাগার, তরুণ পাঠাগার, শরৎ পাঠাগার ও কলাভবন; ইছাপুর মাকের পাড়া অঞ্চলের অনুশীলনী, যতীন দাস সেবাসমিতি, যতীনদাস স্মৃতি-সঙ্ঘ, ভ্রাতৃ-সঙ্ঘ, আনন্দমঠ সম্মিলনী; পলতার জাগরণী, শান্তি নগর পাঠাগার ও নবীন সংঘ। উদ্যোগী গ্রন্থাগারগুলির অন্যতম নবাবগঞ্জ সাধারণ গ্রন্থাগার এই অঞ্চলের মধ্যে প্রাচীনতম ও বৃহত্তম গ্রন্থাগার।

১৯৩২ সালের জুলাই মাসে স্থানীয় এক তরুণ সম্প্রদায়ের উদ্যোগে কিঞ্চিদধিক ৫০০ পুস্তক লইয়া নবাবগঞ্জ সাধারণ গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয়। ইহার পূর্বে এই গ্রামে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বলিতে কয়েকটি ছোটখাট পুস্তক সংগ্রহ কেন্দ্রকেই বুঝাইত। এই কেন্দ্রগুলিও ছিল মূলতঃ নাটক ও উপন্যাসের সংগ্রহকেন্দ্র।

ভিলেজ অর্গানাইজিং কমিটির নেতৃত্বে উপরিউক্ত তরুণ সম্প্রদায় গ্রামে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করাবার সাথে সাথে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কথা ভাবিতেছিলেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় উল্লিখিত ক্ষুদ্র পুস্তক সংগ্রহগুলির সংযোগে ও স্বর্গতঃ কানাই লাল নিয়োগী মহাশয়ের ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া নবাবগঞ্জ সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৩২ সনের ১লা জুলাই তারিখে। স্বর্গীয় গোষ্ঠ বিহারী মণ্ডল মহাশয় গ্রামের এই প্রথম পাবলিক লাইব্রেরীর সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন এবং বক্তা ছিলেন লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

নবাবগঞ্জ সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পর প্রায় তিনটি দশক অতিবাহিত হইয়াছে। বহু সমস্যাসঙ্কুল অবস্থার মধ্যে আমাদের এই গ্রন্থাগার অগ্রসর হইয়াছে।

প্রতিষ্ঠার কিছুকালের মধ্যে আমাদের গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যভুক্ত হয়। মধ্যবর্ত্তীকালে কিছুকালের কথা বাদ দিলে আমাদের এই গ্রন্থাগার বিগত প্রায় বিশ বৎসর যাবত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য প্রতিষ্ঠানরূপে গ্রন্থাগার আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। বিশেষ ভাবে ১৯৫১ হইতে অদ্যাবধি উত্তর ব্যারাকপুর অঞ্চলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃত্বদানের গৌরব আমাদের গ্রন্থাগার দাবী করিতে পারে। এতদঞ্চলের গ্রন্থাগার আন্দোলনে আমাদের গ্রন্থাগারের সাথে সহযোগী প্রতিষ্ঠানরূপে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে ইছাপুর অনুশীলনীর গ্রন্থাগার বিভাগ, যতীন দাস স্মৃতি সংঘ ও যতীনদাস সেবাসমিতি, ইহা ছাড়াও কলাভবন গ্রন্থাগার, আনন্দমঠ সম্মিলনী, তরুণ পাঠাগার ও ভ্রাতৃসংঘের গ্রন্থাগার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা আছে। এই প্রসংগে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম গাড়ুলিয়ার গ্রন্থাগার বাণী ভবনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উল্লিখিত পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করিলে এতদঞ্চলে গ্রন্থাগার সম্মেলন বহু পূর্ব্বেই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই মূলতঃ স্থানীয় গ্রন্থাগার গুলির নিজস্ব বহু সমস্যা থাকার ফলে। স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলির সমস্যাবলীর প্রধানতম হইল—

(১) গ্রন্থাগার গুলির নিজস্ব ভবনের অভাব।

(২) নিদারুণ আর্থিক সংকট।

(৩) গ্রন্থাগার গুলিতে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের অভাব।

স্থানীয় গ্রন্থাগার গুলির মধ্যে কেবলমাত্র যতীনদাস সেবা সমিতি, সম্মিলনী ও বাণী ভবনের নিজস্ব ভবন আছে। সম্প্রতি ইছাপুর অনুশীলনীর উদ্যোগী কর্মীগণের চেষ্টায় ঐ প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার গৃহের নির্ম্মানকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। নবাবগঞ্জ সাধারণ গ্রন্থাগারের অদম্য উৎসাহী ও অধ্যবসায়ী কর্ম্মীদলও গ্রন্থাগার গৃহ নির্ম্মানের ক্ষেত্রে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে। গত বৎসর গ্রন্থাগার গৃহ নির্ম্মাণ কল্পে প্রায় চারি কাঠা জমি ক্রয় করা হইয়াছে। স্থানীয় জনসাধারণের অধিকতর সহযোগিতা ও সরকারী অর্থানুকূল্য পাইলে অদূর ভবিষ্যতে নবাবগঞ্জ সাধারণ গ্রন্থাগার তাহার নিজস্ব ভবনের অধিকারী হইবে এ কথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থাগার

গুলির কর্মীবৃন্দ ও তাঁহাদের স্ব স্ব গ্রন্থাগারের নিজস্বগৃহ নির্মাণের জন্য উদ্যোগী হইয়াছে ।

সামগ্রিক রূপে স্থানীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীবৃন্দের উৎসাহ উদ্দীপনা ও কর্মক্ষমতার কথা বিবেচনা করিলে ইহা বলা যাইতে পারে যে পর্যাপ্ত সরকারী সাহায্য—পৌরসভার আর্থিক সাহায্য, গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনসাধারণের সর্বস্তরের অধিকতর অংশ গ্রহণ প্রভৃতি অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইলে স্থানীয় গ্রন্থাগার গুলির অন্যতম প্রধান এই গৃহ-নির্মাণ সমস্যার সকল সমাধান সম্ভবপর ।

আপনারা সকলেই জ্ঞাত আছেন যে গ্রামের গ্রন্থাগারগুলির আয়ের প্রধানতম উৎস হইতেছে সদস্যদিগের দেয় মাসিক চাঁদা ।

অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে প্রায় প্রতি গ্রন্থাগারের আয়ের এই প্রধানতম উৎসটিকে পরিপূর্ণরূপে ব্যবহার করা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগার সদস্যদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মাসিক চাঁদা বাকী ফেলেন বিভিন্ন কারণে। ফলে এই খাতে আয় সর্বদা আশানুরূপ হয় না। আয়ের দ্বিতীয় উৎস পৌরসভার দেয় বার্ষিক আর্থিক সাহায্য। স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে যেগুলি পৌরসভার সাহায্য পাওয়ার অধিকারী সেই গ্রন্থাগারগুলি গত ৫।৬ বৎসর যাবৎ এই সাহায্য হইতে বঞ্চিত আছে। অর্থাভাবের অজুহাতে স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারগুলিকে আর্থিক সাহায্যদান অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখিয়াছেন। ফলে গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক সংকট তীব্রতর হইয়াছে। তৃতীয় উৎসের সৃষ্টি সাম্প্রতিক কালে—রাজ্যসরকারের সামাজিক শিক্ষার পরিকল্পনার আরম্ভের পর হইতে। এই খাতে রাজ্য সরকার এই অঞ্চলের যে গ্রন্থাগার গুলিকে সাহায্য করিয়াছেন বা করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—নবাবগঞ্জ সাধারণ গ্রন্থাগার, ইছাপুর অনুশীলনী, সম্মিলনী আনন্দমঠ। উপরিউক্ত খাতে গ্রন্থাগারগুলির আয় নিয়মিত নহে—কারণ প্রথমতঃ রাজ্যসরকারের এই সাহায্য পৌনঃপুনিক নহে ও দ্বিতীয়তঃ এই অঞ্চলের অধিকাংশ গ্রন্থাগার এই সাহায্য লাভ হইতে বঞ্চিত ।

গৃহ-নির্মাণ সমস্যা ও আর্থিক সংকটের স্থানীয় সমাধান সম্ভব রাষ্ট্রের সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধানলক্ষ্য হইল দ্রুত জনশিক্ষার প্রসার সাধন। এই লক্ষ্য গঠনের শক্তিশালী উপায়গুলির মধ্যে নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই

দৃষ্টিভংগী হইতে বিচার বিবেচনা করিলে বর্তমান সম্মেলনে মূল আলোচ্য প্রবন্ধকারের বক্তব্য "এই গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই জাতীয় ধনভাণ্ডারের অর্থ হইতে পরিচালিত হইবে। তার দ্বারা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছে নিঃশুল্ক ভাবে উন্মুক্ত থাকবে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা মানুষকে সুশিক্ষার সীমাহীন সুযোগ দিতে পারবে। এর উদ্দেশ্য হবে পক্ষপাতহীন ও সংস্কারমুক্ত হয়ে জ্ঞানের সর্ব্বরকমের তথ্য ও তত্ত্বকে প্রয়োজন মত স্বল্প সময়ে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সরবরাহ করা"—খুবই যুক্তিসংগত বলিয়া মনে হয়।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে যথোপযুক্ত আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনাকে নিশ্চিত করাই আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা সমাধান তথা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও সুপ্রসারিত করার একমাত্র উপায়।

সম্মেলনের মূল আলোচ্য-প্রবন্ধ

আমাদের লক্ষ্য :

ব্যক্তির তথা সমাজের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সর্ব্বসাধারণের উপযোগী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যে একান্ত প্রয়োজনীয় একথা আমরা স্বীকার করি। এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার রূপ কি হবে তা চিন্তা করলে আমাদের সামনে যে ছবি ভেসে ওঠে তা হচ্ছে "এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই জাতীয় ধনভাণ্ডারের অর্থ হতে পরি- চালিত হবে। তার দ্বারা জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে সকলের কাছে নিঃশুল্কভাবে উন্মুক্ত থাকবে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা মানুষকে স্বশিক্ষার সীমাহীন সুযোগ দিতে পারবে। এর উদ্দেশ্য হবে পক্ষপাতিত্বহীন এবং সংস্কারমুক্ত হয়ে জ্ঞানের সর্ব্বরকমের তথ্য ও তত্ত্বকে প্রয়োজনমত স্বল্প সময়ে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সরবরাহ করা"।

সামান্য চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে এই ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পত্তন করা কোন ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠির পক্ষে সম্ভব নয়। সমস্ত সমাজের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং সমাজের পরিচালক শক্তির সক্রিয় কর্ম্মধারা গ্রহণই এই ব্যবস্থার

সুষ্ঠু পত্তন করতে পারে। তাই সর্ব্বদেশের ইতিহাসেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয় সমাজের অগ্রগামী মুষ্টিমেয় কয়েকজনের প্রচেষ্টায় কিন্তু তার পূর্ণ পরিণতি আসে সমাজের ও রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ সহযোগিতায় ও সুপরিকল্পিত কর্ম্মধারা গ্রহণের মাধ্যমে।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় এই গোড়াপত্তনের পালা মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে। কাজেই এর পরিপূর্ণতাকে সহজ এবং সম্ভব করবার দায়িত্ব এসে পড়েছে বর্ত্তমানের সমাজ সচেতন মানুষদের উপর।

সে লক্ষ্য কতদূরে :

দেশের দিকে তাকালে দেখব যে ওপরের সংজ্ঞা অনুযায়ী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এখনও অনেক দূরের জিনিষ হয়েই রয়েছে। নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গোড়াপত্তন এখনও হয়নিই বলা চলে। আমাদের দেশের সাধারণের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে মোটামুটি দুটি অংশে ভাগ করা চলে। এক, জনপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলি। দুই, সরকারী পরিকল্পনায় সৃষ্ট গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। এই দুটির কোন জায়গাতেই-এক আধটি নগণ্য অংশ ছাড়া নিঃশুল্কভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনা রূপ গ্রহণ করেনি। সরকারী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কিছু বই কেনায় সাহায্য করে জনপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলির জীবনে অল্পাধিক রক্তের সঞ্চার করেছে মাত্র। সরকারী প্রচেষ্টায় এখনও নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।

অগ্রগমনের ইঙ্গিত :

তবুও সরকারী চিন্তার অনাগ্রে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন মেলে ভারত সরকারের গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি (১৯৫৮) এর নিয়োগে এবং তাঁদের রিপোর্ট প্রকাশে।

কর্তৃত্ব—সরকারী না স্বায়ত্তশাসনমূলক :

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাঠামো বিচার করতে গিয়ে এই কমিটি জেলা বোর্ড, পৌর-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির চেয়ে রাজ্যের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বকেই প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলিকে তার সংগে যুক্ত করার সুপারিশ করেছেন।

কিন্তু একথা বিচার করে দেখবার যে সমস্ত গ্রন্থাগারকে সেই অঞ্চলের জনজীবনের অন্যতম অংশীদার হিসাবে সেখানের শিক্ষা সংস্কৃতি ইত্যাদির সংগে

মিশিয়ে দিতে হবে। সাধারণ গ্রন্থাগারকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পূর্ণ বিকশিত করে তোলা যে অঞ্চলের জনসাধারণের ওপর ন্যস্ত একথা তাঁদের সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে দেওয়া দরকার। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা যদি পরিচালন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অধিকারী না হন তবে পরিচালনে উপেক্ষা ও ত্রুটি হওয়া বিচিত্র নয়। অঞ্চলের প্রয়োজন মত বাঞ্ছিত পরিবর্ত্তন কোন কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থায় নাও স্থান পেতে পারে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা মানুষের স্বেচ্ছাসংগৃহীত সংস্কৃতির ভাণ্ডার, কাজেই তার গঠন পদ্ধতি ও পরিচালন পদ্ধতি নীচের মানুষ থেকে উপরে উঠে আসা দরকার। উপরের দান হৃদয়ের সংযোগহীন হওয়া এবং সেইজন্য ব্যর্থ হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। সরকারের কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থায় পরিচালন সম্ভব হলেও কর্ম্ম-পদ্ধতি ছক-বাঁধা হওয়ায় এবং হৃদয়ের যোগ অল্পাধিক বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

কুশলী কর্ম্মীদল :

উপযুক্ত সংখ্যক ও উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত কুশলী কর্ম্মীদলই এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সার্থকভাবে পরিচালিত করতে পারে, এ কথা অনস্বীকার্য। ঐ রিপোর্টে উপযুক্ত কুশলী কর্ম্মীদল সৃষ্টির সুপারিশ আছে। পূর্ণ কুশলী সৃষ্টি করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের, রাজ্য সরকার এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু এ কথা মনে রাখবার যে, বিদেশের ইতিহাস এই ধরণের কুশলী বিদ্যায় সরকারী প্রচেষ্টার কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্যের উদাহরণ দেয় না। বরং অনেক রাষ্ট্রের গ্রন্থাগার পরিষদ যে সে দায়িত্ব উপযুক্ত ভাবে পালন করতে পেরেছেন, তার নজির আছে।

অর্ধকুশলীর শিক্ষার ব্যাপারে রাজ্যের কুশলীদের সর্ব্ববৃহৎ সংগঠন গ্রন্থাগার পরিষদকে ঈষৎ অবহেলা করে রাজ্য সরকারকে এই বিশেষ বিষয়ের পাঠক্রম ইত্যাদি নির্দ্ধারণের দায়িত্ব দেওয়ার সুপারিশ রয়েছে। কিন্তু এই ধরণের শিক্ষায় বিশেষজ্ঞদের অফিসী আবহাওয়ার বাইরে বাধাহীন ভাবে কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। সমস্ত রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিষদই এই বিশেষজ্ঞদের সর্ব্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। কাজেই তার হাতে পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত করা সর্ব্বাধিক প্রয়োজন কিনা তা' বিচার করে দেখবার। কমিটির উপরের সুপারিশ কতদূর যুক্তিসহ তা' বিচার করে দেখবার।

গ্রামের গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষা ব্লকের গ্রন্থাগারিকদের মারফৎ দেওয়ার

সুপারিশ রয়েছে। কিন্তু জনপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিকে সুসংগঠিত করার কোনও সুপারিশ নেই। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিভিন্ন শিবির শিক্ষায় দেখা গেছে যে ঐ ধরণের সর্বস্তরের গ্রন্থাগারিককেই এই শিবির শিক্ষার মধ্য দিয়ে তাদের প্রয়োজন মত গড়ে তোলা সম্ভব এবং তা জনপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে সার্থক হতে পারে যদি এই শিক্ষার পর কিছু প্রয়োজনীয় উপকরণ (কার্ড, ক্যাটালগ ক্যাবিনেট ইত্যাদি) সরবরাহের বন্দোবস্ত থাকে। এই বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হলে সরকারী সাহায্য অবিলম্বে ঐ গ্রন্থাগারগুলিকে সুসংগঠিত হওয়ায় সাহায্য করবে।

গ্রন্থাগার আইন :

এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সম্ভব এবং জনজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলতে হ'লে গ্রন্থাগার আইন যে একান্ত প্রয়োজন, এ কথা কমিটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করেছেন। বিভিন্ন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনেও এ দাবী একাধিকবার স্বীকৃত হয়েছে।

কিন্তু কমিটির প্রস্তাবিত সাধারণের তরফের দেয় সম্পত্তির উপরের করের প্রতি টাকায় ৬ নয়া পয়সা বলে নির্ধারিত করা থাকলেও সরকারী তরফের দেয় অংশের নিম্নমান সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয় নি।

বর্তমানের জনপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলির ব্যবস্থা :

জনপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলি যে প্রায়ান্ধকার দেশে সংস্কৃতির প্রদীপ সাধ্যমত উজ্জলতায় জ্বালিয়ে রেখেছেন তা অনস্বীকার্য। কিন্তু সর্বজনের নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সম্ভব করার জন্য সমগ্র ব্যবস্থার মধ্যে এগুলির বিবর্তনকে মিলিয়ে নেওয়া দরকার।

এই গ্রন্থাগারগুলি সম্বন্ধে কমিটির অভিমত এই যে স্বল্পবিত্তদের মধ্য থেকে শতকরা ২৫ জনকে বিনা চাঁদায় বই পড়তে দেওয়ার সর্ত্তে সরকারী সাহায্য বজায় রাখা হবে। প্রতি পাঁচ বছর বাদে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানাদি হবে এবং আবার এক চতুর্থাংশকে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দিতে রাজি হ'লে তবেই সরকারী সাহায্য বজায় রাখা হবে।

কিন্তু এ কথা চিন্তা করবার যে প্রথমতঃ বর্তমানে প্রদত্ত পরিমাণের সরকারী সাহায্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কয়েকখানি বেশী বই কেনায় সাহায্য করতে

পারে কিন্তু গ্রন্থাগারের প্রাণরসের যোগান দেওয়ার পক্ষে তা মোটেই যথেষ্ট নয়। দ্বিতীয়তঃ সরকারী সাহায্যের পরিমাণ নির্দ্ধারিত না করে এক চতুর্থ সভ্যকে বিনা চাঁদায় বই পড়ার সুযোগ দেওয়ার সুপারিশ গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সুবিধার নাও হতে পারে। সরকারী সাহায্যের এক নির্দ্ধারিত অংশ সভ্যদের চাঁদা কমিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হলে কাজ করা অপেক্ষাকৃত সুবিধার হবে। হয়তো বিশেষ করে "নিম্নবিত্তদের" সাহায্যের ফলভোগী হতে দেওয়া সম্ভব হবে না। তবু সরকারী সুযোগের কিছু অংশ সমস্ত সভ্যদের অর্থনৈতিক চাপ লাঘব করবে। অবশ্য পরিমাণ নির্ভর করবে সরকারী সাহায্যের পরিমাণের উপর।

এই ধরণের যে গ্রন্থাগারগুলি ওই রিপোর্টটি প্রকাশিত (১৯৫৯) হওয়ার পর স্থাপিত হবে কমিটি তাদের কোন অর্থ সাহায্য না দেওয়ার সুপারিশ করেছেন। কিন্তু এ কথা চিন্তা করে দেখবার যে এই ধরণের ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলি সমস্ত দেশে ছড়িয়ে আবির্ভূত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ দেশে যানবাহনের দুরবস্থা। সেদিকে লক্ষ্য না রেখে, বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজনের কথা চিন্তা না করে বা যে গ্রন্থাগার সংগঠিত হবে তাকে সাহায্য পেতে হলে কি তার নিম্নমান হবে সে কথা না বলে, শুধুমাত্র তার জন্মসনের দিকে তাকিয়ে বাধানিষেধের গণ্ডি টেনে দেওয়া যুক্তিহীন বলেই বোধ হয়।

লক্ষ্যকে নিকটতর করার প্রধানতম উপায় গ্রন্থাগার আইন

উপরের সমস্ত বক্তব্যই সাক্ষ্য দেবে যে আমাদের বাঞ্ছিত লক্ষ্য এখনও অনেক দূরে, যদিও সে লক্ষ্যে পৌঁছিবার চিন্তা সকলের মনকেই অল্পবিস্তর নাড়া দিয়েছে। এই বাঞ্ছিত লক্ষ্যের দিকে দ্রুত ভাবে এবং নির্ভুল ভাবে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অত্যান্ত স্পষ্ট ভাবে এনে দিতে পারে প্রয়োজনমত গ্রন্থাগার আইন। একথা বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্মেলনে বারবার উচ্চারিত হয়েছে। গ্রন্থাগার উপদেষ্টা সমিতির রিপোর্ট আমাদের এই চিন্তাকে সঠিক বলে স্বীকার করেছে।

পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার কর্মিদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

প্রবীর রায়চৌধুরী

(সম্মেলনের দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশনে এই প্রবন্ধটি পঠিত ও আলোচিত হয়)

চিন্তা ও কাজকে সম্পূর্ণ রকমে বাধামুক্ত রেখে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেওয়াই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। সেই দিক থেকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অথবা এক অপরের পরিপূরক। সামাজিক প্রয়োজনেই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হয়েছে। মানব সমাজের অগ্রগতিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে পরিবর্ত্তন হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা পদ্ধতির। তাই সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের প্রশ্নকে কখনই শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের প্রশ্ন হতে বিচ্ছিন্ন করে চিন্তা করা যায়না। আর শিক্ষা ব্যবস্থার এই পুনর্গঠন ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি না শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূরক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পুনর্গঠন সম্ভব হয়। গ্রন্থাগার আজ শুধু অবসর কাটানোর কেন্দ্র নয়। জাতীয় পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অপরিহার্য এবং তা ক্রমশঃ স্বীকৃত হচ্ছে।

অন্যান্য সামাজিক বস্তুর মতো গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও ঐতিহাসিক অবস্থার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। এবং এই ঐতিহাসিক কারণের জন্যই পাশ্চাত্যের দেশ সমূহের মতো সুসংবদ্ধ ব্যাপক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আমাদের দেশে গড়ে উঠেনি। সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে সুসংগঠিত গ্রন্থাগার গড়ে তোলার কথা এখন সর্বত্র স্বীকৃত হচ্ছে। ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ সমূহের মধ্যে প্রথমেই বলা হয়েছে "Government of India and State Governments should have a 25 year Library plan to raise the library structure from its embryonic dimensions to a size which will do Justice to the cultural and educational needs of the people" (p. 114)। সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন জনসাধারণের উদ্যোগ, সরকারী

সাহায্য এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। কিন্তু এর সাথে সাথে সুশিক্ষিত, দক্ষ ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন কর্মীদের ভূমিকাও কোন অংশে কম নয়। এ কথা বলা হয়ত অত্যুক্তি হবে না যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভবিষ্যৎ অনেকটা পরিমাণে বৃত্তি-কুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যাবলীর সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অতীতের অভিজ্ঞতা নিয়ে আগামী দিনে দেশের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে বিবর্ত্তিত করতে হ'লে প্রয়োজন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন, আর্থিক ও সামাজিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত বিরাট শিল্পকুশল বাহিনীর। এই প্রবন্ধের মূল বিষয় পঃ বাংলায় বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারের সাথে যুক্ত বৃত্তি-কুশলী ও আধাকুশলী (semi-professional) কর্মিবাহিনীর বর্তমান সমস্যাবলী ও তার সমাধানের উপায়।

অন্যান্য অনেক বৃত্তির ন্যায় আমাদের দেশে বৃত্তি হিসাবে গ্রন্থাগারিকতার এখনও যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি; গ্রন্থাগারিকরা এখনও সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদা পায়নি। দেশের সাধারণ মানুষের কথা বাদ দিলেও উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত বহুব্যক্তির এখনও পর্যন্ত গ্রন্থাগার সম্পর্কে ধারণা হ'ল "বইয়ের গুদাম" (warehouse) আর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত গ্রন্থাগারিককে তাঁরা অফিস-আদালতের কেরানীকুল থেকে আলাদা করে দেখতে রাজী নন।

গ্রন্থাগারিকের আর্থিক সমস্যার প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত বৃত্তিকুশলী কর্মীদের ভদ্রভাবে বাঁচার মতো আর্থিক সংগতির ব্যবস্থা যদি না করা হয়, তবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তনের জন্য যতই পরিকল্পনা করা হোক না কেন তা সাফল্যমণ্ডিত হবে না। উপযুক্ত বেতন ও মর্যাদা না দেওয়ার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান ছাত্ররা এই বৃত্তির প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে আকৃষ্ট হচ্ছে না। ফলে বৃত্তি হিসাবে এর বিকাশ তো হচ্ছেই না, উপরন্তু মান নীচু হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। গ্রন্থাগারিকরা ছাত্র, শিক্ষক, শিল্পী, লেখক, গবেষক এবং জনসাধারণকে গ্রন্থের প্রতি অনুরাগী করে তুলবে, তাদের নির্দেশ দেবে। তাই প্রতিভা-সম্পন্ন, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের এই বৃত্তি গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু এই যদি হয় গ্রন্থাগারিকের বেতন ও মর্যাদার অবস্থা তা হলে কোন ভরসায় তারা এই বৃত্তি গ্রহণ করবেন? একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক। কলকাতার অন্যতম বৃহৎ শিক্ষায়তন আশুতোষ কলেজে একজন গ্রন্থাগার কর্মীর জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। প্রার্থীর অবশ্যই গ্রাজুয়েট এবং লাইব্রেরীয়ান-

শীপের ডিপ্লোমা থাকা দরকার। ভাল কথা। কিন্তু বেতন? ৫৫—১০০। গ্রন্থাগারিক নিয়োগের দিন কলেজ কর্তৃপক্ষ অসংখ্য উপদেশ ও অজস্র দায়িত্ববোধ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বেতনের স্বল্পতা পুষিয়ে দেবেন।

আমাদের বৃত্তির এই আর্থিক দূরবস্থা সাধারণ কর্মীদের মধ্যে এই বৃত্তি সম্পর্কে অনুরাগ ও গৌরববোধ জাগায়না, পরিণামে এই বৃত্তির প্রসারের জন্য পড়াশুনা ও গবেষণার কাজকে ব্যাহত করে। এমন কি সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্টেও গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে—"At present it is difficult to attract youngmen and women of ability to library service, because the emoluments in the profession are low, because there is little scope for advancement and because the profession has not received its due recognition at the hands of the society.

The librarians get relatively lower salaries than persons of comparable qualifications in other professions, and there is, therefore universal dissatisfaction among the librarians on this score" (P. 65).

বেতনের হার নির্ধারণের নীতি : পঃ বঙ্গে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনার পূর্বে বেতনের হার নির্ধারণের জন্য কি নীতি অবলম্বন করা উচিত, সে সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। ভারত সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের "স্টাডি গ্রুপ" সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থায় বেতনের হার নির্ধারণের নীতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন :

"The determination of fair wages has to be given a direction consistent with the pattern of society envisaged by the community. It is to be a socialist society, where there would be full employment and growing prosperity as a result of increasing industrial production and productivity. A wage policy to facilitate the growth of such society has both its economic and social implications. From the purely economic view point, it has to avoid exerting inflationary pressures or pressures on balance of payments, promote productivity and facilitate savings and capital formation. On the social side, it must move in direcrion of securing a reduction of inequalities

in income and wealth and a more even distribution of the national product. This problem of reduction in inequalities has many aspects, viz, inequalities as between workers and employers, between workers in an industry and the community at large and among workers themselves. While wage policy has ro be directed towards lessening of the gap between the top wage and lowest wage, this has to be brought about by raising wages at the lowest level and not by reduction of highest wages."

(Ref. Appendix 1 of the notes circulated to the delegates of the 15th I.L.C.)

১৯৪৮ সালে ভারত সরকার একটি "Fair Wages Committee" গঠন করেন। উক্ত কমিটির মতে বেতনের হার বিবর্তনের তিনটি স্তর আছে ঃ (1) Minimum Wage, (2) Fair Wage, 3) Living Wage. 'The Living Wage represents a standard of living which provides not merely for a bare physical subsistence but maintenance of health and decency, a measure of frugal comforts and some insurance against the most important misfortunes ; and the minimum wage represent one providing not merely for bare subsistence of life but for the preservation of the efficiency of the worker by providing for some measure of education, medical requirements and amenities. Between these two limits is the Fair Wage" (Ref : Paras 7 and 10 of the report of the C. F. W.)

বিভিন্ন ধরণের বেতন-হারের কাঠামোর (Pyramid of Salary) ভিত্তি হওয়া উচিত 'ন্যূনতম বেতন' (minimum wage)। ন্যূনতম বেতন বলতে আমরা বুঝি সেই ধরণের বেতন যা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবে। কিন্তু এই সকল বিষয়ে ন্যূনতম প্রয়োজনের মান এখনও নির্ধারিত হয়নি। পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলন ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ সম্পর্কে যে নীতি অবলম্বন করেছে তা হ'ল ঃ

1. "The minimum wage in need-based and should therefore ensure the minimum human needs of the worker.

2. The following norms should be accepted as a guide for all wage fixing authorities.

(a) In calculating the minimum wage the standard working class family should be taken to comprise of three consumption units (c.u.) for one earner, the earnings of women, children and adolescents being disregarded.

(b) Minimum food requirements should be calculated on the basis of Dr. Akroyd formula on a balanced diet for an average Indian adult of moderate activity.

(c) Clothing requirements should be estimated on the basis of per capita consumption of 18 yards per annum, which would give for the average worker's family of four a total of 72 yards.

(d) In respect of housing, the rent corresponding to the minimum area provided for under the Government's Industrial Housing scheme should be taken into consideration in fixing the minimum wage.

(e) Fuel, lighting and other miscellaneous items of expenditure should constitute 20% of the total minimum wage (Ref : Report of the 15th I.L.C.)

এই নীতির উপর ভিত্তি করে, জীবনধারণের মানসূচীকে (cost of living index) ৩৬০ পয়েন্ট ধরে, (কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে living index বর্ত্তমানে ৩৬০ পয়েন্টের নিচে নামবার সম্ভাবনা নেই। এই হিসেব ১৯৩৯=১০০ পয়েন্ট ধরে করা হয়েছে) তিনজনের পরিবারের (3 consumption unit) একটি লোকের সর্বনিম্ন বেতন হওয়া উচিত ১২৫৲ টাকা। যথা ঃ

Item	Expenditure per con. unit at C. L. I. base of 100 for 1939	Value of col. 2 for base of 360 points	Total expenditure for 3 con. units
Food	Rs. 7/8/-	Rs. 27/-	Rs. 81/-
Clothing	Re. -/8/-	Rs. 3/-	Rs. 9/-
House rent			Rs. 12/8/-
Fuel and lighting and miscellaneous			Rs. 25/6/-
			Total Rs. 127/14/-

(Ref : Memorandum submitted by the central Govt. Employees to the 2nd Pay Commission)

এই ন্যূনতম বেতনের সাথে "educational allowance, compensatory allowance, medical facilities" এবং বিভিন্ন ধরণের সহায় বিভিন্ন হারে "House rent" ইত্যাদি যুক্ত হবে।

মহার্ঘ ভাতা (Dearness allowance) সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের দাবী হ'ল "living index" ৩৬০ পয়েন্টে (১৯৩৯=১০০) ধরে যে ন্যূনতম বেতন স্থির করা হয়েছে তার উপর প্রতি ১০ পয়েন্ট বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া উচিত ঃ

Pay range	Index								
	360	370	380	390	400	410	420	430	440
Up to Rs. 150		3	6	9	12	15	18	21	24
From Rs. 151 to Rs. 200		4	8	12	16	20	24	28	32
,, ,, 201 to Rs. 300		5	10	15	20	25	30	35	40
,, ,, 301 to Rs. 400		6	12	18	24	30	36	42	48
,, ,, 401 to Rs. 600		7	14	21	28	35	42	49	56
,, ,, 701 to Rs. 800		8	16	24	32	40	48	56	64

(Ref : Memorandum of Central Govt. Employees)

বিভিন্ন কর্মচারীদের ৪টি গ্রুপে ভাগ করা যেতে পারে ঃ "(1) Unskilled (2) Semi-skilled (3) Skilled (4) Highly-skilled"

ন্যূনতম বেতনের যে উল্লেখ আগে করা হয়েছে তা হ'ল "Unskilled" কর্মীদের জন্য। এবং ন্যূনতম বেতনের উপর ভিত্তি করে আমাদের অন্যান্য গ্রুপের কর্মীদের বেতনের হার নির্ধারণ করতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে একজন "Skilled" কর্মীর বেতন "Unskilled" কর্মীর বেতনের চেয়ে ৬০% বেশী হওয়া উচিত। "Semi-skilled"দের বেতনের হার "Unskilled" এবং "Skilled" কর্মীদের মাঝখানে এবং "Highly-skilled"দের বেতন "skilled" কর্মীদের উপরে হওয়া উচিত।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত কর্মীরা "skilled" এবং "highly skilled" গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত।

জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মচারী সংসদ ২য় পে কমিশনের নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করেছেন তাতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত কর্মীদের জন্য নিম্নলিখিত বেতনের হার সুপারিশ করেছেন ঃ (কর্মচারী সংসদ অন্যান্য কর্মীদের জন্যও সুপারিশ করেছেন, প্রবন্ধের আওতায় পড়েনা বলে তা উল্লেখ করলাম না)

SKILLED

	বর্তমান বেতনের হার	সুপারিশ
জুনিয়র রেফারেন্স এসিস্টাণ্ট (যোগ্যতা সরকার নির্দেশ অনুযায়ী ম্যাট্রিকুলেশন, কার্যক্ষেত্রে ইণ্টারমিডিয়েট এবং সার্টিফিকেট)	৪৫—১০৫	২০০—১০—৩০০ —১২—৪৫০
জুনিয়র টেকনিক্যাল এসিস্ট্যাণ্ট (গ্রাজুয়েট + ডিপ্লোমা)	১০০—২৫০	২০০—১০—৩৩০ —১২—৪৫০ (প্রারম্ভে ৫টি ইনক্রিমেণ্ট দিতে হবে)

"HIGHLY SKILLED"

	বর্তমান বেতনের হার	সুপারিশ
টেকনিক্যাল এসিস্ট্যাণ্ট, এডিটরস্ (গ্রাজুয়েট + ডিপ্লোমা + ২ বছরের অভিজ্ঞতা)	১৬০—৩৩০	৩০০—১৫—৪৫০ —২০—৫৫০
সিনিয়র টেকনিক্যাল এসিস্ট্যাণ্ট, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট	২৫০—৪৫০	৩৭৫—২৫—৮০০

গ্রন্থাগার কর্মীদের এইভাবে দুটি ভাগে ভাগ করার সময় আমাদের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের বাস্তব অবস্থার দিকেও নজর রাখতে হবে। বহু কর্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উঁচু না হওয়া সত্ত্বেও, অধ্যবসায় ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাঁরা নিজেদের কর্মক্ষমতাকে যথেষ্ট উন্নত করেছেন। আজ আমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত কর্মীদের জন্য যোগ্যতা ও শিক্ষা অনুযায়ী উচ্চহারে বেতন দাবী করছি, সাথে সাথে এই সব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মিদের কথাও

আমাদের ভুললে চলবে না এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী এদেরকেও উচ্চ বেতন দিতে হবে। জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী সংসদ দ্বিতীয় পে কমিশনের নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করেছেন তাতে "Sorter"দের "Semi-skilled" গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তাদের জন্য ১৬০-৫-২১০-৮-২৫০ বেতনের হার সুপারিশ করেছেন।

বেতনের হার নির্ধারণের নীতি কি হওয়া উচিত এই প্রসংগটি আলোচনা কালে যে তথ্য সমূহ উপরে দেওয়া হল তার ভিত্তিতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীটি একটু অন্যরকম হওয়া উচিত। গতানুগতিক ভাবে কতকগুলি বেতনের হার প্রস্তাব করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। সমস্যাটি জটিল। গভীর অনুধাবন প্রয়োজন। গ্রন্থাগার কর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই ঐ তথ্যসমূহ উপস্থিত করা হয়েছে।

পে কমিশনের রিপোর্ট ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। সরকারী কর্মচারীরা যে বিভিন্ন সুপারিশ করেছিলেন পে কমিশন তা গ্রহণ করেন নি। সরকারী কর্মচারীদের তথ্যসমূহ এই প্রবন্ধে উপস্থিত করা হয়েছে তার কারণ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কর্মনিয়োগ কর্তা (greatest employer) হিসেবে সরকার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে বেতনের হার পরিবর্তন করলে অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেও বেতনের হার পরিবর্তন সহজ হবে।

পঃ বঙ্গে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারে বৃত্তি কুশলী এবং আধা কুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা আরো শোচনীয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের অন্যান্য আফিস আদালতের কেরাণীদের থেকে পৃথক ভাবে বিচার করা হয় না, এমন কি কয়েকটি ক্ষেত্রে তাদের চেয়েও অবস্থা খারাপ। গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি তাঁদের রিপোর্টে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির সমতুল্য বৃত্তি হিসেবে শিক্ষকতা বৃত্তিকে গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন, "We accordingly recommend equating the Post of librarians with those of teachers and educational administrators" (P. 56)। শিক্ষকতা বৃত্তিতে যাঁরা আছেন (স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাকেন্দ্র ইত্যাদি) তাঁদের বেতনও প্রয়োজনের তুলনায় অল্প। সুতরাং তাঁরা অল্প বেতন পাচ্ছেন বলে গ্রন্থাগারিকরাও অল্পবেতন পাবেন এমন কোন যুক্তি নিশ্চয়ই নেই। উভয়ের ক্ষেত্রেই ন্যূনতম বেতনের নীতি প্রয়োগ করে যোগ্যতা, পরিশ্রম ও দায়িত্বের কথা স্মরণ রেখে বেতনের হার নির্ধারিত করা উচিত। বিভিন্ন

ধরণের গ্রন্থাগারে বৃত্তি কুশলী, আধা কুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনের হার একক প্রচেষ্টার দ্বারা নির্ধারণ সম্ভব নয়। গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহ এবং বিশেষজ্ঞদের যুক্ত প্রচেষ্টায় তা সম্ভব। এই প্রবন্ধে আমি তার চেষ্টাও করিনি। শুধু বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রকৃত অবস্থা এবং সমতুল্য বৃত্তিতে অন্যান্যদের অবস্থা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি। সমস্ত প্রশ্নটি গভীর ভাবে বিবেচনা করে নূতন বেতনের হার নির্ধারণের পূর্বে, অন্ততপক্ষে সমতুল্য বৃত্তিতে যোগ্যতা অনুযায়ী অন্যান্যদের ন্যায় বেতন ও মর্যাদা গ্রন্থাগারিকদের দেওয়া হোক।

পশ্চিম বাংলায় বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা : প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়ে প্রবেশের পূর্বে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অগ্রসর পশ্চিম বাংলার বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে একটু আলোচনা করা দরকার।

আয়তন—৩৩,৯২৭ বর্গ মাইল	শিক্ষিতের হার	২৪·০২%
জন সংখ্যা—২,৬৩,০২,৩৮৬	পুরুষ	৩৪·২৩%
	মহিলা	১২·২১%

(১৯৫১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী)

মিউনিসিপ্যালিটি ও টাউন কমিটির সংখ্যা—৭৯

(কলিকাতা বাদে)

(১৯৫৬—৫৭)

স্কুলের সংখ্যা :			
	৩১-৩-৫৭ তারিখ পর্যন্ত	হাই স্কুল	১৮৪৬
		হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	৫২৬
		জুনিয়র হাইস্কুল	১১৪৯
		জুনিয়র বেসিক স্কুল	১০৭৮
		প্রাইমারী স্কুল	২৫,২১২

কলেজের সংখ্যা (সরকারী, বেসরকারী ও স্পনসর্ড কলেজ)	১৪৬
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	৩
শিক্ষা বোর্ড	১

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

১ জাতীয় গ্রন্থাগার	১
২ পঃ বঃ সরকারের গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা অধীন গ্রন্থাগার সমূহ ঃ	
২১ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার	১
২২ আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার	২
২৩ জেলা গ্রন্থাগার (কলিকাতা বাদে ১৪টি জেলায় ; ৪টি জেলাতে ২টি করে)	১৮
২৩১ গ্রাম্য গ্রন্থাগার (জেলা গ্রন্থাগারের অধীন)	২০৯
২৪ অন্যান্য গ্রন্থাগার	৭
৩ পঃ বঃ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের গ্রন্থাগার	৮
৪ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন বা যুক্ত বিভিন্ন গবেষণা ও বিশেষ গ্রন্থাগার	২০
৫ দেশী—বিদেশী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত গ্রন্থাগার	৭
৬ শিক্ষামূলক ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত গ্রন্থাগার	১১
৭ স্কুল গ্রন্থাগার (মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয়ে থাকা প্রয়োজন)	
৮ কলেজ গ্রন্থাগার—১৪৬+৯ (বিভাগীয় গ্রন্থাগার)	১৫৫
৯১ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার	৩
৯২ অন্যান্য শিক্ষায়তনের সাথে যুক্ত গ্রন্থাগার (কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়)	১৯
৯৩ ইউনেস্কো গ্রন্থাগার	১
৯৪ বিদেশী দূতাবাসের সাথে যুক্ত গ্রন্থাগার	২
৯৫ জনসাধারণের উদ্যোগে পরিচালিত গ্রন্থাগার	৩,০০০

পশ্চিম বাংলার চাহিদা ঃ উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারে বিরাট গ্রন্থাগার কর্মী নিযুক্ত আছেন। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের গ্রন্থাগার ছাড়াও পঃ বাংলায় গ্রন্থানুরাগী জনসাধারণের প্রয়োজন মেটাবার জন্য রাজ্যব্যাপী আইনানুগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন হওয়া দরকার। কারণ পঃ বঃ সরকারের পরিকল্পনাধীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সাধারণ গ্রন্থাগারের আদর্শ হতে অনেক দূরে। তাই আইনানুগ

নিঃশুল্ক সর্বাত্মক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ খসড়া আইন প্রচার করেছেন। আইনানুগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন হলে পঃ বাংলার সাধারণ গ্রন্থাগারের কাঠামো হবে :

	Details		Numbers
1	State Central Libray		1
2	City Central Libray		24
3	Rural Central Library		15
4	Branch Library		265
	„ „ in cities	188	
	„ „ in rural areas	77	
		265	
5	Librachine (travelling library)		500

আর এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য ১৯৮০ সালের মধ্যে যে কর্মী সংখ্যার প্রয়োজন হবে তা হ'ল :

	Details	Strength
1	Professional librarians (Diploma-in-Librarianship)	300
2	Semi-Professional (Certificate in Librarianship)	2,500
3	Clerical	700
4	Artisan	600
5	Unskilled	2,300
		6,400

(Ref: Library Personality and Library Bill : West Bengal, by S. R. Ranganathan)

উপরের এই তথ্যগুলি দেওয়ার অর্থ হ'ল এই যে ডাঃ রঙ্গনাথনের হিসেব অনুযায়ী ১৯৮০ সালের মধ্যে পঃ বাংলার সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ৩০০ বৃত্তি কুশলী গ্রন্থাগারিক এবং ২,৫০০ আধা-কুশলী (Semi-Professional) কর্মীর দরকার। এ ছাড়াও শিক্ষাকেন্দ্রীক গ্রন্থাগার, সরকারী ও বে-সরকারী গ্রন্থাগার সমূহের জন্যও বৃত্তি কুশলী কর্মীদের চাহিদা আছে।

এই বিরাট কর্মী বাহিনীকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত করে তোলার জন্য দরকার সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টা। বিশেষ করে চাহিদা অনুযায়ী—বৃত্তি কুশলী কর্মীর সরবরাহ হওয়া দরকার।

গ্রন্থাগার কর্মীর অবস্থা

স্কুল গ্রন্থাগার : শিক্ষায় অগ্রসর পঃ বাংলার স্কুল ও কলেজের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে ভারতবর্ষের অন্যান্য বহু রাজ্যের চেয়ে বেশী। কিন্তু স্কুল গ্রন্থাগারের অবস্থা শোচনীয়। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সার্কুলারে (condition to be fulfilled by a school seeking recognition as a high school with permission to present candidates for S. F. Examination) বলা হয়েছে "Each school, must have a well equipped library containing a number of books on education and of Juvenile interest. There should also be books of refereence for the use of teachers"। স্কুল গ্রন্থাগারের প্রকৃত অবস্থা কি তা আমরা সকলেই জানি। অধিকাংশ উচ্চবিদ্যালয়েই সব সময়ের জন্য কোন গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগারের জন্য পৃথক কোন ঘরের বন্দোবস্ত নেই। পুস্তকের সংখ্যা এবং পুস্তক সরবরাহের অবস্থা আরো শোচনীয়। বিদ্যালয়ের কোন একজন শিক্ষককে ১০।১৫৲ টাকা অতিরিক্ত দিয়ে গ্রন্থাগারিকের কাজ করান হয়ে থাকে। পঃ বঃ সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বহুমুখী বিদ্যালয় এবং উচ্চতর বিদ্যালয় সমূহে সর্ব সময়ের জন্য গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হবেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত তা কার্যকরী হয়নি।

সুপারিশ : মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন তাঁদের রিপোর্টে বলেছেন যে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের বেতন ও মর্যাদা সিনিয়র শিক্ষকদের অনুরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ এ বিষয়ে এ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি। গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্টেও বলা হয়েছে "the pay scales of the librarians should be parallel to those of the comparable educational personnel in each state" সমস্ত দিক বিবেচনা করে আমরা মনে করি বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের ক্ষেত্রে অবিলম্বে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী হওয়া উচিত :

(১) প্রতিটি বিদ্যালয়ে অবশ্যই একটি করে গ্রন্থাগার থাকবে এবং গ্রন্থাগারের জন্য আলাদা ঘরের বন্দোবস্ত করা দরকার।

(২) গ্রন্থাগারের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী (বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা অনুযায়ী) যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। বিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের অনুরূপ অর্থ রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগকে গ্রন্থাগারের জন্য দিতে হবে।

(৩) বিদ্যালয়ের জন্য একজন সর্বসময়ের গ্রন্থগারিক নিযুক্ত করতে হবে। তাঁর বেতন যোগ্যতা অনুযায়ী বিদ্যালয়ের শিক্ষকের অনুরূপ হওয়া প্রয়োজন :

শিক্ষক	গ্রন্থাগারিক
বি. এ./বি. এস্‌সি (ট্রেনিং ছাড়া) ৭০-৫-১২০	ইণ্টার মিডিয়েট এবং সার্টিফিকেট
বি. এ./বি. এস্‌সি (বি. টি.) ১০০-৫-১৫০	বি. এ./বি. এস্‌সি এবং সার্টিফিকেট
বি. এ./বি. এস্‌সি (অনার্স) (বি. টি.) এম. এ./এম. এস্‌সি (৩য় শ্রেণী) বি.টি. ১৩০-৫-১৫০-১০-৩৩০	বি. এ./বি. এস্‌সি ডিপ্লোমা
এম. এ./এম. এস্‌সি (২য় শ্রেণী) বি.টি. ১৪০-৫-১৫০-১০-৩৩০	বি. এ/বি. এস্‌সি (অনার্স) এম. এ/এম. এস্‌সি এবং ডিপ্লোমা

স্কুল শিক্ষকদের এই বেতনের হার প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অল্প। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির (এ. বি. টি. এ.) নেতৃত্বে শিক্ষকরা এই বেতনের হার পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করছেন।

ভবিষ্যতে শিক্ষকদের বেতনের হার পরিবর্তনের সাথে সাথে গ্রন্থাগারিকদেরও সেই অনুযায়ী বেতনের হার পরিবর্তিত করতে হবে।

কলেজ গ্রন্থাগার : পঃ বাংলার ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২টিতে (বিশ্বভারতী ও যাদবপুর) কোন অনুমোদিত কলেজ নেই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজ সমূহের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের বৈশিষ্ট্য আছে : সাধারণ কলেজ (আর্টস্‌, সায়েন্স ও কমার্স); মেডিকেল কলেজ,

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ভেটেরিনারী কলেজ, এগ্রিকালচারাল কলেজ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ল কলেজ ইত্যাদি। এ কলেজগুলোকে মোটামুটি দুটো ভাগে ভাগ করা যায়ঃ সরকারী কলেজ, বে-সরকারী কলেজ। কলেজের গ্রন্থাগারিকের বেতনের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। বিভিন্ন কলেজে বিভিন্ন ধরনের বেতনের হার চালু রয়েছে। কিছু উদাহরণ দেওয়া যাকঃ

বে-সরকারী কলেজ

(১) আশুতোষ কলেজঃ গ্রাজুয়েট এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত প্রার্থীকে ৫৫—১৩০৲ হারের অধিক বেতন দিতে রাজী নন।

(২) মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজঃ
গ্রন্থাগারিক (১)—১৫০—১০—২২০৲
(গ্রাজুয়েট+ডিপ্লোমা)
সহকারী গ্রন্থাগারিক (২)—৭০-৫-১৮০৲

(৩) শেঠ আনন্দরাম জয়পুরীয়া কলেজঃ
গ্রন্থাগারিক (১) ১০০—১০—২২০
সহকারী গ্রন্থাগারিক (১) ১০০—৫—১৮০

(৪) হুগলী উইমেন্স কলেজঃ
গ্রন্থাগারিক (১) ১৩০—১৮০

(৫) স্কটিশ চার্চ কলেজঃ
গ্রন্থাগারিক (১) ১৮০—২০—৩৮০
(গ্রাজুয়েট+ডিপ্লোমা) (ঐ কলেজের অধ্যাপকদের বেতনের অনুরূপ)
সহকারী গ্রন্থাগারিক (৩) ১২০—৫—২২০
(ইন্টারমিডিয়েট+সার্টিফিকেট)

(৬) বরিষা বিবেকানন্দ কলেজ (স্পনসর্ড কলেজ) ১৩০—১৮০
(গ্রাজুয়েট+ট্রেনিং)

(৭) আলিপুরদুয়ার কলেজ (গ্রাজুয়েট+ট্রেনিং) ১৩০—১৮০

[(২)–(৭) সম্পর্কে:] +কলেজ ডি. এ. + সরকারী ডি. এ. ১০৲

সরকারী কলেজ—সরকারী কলেজে এতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের বেতনের হার কার্যকরী ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের গ্রন্থাগারিকের বেতন

ছিল ৯০—১৩০৲। বর্তমানে বিভিন্ন সরকারী কলেজে যোগ্যতা অনুযায়ী নিম্নলিখিত বেতনের হার চালু করা হয়েছে ঃ

M.A/M.Sc/M.Com/Diploma B.A/B.Sc./B.Com/ (Hons) Diploma	১৩০—৩৫০
B.A/B Sc (Pass)/Diploma	১০০—২৫০
B.A/B.Sc/Training	১৩০—১৮০

সরকারী কলেজগুলোর মধ্যে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং সংস্কৃত কলেজ জাতে কুলীন

বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ঃ

গ্রন্থাগারিক (১) (স্নাতোকত্তর ডিগ্রী + ডিপ্লোমা)	৩০০—২৫—৫০০
সহকারী গ্রন্থাগারিক (২) (গ্রাজুয়েট + ডিপ্লোমা)	১২৫—২৫০
লাইব্রেরী এসিস্টান্ট (গ্রাজুয়েট + ট্রেনিং)	৯০—৪—১৩০

সংস্কৃত কলেজ ঃ

গ্রন্থাগারিক (১) (এম. এ. + ডিপ্লোমা)	২০০—৪৫০
দ্বিতীয় গ্রন্থাগারিক (১)	বেতনের হার সরকারের বর্তমান সার্কুলার অনুযায়ী
লাইব্রেরী এসিস্টান্ট (৩) ক্যাটালগার (৩) (সার্টিফিকেট)	৫৫—১৩০

আমাদের সুপারিশ—সরকারী, বে-সরকারী ও স্পনসর্ড বিভিন্ন ধরণের কলেজের গ্রন্থাগারিকের বেতনের হার সম্পর্কে একই ধরণের সুপারিশ করা সম্ভবপর নয়—উচিতও নয়। কারণ কলেজগুলো বিভিন্ন চরিত্রের। তবে একটি সুপারিশ করা যেতে পারে—বিভিন্ন ধরণের কলেজে সর্ব সময়ের জন্য নিযুক্ত শিক্ষকের বেতনের হার অনুযায়ী গ্রন্থাগারিকের বেতনের হার হওয়া উচিত। অন্যান্য পদে (দ্বিতীয় গ্রন্থাগারিক, সহকারী গ্রন্থাগারিক, টেকনিকাল এসিস্ট্যান্ট, ক্যাটালগার ইত্যাদি) যোগ্যতা অনুযায়ী নিম্নলিখিত বেতনের হার হওয়া উচিত ঃ

M.A/M.Sc/Diploma	২৫০—৫০০	+ মহার্ঘ ভাতা ও অন্যান্য ভাতা
B.A/B.Sc/Hons/Diploma	২০০—৪৫০	
B.A/B.Sc/Diploma	১৭৫—৪০০	
B.A/B.Sc/Certificate	১৫০—৩৭৫	
Int./Certificate	১২৫—৩৫০	

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

পশ্চিম বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয় ৩টি। আরো ২টি প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। কলেজীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবনে গ্রন্থাগারের মূল্য স্বীকৃত হলেও গ্রন্থাগারিকের মর্যাদা এখনও স্বীকৃত হয়নি। উদাহরণ দিয়ে দেখা যাক্ ঃ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থাগারিক (১) ২০০-৬০০
উপ-গ্রন্থাগারিক (১) ১৫০-৪০০
সহ-গ্রন্থাগারিক (২) ২০০-৩০০
লাইব্রেরী এসিষ্ট্যান্ট (সিনিয়র) ১০০-৩৩০
লাইব্রেরী এসিস্ট্যান্ট (জুনিয়র) ৭০-১৮০

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

মুখ্য-গ্রন্থাগারিক (১) ৫০০-৮০০
গ্রন্থাগারিক (১) ২০০-৪৫০
সহকারী গ্রন্থাগারিক (১) ১০০-৩০০
ক্যাটালগার ১০০-৩০০
লাইব্রেরী এসিস্টান্ট ৮০-২২০

বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহার্ঘ ভাতা ও অন্যান্য ভাতার পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১০০-৩৩০ বেতনের হারে এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০-৩০০ বেতনের হারে সব মিলিয়ে বেতন হয় যথাক্রমে ১৫৫৲ টাকা এবং ১৫০৲ টাকা।

শোনা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের গ্রন্থাগার কমিটি (সভাপতি ডাঃ রংগনাথন) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের যোগ্যতা ও বেতনের হার নির্বাচন করেছেন। তাঁদের সুপারিশ ঃ

(১) গ্রন্থাগারিক (অধ্যাপকের গ্রেড) ৮০০-১২৫০

(২) সহকারী গ্রন্থাগারিক এবং বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত (ক্যাটালগিং, ক্লাসিফিকেসন, রেফারেন্স, সার্কুলেসন ইত্যাদি) (রীডারের গ্রেড) ৫০০-৮০০

(৩) এসিস্টান্ট ক্যাটালগার, ক্লাসিফায়ার, রেফারেন্স অফিসার ইত্যাদি ২৫০-৫০০

আমরা মনে করি এই গ্রেড অবিলম্বে চালু হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীর সংখ্যা পুস্তক সংগ্রহের হার অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। উপরোক্ত বেতনের হার ছাড়াও অন্যান্য কর্মিদের বেতনের হার যোগ্যতা অনুযায়ী নির্ধারিত হওয়া উচিত (কলেজের গ্রন্থাগার কর্মিদের বেতনের হার দেখুন)

অন্যান্য শিক্ষায়তনের সাথে যুক্ত গ্রন্থাগার : পশ্চিম বাংলায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত নয়—বিভিন্ন শিক্ষায়তনের (কারিগরী, শিল্পকলা ইত্যাদি) সাথে যুক্ত—অনেকগুলো গ্রন্থাগার আছে। গ্রন্থাগারিকের বেতন বিভিন্ন ধরণের। কোন সামঞ্জস্য নেই। যথা :

মানবেন্দ্র পলিটেকনিক

গ্রন্থাগারিক (গ্রাজুয়েট + ট্রেনিং)	১৩০—১৮০৲
	(ডি. এ—২০৲)
সহঃ গ্রন্থাগারিক (ইন্টারমিডিয়েট + ট্রেনিং)	৫৫—১৩০৲

স্কুল অব্ প্রিন্টিং টেকনলজি—

গ্রন্থাগারিক (গ্রাজুয়েট + ট্রেনিং)	১০০—২২৫৲
	(ডি. এ—২০৲)
লাইব্রেরী এসিস্ট্যান্ট (ইন্টঃ + ট্রেনিং)	৯০—১৩০৲

জ্ঞান ঘোষ পলিটেকনিক

গ্রন্থাগারিক—	১৩০—১৮০৲

আমাদের সুপারিশ

গ্রন্থাগারিক : কলেজের সর্বসময়ের জন্য নিযুক্ত শিক্ষকের ন্যায়

সহকারী গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য বৃত্তিকুশলী কর্মী } যোগ্যতা অনুযায়ী (কলেজের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনের হার দেখুন)

শিক্ষামূলক ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত গ্রন্থাগার : শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অগ্রসর পশ্চিম বাংলায় বেশ কয়েকটি শিক্ষামূলক এবং গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান আছে। এদের প্রত্যেকটির সাথে একটি গ্রন্থাগার যুক্ত আছে। এসব গ্রন্থাগারকে বিশেষ গ্রন্থাগার বা গবেষণা গ্রন্থাগার বলা যেতে পারে। এর মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থাগার, যেমন, ইন্ডিয়ান স্টাটিসটিক্যাল ইনষ্টিট্যুট গ্রন্থাগার নিঃসন্দেহে অন্যতম বৃহৎ বিশেষ গ্রন্থাগার। এই ধরণের গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ধরণের বেতনের হার চালু আছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক :

ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব্ সায়েন্স

গ্রন্থাগারিক (সায়েন্স গ্রাজুয়েট + ডিপ্লোমা)	১৫০—৩০০
সহঃ গ্রন্থাগারিক (সায়েন্স গ্রাজুয়েট + ট্রেনিং)	৮০—২২০

রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব্ কালচার

গ্রন্থাগারিক (এম. এ + ডিপ্লোমা)	২৭৫—৭৫০
টেকনিকাল এসিস্ট্যান্ট (এম. এ + ডিপ্লোমা)	১৬০—৩৩০

মহাজাতি সদন

গ্রন্থাগারিক (গ্রাজুয়েট + ট্রেণিং)	২০০—৪০০

সাহা ইনষ্টিট্যুট অব্ নিউক্লিয়ার ফিসিকস্

গ্রন্থাগারিক (গ্রাজুয়েট + ডিপ্লোমা + অভিজ্ঞতা)	২০০—৫০০
লাইব্রেরী এসিস্ট্যান্ট (সিনিয়র) ইণ্টার+সার্টিফিকেট	৮০—২২০
লাইব্রেরী এসিস্ট্যান্ট (জুনিয়র) ,, ,,	৬০—১৩০

এই সব গ্রন্থাগার সম্পর্কে কোন একটি ঢালাও নীতি প্রয়োগ করা যায় না। গ্রন্থাগারের চরিত্র ও আয়তনকে সম্মুখে রাখিয়া বেতনের হার পরিবর্তিত করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানে সমতুলা বৃত্তিতে যাঁরা আছেন (গবেষণা বা শিক্ষকতার সাথে যাঁরা যুক্ত) তাঁদের বেতনের ন্যায় গ্রন্থাগারিকদের বেতন হওয়া উচিত। জাতীয় জীবনে এই সব গ্রন্থাগারের ভূমিকা যথেষ্ট। গবেষণা কার্যে সাহায্য করাই এই সব গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং বিশেষ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের যথাযথ সামাজিক এবং আর্থিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন।

পঃ বঙ্গ সরকারের পরি|চালিত গ্রন্থাগার সমূহ :

রাজ্য গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগারিক (এখনও নিয়োগ করা হয়নি)	২৫০—৭৫০৲
সহকারী গ্রন্থাগারিক	২০০—৪৫০৲
লাইব্রেরী এসিস্ট্যান্ট	৫৫—১৩০৲

জেলা গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগারিক — ২৫০৲ (সব মিলিয়ে—দীর্ঘ ৪/৫ বছর ধরে)

গ্রাম্য গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগারিক — ৭৫৲ (সব মিলিয়ে)

জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের অবস্থা শোচনীয়। জেলা গ্রন্থাগার পরিচালনায় তাঁর কোন ভূমিকা নেই। এমন কি তিনি জেলা গ্রন্থাগার কমিটির সদস্যও নন। তদুপরি এই আর্থিক অবস্থা।

আমাদের সুপারিশ

রাজ্য গ্রন্থাগারের—গ্রন্থাগারিক—Class I (Education) service

পদ	
,, ,, সহ-গ্রন্থাগারিক জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক সহর গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পঃ বঃ সরকারের সেক্রেটারিয়েট গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক এবং অন্যান্য দপ্তরের গ্রন্থাগারিক	Class II (Education) service
অন্যান্য পদে (টেকনিকাল এসিস্ট্যাণ্ট, কাটালগার ইত্যাদি)	যোগ্যতা অনুযায়ী

গ্রাম্য গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক :

(ক) স্কুল ফাইনাল পাস + জেলা গ্রন্থাগারের ট্রেণিং	৮০—২২০
(খ) ইণ্টারমিডিয়েট + সার্টিফিকেট	১২৫—৩৫০

ভারত সরকারের অধীন বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থাগার : পশ্চিম বাংলায় ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রিসভার সাথে যুক্ত অনেকগুলো বিশেষ গ্রন্থাগার আছে। এই সব বিশেষ গ্রন্থাগারে কর্মী সংখ্যাও নেহাত কম নয়। ভারত সরকারের অধীন বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থাগারের মধ্যে একমাত্র জিওলজিকাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার গ্রন্থাগারিকের পদ একমাত্র গেজেটেড। এই সব গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ধরণের বেতনের হার চালু আছে। ২।১টি উদাহরণ দেওয়া যাক।

জিওলজিকাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া (এই বিষয়ে ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগার)

গ্রন্থাগারিক (জিওলজিতে অনার্স + ডিপ্লোমা)	২৭৫—৮০০
সহকারী-গ্রন্থাগারিক (গ্রাজুয়েট + ডিপ্লোমা)	১৬০—৩৩০
লাইব্রেরী এসিস্ট্যাণ্ট (সিনিয়র)	৮০—২২০
,, ,, (জুনিয়ার)	৬০—১৩০

শেষোক্ত দুইটি পদের বেতনের হার অফিসের অন্যান্য কেরাণীদের বেতনের ন্যায়, যদিও লাইব্রেরী এসিস্ট্যাণ্ট (সিনিয়র) পদে অনেক গ্রাজুয়েট + ডিপ্লোমা আছেন।

পেটেণ্ট অফিস লাইব্রেরী	
গ্রন্থাগারিক (সায়েন্স গ্রাজুয়েট + ডিপ্লোমা)	১০০—২৫০
লাইব্রেরী এসিস্টাণ্ট	৬০—১৩০
গ্লাস এণ্ড সিরামিক রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট	
গ্রন্থাগারিক (গ্রাজুয়েট + ট্রেনিং)	১৬০—৪৫০
সহকারী গ্রন্থগারিক	৮০—২২০
কমার্সিয়াল লাইব্রেরী	
গ্রন্থাগারিক (গ্রাজুয়েট + ডিপ্লোমা)	২৫০—৫০০
কমার্সিয়াল ইনভেষ্টিগেটর	১৬০—৩৩০
আপার ডিভিশন ক্লার্ক	৮০—২২০
লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক	৬০—১৩০

শেষোক্ত তিনটি পদে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত কর্মীরা নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁদের কোন বিশেষ বেতন বা মর্যাদা দেওয়া হয়নি।

আমাদের সুপারিশঃ এই সব বিশেষ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককে কমপক্ষে অফিসারের সমপর্যায়ে রাখতে হবে। সহকারী গ্রন্থাগারিককে ঐ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সমতুল্য পদের মর্যাদা দিতে হবে, যথা, সি. এস. আই. আর-এর অন্তর্ভূক্ত সহকারী গ্রন্থাগারিককে জুনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসারের বেতন দিতে হবে। অবশ্য এই সব প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকের যথাযথ যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। এই সব গ্রন্থাগারের অন্যান্য পদের (যথা টেকনিকাল এসিস্টাণ্ট, জুনিয়র টেকনিকাল এসিস্টাণ্ট) বেতন ও যোগ্যতাও নূতনভাবে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। একটি কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলা দরকার বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারে টেকনিকাল বিভাগের সাথে যুক্ত বিভিন্ন কাজে কেবলমাত্র গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত (ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত) কর্মীদের নিযুক্ত করা উচিত এবং তাঁদের বেতনের হার বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত কেরাণীদের বেতনের হার থেকে পৃথক হওয়া প্রয়োজন।

দেশী-বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত বিশেষ গ্রন্থাগার

পশ্চিম বাংলায় দেশী ও বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত কয়েকটি বিশেষ গ্রন্থাগার আছে। এর কয়েকটি বিদেশী মালিকানায় পরিচালিত (যথা :, আই. সি. আই ; মেটাল বক্স, গ্যাজেস প্রিন্টিং ইত্যাদি) ; কয়েকটি দেশী মালিকানায় পরিচালিত (যথা জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ইত্যাদি)। এই সব গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের বেতনের হার খুব বেশী না হলেও মহার্ঘ ভাতা বেশী পাওয়ার ফলে এবং বোনাস ইত্যাদি থাকায় গ্রন্থাগারিকরা মোটামুটি ভাল মাইনে পান। যেমন, আই. সি. আইয়ের গ্রন্থাগারিকের

বেতনের হার ১৫০—৩৬৫ +
ডি. এ. ১৪০% + তিন মাসের বোনাস

কিন্তু এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত গ্রন্থাগারিকরা উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের অফিসারের বেতন ও মর্যাদা পান না। আমাদের সুপারিশ অন্ততঃপক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অফিসারের বেতন ও মর্যাদা গ্রন্থাগারিককে দিতে হবে।

জাতীয় গ্রন্থাগার :

জাতীয় গ্রন্থাগারে সর্বাধিক পরিমাণ বৃত্তি-কুশলী ও আধা-কুশলী কর্মী কাজ করেন। এইখানে বৃত্তি-কুশলী ও আধা-কুশলী কর্মীদের মধ্যে নিম্নলিখিত বেতনের হার চালু আছে :

(১)	গ্রন্থাগারিক (এম.এ অথবা অনার্স + গ্রন্থাগারিকতায় ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী + ১০ বছরের অভিজ্ঞতা)	১২৫০—৫০—১৭৫০
(২)	উপ-গ্রন্থাগারিক (ঐ + ৭ বছরের অভিজ্ঞতা)	৬০০—৪০—১০০০
(৩)	সহকারী গ্রন্থাগারিক ঐ + ৫ বছরের অভিজ্ঞতা)	২৭৫—২৫—৫০০ —৩০—৮০০
(৪)	সুপারি···(টেকনিক্যাল) (গ্রাজুয়েট + ডিপ্লোমা + ৩ বছরের অভিজ্ঞতা)	২৫ —১০—৩০০ —১৫—৪৫০

(৫)	টেকনিকাল এসিস্ট্যাণ্ট (গ্রাজুয়েট + ডিপ্লোমা + ২ বছরের অভিজ্ঞতা)	১৬০—১০—৩৩০
(৬)	জুনিয়র ,, ,, (গ্রাজুয়েট + ডিপ্লোমা)	১০০—৮—১৪০—১০—২৫০
(৭)	জুনিয়র রেফারেন্স এসিস্ট্যাণ্ট (ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল ফাইনাল + লাইব্রেরী অভিজ্ঞতা—কার্যক্ষেত্রে ইণ্টারমিডিয়েট—গ্রাজুয়েট + সার্টিফিকেট)	৪৫—২—৫৫—৫—৮৫—৪—১০৫

এর মধ্যে প্রথম তিনটি পদ গেজেটেড। জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী সংসদ যে সব কর্মীরা গেজেটেড নয় তাদের বেতনের হার পরিবর্তনের জন্য বেতন কমিশনের নিকট যে সুপারিশ করেছেন তা আগেই বলা হয়েছে। সে কমিশনের রায়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত বৃত্তি-কুশলী ও আধা-কুশলী কর্মীরা বাদ পড়েছেন। ন্যূনতম বেতনকে ভিত্তি করে সব সরকারী কর্মচারীদের বেতনের হার পরিবর্তনের আগে অবিলম্বে টেকনিকাল এসিস্ট্যাণ্ট, জুনিয়র টেকনিকাল এসিস্ট্যাণ্ট ও জুনিয়র রেফারেন্স এসিস্ট্যাণ্টদের বেতনের হার পরিবর্তন হওয়া উচিত। জাতীয় গ্রন্থাগারের জে. আর. এ-রা সবাই সার্টিফিকেট পাশ এবং কমপক্ষে ইণ্টারমিডিয়েট, যদিও তাঁদের মধ্যে অনেকে গ্রাজুয়েটও আছেন। অথচ তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের লোয়ার ডিভিসন ক্লার্কদের বেতনের (৬০—১৩০) চেয়ে কম বেতন পান। (লোয়ার ডিভিসন ক্লার্কের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা ম্যাট্রিকুলেশন)। জে. টি. এ.রা সবাই ডিপ্লোমা এবং টি. এ.রা ডিপ্লোমা ও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। কিন্তু তাঁদের বেতনের হার এই দুর্মূল্যের বাজারে প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অল্প।

পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কিছু তথ্য ও কয়েকটি সুপারিশ পেশ করলাম। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলেছি বেতনের হার নির্ধারণের নীতি হিসাবে ন্যূনতম বেতনকে ভিত্তি

করে অগ্রসর হওয়ার আমি পক্ষপাতী। সেই হিসাবে গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা অন্যান্য কর্মজীবি মানুষের সমস্যার সাথে যুক্ত। কিন্তু এই নীতি ভিত্তি করে বেতনের কাঠামো পরিবর্তনের আগে অন্ততঃপক্ষে সমতুল্য বৃত্তিতে অন্যান্য যে সব কর্মীরা আছেন তাদের বেতন ও মর্যাদা গ্রন্থাগার কর্মীকে দেওয়া হোক— ইহাই আমার সুস্পষ্ট দাবী। গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটিও এই অভিমত প্রকাশ করেছেন।

রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত কর্মিদের সম্পর্কে গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ

গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্টে গ্রন্থাগার কর্মিদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিকে শিক্ষকতা বৃত্তির সমপর্যায়ে রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কর্মীর পদ, তাঁদের ন্যূনতম যোগ্যতা, শিক্ষা ব্যবস্থায় সমপর্যায়ের পদ, বেতন ইত্যাদি সম্পর্কে বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। এই বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মিদের জন্য উপদেষ্টা কমিটি যে ন্যূনতম যোগ্যতা/অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে যে পদমর্যাদা ও বেতনের হার সুপারিশ করেছেন সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

বহুক্ষেত্রে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও আমরা মনে করি গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির এই সুপারিশ অবিলম্বে কার্যকরী করা উচিত। অনেক দিক থেকে এই সুপারিশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির এই অভিমত প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মীর জানা প্রয়োজন তাই পূর্ণ তালিকাটি দেওয়া হল ঃ

Table of Library Posts, Qualifications for the posts and equivalent educational posts :

1 Serial No.	2 Library Units and Library posts	3 Librarians' Qualifications	4 Equivalent in educational service
1.	**Village Library**		
	A library which serves a village or a group of 4 or 5 neighbouring villages (Designation : Village Librarian)	Volunteer who is at least middle pass or a teacher willing to do work honorarily or on a small allowance.	Literacy teacher of adults working honorarily or on a small allowance
2.	**Small Town Library**		
	A library of a town with 2500 to 5000 population (Designation : Small Town Librarian)	Matric with elementary training	Primary school teacher
3.	**Small Area Library**		
	A library of a town with 2500 to 5000 population with 3 or more deposit stations attached (Designation : Small Area Librarian)	Matric with elementary training, and at least a year's experience	Head master in a primary school.
4.	**Medium Town Library**		
	A library of a town with 5000 to 20,000 population (Designation ; Medium Town Librarian)	Matric with elementary training, and at least a year's experience	Middle school teacher

1	2	3	4
5.	**Medium Area Library** A library of a town with 5000 to 20,000 population and 3 or more deposit stations (Designation : Medium Area Librarian)	Graduate with training and at least a year's experience	Head master Middle school
6. (a)	**Large Town Library** A library of a town with 20,000 to 50,000 population (Designation : Large Town Librarian)	Graduate with a full year's training in library science	High school trained graduate teacher
(b)	**Professional Assistant** A person who performs work of professional nature requiring formal training in Library Science (Designation : Reference Assistant, Cataloging Assistant, etc.	Do	Do
(c)	**Branch Inspector or Branch Librarian**	Do	Do
(d)	**Block Library** A library which is responsible for serving the inhabitants of the block area	Graduate with a full year's training in Library Science with some experienc	High school trained graduate teacher with a special allowance

1	2	3	4
7. (a)	**Head of Department** An officer in charge of an administrative division of a library or of a particular type of work which employs not less than 4 workers including the Head. (Designation : Reference Librarian, Head Cataloguer, etc)	Second class graduate with at least a second class in Library Science and with at least 5 years' experience	Head master of a High School
(b)	**Superintendent of Branches** An officer of the District Headquarters Library responsible to the District Librarian for the efficient administration of the libraries within the district (Designation : Superintendent of Branches)	Do	Do
8 (a)	**Small City Library** A library of a small city of 50,000 to 1 lakh population (Designation : Small City Librarian	Second class graduate with a full year's course in Library Science and at least 2 years' experience	Higher start in the same grade as Head master of a High School

1	2	3	4
8. (b)	**Deputy Librarian (Class B)** An officer next in command to the Librarian of a District Library or the Librarian of Medium City Library (Designation : Deputy Librarian)	Do	Do
(c)	**Special Officer** An officer, on the staff of a big district head quarters library or a large city library, or the State Central Library, who is responsible for a particular aspect of library service throughout a district in which the city is situated, or throughout the state (Designation : Special Officer for Bibliography, centralised cataloguing, etc)	Do	Do
9. (a)	**City Library** A library of a city of 1 to 3 lakhs of population (Designation : City Librarian)	Second class graduate and a full year's course in Library Science and not less than 5 year's experience	Junior class II (Education) Service

1	2	3	4
	(b) District Library A library which serves the District Headquarters town and is a central library for block and town libraries in the District (Designation : District Librarian)	Do	Do
	(c) Deputy Librarian (Class A) An officer next in command to the state central librarian (Designatian : Deputy Librarian)	M A. and two years training in library science and not less than two years experience	Junior class II (Education) Service with a special allowance
10.	**State Central Library** (Designation : State Central Librarian)	As above with 10 years' experience or original publication in librarianship	Class I (Education) service
11.	**Director of Libraries** An officer in over all charge of the administration of libraries in a state either through an independent library department or a sub-department within the Education Department (Designation : Director of Libraries)	As above	If he is head of an independent library department, he will be equated with other heads of departments. If not he should be class I officer of the rank of a Deputy D.P.I./Director of Education with a special allowance.

গ্রন্থাগার কর্মিদের প্রতি সরকারী নীতি : বৃত্তি কুশলী গ্রন্থাগার কর্মিদের প্রতি সরকারী নীতি হল বৈষম্যমূলক। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পরিচালনায় বিরাট সংখ্যক গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত বহু কর্মী নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুযায়ী গ্রন্থাগার কর্মিদের কোন মর্যাদা দেওয়া হয় না। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকরা এ সম্পর্কে বহুবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। প্রথম পে কমিশন (১৯৪৬) গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি সম্পর্কে উল্লেখ করে যে সুপারিশ করেছিল তা হল :

Extract from Central Pay Commission 1946 Page No. 248

20. *Libraries*—There are a number of Libraries in Delhi attached to various departments of the Government of India or to institutions like the Agricultrual Institute. The staff on these Libraries complained that they are subject to a serious disability in the matter of pay and prospects of promotion because in spite of their experience and academic qualifications they have little scope for advanecment compared to those employed in the general administrative services. They claimed that their position should be improved by raising their pay and also by pooling the posts of all Librarians in the several Government of India offices with a view to securing for them a satisfactory channel of promotion. They also complained that though their qualifications were practically similar, the librarians of the different libraries were paid on different scales. Much as we sympathise with this class of officers, we are unable to think of a feasible method in which their position can be substantially improved unless the Government of India are prepared to reorganise their library system in Delhi. If the Libraries of all the Departments were, in a large measure, brought together, so as to constitute a single central library leaving each department in possession of only a small number of books directly and frequently needed for use there, it may be possible to reorganise the library service as well. When we put this suggestion to some officers with Secretariat experience, we were told that there was no insuperable difficulty in the way of such a reorganisation ; but we were also warned

as to the probable attitude of the several departments to such a suggestion. Alternatively, it was asked that the Librarian's salary should be made uniform between all the Libraries. This does not seem to us practicable as the salary of the Librarian must, to a certain extent, depend on the size of each library and the kind of work expected of him. The posision of a Librarian who is, and is expected to be, conversant with the literature of the particular subjects in whicb his department is interested must also be different from that of a Librarian who may not be much more than a custodian. The materials before us do not enable us to classify the librarians of various departments so as to enable us to say which librarians fall under the formar category and which under the latter, considering the paucity of prospects of preferment available to them, we regard the following scales as on the whole suitable for the present for librarians in different grades :—

	Rs.	
(a)	100-8-140-10-250	for Libraries where graduates or diploma holders are required.
(b)	160-10-350	where Technical Assistants are required.
(c)	275-25-500-30-800	where the requirements are as for a Reader in a University.

The third suggestion, namely, that there should be a possibility of transfer of Librarians from departments where the pay is larger, may not ordinarily be practicable in cases in which the Librarian is expected to have a familiarity with the subjects with which his department and his library are concerned because a person who has familiarised himself with a Library in the Finance Department, in the sense above explained, can hardly be usefully transferred to the Library of the Labour Department or of the Legislative Department. We therefore regret that we are unable to give effect to these suggestions for the improvement of the position of Librarians.

গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি সম্পর্কে প্রথম পে কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈষম্যমূলক। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেতনের হার সম্পর্কে যে তিনটি

সুপারিশ করা হয়েছে তা অধিকাংশ সরকারী গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়নি। পঃ বঙ্গে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের যে চিত্র পূর্বে উপস্থিত করা হয়েছে তা থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার প্রথম পে কমিশনের সুপারিশও কার্যকরী করেননি। কিন্তু প্রথম পে কমিশনের রায়ে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির উল্লেখ ছিল এবং সন্তোষজনক না হলেও কিছু সুপারিশ ছিল। অথচ দ্বিতীয় পে কমিশন একেবারে নীরব। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির আদৌ উল্লেখ নেই। ভারতবর্ষে ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা এবং ১২টি প্রতিষ্ঠান ২টি বিশ্ববিদ্যালয়সহ (Page 79 L. A. C. Report) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট দিয়ে থাকেন। এই সব প্রতিষ্ঠান থেকে ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট পেয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সরকারী ও বে সরকারী গ্রন্থাগারে অসংখ্য কর্মী নিযুক্ত আছেন। অথচ পে কমিশনের রায়ে তার উল্লেখ নেই—কোন সুপারিশও নেই। আরও দুঃখের বিষয় যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৮ সাল থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা দিয়ে আসছেন তার উপাচার্য এই পে কমিশনের অন্যতম সদস্য থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির কোন উল্লেখ নেই। অথচ ঘটনা এই নয় যে গ্রন্থাগার কর্মীদের এই অবস্থা সম্পর্কে দ্বিতীয় পে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি। গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে দ্বিতীয় পে কমিশনের নিকট ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বিশেষ গ্রন্থাগার সংস্থা (ইয়াসলিক্), ভারত সরকারের অধিনস্থ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক সমিতি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, দিল্লী গ্রন্থাগার পরিষদ, জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সংসদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্মারকলিপি পেশ করা সত্ত্বেও দ্বিতীয় পে কমিশনের রিপোর্টে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির কোন উল্লেখ নেই—কোন সুপারিশও করা হয়নি। আমাদের বৃত্তির প্রতি এই অবমাননার প্রতিবাদ প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মীর জানান উচিত।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত কর্মীদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু তথ্য উপস্থিত করলাম। এই তথ্য পরিপূর্ণ নয়। সুপারিশ সমূহ ব্যক্তিগত। এর মধ্যে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য এই গ্রন্থাগারিকতার এই দিকটি সম্পর্কে গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এই সম্পর্কে গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহের বিশেষ ভূমিকা আছে। গ্রন্থাগার পরিষদ ট্রেড ইউনিয়ন নয়। কিন্তু তাই বলে এই বৃত্তির কর্মীদের সমস্যাবলীর প্রতি পরিষদ উদাসীন থাকতে পারে না। একটি ঘটনার উল্লেখ করা

হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিলেতের Library Association Record উক্ত সংগঠনের নেতৃত্ব ঘোষনা করেছেন, যদিও Library Association ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন নয়। তাঁরা বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্মীদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ট্রেড ইউনিয়নের সাথে সংযুক্ত হতে গ্রন্থাগার কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন। তথাপি তাঁরা গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যাবলী সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেন, কারণ Royal Charter-এ বলা হয়েছে Library Association-এর অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল এই বৃত্তির কর্মীদের অবস্থার উন্নতি করা। তাছাড়া চিকিৎসকদের জন্য চিকিৎসক সমিতি, অধ্যাপকদের জন্য অধ্যাপক সমিতি, শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক সমিতি যদি বিভিন্ন সুপারিশ করতে পারেন, দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করতে পারেন—গ্রন্থাগার পরিষদই বা কেন নীরব থাকবে? পরিশেষে আমি সম্মেলনের কাছে ৩টি সুপারিশ করছি—

(১) পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য এবং যোগ্যতা, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বিভিন্ন সুপারিশ করবার জন্য বি, এল, এ, ইয়াসলিক এবং আই, এল, এ,-র যুক্ত প্রচেষ্টা অবিলম্বে শুরু হোক।

(২) দ্বিতীয় পে কমিশনের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে সর্বস্তরে প্রস্তাব গ্রহণ করা হোক :

(৩) ন্যূনতম বেতনের নীতির উপর ভিত্তি করে সমস্ত বেতন কাঠামোর পরিবর্তনের পূর্বে অন্ততপক্ষে সমতুল্য বৃত্তিতে অন্যান্যদের ন্যায় বেতন ও মর্যাদা গ্রন্থাগারিকদের দেওয়া হোক :

(ক) স্কুল গ্রন্থাগারিকের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অবিলম্বে কার্যকরী করা হোক।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগারিকের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের গ্রন্থাগার কমিটির সুপারিশ অবিলম্বে কার্যকরী করা হোক।

(গ) সাধারণ গ্রন্থাগারের (সরকারের পরিকল্পনাধীন) ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ অবিলম্বে কার্যকরী করা হোক।

(ঘ) অন্যান্য গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও গ্রন্থাগারিকদের সমতুল্য বৃত্তির ন্যায় বেতন ও মর্যাদা দেওয়া হোক।

আমার শেষ আবেদন গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে। গ্রন্থাগারিকদের আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদা নেই বলে কোন অভিমান বা হতাশার কারণ নেই, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, পড়াশুনা, ত্যাগ ও জনসাধারণকে সেবার মাধ্যমে এই বৃত্তিকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সাথে সাথে প্রয়োজন কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা।

মূল সভাপতির ভাষণ

শচীন্দুলাল দাশগুপ্ত

গ্রন্থাগারিক, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

আপনাদের চতুর্দশতম সম্মেলনে পৌরোহিত্যের জন্যে আমাকে আহ্বান করে যে সম্মান আপনারা দিয়েছেন সে বিষয়ে আমি পূর্ণ সচেতন। গর্ব ও নম্রতাবোধ সর্বদা না হলেও কখনো কখনো একই সময়ে কারুর মধ্যে থাকতে পারে। যদিও জানি যে, এই মহান সম্মানের উপযুক্ত কোন কাজই আমি করিনি তবু আজকের সম্মানের জন্যে গর্ববোধ করছি। এটা খুবই সম্মানের বিষয় যে, নিজেকে এখন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একজন বলে মনে হচ্ছে। এই পরিষদের ইতিহাস গৌরবময়। বহু মনীষী নানাভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সে কারণে, ব্যক্তিগত অপূর্ণতা সত্ত্বেও এই সম্মেলনের মাধ্যমে সেই সব মনীষীদের প্রত্যক্ষ সংসর্গ লাভ করছি। আপনাদের আমন্ত্রণের মধ্যে সখ্যতার যে উত্তাপটুকু আছে, তাতে আরও বেশি গর্ব অনুভব করছি। তবে এই মুহূর্তে আমার মধ্যে যে অনুভূতি সবচেয়ে তীব্র সেটা গর্বও নয় নম্রতাও নয়। আপনাদের আমন্ত্রণ আপনজনের আহ্বানের মতো আমার কাছে পৌঁছেছে আর আমি যেন পারিবারিক মিলনোৎসবে যোগ দিতে এসেছি।

ঘর ছেড়ে বাইরে থাকায় আমি অনেকটা বাইরের লোক হয়ে আছি। বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ক্ষীণ হলেও ব্যক্তিগত ভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থাগারবৃত্তি নেওয়ার পর থেকে সবার ওপরে একজনই আমার কাছে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতীক হিসাবে দেখা দিয়েছেন। কয়েকটি ছোট ছোট অনুষ্ঠানে অল্প সময়ের জন্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেও তাঁর আত্মনিবেদন, মানবতাবোধ ও অক্লান্ত কর্মোদ্যমের পরিচয় পেয়ে গভীর ভাবে মুগ্ধ হয়েছি। আমার প্রতি তাঁর প্রীতি অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছি। আমার মনে হয় হয়ত তাঁরই জন্যে আজ আমি আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরেছি। গ্রন্থাগার ক্ষেত্রে গর্ববোধ করার সব কিছুই

শ্রীতিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের আছে। কেবল বাংলাদেশের নয়, সারা ভারতের কর্মী হিসাবে তাঁকে অভিনন্দিত করছি। তাঁর কাছ থেকে নেবার যে সহজ ও সরল আদর্শ আমরা পেয়েছি, তার ওপরে স্থাপিত হবে গ্রন্থাগারের ভিত্তি। গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষ থেকে শ্রীদত্ত বিরাট বোঝা কাঁধে তুলে নিয়েছেন এবং আশার কথা যে, তাঁর জীবনের লক্ষ্য আজ পরিপূর্ণতার নিকটে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাংলার গ্রন্থাগারিকদের সঙ্গে আমার পরবর্তী পরিচয় অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে ঘটেছে। আপনাদের দ্বাদশতম সম্মেলন যখন নবদ্বীপে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল তখন মাতৃদর্শনে আমিও সেখানে ছিলাম। আমার মহান গুরু ডাঃ এস আর রঙ্গনাথন আপনাদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ডাঃ রঙ্গনাথনের প্রসঙ্গ এই অভিভাষণে কয়েকবার উল্লেখ করতে হবে।

বাংলাদেশের গ্রন্থাগারিকদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় গত বছরেই হয়েছিল। নবপ্রতিষ্ঠিত 'ইনষ্টিটিউট অব লাইব্রেরী সায়েন্স' দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে স্বল্পকালব্যাপী 'রিফ্রেসার কোর্স' পরিচালনা করেন তাতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হতে জেলা গ্রন্থাগারিকগণ যোগ দেন। বাংলা দেশ থেকে যে পাঁচজন নবীন জেলা গ্রন্থাগারিক যোগ দেন তাঁদেরই মাধ্যমে আমার এই পরিচয় ঘটেছে। শিক্ষক ছাত্র সম্পর্ক অকল্পনীয় ফল দিতে পারে আর যথার্থ শিক্ষার বাতাবরণে ছাত্র শিক্ষকের নিকট এবং শিক্ষক ছাত্রের নিকট অনেক কিছুই শিখতে পারেন। আমার এই পাঁচজন বাঙালী ছাত্র বাংলা দেশ সম্বন্ধে বহু খবর আমাকে দিয়েছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয়, ঐ সময়ে দুদিনের জন্যে শ্রীনিখিল রঞ্জন রায়কে আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনার পর আমার এই ধারণাই হয়েছে যে, বাংলাদেশের গ্রন্থাগার উন্নয়নে যে সব যোগ্য ব্যক্তি সক্রিয় অংশ নিচ্ছেন তাতে অপরাপর রাজ্য বাংলাদেশকে ঈর্ষা করতে পারে।

বহু বছর ধরে গ্রন্থাগারিক হিসাবে কাজ করলেও গ্রন্থাগার বিষয়ে কিছু বলা সহজ সাধ্য নয়। আমি যা কিছু বলব তা সবই অপরে আরও সুষ্ঠুভাবে বলেছেন—এ ছাড়া সাধারণ বুদ্ধিতেও অনেক কিছু বোঝা যায়। আমার নতুন কোন দৃষ্টিভঙ্গিও নেই। তবু আজকের অনুষ্ঠানে আপনারা আশা করেন যে আমি কিছু বলব। ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় যেসব সমস্যা বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে, সে বিষয়ে কিছু বললেই বোধ হয় ভালো,

হবে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গঠনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সাধারণ গ্রন্থাগার উন্নয়নের প্রাথমিক কতকগুলি বিষয়ের মধ্যে আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে। গ্রন্থাগারকর্মী, উপকরণ, কার্যপদ্ধতি বিষয়ক সমস্যা প্রয়োজনীয় হলেও এখানে গৌণ, কেন না গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যথাযথ হলে ঐ সব সমস্যার সমাধান সহজেই হয়ে যাবে। কিছুক্ষণের মধ্যে আপনারা দেখবেন যে আমার সঙ্গে আপনাদের মতভেদ হচ্ছে। আপনাদের রাগ বা বিরক্তিকে সহ্য করেও স্পষ্ট কথা বলা সঙ্গত।

গ্রন্থাগার উন্নয়নের স্বরূপ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে অনেক কিছুই বলা যায়, তবে বেশির ভাগই কোন স্পষ্ট অর্থ বহন করে না। বহু পন্ডিত এর ওপর মাথা ঘামাচ্ছেন। ফলে তত্ত্বগত জটিলতা, অসংলগ্ন চিন্তা এবং পলায়নী মনোবৃত্তির সৃষ্টি হয়েছে। এ পটভূমিকায় সাম্প্রতিক কালে রঙ্গনাথনই সবচেয়ে যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তা করেছেন। সে জন্য আজকের আলোচনায় তাঁর কথাই সর্বাপেক্ষা বেশি মনে রাখব। রঙ্গনাথনের প্রসঙ্গ আনার আরও কারণ আছে। তিনি পুরানো চিন্তাধারার বেসাতি করেন নি, অনুকরণ কখনো করেন নি। তিনি মৌলিক, সৃজনধর্মী এবং সর্বোপরি বাস্তবভিত্তিক। গ্রন্থাগার সমস্যার ওপর তাঁর চিন্তাধারা সুসংবদ্ধ, এলোমেলো বা শিথিল নয়। আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি যে তাঁর কাছেই আমি সব চেয়ে বেশি শিক্ষালাভ করেছি। অন্ধকারে দীপশিখা নিয়ে যাওয়ার মতো আমি তাঁর চিন্তাধারা অনুসরণ করব।

একক গ্রন্থাগারের (unitary libraries) স্থানে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার (library system) ধারণা পাশ্চাত্ত্য দেশে সম্প্রতি চালু হয়েছে। একই ধরণের অভিজ্ঞতা থেকে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এই ধারণার সৃষ্টি। বেশ কিছু বছর ধরে গ্রন্থাগার চালানোর পর দেখা গেল যে, বহু গ্রন্থাগারেই সংস্থানের সমস্যা তীব্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা দেশ জুড়ে অসংখ্য গ্রন্থাগার গড়ে তুললেও অপুষ্ট গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা মেটে না। বোঝা গেল, আমূল সংস্কার না করলে এর সমাধান হবে না, চাইকি গ্রন্থাগার এলাকার পুনর্গঠন করতে হবে। গ্রন্থাগার এলাকার সম্প্রসারণ দরকার আর তাতেই আসবে স্বয়ং সম্পূর্ণতা। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের এলাকা সর্বদাই উপযুক্ত গ্রন্থাগার এলাকা নয়। কিন্তু ইংলণ্ড বা আমেরিকায় গ্রন্থাগার এলাকার পুনর্গঠন সম্ভব নয়। সে কারণে, ইংলণ্ডে স্বতঃপ্রণোদিত গ্রন্থাগার

সহযোগিতার দ্বারা কিছুটা সামঞ্জস্যবিধান করা হয়েছে। আমেরিকায় একাধিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের এলাকা জুড়ে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার এলাকার সৃষ্টি হয়েছে এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে রাজ্য গ্রন্থাগার খোলা হয়েছে। তবু গ্রন্থাগারের নবরূপায়ণ খুব সোজা ব্যাপার নয়। দুটি দেশেই এখনও অনেক কিছু করার প্রয়োজন আছে।

স্থানীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালিত ব্যবস্থার চেয়ে নূতন ব্যবস্থায় আরও বেশি টাকার দরকার হলো। ফলে ইংলণ্ডে বেশি না হলেও আমেরিকার গ্রন্থাগার-গুলির আর্থিক কাঠামোয় পরিবর্তন দেখা দিল। নিজ এলাকায় প্রাপ্ত অর্থের সঙ্গে আছে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসাহায্য। কিন্তু স্থানীয় ব্যক্তিদের দেয় অর্থের ও রাজ্য সরকারের সাহায্যের পারস্পরিক পরিমাণ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

যে সকল অনুন্নত দেশে গ্রন্থাগার এখনও ভালোভাবে গড়ে ওঠে নি, সেখানে একক গ্রন্থাগারের স্থানে একটা 'গ্রন্থাগার ব্যবস্থা' বেশি কার্যকরী হবে, এই ধারণা প্রধানত রঙ্গনাথনের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি। বহু কারণে 'গ্রন্থাগার ব্যবস্থা'কে বেছে নেওয়া হয়েছে। গ্রন্থাগার নিতান্ত ছোট হলেও সহযোগিতামূলক অবস্থায় তার দান কম নয়। এতে বিভিন্ন স্থানের আর্থিক পার্থক্য সত্ত্বেও বড়ো বড়ো এলাকা জুড়ে সুষ্ঠু, সুসম গ্রন্থাগার সংগঠন সম্ভব হয়। গ্রন্থাগার সংগঠনের নূতন ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে আধুনিক উন্নত মান অনুযায়ী গ্রন্থাগারগুলিকে কার্যক্ষম করা যায়।

রঙ্গনাথন ও আরও কয়েকজন চিন্তাশীল গ্রন্থাগারিক সর্বপ্রথম বলেন যে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রাণশক্তি নিহিত আছে শীর্ষস্থানীয় অর্থাৎ তথাকথিত 'কেন্দ্রীয়' গ্রন্থাগারের মধ্যে। যেমন, পল্লী কেন্দ্রীয়, গ্রাম কেন্দ্রীয়, রাজ্য কেন্দ্রীয় এবং সর্বশেষে রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ গ্রন্থাগার হলো রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার—এগুলির ওপর ব্যবস্থার মান ও আর্থিক অবস্থা নির্ভরশীল। এখানে বিশেষ জোর দিয়ে বলা দরকার যে, কোন প্রদেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করতে হলে সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ও বস্তুকেন্দ্রিক কাজ হবে সর্বপ্রথম রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন করা।

উপরের ধারণাটিও রঙ্গনাথনের। গ্রন্থপঞ্জী-সংক্রান্ত ও বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলগত প্রাথমিক সাহায্য করে, সুযোগ্য অভিজ্ঞ লোক ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি দিয়ে প্রদেশের মধ্যে সকল গ্রন্থাগারকে উন্নত করার দায়িত্ব রাজ্য

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের। আমেরিকার কয়েকটি রাজ্যে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এ ধরণের কাজ আরম্ভ করেছে। কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়াতে (যেখানে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা একেবারে সাম্প্রতিক) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সুযোগ্য অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও উপকরণাদির সাহায্যে সারাদেশ ব্যাপী গ্রন্থাগার উন্নয়নে ব্রতী হয়েছেন। এই অবস্থায় রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল সংগঠক, প্রধান নির্মাতা এককথায় 'কেন্দ্রমণি'।

বিশেষভাবে গত দশবছরে ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার উন্নয়ন কীরূপ হয়েছে, তা প্রণিধানযোগ্য। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আগেই গ্রন্থাগার উন্নয়ন শুরু হয়েছে এবং প্রথম দুটি পরিকল্পনায় কিছু উন্নতিও হয়েছে। কিন্তু অর্থব্যয় করা সত্ত্বেও কয়েকটি রাজ্যে বলবার মতো কিছুই এখনো হয়নি। এই সাধারণ নৈরাশ্যের পটভূমিকায় বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ রাজ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। উন্নতির চেহারাও বিভিন্ন ধরনের। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, উন্নতির পথে এত পার্থক্যের অবকাশ কোথায়? বিশিষ্ট রূপ দেবার আগে কি যথেষ্ট চিন্তা করা হয়েছিল, তার মূল্যই বা কতটা?

আলোচনার সুবিধার জন্যে উন্নয়নের রূপকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। মাদ্রাজে গ্রন্থাগার উন্নয়ন গড়ে উঠেছে আইনকে ভিত্তি করে। রাজ্য গ্রন্থাগার এবং জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সমেত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি আইনের জোরে স্থাপিত হয়েছে। বাংলা ও বোম্বাই রাজ্যে কোন গ্রন্থাগার আইন চালু হয়নি। গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা সে প্রশ্ন এখানে তুলছি না। বাংলা এবং বোম্বাই রাজ্যের চিন্তাধারার পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। ঐ দুই দেশে মূল তফাৎ হলো বাংলাদেশে কিছু গ্রন্থাগার সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত, কিছু বা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত। বোম্বাই রাজ্যে (সৌরাষ্ট্র ও বিদর্ভ বাদে) কেবলমাত্র সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার আছে।

আরও তলিয়ে বিষয়টি দেখা যাক। বোম্বাই যে রূপ গ্রহণ করেছে সেটি দুর্বল এবং একেবারেই অসার। সামগ্রিকভাবে কেবল সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার দিয়ে একটা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় না। এই ধরণটিতে সজীবতা ও সহযোগিতার আবহাওয়া থাকে না। সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত গ্রন্থাগারের স্থানে কেবল সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার থাকলে, সেই সূত্রটি খুঁজে পাওয়া যায় না যার দ্বারা সকল গ্রন্থাগারকে একটা বন্ধনে বা ব্যবস্থায় আনা যায়। একটি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আছে বটে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই

শাখার গ্রন্থাগারের অংশমাত্র। এরূপ কেন্দ্রীয় রাজ্য গ্রন্থাগার কোন কাজই করতে পারে না। বহু অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, কিন্তু কেন তা জানি না। গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের কোন পথ আজ খোলা নেই।

কিন্তু কেন এধরণের অবিবেচনা প্রসূত কার্যপদ্ধতি নেওয়া হয়েছিল? আমরা যেন ভুলে না যাই যে, বোম্বাই সরকারকে একটি কমিটি পরামর্শ দিয়েছিল। মনে আছে, কিছুকাল আগেও এমন বহু গ্রন্থাগারিক ছিলেন যাঁরা মনে করতেন যে গ্রন্থাগার আইনের কোন প্রয়োজন নেই, গ্রন্থাগার কর নিরর্থক। তাঁদের মতে কিছু জনহিতকর কাজ করেছে এমন কয়েকটি নির্বাচিত শুল্ক গ্রন্থাগারকে (Subscription libraries) অর্থ সাহায্য করলেই খুব দ্রুত গ্রন্থাগার উন্নয়ন সম্ভব হবে। তাঁদের এই বুদ্ধিদীপ্ত, মননপ্রোজ্জ্বল মতগুলিতে সায় দিতেন না বলেই তাঁদের কাছে রঙ্গনাথন নির্বোধ, একগুঁয়ে হয়ে উঠলেন। বর্তমানে কয়েকজন স্বার্থপরের হাতে গ্রন্থাগার চলে যাওয়ায়, গ্রন্থাগার আইন চালু করা বা গ্রন্থাগার সংস্কার করায় বহুবাধার সৃষ্টি হবে। চিন্তাবিহীন কার্যের আবর্জনা দূর করা একমাত্র বিরাট শক্তিমান ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

এবার বাংলাদেশের দিকে তাকানো যাক। বোম্বাই-এর ব্যবস্থা থেকে উন্নত হলেও বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যবস্থার অগ্রগতি সীমাবদ্ধ। সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত গ্রন্থাগারের বিশেষ গুরুত্ব অগ্রগতির সূচনা করেছে এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা দেখা দিয়েছে তবুও এই ব্যবস্থার খুব শীঘ্র কিছু সংস্কার প্রয়োজন। সুষ্ঠু প্রাণোজ্জ্বল সংগঠন এভাবে হতে পারে না, তা ছাড়া যথাযথ 'ব্যবস্থা'ও এটি নয়। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কোন অংশ না থাকায় বিজ্ঞান সম্মতভাবে উন্নয়নের কাঠামো গড়ে ওঠে নি। সংবাদদাতার অভাব দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি বিচ্ছিন্নভাবে থাকায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভিত্তি এখনও রচিত হয় নি। বাংলাদেশে অনুসৃত পদ্ধতি কিছুটা প্রীতিপ্রদ হলেও আমার কথা যে, কয়েকজন সৃজনধর্মী চিন্তাশীল ব্যক্তির হাতে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তা ছাড়া, আজ পর্যন্ত যেটুকু উন্নতি হয়েছে তার জন্যে তাঁরা প্রশংসার যোগ্য। এ সব সত্ত্বেও এই সাবধান বাণী আমি উচ্চারণ করব যে, আর বেশী দেরী করা বিপজ্জনক। কাঠামো আর সংগঠনের দিক থেকে কিছু সংস্কার এখনই দরকার। এবং সেটা হলেই এক কার্যকরী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বাংলাদেশে দেখা দেবে।

সবচেয়ে উন্নত ধরণের গ্রন্থাগারগুলিকে বেছে নিয়ে অর্থসাহায্য করলে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার নিয়ে কোন সমস্যাই উঠবে না। আরও স্পষ্টভাবে কথাটা বলা যাক। বেশ বড়ো এলাকা জুড়ে জলসেচ ব্যবস্থার মতো সাধারণ গ্রন্থাগার গুলির আধুনিক ব্যবস্থা। অনেক পয়সা খরচ করে বাঁধ দেওয়া দরকার, এবং তারপর শাখা প্রশাখার মাধ্যমে সারা জমিতে জল নিয়ে যাওয়া হয়। অপর দিকে, গতানুগতিক শুল্ক গ্রন্থাগার গুলি কুয়ো বা জলাশয়ের মতো। বহুকাল ধরে মানবজাতির সেবা করলেও বর্তমানে তাদের ব্যবহার সীমাবদ্ধ ও ক্রমক্ষীয়মান। যে সব ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার নূতন সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংগে মানিয়ে নিতে পারে, তাদের উচিত একদিন না একদিন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংগে একাত্ম হওয়া। বাদবাকি গ্রন্থাগারগুলি এতোই ছোট, তাদের সামর্থ এতোই অল্প যে তাদের নিয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করা বেশ কঠিন ব্যাপার। একথা মনে রাখতে হবে যে, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগারের পূর্বে বহু শুল্ক গ্রন্থাগার ছিল। আজ তারা কোথায়? কালচক্রে প্রতিষ্ঠানের চেহারা বদলে যায়, এবং পরিচিত বিষয় হারানোর এক যুগের বেদনা পরযুগে অনুভূত হয় না। বর্তমান কালের আমরা যেন ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ না করে দাঁড়াই।

এবার দেখি মাদ্রাজ রাজ্যের ব্যবস্থা। মাদ্রাজে উন্নয়নের চেহারা, মোটামুটি, সবচেয়ে প্রীতিকর। আইনের উপর এই উন্নয়ন নির্ভরশীল এবং এক সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থসংস্থান করা হয়। এক পক্ষে, মাদ্রাজের যা কিছু সবই রঙ্গনাথনের দান। তবে ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতির জন্যে রঙ্গনাথন বিন্দুমাত্র দায়ী নন। মাদ্রাজে প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়জনক ব্যাপার হলো গ্রন্থাগার উন্নয়নে শীর্ষ গ্রন্থাগারের কোন স্থান নেই। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের করণীয় কোন কাজ বা দায়িত্ব অর্পণ করা হয় নি শীর্ষ গ্রন্থাগারকে। মাদ্রাজের ব্যবস্থা অনেকটা কবন্ধের মতো। এর জন্যে কি রঙ্গনাথন দায়ী? রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, তার গ্রন্থাগারিক, রাজ্য গ্রন্থাগার কমিটি সবই আছে, কিন্তু তাদের সত্যকার সত্তা নেই। তাদের করণীয় কাজের ভার শিক্ষা-অধিকর্তাকে দেওয়ার এক আমলাতান্ত্রিক অচলায়তনের সৃষ্টি হয়েছে। গ্রন্থাগার চালানোর ভার কাদের ওপর দেওয়া চলে না, এর উত্তর পেয়েছি মাদ্রাজে। মাত্র একটি ত্রুটি রঙ্গনাথনের দেশে গ্রন্থাগারিকের পদকে একান্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। উৎকৃষ্ট জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে উপযুক্ত শিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তির অভাবে।

কেবল ভালো বাড়ি বা গ্রন্থবান বা বেশী বই নিয়ে আধুনিক গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে না, সর্বপ্রথম প্রয়োজন উপযুক্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তির—এই ধারণা এখনো মাদ্রাজে চালু হয়নি। এসব কথা বলার পরেও তবু বলব মাদ্রাজে প্রচলিত ব্যবস্থাই বাংলা বা বোম্বাই-এর চেয়ে সঠিক ব্যবস্থার কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। মাদ্রাজেও সংশোধন দরকার, যার মধ্যে প্রধান হলো রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সংস্কার, প্রশাসন-ব্যবস্থার সংশোধন এবং উপযুক্ত গ্রন্থাগারিক নিয়োগ।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে উন্নয়ন ব্যবস্থার পর্যালোচনা করবার পর, গ্রন্থাগার আইন, অর্থ ব্যবস্থা ও প্রশাসন সম্পর্কিত প্রাথমিক কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা যাক। গ্রন্থাগার উন্নয়নে আইনের আশ্রয় নিতে অনেকে এখনও ইতস্ততঃ করছেন। এ বিষয়ে দোলাচল-চিত্তবৃত্তি থাকা অনুচিত, কেন না গ্রন্থাগার আইনে সুফল মেলে প্রচুর। গ্রন্থাগার আইন গ্রন্থাগারের কাঠামো ঠিক করে দেয়, উন্নয়ন ব্যবস্থা সর্বস্বীকৃত রূপ পরিগ্রহ করে এবং রাজনৈতিক নেতা বা প্রশাসকদের খেয়ালখুশি মাফিক গ্রন্থাগার বেড়ে উঠতে পারে না। গ্রন্থাগার পরিচালনার যথার্থ ব্যবস্থা আইনের মাধ্যমে হতে পারে। ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ আইন প্রয়োগের জন্যে দায়ী থাকেন এবং সর্বশেষে বিধান সভা বা জন-প্রতিনিধির নিকট কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকেন। স্থায়ী প্রগতিধর্মী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্যের অবকাশ আইনে থাকে। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় দিক—যেমন গঠন, পরিচালনা, অর্থ ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য আইন প্রণয়ন একান্ত দরকার। নতুবা, প্রশাসকদের হাতে গ্রন্থাগারগুলি খেলনায় পরিণত হয়। সময় সময় মাদ্রাজের মতো আইন রচনায় আংশিক ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু আইনের প্রয়োজন না থাকার পক্ষে যুক্তি এটা নয়। ত্রুটিপূর্ণ আইন সংশোধিত হতে পারে, কিন্তু আইনের উপর নির্ভরশীল নয় যে ভুল ব্যবস্থা তা আর শোধরানো যায় না, সেখানে প্রশাসকের যথেচ্ছচারিতা চলে। গণতন্ত্রের দিক থেকে এবং সুষ্ঠু গ্রন্থাগারের জন্যে গ্রন্থাগার আইন একান্ত আবশ্যক।

আইনের জোরে অর্থ সংস্থান কী ভাবে হবে, সেটা আর এক প্রশ্ন। এমন ধরণের কথা বলা হয় যে, আদায়ীকৃত অর্থের পরিমাণ খুব সামান্য হয় বলে গ্রন্থাগারের স্বার্থেই গ্রন্থাগার-কর চাপানো উচিত নয়। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ আদায়ের জন্যেই গ্রন্থাগার-কর প্রয়োজন, এ কথা তো

কেউ বলে না। একেবারে অন্য কারুণে কর ধার্য করা দরকার। গ্রন্থাগার উন্নয়ন খাতে রাজ্য সরকারের সর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ কত টাকা দেয় সেটা নির্ধারণের জন্যে কর ধার্য করা হয়। একটি সহজ দৃষ্টান্ত ধরা যাক। মাদ্রাজ কয়ম্বাটোর জেলায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোক বাস করেন। সম্পত্তি-করের উপর প্রতি টাকায় তিন নয়া পয়সা গ্রন্থাগার-কর ধার্য করলে বছরে দু' লক্ষ টাকা ওঠে। আইনতঃ রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আরও দু' লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। গ্রন্থাগার-কর ছয় নয়া পয়সা হিসাবে ধরলে রাজ্য সরকারের দেয় টাকা দাঁড়ায় চার লক্ষ টাকা। রাজ্য সরকারের দেয় টাকার পরিমাণ গ্রন্থাগার-কর দ্বারা আদায়ীকৃত পরিমাণের তিন গুণ হলে রাজ্য সরকারকে বারো লক্ষ টাকা দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে বার্ষিক আয় দাঁড়াবে ষোল লক্ষ টাকা। এইভাবে গ্রন্থাগার-কর নির্ধারণ করে রাজ্য সরকারের দেয় টাকার পরিমাণ প্রধানতঃ পরোক্ষ কর মাধ্যমে আদায়ীকৃত রাজ্য সরকারের আয় থেকে নিজ অংশ নির্ধারণের জন্যে গ্রন্থাগার-কর প্রত্যক্ষ ভাবে চাপানো হয়। যাঁরা গ্রন্থাগার-কর আরোপের বিপক্ষে, তাঁরা করের বিকল্পে অন্য কিছু প্রস্তাব করতে পারেন। অন্যথায় গ্রন্থাগার আইনে কর প্রয়োগের ব্যবস্থা মেনে নিতেই হবে। গ্রন্থাগার-করকে তুচ্ছ বলে অবহেলা করার অর্থ রাজ্য সরকারের আয়ের ওপর গ্রন্থাগারের দাবী অস্বীকার করা। এই কথাটি মনে রেখে আমাদের পথ বাছতে হবে।

সর্বশেষে, সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার বিষয়ে কয়েকটি কথা বলব। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংগঠন ও উন্নয়নে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গুরুত্ব সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। রাজ্য গ্রন্থাগারিক এবং শিক্ষা অধিকর্তা সমপর্যায়ের হবেন কি না, গোড়ার দিকে এটা খুব বড় কথা নয়। তবে এটা লক্ষণীয় যে, রাজ্য গ্রন্থাগারিক শিক্ষা-অধিকর্তার অধীন হলেও গ্রন্থাগার পরিচালনা এবং বিভিন্ন পর্যায়ের গ্রন্থাগারিকগণ রাজ্য গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বে থাকবেন। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা দপ্তর পরিচালনার মতো নহে। কয়েকজন প্রশাসক দ্বারা গঠিত কোন 'ব্যুরো'র মাধ্যমে গ্রন্থাগার পরিচালনা করা যায় না। সক্রিয় অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা গ্রন্থাগার সব দিক হতে পরিচালিত হবে। অবশ্য প্রশাসনের জন্যে অর্থ বিভাগীয় বা দপ্তর সংক্রান্ত উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীর প্রয়োজন থাকলেও গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিকদের মাথার ওপর একদল প্রশাসন বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী রাখা উচিত নয়। শাসন ব্যবস্থার গলদের জন্যে

ইতিমধ্যেই গ্রন্থাগার উন্নয়নে বহু ক্ষতি হয়ে গেছে। জেলায় জেলায় বিদ্যালয় বা সমাজ শিক্ষা-পরিচালনার সঙ্গে গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব জুড়ে দেওয়ার কোন অর্থ থাকতে পারে না। গ্রন্থাগার উন্নয়ন ঠিকভাবে করতে হলে একটি যুক্তিযুক্ত শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর প্রয়োজন সারা দেশ জুড়ে। বাংলা, বোম্বাই ইত্যাদি যেখানে কিছু কাজ এর মধ্যেই হয়েছে, সে সব স্থানে এটির আরও প্রয়োজন।

আমার যা বলবার ছিল, সবই বলা হলো। আমার চিন্তাধারা খোলাখুলি-ভাবে প্রকাশ করলাম। জানি না, কতোটা যুক্তিসংগত আমার মতামত, কতোটাই বা আপনাদের মনে লাগল। কিন্তু এটা আশা করতে পারি যে, গ্রন্থাগার ব্যস্থার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী, এ বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। মানব শরীরের মতো গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুস্থ, সবল ও সুঠাম হবে—দুর্বল বা ক্ষতবিক্ষত হবে না। এ দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এখনও শৈশবে, সে কারণে এই শিশুর মঙ্গল কামনায় আমাদের আরও সতর্ক ও সচেষ্ট হতে হবে।

আমার অভিভাষণ একাগ্রতার সঙ্গে শোনবার জন্যে আপনাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। গ্রন্থাগার ক্ষেত্রে বাংলা দেশ নেতৃত্ব করলে আমি আনন্দিত হব। বাংলা দেশের লোক-সম্পদ ও উপকরণ প্রচুর। সেই সম্পদকে কাজে লাগানোর বুদ্ধি ও মননে বাংলা দেশ অনেক উন্নত। তাই বাংলা দেশের কাছে নেতৃত্বের আশা করা অন্যায় নয়।

আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাতের এই অপূর্ব সুযোগ আমার স্মরণ পথে চিরকাল জাগ্রত থাকবে। আপনাদের শুভেচ্ছা প্রার্থনা করি—আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

১। ● এই সম্মেলনের সুচিন্তিত অভিমত এই যে ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির (১৯৫৮) রিপোর্টটির প্রধান প্রস্তাবগুলি সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য।

● এই সম্মেলনের ইহাই অভিমত যে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার নীতিনির্ধারণ, সংগঠন, সম্প্রসারণ ও পরিচালনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে উপযুক্ত কর্তৃত্বসম্পন্ন রাজ্য গ্রন্থাগার কমিটি গঠন একান্ত প্রয়োজন। এই কমিটির নিয়ন্ত্রণাধীনে উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন আঞ্চলিক গ্রন্থাগার কমিটি থাকিবে।

● রাজ্য স্তরের কমিটিতে স্বায়ত্তশাসন ও শিক্ষাবিভাগের প্রতিনিধি, আইন সভার প্রতিনিধি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের প্রতিনিধি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি, অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক প্রভৃতির থাকা প্রয়োজন এবং আঞ্চলিক সংস্থার প্রতিনিধিও থাকিবেন। রাজ্য গ্রন্থাগারিক এই কমিটির সদস্য সম্পাদক হইবেন।

● অঞ্চলের গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনের জন্য আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হইবে। অন্যান্যদের মধ্যে ইহাতে থাকিবেন জেলা স্কুল বোর্ডের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং গ্রন্থাগার প্রতিনিধি আঞ্চলিক গ্রন্থাগারিক এই কমিটির সদস্য সম্পাদক হইবেন।

২। ● গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষা দিবেন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা দিবেন। সরকার এই শিক্ষা পরিচালনার জন্য উপযুক্ত অর্থ সাহায্য করিবেন।

৩। ● সর্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন এই সম্মেলন মনে করে যে

সম্পত্তিকরের উপর টাকা প্রতি অন্যূন তিন নয়া পয়সা 'লাইব্রেরী সেস' ধার্য হওয়া উচিত। রাজ্য সরকার ন্যূনপক্ষে সংগৃহীত অর্থের তিনগুণ অর্থ গ্রন্থাগার বাবদ সাহায্য দিবেন।

৪। ● এই সম্মেলন মনে করে যে বর্তমান জনপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিকে ক্রমে ক্রমে নিঃশুল্ক সর্বজনীন গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। এই সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে এই বিষয়ে উপযুক্ত পন্থা নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করিতেছে।

৫। ● সম্মেলন গভীর দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিরাট সংখ্যক বৃত্তিকুশলী, অর্ধকুশলী এবং অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মী বিভিন্ন গ্রন্থাগারে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও ভারত সরকার নিয়োজিত দ্বিতীয় পে কমিশন তাঁহাদের বৃত্তি সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেন নাই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে প্রথম পে কমিশন গ্রন্থাগারিক বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং যতই অসন্তোষজনক হউক না কেন কিছু সুপারিশও করিয়াছিলেন। এই সম্মেলন গ্রন্থাগার কর্মিদের প্রতি দ্বিতীয় পে কমিশনের অবহেলার প্রতি দেশের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে এবং ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অবিলম্বে বিষয়টির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অনুরোধ করিতেছে।

● সম্মেলন বৃত্তিকুশলী অর্ধকুশলী গ্রন্থাগার কর্মিদের আর্থিক ও সামাজিক দুরবস্থা সম্পর্কে দেশের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। সম্মেলন মনে করে যে দেশের বিদ্যানুরাগী জনসাধারণকে দায়িত্ব সহকারে সেবা করা সত্ত্বেও গ্রন্থাগার কর্মিদের যথোপযুক্ত বেতন দেওয়া হয় না। এই সম্মেলন মনে করে যে সরকার নিয়োজিত বিভিন্ন কমিটি যে সমস্ত সুপারিশ করিয়াছিল তাহার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হউক :

● (ক) মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী অবিলম্বে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকদের বেতন ও মর্যাদা দেওয়া হউক।

● (খ) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের গ্রন্থাগার কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কলেজ গ্রন্থাগারের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের যথাক্রমে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত সিনিয়র অধ্যাপকের বেতন ও মর্যাদা দেওয়া হউক। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের গ্রন্থাগার কমিটির অন্যান্য সুপারিশ সমূহ কার্যকরী করা হউক।

● (গ) অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রেও সমতুল্য বৃত্তিতে অন্যান্য কর্মীদের ন্যায় বেতন ও মর্যাদা গ্রন্থাগারিকদের পাওয়া উচিত।

● (ঘ) সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহের গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদা কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কার্যকরী করা হউক।

বিজ্ঞপ্তি

অনবধানতা বশতঃ বহু সদস্যের বার্ষিক দেয় চাঁদা পরিষদ কার্যালয়ে প্রেরিত হয় নাই। বলা বাহুল্য সদস্যদের সহযোগিতায় পরিষদের সুপরিচালন সম্ভব। সেজন্য তাঁহাদের অবিলম্বে বাকী চাঁদা জমা দিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

সম্পাদক

সম্পাদকীয়

চতুর্দশ সম্মেলন ও গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ

বৎসরান্তে ইস্টারের ছুটিতে গ্রন্থাগার সম্মেলনে সম্মিলিত হওয়া আমাদের একটি আবশ্যিক কর্তব্যে পরিণত হয়েছে। সম্মেলনে অনেকের চিন্তার সাহায্যে পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথনির্দেশের যে সহায়ক হয় একথা আমরা সকলেই মানি। কাজেই এ সম্মেলন পরম্পরায় সঙ্গে পরিচিত হবার ক্ষেত্রই শুধু নয়, তার অন্য গুরু দায়িত্ব আছে সে বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই।

তবে সম্মেলনের সময় সংক্ষিপ্ত বলে সমস্ত আন্দোলনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার সম্ভব হয়ে ওঠে না। এর মধ্যে থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য বিষয় ও বক্তব্যকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরাই বৎসরান্তিক এই সম্মেলনের প্রধান কর্তব্য।

ভারতের বর্তমান গ্রন্থাগার জগতে সাম্প্রতিক সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্ট। রিপোর্টটি যে তার বিভিন্ন বক্তব্যের জন্য আমাদের সকলের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেছে বা তার দাবি রাখে তা নয়, তবে সমকালীন সমাজ মনে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করবার চিন্তা দেখা দিয়েছে—এ রিপোর্টটি তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কাজেই শুধু এই দিক দিয়েই এই উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্টটিকে সম্মেলনে মিলিত অনেকের মনের কষ্টিপাথরে বিচার করে দেখবার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। রিপোর্টটিতে ধারা ও উপধারায় অনেকগুলি সুপারিশই রয়েছে। সে সবের চুলচেরা বিচারও স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব নয়, কাজেই তার মূল সুপারিশের কয়েকটিকে ভিত্তি করে আমাদের মূল আলোচ্য প্রবন্ধটি রচিত হয়।

গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে রচিত সম্মেলনের মূল আলোচ্য প্রবন্ধে যে দুটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তার প্রথমটি হোল আদর্শ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংগঠন ও কাঠামো সম্পর্কিত এবং সেই ব্যবস্থাকে সফল করে তোলবার জন্যে যে শিল্পকুশল কর্মিদলের প্রয়োজন তাদের শিক্ষণদানের প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে সম্মেলনের সুচিন্তিত অভিমত প্রস্তাবাকারে পত্রিকার অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয়টিতে প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু ও সুসংগত

রূপায়ণের জন্যে গ্রন্থাগার আইনের কথা বলা হয়েছে। আইন ব্যতীত গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুসংবদ্ধ ও সুসংগঠিত করা যে সম্ভব নয় একথা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এবং এ বিষয়ে উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ রাজ্য সরকার কার্যকরী করবেন বলে আশা করি। গ্রন্থাগার আইনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল তার আর্থিক দিকটি। সর্বজনের জন্যে রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে স্থায়ী ও কার্যকরী করে তুলতে হলে প্রয়োজন সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত অর্থাগমের পথ। সে প্রয়োজন বিত্তবান লোকেদের কাছ থেকে নামমাত্র একটা কর ও তার তিনগুণ পরিমাণ সরকারী অর্থবরাদ্দে মেটানো হবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে আর্থিক গুরুভার মূলতঃ সরকারের ওপরই বর্তাবে এবং সাধারণের কাছ থেকে কর বাবদ যে অর্থ সংগৃহীত হবে তা একদিকে নামমাত্র এবং অপরদিকে স্বল্পবিত্ত বা বিত্তহীনদের করপীড়িত করে তুলবে না। ইতঃপূর্বে বিভিন্ন সভাসমিতিতে ও বিগত সম্মেলনেও কর প্রবর্তনে জনসাধারণ ও গ্রন্থাগার কর্মিদের কাছ থেকে এবিষয়ে একপ্রকার পূর্ণ সমর্থনই পাওয়া গেছে।

প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমান জন পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলির পর্যায়ক্রমে একীকরণ ও সমন্বয় সাধনের প্রণালী সম্পর্কে উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ প্রতিনিধিরা পুরোপুরি মেনে না নিলেও মূলতঃ সকলেই তা অনুমোদন করেছেন।

জাতীয় উন্নয়ন ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত ও ফলপ্রসূ করে তোলার কাজে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ও অপরিহার্যতা কমিটি অনুভব করেছেন। সেজন্যে অভিনন্দন জানিয়ে সম্মেলন তাঁদের সুপারিশগুলি অবিলম্বে কার্যকরী করার জন্যে অভিমত প্রকাশ করেছে। রাজ্য সরকার কমিটির সুপারিশ কার্যে রূপায়িত করলে পরে বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় সংশোধন করার যথেষ্ট অবকাশ থাকবে। কিন্তু কমিটির সুপারিশগুলি যাতে ধামা চাপা পড়ে না যায় সে দিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকা

কথাবার্তা
সমসাময়িক ঘটনাবলী ও সাহিত্য বিষয়ক বাংলা সাপ্তাহিক
বার্ষিক ৩, টাকা, ষাণ্মাসিক—১·৫০ টাকা।

উইকলি ওয়েষ্ট বেঙ্গল
সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত ইংরেজি সাপ্তাহিক
বার্ষিক ৬, টাকা, ষাণ্মাসিক—৩, টাকা।

বসুন্ধরা
গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৃষি-বিষয়ক বাংলা মাসিক পত্র
বার্ষিক ২, টাকা।

শ্রমিক—বার্তা
শ্রমিক-কল্যাণ সংক্রান্ত বাংলা হিন্দি পাক্ষিক পত্র
বার্ষিক ১·৫০ টাকা।

পশ্চিম বংগাল
নেপালী ভাষায় সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র
বার্ষিক ৩, টাকা, ষাণ্মাসিক ১·৫০ টাকা।

মগ্‌রেবী বংগাল
উর্দু ভাষায় সচিত্র পাক্ষিক সংবাদপত্র
বার্ষিক ৩, টাকা, ষাণ্মাসিক ১·৫০ টাকা।

গ্রাহক হবার জন্য এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন

প্রচার অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ-সরকার, রাইটার্স বিল্ডিংস
কলিকাতা—১

মূল্য—৩৭ নয়া পয়সা

মুদ্রাকর শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবেশক প্রেস, ২৩, ডিক্সন লেন, কলিকাতা—১৪ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।